দ্বিতীয় স্তবক

প্রথম খণ্ড

লণ্ডন-রহস্য

বা

রাজবাড়ীর গুপ্তকথা !

প্রথম উল্লাস

ক্লারা লণ্ডনে

লণ্ডন নগরের প্রায় কুড়ি মাইল দূরে প্রাচীন ক্যাণ্টারবারীর সন্নিকটে অনেক দিন অবধি একটি উপবনের মধ্যে একখানি পুরাতন বাড়ী ছিল। সেই উপবনটির চতুর্দ্দিকে উচ্চ বেড়া, তাহার ভিতর বহুবিধ সুদৃশ্য পুষ্প-বৃক্ষ দৃষ্টি-গোচর হয়। সুন্দর সুন্দর লতা-গুল্ম, তরু-লতাগুলি কোমলাঙ্গী রমণীকুলের যত্নলালিত; পারিপাট্য দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পথিকেরা সেই উপবনের পার্শ্বস্থ পথ দিয়া যাইবার সময় পুষ্প-কুঞ্জের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিত।

এই বাগানের ভিতর পরিষ্কার ভ্রমণপথে সময়ে সময়ে দুটি সুন্দরী কুমারীকে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত; তাহাদের রূপ যেমন মনোরম, পরিচ্ছদের পারিপাট্যও সেইরূপ সুরুচিসঙ্গত। বোধ হইত যেন, দুইটি সজীব পুষ্প সেই পুষ্পোদ্যানে বিকশিত হইয়া কোন দেবতার বরে চলৎশক্তি লাভ করিয়া সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছে।

এই সুন্দরীদ্বয়—দুটি ভগিনী, পিতৃমাতৃহীনা, অনাথা। তাহাদের পিতা-মাতার কথা তাহাদের মনেই ছিল না; উদ্যান-বাটিকায় এক রমণী থাকেন। কুমারীরা তাঁহাকে পিসী বলে, তিনি মাতার মত স্নেহ-যত্নে প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন। সেই রমণীর মুখে তাহারা শুনিয়াছিল যে, লণ্ডননগরে তাহাদের জন্ম

তাহাদের পিতা সৈন্তদলে কাজ করিতেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফ্লেমিশ যুদ্ধে তিনি নিহত হন; সেই সময়ে কনিষ্ঠা কুমারীটি কয়েক দিনের শিশু মাত্র; স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে তাহাদের জননী শোকাভিভূতা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সংসারে একটি অবিবাহিতা প্রৌঢ়া পিসী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না, সেই পিসীর নাম মিস্ ষ্টান্‌লী। পিসীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, এই বাড়ীখানি তাঁহার নিজস্ব; আয় অল্প হইলেও তিনি অপব্যয়ী ছিলেন না, সেই জন্য তত অল্প আয়েও তিনি তাঁহার প্রিয়তমা ভাই-ঝি দুটিকে যথোচিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভগিনী দুটিতে কুড়ি মাসের ছোট বড়; উভয় ভগিনীর বয়সের তার এত অল্প হইলেও, উভয়ের আকার-প্রকারের বিভিন্নতা অত্যন্ত অধিক ছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লারা দীর্ঘাঙ্গী, অতি সুন্দরী, অঙ্গ-সৌষ্ঠব লাবণ্যপূর্ণ, তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনী অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের অধিক-বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত; কনিষ্ঠা ভগিনী লুইসাও সুন্দরী—পরমা সুন্দরী, তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব-মধ্যে একটি অতি অপূর্ব্ব সরলতা ও স্বচ্ছতা বিদ্যমান ছিল। তাহার দেহ অনতিদীর্ঘ, অঙ্গ সুগঠিত, দেখিয়া বোধ হইত—যেন মানবী নহে, কোন দেবকন্যা। উভয়ে এক প্রকার শিক্ষা লাভ করিলেও, যেমন তাহাদের আকারগত পার্থক্য ছিল, তেমনি তাহাদের রুচিগত পার্থক্যও লক্ষিত হইত। ক্লারা উপন্যাস, নবন্যাস ও প্রেমপূর্ণ গল্প-পুস্তক পড়িতে ভালবাসিত, কিন্তু লুইসা কবিতা ভালবাসিত। সুন্দর কবিতাপাঠে তাহার বড় আনন্দ। এতদ্ভিন্ন যে সকল পুস্তক পাঠ করিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়—নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে, তৎপ্রতি তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ক্লারা কিছু অলস ছিল, সূচিকর্ম্ম কিংবা কোন প্রকার কারুকার্য্য ভালবাসিত না। লুইসা কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না, সে যখন পড়া-শুনা না করিত, তখন সে নানা প্রকার শিল্প-কার্য্য লইয়া সময় ক্ষেপণ করিত। ক্লারার কিছু অহঙ্কার ছিল, নিজের রূপে—নিজের জ্ঞানে সে যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ করিত। লুইসা অত্যন্ত সরলা, গর্ব্ব, অভিমান বা দম্ভ কদাচ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

উভয়ের জীবন বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল, আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য কাহাকেও কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। ক্রমে ক্লারা উনিশ ও লুইসা সতের বৎসরে পদার্পণ করিল। এই সময়ে ইহাদের এক মহাবিপদ্ উপস্থিত হইল। তাহাদের মাতৃস্থানীয়া পিসী মা পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত

হইয়া মৃতকল্প হইলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া গেল, বাক্‌শক্তি রহিত হইল। লণ্ডনের বড় বড় চিকিৎসককে তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করা হইল, যথাসাধ্য ব্যয়ের ত্রুটি হইল না, কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। সকল চিকিৎসা ও অর্থব্যয় বৃথা হইল।

পিসী-মার যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহা দুই ভগিনীতে তাঁহার শুশ্রূষা ও সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য খরচ করিতে লাগিল। ক্লারা লুইসার উপর সংসারের সকল ভার নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। লুইসার তাহাতে বিরক্তি ছিল না, সে যথাসাধ্য পরিমিত ব্যয়ে সকল কার্য্য সম্পাদিত করিত। পিসীমার নিকট সে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিয়াছিল।

এই ভাবে দিন যায়। লুইসা একদিন দেখিল, পিসীমার বাক্সে একটিমাত্র গিনী অবশিষ্ট আছে, সেই গিনীটি ব্যয় হইলেই তাহারা কপর্দ্দকশূন্য হইবে। লুইসার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে তাহার দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কর্ত্তব্য কি?' ক্লারা তাহার পিসীর দপ্তরের কাগজ-পত্র সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল, কিন্তু কোথাও কাহারও নিকট কিছু প্রাপ্য আছে, তাহার সন্ধান পাইল না। লুইসার মনে হইল, তাহার পিসী-মা মধ্যে মধ্যে লণ্ডন-ব্যাঙ্কের ক্যাণ্টারবারীস্থ শাখায় মধ্যে মধ্যে টাকা আনিতে যাইতেন। অতএব সেই ব্যাঙ্কে গিয়া একবার সন্ধান লইতে তাহার ইচ্ছা হইল। একদিন সে তাহার ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে লণ্ডন-ব্যাঙ্কে গেল।

ব্যাঙ্কের কর্ত্তা লুইসার প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "তোমার পিসী মিস্ ষ্টান্‌লী ছয় মাস অন্তর ষাটটি গিনী ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া যাইতেন; লণ্ডননিবাসী মিঃ বেকফোর্ড নামক একটি ভদ্রলোক চেক পাঠাইতেন, সেই চেকের বিনিময়ে ঐ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইত; মিঃ বেকফোর্ডের সহিত মিস্ ষ্টান্‌লীর কি সম্বন্ধ—তিনি কি জন্যই বা তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে টাকা পাইতেন, আমি তাহা জানি না; এক্ষণে এই সকল কথা বেকফোর্ডকে আমি লিখিয়া জানাইব।"

কয়েক দিন পরে লুইসা পুনর্ব্বার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সহিত দেখা করিতে গেল। সেই দিন ম্যানেজার তাহাকে বলিলেন, "লণ্ডন হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে অনুকূল। মিঃ বেকফোর্ড লিখিয়াছেন, তিনি অতঃপর পূর্ব্ববৎ বৃত্তি দান করিবেন।"

এই ঘটনার পর দেড় বৎসর অতীত হইল। দেড় বৎসর যথানিয়মে টাকা

আসিল, তাহার পর হঠাৎ চেক বন্ধ হইয়া গেল। কারণ বুঝিতে না পারিয়া লণ্ডনে মিঃ বেকফোর্ডের নিকট লুইসা একখানি পত্র লিখিল। সে পত্রের উত্তর আসিল না। লুইসা ভীত হইয়া ক্রমে চারিখানি পত্র লিখিল, কিন্তু মিঃ বেকফোর্ড নিরুত্তর। লুইসা যদি মিতব্যয়ী না হইত, তাহা হইলে বৃত্তি বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনশন-কষ্ট উপস্থিত হইত, কিন্তু যে টাকা তাহার হস্তগত হইত, তাহা হইতে সে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিত বলিয়া আরও কিছু দিন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিল। বেকফোর্ডের আনুকূল্য বন্ধ হইল কেন, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত ক্লারা ও লুইসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; পরামর্শ হইল, একজনকে লণ্ডনে মিঃ বেকফোর্ডের নিকট যাইতেই হইবে। যায় কে?

ক্লারা লুইসাকে বলিল, "তুই ছেলেমানুষ, একাকী লণ্ডনে থাকিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবি কি না সন্দেহ, আমিই যাইব। সংসারের কাজকর্ম্ম তুই ভাল বুঝিস্, বিশেষতঃ পিসী-মার সেবা করা আবশ্যক, তোর বাড়ী থাকার একান্ত দরকার; তুই গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম দেখ্, আমি যাই।"

লুইসা তাহার দিদির প্রস্তাবের কোন প্রতিবাদ করিল না। পরদিন সকালে আহারাদির পর ক্লারা লণ্ডনযাত্রা করিবে স্থির হইল।

লণ্ডনের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার কথা ক্লারা অনেকবার অনেক পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল, কিন্তু এত দিন তাহার লণ্ডন দেখিবার সুবিধা হয় নাই, এত দিন পরে সে লণ্ডনে যাইতেছে। তাহার হৃদয় আনন্দোৎসাহে পূর্ণ হইল। কত অদ্ভুত কল্পনা তাহার মনের মধ্যে উঠিয়া মনেই লয় পাইতে লাগিল। ভগিনীর বিচ্ছেদাশঙ্কায় লুইসা অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িল, তাহার চক্ষু হইতে ক্রমাগত অশ্রুপাত হইতে লাগিল। ভগিনীর কাতরতা দেখিয়া ক্লারা কিছু ব্যথিত হইল, কিন্তু সে সংকল্প ত্যাগ করিল না। লণ্ডনে না গেলে অন্য উপায় নাই।

প্রবোধবাক্যে ভগিনীকে সান্ত্বনা করিয়া ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্লারা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া লণ্ডন-যাত্রা করিল। ক্লারার বয়স তখন একুশ বৎসর, যুবতী, লাবণ্যলহরী যেন তাহার যৌবন-সাগরে তরঙ্গিত হইতেছে।

সন্ধ্যাকালে ক্লারার গাড়ী লণ্ডন নগরে প্রবেশ করিল। ক্লারা সবিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে আলোকদামসজ্জিত, অসংখ্য হর্ম্ম্য-চূড়া-মুকুটিত, সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিশোভিত, ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাজধানীর দিকে চাহিয়া রহিল। একটা প্রাচীন সেতুর কাছে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। ক্লারা শুনিল, নিকটেই একটা হোটেল আছে, সেই হোটেলের নাম 'কিস্ ইন্।' ক্লারা সেই হোটেলে রাত্রি-যাপনের

ইচ্ছা করিল। সেই হোটেলের একটা কামরা ভাড়া লইয়া সেই হোটেলে রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্লারা তাহার বাক্স খুলিয়া একটি সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইল, সযতনে বেশবিন্যাস করিল; তাহার পর একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী লইয়া ওয়েষ্ট-এণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল। মিঃ বেকফোর্ডের বাড়ীর ঠিকানা ২০ নং হানোভার স্কোয়ারে। ক্লারা গাড়োয়ানকে সেই ঠিকানায় গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া ক্লারা চক্ষু ভরিয়া লণ্ডনের মনোহারিণী শোভা দেখিতে লাগিল; শোভা কিন্তু অখণ্ড তৃপ্তি প্রদান করিল না, থাকিয়া থাকিয়া বাহ্যজ্ঞানহীনা পিসীমার ও স্নেহময়ী ভগিনীর কথা মনে পড়াতে সে ব্যথিত হইতে লাগিল।

২০ নং হানোভার স্কোয়ারের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়োয়ান কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া দরজায় করাঘাত করিল। একজন দ্বারবান্ গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কাহার সন্ধান করিতেছে?' ক্লারা গাড়ীতে বসিয়াই উত্তর করিল, "মিঃ বেকফোর্ডের। এ বাড়ী কি তাঁহার?"

দ্বারবান্ বলিল, "বেকফোর্ড? না, মিঃ বেকফোর্ড বলিয়া কোন লোককে আমরা জানি না, এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম সার আর্চ্চিভাণ্ড ম্যাগভারণ।"

ক্লারা স্তম্ভিত। সে যেন তখন পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। অতঃপর কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্থিরবিশ্বাস, গত দেড় বৎসর তাহারা যে বৃত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে, ২০ নং হানোভার স্কোয়ার হইতে মিঃ বেকফোর্ডই তাহা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই বাড়ীর লোক তাঁহার সন্ধান বলিতে পারিল না, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত!

দ্বারবান্ ক্লারাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, "পল্লীর সকল লোককেই আমি জানি। মিঃ বেকফোর্ড নামক কোন ভদ্রলোক এ পল্লীতে বাস করেন না; হয় সে ব্যক্তি সামান্য লোক, না হয় তাঁহার নিবাস ভিন্ন পল্লীতে।"

ক্লারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "২০ নং হানোভার স্কোয়ারের ঠিকানায় মিঃ বেকফোর্ডের নামে কোন চিঠিপত্র আসিত কি না?"

ইতস্ততঃ না করিয়াই দরোয়ান বলিল, "না, কস্মিন্‌কালেও না।"

ক্লারা কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারবান্‌কে বলিল, "তুমি এই বাড়ীর কর্ত্তাকে আমার কথা বল, কয়েক মিনিটের জন্য যদি তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত হই।"

দ্বারবান্ বলিল, "তিনি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানি না, কবে ফিরিবেন, তাহারও ঠিক নাই। তাঁহার পুত্র মিঃ ভ্যালেণ্টাইন ম্যাগভারণ বাড়ীতে আছেন, বলেন যদি, তাঁহাকেই সংবাদ দিতে পারি।"

ক্লারা অগত্যা সেই যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য মনে করিল; দ্বারবান্কে বলিল, "আচ্ছা, তাঁহাকেই সংবাদ দাও।" দ্বারবান্ একটি সুসজ্জিত কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ক্লারাকে সেই কক্ষে উপবেশন করাইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মিনিট দুই পরে একজন পরমসুন্দর যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় বাইশ বৎসর। নাম ভ্যালেণ্টাইন। তাঁহার মুখখানি কি যেন একটি অব্যক্ত বিষাদের মলিনতায় আচ্ছন্ন; সে বিষণ্ণভাব দর্শনে স্বতই অপরের চিত্ত দ্রবীভূত হয়।

ক্লারা সেই যুবককে মিঃ বেকফোর্ড সম্বন্ধে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিল; ভ্যালেণ্টাইন তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারিলেন না। সমস্তই যেন প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল। ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "মিঃ বেকফোর্ডের নাম আমি কখনও শুনি নাই, তাঁহার অস্তিত্বও অবগত নহি।"

ভ্যালেণ্টাইন কথা শুনিবার সময় ও কহিবার সময় অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, ভাব দেখিয়া ক্লারাকে অবিলম্বেই বিদায় লইতে হইল। ভ্যালেণ্টাইন তাহাকে সসম্মানে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন, সেই বিদায়-মুহূর্ত্তে তিনি এমন সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্লারার দিকে চাহিলেন যে, ক্লারা বুঝিল, তাহার বিপদে এই যুবকের হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে।

ক্লারা এখন করে কি? একটিমাত্র উপায়। তাহারা যে শাখা ব্যাঙ্ক-হইতে টাকা আনিত, তাহার মূল-ব্যাঙ্ক লণ্ডনে, সেই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা তাঁহার গোচর করাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। ক্লারার আদেশানুসারে কোচ্ম্যান লণ্ডন-ব্যাঙ্কের অভিমুখে গাড়ী চালাইল। প্রায় পনের মিনিট পরে ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়া গাড়ী দাঁড়াইল; ক্লারা গাড়ী হইতে নামিয়া ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিল। লণ্ডন-ব্যাঙ্ক অতি বৃহৎ ব্যাঙ্ক, অসংখ্য কক্ষে অসংখ্য লোক বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, সুসজ্জিত প্রহরীরা প্রশস্ত বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্লারা ব্যাঙ্কের একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, মিঃ বেকফোর্ড নামক এক ব্যক্তি

যথানিয়মে এই ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতেন। ক্যাণ্টারবারীর শাখার ব্যাঙ্কের মার্ফতই টাকা পাঠান হইত বটে, কিন্তু মিঃ বেকফোর্ডকে আমরা কখনও দেখি নাই। মিঃ বেকফোর্ডের নামে ব্যাঙ্কে কোন জমা-খরচ ই, যথাসময়ে এক জন ভৃত্য মিঃ বেকফোর্ডের তরফ হইতে টাকা জমা দিয়া যাইত এবং ব্যাঙ্ক তাহা শাখা-ব্যাঙ্কে ক্যাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দিত। মিঃ বেকফোর্ডের সহিত ব্যাঙ্কের এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ। যে ভৃত্য ছয় মাস অন্তর নয় শত টাকা জমা দিয়া যাইত, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও জানা নাই এবং তাহার পরিচয় জানিবারও কোন উপায় নাই।"

ক্লারা হতাশ হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইল। তাহার আশা-দীপের শেষ রশ্মিটুকুও অন্তর্হিত হইল। মিঃ বেকফোর্ডের ব্যাপার তাহার নিকট জটিল বলিয়া বোধ হইল। এখন ঘরে ফিরিয়া গিয়া লুইসাকে এই শোচনীয় রহস্য কথা ব্যক্ত করা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় রহিল না।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া ক্লারা গাড়ী বিদায় করিয়া দিল; তাহার পর পদব্রজে গাড়ীর আড্ডার দিকে চলিল, সেই আড্ডা হইতে ঘোড়ার গাড়ী ক্যাণ্টারবারীর ভিতর দিয়া স্থানান্তরে যাইত। পথে যাইতে যাইতে একটা নোংরা কাপড়-পরা কদাকার লোক দুই তিনবার যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ধাক্কা দিল। ক্লারা বড় ভীত ও বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল। পরদিন সকালে গাড়ী যাইবে শুনিয়া সে প্রথম গাড়ীখানিতে যাইবার জন্য টিকিট কিনিবার সংকল্প করিল, পকেটে হাত পূরিয়া মণিব্যাগটি তুলিতে গিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! পকেটে মণিব্যাগ নাই! ক্লারা বুঝিল, যে গুণ্ডাটা পথের মধ্যে তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই তাহার পকেট কাটিয়াছে!

ক্লারা ক্রোধে—ক্ষোভে হতজ্ঞান হইয়া টিকিট-আফিসের বাহিরে আসিল এবং সেই কদাকার গাঁটকাটার সন্ধানে রাজপথে ধাবিত হইল। দেখিল, সেই লোকটা কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মাতলামী করিতেছে। ক্লারার ইচ্ছা হইল, এক দৌড়ে গিয়া তাহাকে ধরিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করে, কিন্তু লণ্ডনের রাজপথ গ্রাম্যপথ নহে, ক্লারার সাধ্য কি তাহাকে ধরে?—লোকটা চক্ষুর নিমিষে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল, ক্লারা তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

অতঃপর কি কর্ত্তব্য, ক্লারা তাহা বুঝিতে না পারিয়া সজল-নয়নে পথে বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় একটি প্রৌঢ়া মহিলা তাহার নিকটে আসিয়া

মধুরস্বরে তাহাকে তাহার দুর্ভাবনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্লারা তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

এই রমণী কে, কোথা হইতে আসিয়া বিপদ্‌কালে তাহাকে সদয়ভাবে সম্ভাষণ করিলেন? তিনি কি এই বিপদে তাহার কোনরূপ সাহায্য করিবেন; না,—কোন ছদ্মবেশিনী নরকের দূতী, বিপন্না যুবতীর সর্ব্বনাশের জন্য মধুরবচনে ছলনার ফাঁদ পাতিয়াছে? ক্লারা এইরূপ ভাবিল।

পাঠক, অপেক্ষা করুন, কে ঐ প্রৌঢ়া রমণী, কি তাঁহার মতলব, ক্রমে সকল রহস্যভেদ হইবে।

——

দ্বিতীয় উল্লাস

রেশম-রজ্জু

১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে কুমারী ক্লারা লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়াছিল, পাঠক মহাশয় ইহা অবগত আছেন, ক্লারা এখন কি করিতেছে, দেখা আবশ্যক।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, লণ্ডন নগরের কিছু দূরে ব্লাকহিল নামক পল্লীপ্রান্তে একটি অট্টালিকায় একজন যুবতী তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়া ছিলেন। যুবতীর বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। যুবতী অসাধারণ সুন্দরী। এই রাত্রিকালে তিনি বেশবিন্যাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কক্ষের দ্বারগুলি অবরুদ্ধ। তাঁহার পরিচারিকা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যুবতী এখনও উপবিষ্টা। যুবতী যেন সোফায় বসিয়া কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সহসা বাতায়নে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড-পতনের শব্দ হইল। শব্দটি অতি মৃদু, কিন্তু সে শব্দ যুবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহার মুখে চোখে যেন আনন্দ উথলিয়া উঠিল, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাস্যকিরণে উদ্ভাসিত!

যুবতী ধীরে ধীরে উঠিলেন, আলমারী হইতে একগাছি রেশম-রজ্জু বাহির করিলেন সেই রজ্জু বাহির-দিকে ঝুলাইয়া দিলে সোপানের কার্য্য করে। গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া যুবতী সেই সোপান-রজ্জুর এক প্রান্ত জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া অন্যপ্রান্ত বাহির-দিকে ঝুলাইয়া দিলেন।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, প্রকৃতি দেবী যেন চন্দ্রকিরণে স্নান করিতেছেন, জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই। রাত্রি দুই প্রহর।

যুবতী ইত্যগ্রে গবাক্ষপথ দিয়া যে রেশম-রজ্জু ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন, একটি যুবক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া সেই রজ্জু অবলম্বনে গবাক্ষপথ দিয়া নিঃশব্দে রমণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, অবিলম্বে বাতায়নদ্বার রুদ্ধ হইল।

যুবকটি সুপুরুষ, বয়স অনুমান তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বৎসর; কিন্তু চেহারা দেখিলে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না, পরিচ্ছদের পারিপাট্যে সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়াই বোধ হয়।

যুবক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুবতীর ভুজবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, উভয়ের ওষ্ঠ পরস্পর সম্মিলিত হইল। যুবতী বলিলেন, "প্রিয়তম! এত দিন পরে নির্জ্জনে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। দুই মাস তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। দুই মাস তোমাকে উত্তপ্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারি নাই। কত কষ্টে যে এই দুই মাস কাটাইয়াছি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? দুই মাস যেন দুই যুগ বোধ হইয়াছিল। নারী আমি, আমার প্রাণ বড় কঠিন, তাই বুঝি এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া আছি। আমার স্বামী আমাকে চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন, কি করিয়া তোমার সঙ্গে মিলন হয়, উপায় ভাবিয়া পাই নাই।"

যুবক বলিলেন, "আজ সকালে তোমার পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম, তোমার স্বামী দুই দিনের জন্য স্থানান্তর যাইতেছেন। সেই সংবাদে আমি আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। যদি তোমার স্বামী আজ ফিরিয়া না আইসেন, তাহা হইলে আমাদের এ মিলনে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তুমি তোমার ছাদের উপর যে সাঙ্কেতিক আলোক রাখিয়াছিলে, তাহা দেখিয়াই তোমার অট্টালিকার নিকট গুপ্তভাবে থাকিতে আমি সাহসী হইয়াছিলাম। অনেকক্ষণ আমি ঐ বৃক্ষতলে প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করিতেছিলাম, অবসর বুঝিয়াই সঙ্কেত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমার পরম সৌভাগ্য! সৌভাগ্যক্রমেই তোমাকে বক্ষে ধারণ করিলাম।"

যুবকের কণ্ঠস্বর অতি মধুর, যুবতী-রঞ্জনে পুরুষের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, এই যুবক তৎসর্ব্বগুণে বিভূষিত। যুবক-যুবতীতে কথা হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ সদর-দরজায় ঠন্ ঠন্ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইল, ভৃত্যগণ জাগিয়া উঠিল, তাহাদের দ্রুত-ধাবনের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। যুবতী ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! আমার স্বামী হয় ত ফিরিয়া আসিয়াছেন! উপায় কি? আমার স্বামী কি আমার সঙ্গে ছলনা করিয়াছিলেন? যদি আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ হয়, তবে ত রক্ষা নাই! এখনই তিনি আমাকে খুন করিয়া ফেলিবেন!"

যুবক বলিলেন, "সুন্দরি! অত ব্যস্ত হইও না, ভয় পাইও না। তোমার স্বামী কিছুই জানিতে পারিবেন না। আমাকে একটি গুপ্ত স্থান দেখাইয়া দাও, সেইখানে আমি লুকাই। ও কি! তুমি যে কাঁপিতেছ! স্থির হও! বিপদে সাহস অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। বল, কোথায় লুকাইব? বিলম্ব হইলে সকল চেষ্টা বৃথা হইবে।"

উত্তেজিতস্বরে যুবতী বলিলেন, "পলাও প্রিয়তম, শীঘ্র পলাও। তোমাকে আমি লুকাইয়া রাখিতে পারিব না। লুকাইবার স্থান নাই। চাকরেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা সদর-দরজা খুলিয়া দিতে যাইতেছে।"

যুবক বলিলেন, "সেই জন্যই ত বলিতেছি, শীঘ্র আমাকে একটা লুকাইবার জায়গা দেখাইয়া দাও। পরে সুবিধামত পলায়ন করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। আমার জন্য তুমি ভাবিও না। তোমারও কোন বিপদ্ ঘটিবে না। শীঘ্র বল, কোথ ,য় লুকাইব?"

হতাশস্বরে যুবতী বলিলেন, "হায়, কোথায় আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিব? লুকাইয়া রাখিবার স্থান নাই। না,—মনে হইয়াছে! ঐ পাশে স্নানের ঘর, সেই ঘরে চল।"

যুবক বলিলেন, "সেই ভাল, স্নানের আমি লুকাইয়া থাকিব, তাহার পর তোমার স্বামী ঘুমাইলে আমি সুবিধামত সরিয়া পড়িব।"

যুবতীর মুখচুম্বন করিয়া যুবক তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে প্রবেশ করিলেন। যুবতী সেই কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া চাবী দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সিঁড়িতে কাহার দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। যুবতী দরজা খুলিয়া একটা বাতী হাতে লইয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। তাঁহার স্বামীর সম্মুখীন হইতে তাঁহার বড় সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু উপায় নাই। স্বামী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহাস্যমুখে দুই একটি প্রেমপূর্ণ কথা উচ্চারণ করিতেই যুবতীর মনের সকল ভয় দূর হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার স্বামীর মনে সন্দেহের ছায়ামাত্র নাই।

স্বামী সস্নেহে বলিলেন, "প্রিয়তমে! আমাদের এ স্থান এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই জন্যই আমি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিয়াছি। কল্য প্রভাতে আমরা ডোভারে পৌঁছিব, তথায় আহারাদির ব্যবস্থা আছে। আহারান্তে তথা হইতে ফ্রান্সে যাত্রা করিব। যত দিন উপস্থিত গোলযোগের শেষ না হইতেছে, তত দিন ফ্রান্সেই থাকিব। এখানে আর ফিরিয়া আসিব না।"

ভয়ে ও উদ্বেগে জড়ীভূতা হইয়া যুবতী বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি! তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, কোন ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত! কি বিপদ্, শীঘ্র বল।"

শঙ্কিতস্বরে স্বামী বলিলেন, "আমি সেফটন্‌কে খুন করিয়াছি। লর্ড হার-

বার্টের বাড়ীতে খানা খাইতে খাইতে তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাদ উপস্থিত হয়। উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, যুদ্ধে আমারই জয়লাভ হইয়াছে, সেফ্‌টনের প্রাণ গিয়াছে! তদুপলক্ষে আদালতে—”

শেষ কথা না শুনিয়াই উত্তেজিতকণ্ঠে যুবতী বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! বিবাদ করিয়া মানুষ খুন করিয়াছ! কি ভয়ানক! কিরূপে খুন করিলে?”

স্বামী উত্তর করিলেন, “তাহার বুকে গুলী মারিয়া খুন করিয়াছি। হুলস্থুল ব্যাপার! আর সময় নাই। এখনই আমাদের পলায়ন করিতে হইবে। তুমি শীঘ্র পোষাক পরিয়া লও!”

যুবতী বলিলেন, “আজিই আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে হইবে? অন্য উপায় নাই কি? কল্য অথবা পরশ্ব যদি আমি গিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হই, তাহা হইলে কি দোষ হয়? ঘরের জিনিসপত্র সমস্ত আমাকে গুছাইয়া লইতে হইবে,আমি ত পথে বসিয়া নাই যে ‘চল’ বলিলেই অমনি চলিয়া যাইব।”

স্বামী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “না প্রিয়তমে, তোমাকে আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। এই বিপদের সময় আমাদের পরস্পর স্বতন্ত্র থাকা উচিত নহে। কে জানে, কোন্ পথ দিয়া আবার নূতন বিপদ্ আসিয়া পড়িবে।”

যুবতী তখন আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। তখনই বাক্‌স, তোরঙ্গ, বিছানা সজ্জিত হইতে লাগিল। দাসদাসীর কোলাহলে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নানাগারের ঘরে যুবতী তাঁহার একটি বড় তোরঙ্গ রাখিয়াছিলেন, যাহাতে কোন লোক হঠাৎ আসিয়া স্নানাগারের দ্বারটি খুলিয়া ফেলিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়েই ঐরূপ সতর্কতা।

ডোভারে যাত্রা করিবার জন্য তাঁহার স্বামী মুহুর্ম্মুহুঃ যুবতীকে প্রস্তুত হইতে বলিতে লাগিলেন, “শীঘ্র এসো, বিলম্ব করিও না, গাড়ীবারান্দার নীচে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।”

স্বামীর ঐরূপ আহ্বানেও যুবতী শীঘ্র নামিলেন না, তিনি এ বাক্স ও বাক্স, এ স্থান ও স্থান, এ সিন্দুক ও সিন্দুক একে একে খুঁজিতে লাগিলেন। কি খুঁজিতেছেন? সেই রেশম-রজ্জু! গোলমালে সেই রজ্জুগাছটি যে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা মনে করিতে পারিতেছেন না, অথচ সেই রজ্জু-সোপানটি ফেলিয়া যাইতেও মন সরিতেছে না। চাকরেরা দৈবাৎ যদি তাহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাঁহার গুপ্তকথা প্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িতে পারে। তিনি ক্রমাগত নানা স্থানে সেই রজ্জুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

গৃহস্বামী তাহা লক্ষ্য করিয়া চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খুঁজিতেছ, কি হারাইল?"

স্বামীর দিকে চাহিয়া যুবতী বলিলেন, "সেই যে হীরার আংটীটা তুমি আমাকে দিয়াছিলে, সেটা যে কোথায় রাখিয়াছি, তাড়াতাড়িতে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

স্বামী বলিলেন, "আঃ! কি আপদ্! আমি ভাবিতেছিলাম, না জানি কি দুর্লভ বস্তুই হারাইয়াছে! একটা হীরার আংটী, বড় জোর দু হাজার টাকা দাম, তাহাই খুঁজিয়া হায়রাণ হইতেছ? সর্ব্বাঙ্গে গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটিতেছে। সেটা পড়িয়া থাক্, তুমি চলিয়া আইস। ফ্রান্সে গিয়া আমি তাহা অপেক্ষা আরও ভাল একটা আংটী তোমাকে কিনিয়া দিব।"

যুবতী উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "না না, আমি সে আংটীটি কিছুতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না, সেটি আমার পরম যত্নের সামগ্রী, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তুমি অগ্রে নীচে চল, দুই মিনিটের মধ্যেই আমি যাইতেছি।"

পরমুহূর্ত্তেই রজ্জুগাছটি দৃষ্ট হইল, একটা বাক্সের পাশে তাহা পড়িয়া ছিল। ব্যগ্রহস্তে যুবতী তাহা তুলিয়া লইলেন, "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিয়া আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা নামিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পাইয়াছ?"

যুবতী বলিলেন, "হাঁ, পাইয়াছি। তুমি নামিয়া যাও, আমিও যাইতেছি।"

কর্ত্তা নামিতে লাগিলেন, যুবতী সেই অবসরে স্নানাগারের দরজা একটু ফাঁক করিয়া সেই রজ্জুগাছটি সেই ঘরে নিক্ষেপ করিলেন। নিমেষমাত্র সময় লাগিল না। যুবতী তাড়াতাড়ি স্নানাগারের দরজা বন্ধ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন

বিলম্ব করিবার আর কোন কারণ রহিল না। যুবতী ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন, স্বামীর সহিত শকটে আরোহণ করিলেন। বেগবান্ অশ্বেরা শকট লইয়া দ্রুতবেগে রাজপথে ছুটিয়া চলিল:

স্নানাগারমধ্যে যে রসিক পুরুষটি লুকাইয়া ছিলেন, তাঁহার কি হইল? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। চতুরা রমণী কৌশলে রেশমরজ্জু সেই গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দাসী-চাকরেরা পুনরায় নিদ্রিত হইলে রসিক-নাগর গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া সেই রজ্জুর সাহায্যে গবাক্ষ-পথ দিয়া উদ্যান-মধ্যে অবতরণ করিলেন, রজ্জুগাছটি তাঁহার সঙ্গেই রহিল, এ কথা বলা বাহুল্য।

তৃতীয় উল্লাস

ছয় বন্ধুর বাজী

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে একদিন যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ তাঁহার একটি বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইলেন, সেই বন্ধুটির নাম মার্কুইস্ অব্ লেভিসন। মার্কুইসের সহিত যুবরাজের অনেকদিনের প্রণয়।

লেভিসন-ভবনে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের এই নিমন্ত্রণ অপর কেহই জানিতে পারেন নাই, কেবল পাঁচজন মাত্র ভাগ্যবান্ লোক মজলীসে উপস্থিত ছিলেন, যুবরাজকে লইয়া ছয় জন।

রাজকুমার বন্ধুগণের মজলীসে মদ খাইয়া, মাতাল হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া অশ্লীল গীত গাহিয়া আমোদ করিতে বড় ভালবাসিতেন, সে সকল রঙ্গ অপরে জানিতে পারে, সেটা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু লণ্ডনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত তাহা উত্তমরূপে অবগত ছিল।

নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ যথাসময়ে আল্‌বিমার্ল ষ্ট্রীটে লেভিসন-নিকেতনে সমবেত। পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই; তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টিবর্ষেরও অধিক, তত বয়সেও তাঁহার লম্পটতা পূর্ব্ববৎ প্রবল, মদ্যপানেও অত্যন্ত স্পৃহা, বৃদ্ধ-বয়সেও রসের অভাব ছিল না, আমোদের জন্য ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের নিমিত্ত তিনি রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করিতেন। তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। জনরব এইরূপ যে, তাহার বিলাস-ভবনের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে অদ্ভুত অদ্ভুত অশ্লীল চিত্রপট ও প্রস্তরমূর্ত্তি বিস্তর ছিল। সতী নারীর ধর্ম্মনাশ করিবার কৌশলস্বরূপ একটি কক্ষে খানকতক কলের চেয়ার ছিল। সে সকল গৃহে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মচারীর মনেও ইন্দ্রিয়ভোগলালসার আবির্ভাব হইত।

মার্কুইস্ খর্ব্বাকার, কিছু কৃশ, অবয়ব সুগঠিত, মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ ও বিরল হওয়াতে তিনি সুকুঞ্চিত পরচুল ধারণ করিতেন। কৃত্রিম দন্তপংক্তি যেন মুক্তার ন্যায় সুদৃশ্য। গোঁফে কলপ দেওয়া, ফরাসী দর্জ্জীর শিল্প-প্রসূত সুন্দর সুন্দর সৌখীন পরিচ্ছদ পরিধান করা তাঁহার নিত্য অভ্যাস। বস্তুতঃ বার্দ্ধক্যে

প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে যে যে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তিনি কৃত্রিমতার সাহায্যে যতদূর সম্ভব, তাহার পরিপূরণ করিয়াছিলেন।

যুবরাজের বয়ঃক্রম তৎকালে দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রান্ত; দেহ স্থূল, কপোল পূরন্ত, অঙ্গসৌষ্ঠব উৎকৃষ্ট, মুখে প্রভুত্বের গর্ব্বচিহ্ন সমন্বিত, মস্তকে সুকুঞ্চিত দীর্ঘ দীর্ঘ পরচুল।

অপারপর বন্ধুগণের মধ্যে একজন লর্ড কর্জ্জন। তিনি দীর্ঘাকার, দেখিতে দিব্য সুশ্রী, নবীন যুবক। বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটি সম্ভ্রান্ত যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই যুবতী যেমন রূপবতী, তেমনই ধনবতী; কিন্তু তৎপ্রতি লর্ড কর্জ্জনের তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। বাহ্যসুখ ও বাহ্য আমোদের উপভোগলালসায় তিনি সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইন্দ্রিয়সুখকেই তিনি জীবনের একমাত্র কামনার বস্তু মনে করিতেন।

দ্বিতীয় বন্ধু কর্ণেল মালপাস, ইহাঁর বয়সও ত্রিশবৎসরের অধিক নহে, দেহ দীর্ঘ ও ক্ষীণ, মুখে কটা গোঁফ, গোঁফের অগ্রভাগ পাক দিয়া সূচ্যগ্র করা। কোন্ শ্রেণীর কর্ণেল তিনি, কেহই তাহা জানিত না, ইয়ার লোকেরা বলিত, তিনি রূপসীর রূপের কর্ণেল। আর্থিক অসচ্ছলতা বশতই হউক্ কিংবা অপর কোন গুহ্য কারণেই হউক্, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কসাইয়ের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কসাই-কন্যা তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিবাহের জন্য আত্মীয়-বন্ধুগণের নিকট কর্ণেলকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তৃতীয় বন্ধু সার ডগ্‌লাস হন্‌টিংডন। ইহাঁর বয়স ছাব্বিশ সাতাইশ বৎসর। নাবালক হইয়া অবধি ইনি দুই হাতে পিতার অগাধ সম্পত্তি উড়াইতেছেন। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য ইনি অর্থব্যয়ে কদাচ কুণ্ঠিত নহেন। লালসা-সাগরে ইনি সদা ভাসমান। মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়া-খেলায়, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নানা প্রকার উত্তেজনা ও অত্যাচারে অত অল্প বয়সেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে দিকে ইহাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলেই ইনি আর একদণ্ড স্থির থাকিতে পারে না। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই; বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই; ইনি স্থির করিয়াছেন, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া রসিক ভৃঙ্গের মত সুন্দরী যুবতীগণের যৌবন-পদ্মবনে মনের সাধে মধুপান করিয়াই জীবনযাত্রা শেষ করিবেন।

চতুর্থ বন্ধু মিঃ হোরেস স্যাক্‌ভিলি, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার কোন উপাধি-লাভ হয় নাই। মিস্ বাথরাষ্ট-নাম্নী একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমারীর ভ্রাতুষ্পুত্র,লোকে এই কথা বলে; কিন্তু গুহ্য-সূত্রে প্রকাশ, তিনি উক্ত কুমারীর গর্ভজাত জারজ-পুত্র। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত-সমাজে এই রমণীর বিশেষ প্রতিপত্তি, ইংলণ্ডের যুবকগণের সহিতও তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। হোরেস স্যাক্‌ভিলিকে যুবরাজ বড় ভালবাসিতেন, অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপহার দিতেন, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। স্যাক্‌ভিলির বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে। নবীন যুবক পরম রূপবান্। একটু লজ্জাশীল, অল্পভাষী, কিন্তু যখন অল্প পরিমাণ মদ খাইয়া ইনি গান গাহিতেন, তখন মজ্‌লীস মাৎ হইয়া যাইত, যেমন কণ্ঠস্বর, তেমনই কায়দা! যুবরাজ তাঁহাকে খুব ভালবাসেন বলিয়াই আজ এখানে তাঁহার নিমন্ত্রণ।

এত বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে নিমন্ত্রণ, পাঠক বুঝিয়াছেন আয়োজন কিরূপ গুরুতর। টাকায় যত উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগৃহীত হইতে পারে, মার্কুইস্ তাহার কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই, বিশেষতঃ মার্কুইস্ লোকটি বড় ভোজনবিলাসী ছিলেন। তিনি একজন ফরাসী পাচক রাখিয়াছিলেন, তাহাকে বৎসরে পনের হাজার টাকা বেতন দিতেন।

চাট্‌নী ও তরকারি রাঁধিবার জন্য মার্কুইস্ ভারতবর্ষ হইতে একজন ভারতীয় পাচক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পানের জন্য যে সকল মদ্য আসিত, তাহা চাকিবার জন্য একজন 'চাকনদার' নিযুক্ত ছিল,—সেই লোকটিকে তিনি বৎসরে সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতন দিতেন। মার্কুইস্ মদ বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার নিজের ভাঁটিখানায় মদ্য প্রস্তুত হইত। তাঁহার বাগানে হাঁস-মুরগীর চাষ চলিত, আর বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্যদ্রব্য তাঁহার জন্য ক্রয়ের বন্দোবস্ত ছিল। যত টাকা লাগে, পছন্দসই জিনিস পাইলে কিনিতেই হইবে, এইরূপ তাঁহার ঢালা হুকুম ছিল। এমন লোকের বাড়ীর খানা যে অতি উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ কি?

ভোজন আরম্ভ হইল। যতক্ষণ ভৃত্যেরা খাদ্যদ্রব্য যোগাইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন গল্পগুজব চলিল না, শেষে যখন ভৃত্যেরা ভোজনকক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া গেল, অবাধে মদ চলিতে লাগিল, তখন বন্ধুগণের মনের কবাট উন্মুক্ত হইল।

রাজপুত্র বলিলেন, "লেভিসন, তুমি অতি উৎকৃষ্ট খানার যোগাড় করিয়াছ।

মার্কুইস্ লেভিসন বলিলেন,"আরে, রেখে দাও তোমার আলাপ! এ পর্য্যন্ত কোন বাহাদুর পুরুষের সাধ্য হয় নাই যে, তাহার মনের উপর একটি দাগ বসায়। অর্থে যে মেয়েমানুষকে ভুলান যায় না, তা এই প্রথম শুনিলাম। কথাটা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তথাপি সত্যকথা। এক জন ডিউক,—আমি এখানে তাঁর নাম প্রকাশ করিতে চাহি না, ঐ যুবতীর কাছে নাম-সহি-করা একখানি সাদা চেক পাঠাইয়া তাহাকে লেখেন যে, যদি সে একবার তাঁহার প্রতি নেক-নজরে চায়, তবে সে যত টাকা খুসী, চেকখানিতে তত টাকার অঙ্কপাত করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে তাহা ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যুবতী চেকখানি একখানা লেপাফায় পুরিয়া ডিউকের কাছে ফেরত পাঠাইয়াছে; কোন কথা তাঁহাকে লেখে নাই।"

রাজপুত্র দুই তিনবার অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ভিনিসিয়া, এ নাম যেন পূর্ব্বে আমি কোথাও শুনিয়াছি। হোরেস্,—তোমার কাছেই বোধ হয় শুনিয়াছি, নয় কি?"

মিঃ হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আমিই আপনার কাছে এ যুবতীর নাম করিয়া থাকিব। এমন নিখুঁত সুন্দরীর কথাটা যে আপনার কাছে প্রকাশ করিব না, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।"

রাজপুত্র বলিলেন, "হোরেস্, তাহা হইলে এ সুন্দরীকে তুমিও দেখিয়াছ। দেখিয়াছ যদি, তবে ইহার সম্বন্ধে এত দিন সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল নাই কেন? লণ্ডন সহরে এমন রূপের জাহাজ আছে, তা কি আমি জানিতাম?"

স্যাক্‌ভিলি বলিলেন, "আমি মশায়, যখন ভিনিসিয়ার কথা আপনার কাছে সর্ব্বপ্রথমে বলি, তখন আপনি এ সম্বন্ধে কিছুই উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই, কাজেই দেখিয়া শুনিয়া আমাকে চাপিয়া যাইতে হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এ দিকে আপনার বড় একটা আগ্রহ নাই।"

প্রিন্স বলিলেন, "তুমি যখন সেই রূপসীর কথা আমাকে বল, তখন আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি তুমি কোন সাধারণ রূপসীর কথা আমাকে বলিতেছ। যদি তুমি আমাকে বুঝাইয়া বলিতে যে,এ রূপের পান্‌সী নয়, একেবারে মানোয়ারী জাহাজ, তাহা হইলে কি আর আমি তোমার কথায় কান না দিয়া চুপ করিয়া যাই?"

মার্কুইস্ লেভিসন বলিলেন, "আহা, কি চমৎকার রূপ! এমন আর দেখি নাই। সয়তানের কাছে আত্মাটিকে বাঁধা রাখিয়াও একবার এমন রূপা-

মৃতের আস্বাদন লইলে আসলেই ঠকা হয় না।”—কথা বলিতে বলিতে মার্কু-ইসের মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

যুবরাজ বলিলেন, “কিন্তু তুমি আমাকে বলিয়াছ, কেহ তাহাকে চিনে না। আমার বন্ধু তোমরা, তোমরা সকলেই এক একটি পাকা জহুরী, তোমরা রত্নের সন্ধান রাখ না, এটা বড় আপ্‌শোষের কথা। সেই সুন্দরীর পরিচয় তোমাদের কাছে অজ্ঞাত এ কথা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।”

সার ডগ্‌লাস হন্‌টিংডন বলিলেন,“কিন্তু কথা ঠিক, আমি আমার বন্ধুগণকে বলিয়াছিলাম, এই যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিতে পার? তাহারা কিন্তু সকলেই বলিয়াছে, তোমার সঙ্গে কি পরিচয় করিয়া দিব,আমরাই তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছি।”

যুবরাজ বলিলেন, “বড় অদ্ভুত কথা! তোমরা কি বলিতে চাও, ঐ যুবতীর পরিচিত কোন লোক লণ্ডন সহরে নাই? সে কি আকাশ হইতে ঝুপ্‌ করিয়া পড়িয়া গাড়ী চড়িয়া লণ্ডন সহরে বেড়াইতেছে, ভ্রমণ শেষ হইলে আবার আকাশে উড়িয়া যায়, লণ্ডন নগরে তাহার বাসের কোন বন্দোবস্ত নাই?”

মার্কুইস্ লেভিসন বলিলেন, “কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি লণ্ডনের সরকারী বাগানে সর্ব্বপ্রথমে গাড়ী চড়িয়া তাহাকে বেড়াইতে দেখিয়াছি। তাহার সঙ্গে একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল, দর্শকগণ সেই সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, ‘কে এ সুন্দরী?’ কিন্তু সে যে কে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। কয়েক দিন পরে জানিতে পারা গেল, এই সুন্দরীর নাম ভিনিসিয়া। ভিনিসিয়া! আহা! কি মধুর নাম! নাম শুনিয়াই প্রাণ শীতল হইয়া যায়! সুতরাং সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথায় থাকে?’ সে দিন সে কথা কাহারও কাছে জানিতে পারিলাম না। তার পর একদিন শুনিলাম, নাইট ব্রিজে ‘একেসিয়া-কটেজ’ নামক একটি বাড়ীতে সে বাসা লইয়াছে। তাহার সঙ্গে যে বুড়ীটা থাকে—সে বুড়ী কোন সম্ভ্রান্ত-বংশের মেয়ে।”

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া যুবরাজ বলিলেন, “রেখে দাও বুড়ীটার কথা। ভিনিসিয়ার কথা বল। সুন্দরী ভিনিসিয়া! মধুরহাসিনী প্রেমময়ী ভিনিসিয়া!”

মার্কুইস্ বলিলেন, “দুঃখের বিষয় এই যে, আমি সেই যুবতীর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।”

যুবরাজ বলিলেন, “ছুঁড়ীটা বোধ করি গরীবের মেয়ে, রূপের ফেরী করিতে রাজধানীতে আসিয়াছে; কিন্তু দেখাইতেছে, সে যেন সতী-শিরোমণি।”

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "সে যে কোন গরীবের মেয়ে, তা ত আমার বোধ হয় না। যদিও সে নির্জ্জন বাড়ীটিতে খুব নিরিবিলিতে থাকে, কিন্তু শুনিয়াছি; সে সেখানে গরীবের মত বাস করে না ; পাওনাদারগণকে নিয়মিতরূপে টাকা দিয়া থাকে। গরীব হইলে তাহা সম্ভব কি ?"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "সেই যুবতীর সম্বন্ধে দেখিতেছি, তবে তুমি অনেক খবর রাখ।"

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "হাঁ, আমি এ গৌরব স্বীকার করিয়া লইতেছি। আমি এইমাত্র এক ডিউকের চেক ফেরত দেওয়ার কথা বলিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অর্থ উপার্জ্জনের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। স্বর্ণের বিনিময়ে যে তাহার যৌবন বিক্রয় করিবে, এ সম্ভাবনা অতি অল্প।"

যুবরাজ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,"তোমার যুক্তি অকাট্য হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক, তোমার গল্পের সেই নায়িকার বয়স কত ?"

সার ডগ্‌লাস হন্‌টিংডন বলিলেন, "আমার অনুমান চব্বিশের বেশী নয়। খুব কাঁচা বয়স।"

কর্জ্জন বলিলেন, "বল কি ? চব্বিশ কি ? নিশ্চয় বলিতে পারি, কুড়ি একুশের বেশী নয়।"

কর্ণেল মালপাস বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ছাব্বিশের কম নয়। রূপে বয়স ঢাকিয়া যায়, তা কি আর আমি জানি না ?"

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "বয়স যাই হোক, রূপের ত সীমা নাই। এমন ভরা রূপে ঠিক বয়স অনুমান করা এক রকম অসম্ভব।"

যুবরাজ বলিলেন, "আমি ভাবিতেছি, এত যার রূপ, এত বয়সেও তাহার বিবাহ হয় নাই কেন ? হোরেস্‌, তুমি এ কথার কি উত্তর দিবে ? তুমি যে এক দম চুপ করিয়া আছ, নেশাও ত এমন বেশী হয় নাই যে, বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত হরিয়া গিয়াছে, আর বিষয়টিও এমন নীরস নয় যে,তোমার মত রসিক লোকের কথা কহিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না ?"

স্যাক্‌ভিলি বলিলেন, "আমি সকলেরই কথা শুনিয়া যাইতেছি, আমার যা বক্তব্য, তা ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি ; যে তাহাকে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহার কথা কখন ভুলিতে পারিবে না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সেই মনোরমাকে কত বার দেখিয়াছ হোরেস্‌ ?"

"অন্ততঃ দশ বারো বার।"

যুবরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, অন্য সকলে তাঁহাকে যেমন সুন্দরী মনে করিতেছে, তুমিও কি তাই মনে কর? তাহাকে কি সতী বলিয়া তোমার মনে হয়?"

হোরেস্ বলিলেন, "সে যে অপূর্ব্ব সুন্দরী, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই, আর সে যে ধনবতী ও সতী, তাহা বোধ করি, ঐ চেক ফেরত দেওয়ার কথা শুনিয়াই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সেই অপ্সরাকে প্রেমফাঁদে বন্দিনী করা কঠিন হইবে, এমন আমার বোধ হয় না।"

সহাস্যবদনে যুবরাজ বলিলেন, "তোমার এ অনুমানের কারণ কি হোরেস্?"

যুবরাজের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উৎসাহের সহিত হোরেস্ বলিলেন, কারণ অতি সহজ এক জন ডিউকের পক্ষে যাহা অসাধ্য, ইংলণ্ডের ভাবী রাজেশ্বরের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অনায়াসসাধ্য।"

যুবরাজ বলিলেন, "সে সুন্দরী কি মতলবে লণ্ডনে আসিয়াছে, তাহা কে বলিবে? হয় ত সে মনের মত বর জুটাইবার জন্য রূপের বাহার দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তার আসল মতলব আগে না জানিয়াই তুমি ভাবিতেছ, আমি তাহাকে হস্তগত করিতে চাই।"

হোরেস্ বলিলেন, "যদি তাহার বিবাহের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে সে এত দিন বিবাহ করিয়া ফেলিত। আমি শুনিয়াছি, অনেক ধনবান্ সুপুরুষ তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা সে অগ্রাহ্য করিয়াছে।"

সার্ ডগলাস বলিলেন, "এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? এ কথা সত্য হইলে কি আমরা জানিতে পারিতাম না? যুবতীকে বিবাহ করিবার উমেদার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এ কথা আমাদের কাহারও জানা নাই।"

হোরেস্ বলিলেন, "মিস্ ভিনিসিয়ার পাণিগ্রহণের জন্য যে কোন্ কোন্ প্রধান ব্যক্তি উদ্যত ছিলেন, তা আমার জানা আছে; এই সকল উমেদারের সহিত তাহার পরিচয় নাই, তাহারা তাহার রূপে উন্মত্ত হইয়াই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল।"

রাজপুত্র বলিলেন, "সুতরাং তুমি সিদ্ধান্ত করিয়াছ, যুবতীর বিবাহ করিবার অভিপ্রায় নাই?"

হোরেস্ বলিলেন, "আমরা আমাদের মত প্রকাশ করিতে পারি মাত্র;

ঠিক কথা কি, তাহা কিরূপ অনুমান করিব? আমার বোধ হয়, ভিনিসিয়ার ব্যবহার যেমন বিচিত্র, তাহার মনটিও তেমনি বিচিত্র; কিন্তু তাহার ব্যবহারে দুটি মাত্র অনুমান আসিতে পারে।"

যুবরাজ বলিলেন, "কি কি?"

হোরেস্ উত্তর করিলেন, "প্রথমতঃ হয় ত তাহার মন এমন পবিত্র যে, যাহাকে সে প্রাণের সহিত ভাল না বাসিয়াছে, তাহাকে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। দ্বিতীয়তঃ, হয় ত তাহার আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ,—ডিউক পর্য্যন্ত। সেই উচ্চাভিলাষের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হতাশে ভাসিয়া গিয়াছে।"

যুবরাজ বলিলেন, "তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা কত উচ্চ বলিয়া তুমি মনে কর?"

হোরেস্ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই? ইংলণ্ডের সিংহাসনে যাঁহার শীঘ্রই অধিকার জন্মিবে, তাঁহার রক্ষিতা হইবার কামনা থাকিলে যে কোন ধনবান্ ডিউককে দরজা হইতে দূর করিয়া দেওয়া কঠিন নহে।"

হোরেসের পিট চাপড়াইয়া যুবরাজ বলিলেন, "তুমি ভারী সয়তান! তুমি মনে করিয়াছ, আমি এই যুবতীটিকে হস্তগত করিবার জন্য অসাধ্যসাধনে রত হইব? তোমার উদ্দেশ্য আমি ঠিক বুঝিয়াছি। তুমি যাহাই বল, এটা মন্দ আমোদ নয়। আপাততঃ হাতে কোন কাজ নাই, সেই রমণীহরণরূপ মৃগয়ায় ব্যস্ত থাকা মন্দ কি? ইহাতে আমোদ আছে।"

প্রদীপ্তচক্ষে যুবরাজের দিকে চাহিয়া হোরেস্ বলিলেন, "আশা করি, আমি আপনার কাছে এ কথা বলিয়া অপরাধী হই নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "অপরাধ? না না, তোমার কথা শুনিয়া আমি খুব খুসী হইয়াছি। সুন্দরী রমণীর হাস্য-সুধা আস্বাদনের অধিকারী হওয়া ত কম ভাগ্যের কথা নয়। তোমরাও একবার নিজের নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখ না। তোমরা ত কেহ অযোগ্য লোক নও।"

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান, আমরা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব?"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, তাহাই আমার ইচ্ছা, তোমরা সকলেই রূপবান্, ধনশালী, রমণীরঞ্জনবিদ্যায় সুপণ্ডিত। সকলে পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করিয়া

দেখ, কে যুবতীর মন ভুলাইতে পার। ঠিক ঘোড়-দৌড়ের বাজীর মত কাহার ঘোড়া বাজী মারিতে পারে, পরীক্ষা কর।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "বাঃ! কি চমৎকার কল্পনা! এই অভিনব কল্পনার নিমিত্ত এক এক গেলাস ব্রাণ্ডী চলিতে পারে।"

গোঁফে তা দিতে দিতে কর্ণেল মালপাস বলিলেন, "প্রস্তাবটি মন্দ নয়।"

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "আমি এ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি।"

মার্‌কুইস্ লেভিসন বলিলেন, "আমিও ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া হইতে রাজী আছি। হোরেস্, তোমার মত কি?"

হোরেস্ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কি আর ভিন্ন মত হইবে?"

রাজপুত্র বলিলেন, "বন্ধুগণ! যে যুবতীর প্রণয়লাভেচ্ছায় আমরা দিগ্বিজয়যাত্রা করিতেছি, এ বিষয়ে গুটিকত বাঁধা নিয়ম থাকা উচিত; নতুবা হয় ত যুবতীর মনোরঞ্জন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের পরস্পরের মাথায় ঠোকাঠুকি লাগিতে পারে; অন্য রকম বিপদেরও আশঙ্কা আছে।"

সকলে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিক ঠিক ঠিক!"—সকলে এক এক পাত্র মদ্য পান করিলেন।

রাজপুত্র বলিলেন, "প্রথম কথা এই যে, আমরা যে পরস্পর এ কথা জানি, ইহা যুবতীর নিকট বা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, কার্য্যসিদ্ধির জন্য বা প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর জয়লাভের নিমিত্ত কোন অবৈধ উপায় বা কৌশল অবলম্বন করিব না।"

সকলে বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাহা করিব না।"

যুবরাজ বলিলেন, "কুমারী ভিনিসিয়ার বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিতে যাইব, কিন্তু যাহাতে এক দিনে এক জনের বেশী না যাই, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।"

কর্জ্জন বলিলেন, "কিরূপ ব্যবস্থা?"

যুবরাজ বলিলেন, "আমরা ছয় জন আছি, সপ্তাহের রবিবারটা পবিত্র বার। ওটা বাদ দাও, বাকী ছয় দিনের এক এক দিন আমরা এক এক জন যাইব।"

সার ডগ্‌লাস হন্‌টিংডন বলিলেন, "ঠিক প্রস্তাব, কে কবে যাইবেন, তাহা ঘুর্ত্তি খেলিয়া ঠিক করা হউক। হোরেস্, তুমি ছয় বারের নাম এক এক টুক্‌রা কাগজে লেখ, আমাদের ছয় জনের নাম আর এক এক টুক্‌রা

কাগজে লিখিয়া কাগজ মুড়িয়া দুই ভাগ করিয়া রাখ; দুই দিকে কাগজের টুক্‌রাগুলি উড়াইয়া দিয়া দুই দিকে এক এক টুক্‌রা কুড়াইয়া লও।”

তাহাই করা হইল। নিম্নলিখিতরূপে নাম উঠিল;—

সোমবার—আরল কর্জ্জন।

মঙ্গলবার—সার ডগ্‌লাস হন্‌টিংডন।

বুধবার কর্ণেল মালপাস।

বৃহস্পতিবার—যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্।

শুক্রবার—মার্‌কুইস্ লেভিসন।

শনিবার—মিঃ হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি।

যুবরাজ বলিলেন, “এই নিয়মে আমরা সুন্দরী ভিনিসিয়ার নিকট যাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিব, কিন্তু যিনি তাঁহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইবেন, তিনি সপ্তাহে এক দিন সেখানে গিয়া সুখী হইতে পারিবেন না, পরে তাঁহার জন্য নূতন নিয়ম করা হইবে, সে জন্য ও আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য জানা আবশ্যক হইবে, কোন্ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহার কৃপাকটাক্ষলাভে সমর্থ হন।”

সার ডগ্‌লাস বলিলেন, “এ অতি সঙ্গত কথা। রাজপুত্র এ সকল বিষয়ে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার,কোন রকম অন্যায় হইবার যো নাই। আমাদের কাহারও মাথায় এ কল্পনাটা প্রবেশই করে নাই।”

কর্ণেল বলিলেন, “যিনি যুবতীর প্রণয়লাভে সমর্থ হইবেন, তিনি প্রেমশাস্ত্রে এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, সেই মর্ম্মে তাঁহার একখানি প্রশংসাপত্র পাওয়া উচিত হইবে না কি?”

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, “নিশ্চয়ই, তাঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ত শ্রীমতীকে লাভ করিবেনই, তা ছাড়া তাঁহাকে আমাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া ছয় সহস্র গিনী দেওয়া হইবে। যুবরাজ কি বলেন?”

যুবরাজ সোৎসাহে বলিলেন, “হাঁ, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; মার্‌কুইস্ লেভিসন আমাদের ধনাধ্যক্ষ হইবেন, কাল বেলা বারোটার মধ্যে আমরা প্রত্যেকে তাঁহার নিকট হাজার মোহরের এক একখানি চেক পাঠাইব। স্যাক্‌ভিলির টাকার চেকও আমি দিব, আমার কাছে তাঁহার কিছু টাকা গচ্ছিত আছে।”

স্যাকভিলির টাকা দিবার শক্তি নাই, তাহা তিনিও জানিতেন, স্যাকভিলিও

জানিতেন, সেই জন্য স্যাক্‌ভিলি যুবরাজের মুখের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

যুবরাজ বলিলেন, "বন্দোবস্ত ত ঠিক হইয়া গেল, যিনি ভিনিসিয়াকে উপপত্নীরূপে লাভ করিবেন, তিনি তাহার প্রকৃত প্রমাণ উপস্থিত করিলেই তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। দুর্গজয় করিয়া দুর্গস্বামী নিশ্চয়ই আমাদের কাছে প্রমাণ-হস্তে উপস্থিত হইবেন।"

লর্ড কর্জ্জন হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু তিনি যে অমন সুন্দরী যুবতীকে লইয়া মজা করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে ছয় হাজার মোহর লাভ করিবেন আর অবশিষ্ট সকলে কেবল বসিয়া বসিয়া মুখ চুলকাইবে, তাহা হইলে ত চলিবে না। তাঁহাকে খুব ধূমধামে একটা খানা দিতে হইবে।"

সকলেই এ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "আসুন, এখন সুন্দরী ভিনিসিয়ার একটু স্বাস্থ্য পান করা যাক্‌।"

এ প্রস্তাবে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করাতে মদের বোতল টেবিলের চারিধারে ঘুরিতে লাগিল। বোতলের পর বোতল শূন্যগর্ভ হইল, ক্রমে সকলে নেশায় চুর হইলেন, শেষে আর কেহই প্রকৃতিস্থ থাকিলেন না। কাহারও মাথা নীচে, পা উর্দ্ধে উঠিল, কেহ মাতাল হইয়া যুবতী ভিনিসিয়ার মূর্ত্তিরূপ মাধুরী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কাহারও কাহারও বমন আরম্ভ হইল।

পাঠক! আর ওখানে দাঁড়াইবেন না, সরিয়া আসুন, সুন্দরী ভিনিসিয়াকে দর্শন করিবেন আসুন!

চতুর্থ উল্লাস

পাখী ধরা

আজ সোমবার। সুন্দর সুসজ্জিত একেসিয়া-কুটীরে যুবতী ভিনিসিয়া ত্রিলনী একখানি কৌচে উপবিষ্ট আছেন, যেমন রূপ, তেমনি পরিচ্ছদ; পরিচ্ছদগুলি যেরূপ মূল্যবান্, তেমনই জম্‌কালো।

ভিনিসিয়া তাঁহার সহচরী জেসিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ আরবথ্‌নট্ কোথায়?"

জেসিকা বলিল, "তিনি বোধ করি ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে গিয়াছেন। ঠিক জানি না, নীচে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব কি?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "না, আবশ্যক নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, এ সময় তিনি আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না।"

কথা বলিতে বলিতে ভিনিসিয়ার মুখখানি ম্লান হইয়া আসিল। কি কারণে ভাবান্তর, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে জেসিকা চলিয়া গেল। ভিনিসিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

মিসেস্ আরবথ্‌নট্ গৃহে নাই শুনিয়া তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইয়াছিল, হঠাৎ সে বিষণ্ণভাব দূর হইয়া মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন যেন সুখের গর্ব্বে নাচিতে লাগিল। এমন রূপ আর কাহার? এত রূপ থাকিতে যদি গর্ব্ব না হয়, তবে আর কাহার গর্ব্ব হইবে? সগৌরবে উচ্চরবে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। গৃহকক্ষে সেই হাস্যরব প্রতিধ্বনিত হইল। হঠাৎ তিনি দর্পণের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া একখানি সুকোমল সোফায় শুইয়া পড়িলেন, হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি চমৎকার অভিনেত্রী হইতে পারি!"

অল্পক্ষণ পরে আমোদের বেগ কিঞ্চিৎ সংযত হইলে তিনি উঠিয়া জানালার কাছে আসিলেন, জানালার সম্মুখে একটি অতি সূক্ষ্ম পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল, তিনি সে পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে দাঁড়াইয়া নাইট্‌-ব্রিজ পথের

দিকে চাহিয়া থাকিলেন ; অল্পক্ষণ পরে বাগানের দিকের জানালার কাছে একটা টীয়া পাখী দাঁড়ের শিকলে ঝুলিতেছিল; সুন্দরী আদর করিয়া সেই পাখীটির গায়ে একবার হাত বুলাইলেন। অদূরে এক যোড়া কেনেরী পাখী ঝক্‌ঝকে খাঁচায় বসিয়া মনের আনন্দে শিশ দিতেছিল, নিকটে গিয়া তিনি তাহাদেরও দুই একটা আদরের কথা বলিলেন।

হঠাৎ বাগানের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন,একটি ভদ্রলোক বাগানের প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। ভদ্রলোকটিকে দেখিয়াই তাঁহার মুখখানি সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল ; তিনি কিন্তু সেখান হইতে নড়িলেন না ; ভদ্রলোকটিকে যেন দেখিতেই পান নাই, এই ভাবে টীয়া ও কেনেরী পাখী দুটিকে আদর করিতে লাগিলেন।

ভিনিসিয়ার দৃষ্টি সেই পথপ্রান্তবর্ত্তী যুবকটির কৌতূহল-প্রদীপ্ত মুখের দিকে এক একবার নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। তিনি দেখিতেছিলেন, সেই যুবক অসাধারণ রূপবান্, মুখখানি দিব্য প্রফুল্ল, বয়স অনুমান ত্রিশের অধিক নহে। যুবতী যেন জানালার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন ; পাখী লইয়া তাঁহার খেলা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; দেখিলেন, তাঁহার সাধের টীয়া পাখীটি উড়িয়া গেল! পাখীটি উড়িতে উড়িতে, ঘুরিতে ঘুরিতে বাগানের প্রাচীরের উপর গিয়া বসিল, অল্প উড়িয়াই অনভ্যস্ত পক্ষীর বক্ষস্থ লোমগুলি কাঁপিতে লাগিল। আমরা উপরে যে যুবকটির কথা বলিয়াছি, তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে পাখীটিকে চাপিয়া ধরিলেন ; তিনি দুই হাতে পাখীটিকে ধরিয়া বাতায়নের দিকে উঁচু করিয়া তুলিলেন, যুবতী অবনত-মস্তকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ভদ্রলোকটি মনে মনে বলিলেন, "বুঝিতেছি, পরমেশ্বর সুপ্রসন্ন ; তন্নিমিত্তই এই অঘটন-সংঘটন! নতুবা এই যুবতীর সহিত আলাপের এমন সুযোগ আমি কিরূপে লাভ করিব? ইহা নিশ্চয়ই দৈবানুকম্পা!" মনে মনে ইহা ভাবিয়াই তিনি দ্রুতপদে যুবতীর নিকেতনের সদর-দরজা অভিমুখে চলিলেন।

দরজার সম্মুখে আসিয়া যুবক দেখিলেন, সুপরিচ্ছদধারী একজন বৃদ্ধ দ্বারবান্ সেই পক্ষীটি লইবার জন্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার হস্তে পক্ষী-প্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া, যুবক তাহার পাশ কাটাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, পাখীটি স্বহস্তে যুবতীর হস্তে প্রদান

করা তাঁহার মনোগত কল্পনা ছিল, অতএব দ্বারবান্কে তিনি বলিলেন, "এ পাখী উড়িয়া গিয়াছিল, আমি ধরিয়াছি, যাঁহার পাখী, তাঁহাকে আমি ইহা স্বহস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।"

দ্বারবান্ সম্মতিসূচক মস্তক-সঞ্চালন করিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল।

গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে দ্বারবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর কর্ত্রী যদি নাম জানিতে চাহেন, তবে আমি কি নাম বলিয়া পরিচয় দিব?"

মৃদু হাস্য করিয়া যুবক বলিলেন, "আর্ল অব কর্জ্জন।"

পঞ্চম উল্লাস

প্রথম অভিসার—সোমবার

দ্বারপাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবুল অব কর্জ্জনের উপস্থিতি ঘোষণা করিল। সুন্দরী ভিনিসিয়া আবুল অব কর্জ্জনের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনতিকালমধ্যেই লর্ড কর্জ্জন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। যথোচিত সম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া সলজ্জবদনে সুমধুরস্বরে ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনি আজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, সে জন্য কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব, জানি না।"

এইরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আবুল কর্জ্জনের হাত হইতে তিনি পাখীটি গ্রহণ করিলেন।

কর্জ্জন বলিলেন, "গৌরবিণী কুমারি! আমি আজ আপনার দর্শনলাভাশয়ে এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিয়াছি; প্রবেশের আগে আপনার যে একটি সামান্য উপকারের অবসর লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি; বস্তুতঃ আপনার অপরূপ রূপমাধুরী-সন্দর্শনের সঙ্গে তুলনায় সেই উপকারটি অতি তুচ্ছ।"

পাখীটি লইবার সময় ভিনিসিয়ার হস্তে কর্জ্জনের হস্তস্পর্শ হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইল।

তিনি বলিলেন, "আমার এই দুষ্ট পাখীটি আপনাকে আজ বড় কষ্ট দিয়াছে, সে জন্য আমি উহার উপর ভারী রাগ করিয়াছি।"—এই বলিয়া পাখীর দিকে চাহিয়া কৃত্রিম ক্রোধে তিনি বলিলেন, "দুষ্ট পাখী! যা, তোর খাঁচায় যা, এবারে আর অমন করিয়া পলাইতে হইবে না।"

এই কৌতুকের অবসরে ঈষৎ হাস্য করিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আপনার টীয়া পাখীটি পরম সুন্দর, এমন পাখী হারাইলে মনে বড় কষ্ট হইবারই কথা। আপনি কি পাখী খুব ভালবাসেন?"

হাসিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "সংসারে দুটি জিনিস আমি কিছু বেশী ভালবাসি;—পাখী আর ফুল; ঐ দুটি জিনিস আমি খুব পছন্দ করি।"

কোমলকণ্ঠে কর্জ্জন বলিলেন, "ফুল কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ, আর পাখী আপনার ভালবাসারও মর্ম্ম বুঝিতেঅসমর্থ।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "পক্ষিজাতি বড় অকৃতজ্ঞ; সে পক্ষে উহাদেরও বড় দোষ নাই। বনের পাখী বনে থাকিতেই ভালবাসে, সোনার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও বনের দিকে মন টানে, মানুষের আদর-যত্নে ভোলে না; আমরাও বড় নির্দ্দয়, অত্যন্ত স্বার্থপর! নিজের আমোদের জন্য তাহাদের আটক করিয়া রাখি।"

মধুর-হাস্য করিয়া আবুল জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি কি আপনাকে নির্দ্দয় মনে করেন?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা করি বই কি; কিন্তু তথাপি পাখীকে খাঁচা হইতে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না, আমি তবু তাহার উপর সদয় ব্যবহার করি —হয় ত আমার নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সে এমন হাতে গিয়া পড়িতে পারে যে, সেখানে একটুও দয়া পাইবে না।"

আবুল বলিলেন, "মিস্, এখন হইতে আমি আপনার ঐ পাখীটিকে ঘৃণা করিব।"

ভিনিসিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঘৃণা করিবেন? কেন মহাশয়?"

আবুল বলিলেন, "পাখীটা আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ বলিয়া। যদি আমি আপনার ঐ টীয়া পাখী হইয়া আপনার এতখানি আদর-যত্ন লাভ করিতাম, তাহা হইলে—"

ভিনিসিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,"আপনি অদ্ভুত কথা বলিতেছেন। আপনি পাখী হইবেন?—হা—হা—হা! বড় আশ্চর্য্য কথা!"—বলিতে বলিতে সুন্দরী একখানি সোফায় বসিয়া পড়িলেন।

আবুলও নিকটবর্ত্তী একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী! আপনার এই পাখী হইতে পারিলে আমি গৌরব ও সুখানুভব করিতাম, সেই কথাই আমি বলিয়াছি।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এই প্রকার তোষামোদের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বড় খুসী হইব, আপনি যদি এমন কথা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা আপনার ভুল; আমি এমন অপদার্থ নহি যে, এই তোষামোদে মুগ্ধ হইব।"

আবুল বলিলেন, "মিস্, আপনাকে অসন্তুষ্ট করা আমার অভিপ্রায় নহে।

আপনি যে তুচ্ছ তোষামোদের সঙ্কীর্ণতায় উপেক্ষা করিয়া এত উর্দ্ধে বিরাজ করেন, ইহা জানিতে পারিয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এমন সুন্দর আধারে এমন সুন্দর রত্ন না থাকিলে মানাইবে কেন? —আমি এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, আপনার জন্য বাঁচিয়া থাকাতে যেমন সুখ, আপনার জন্য মরিতে পারিলেও তেমনই আনন্দ!"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "না, আমার জন্য কাহারও মরিয়া কাজ নাই।"

লর্ড কর্জ্জন সেই সময় সুন্দরী ভিনিসিয়ার পদতলে পড়িবার মত উপক্রম করিয়া বলিলেন, "তবে কি আপনি আমাকে আপনার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে বলেন?"

সোফা হইতে উঠিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লর্ড কর্জ্জন আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি জানেন না যে, আপনি সুন্দরী; আপনি জানেন না যে, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে সৌন্দর্য্য-উপাসকের হৃদয় কিরূপ বিভোর হয়, কিরূপ তাহা হৃদয় স্পর্শ করে, যদি তাহা জানিতেন, তাহা হইলে আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিতেন।"

ভিনিসিয়া ক্রুদ্ধভাবে পূর্ণ-দৃষ্টিতে আবুল কর্জ্জনের দিকে একবার চাহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

যোড়হস্তে লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "সুন্দরি, দয়া করিয়া আমার কথায় কর্ণপাত করুন।"

গম্ভীরস্বরে ভিনিসিয়া বলিলেন, "বলুন মহাশয়!"

কর্জ্জন বলিলেন, "আপনি আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবেন, অঙ্গীকার করুন।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আমি কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার সঙ্গে আমার কখনও দেখা-শুনা নাই, আলাপ-পরিচয় নাই, এ অবস্থায় আপনি যে ভাবের কথা বলিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব ও অসার বলিয়াই মনে হয়। কুড়ি মিনিটও আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নাই, ইতিমধ্যেই আপনি প্রেমের গল্প জুড়িয়া দিলেন!—আমার পাখী উড়িয়া না গেলে ত আপনার এখানে প্রবেশলাভেরই কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

লর্ড বলিলেন, "সেই জন্যই ত বলিতেছি, আমার কথাগুলি আগা-গোড়া দয়া করিয়া শুনুন।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "যদি আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ না থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনিতাম না।—বলুন আপনার কি বলিবার আছে।"

আর্‌ল কিছু ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "আপনি যদি আমার কথায় কর্ণপাত করা বিশেষ আপত্তিজনক মনে করেন, তাহা হইলে আমি আপনার সময় নষ্ট করিব না; অবনতমস্তকে এখনই আমি আপনার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইব। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, আপনি যেরূপ সহৃদয়, তাহাতে আপনি আমার নিকট যে ক্ষুদ্র উপকারটুকু পাইয়াছেন, তাহার স্মরণার্থ আমার কথায় কর্ণপাত করিতে আপত্তি করিবেন না।"

অচঞ্চল ও গম্ভীর-স্বরে ভিনিসিয়া বলিলেন, "বলুন!"

আর্‌ল বলিলেন, "ধন্যবাদ! আপনি মনে করিবেন না যে, আজ এই প্রথম আপনাকে দেখিতেছি, বস্তুতঃ আপনি যে দিন রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার পর হইতেই—"

কপট বিস্ময়ে ভিনিসিয়া বলিলেন, "যে দিন রাজধানীতে আসিয়াছি? রাজধানীতে যে দিন পদার্পণ করিয়াছি তাহার অর্থ কি? আমি ত চিরদিনই লণ্ডনে বাস করিতেছি, লণ্ডনেই আমার জন্ম।"

আর্‌ল সবিস্ময়ে বলিলেন, "বটে! কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কেহই তো আপনার নাম জানিত না।"

ভিনিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ জানিত না, এ কথার অর্থ কি মহাশয়?"

কর্জ্জন বলিলেন, "আমি কেবল সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা কহিতেছি, তাঁহাদের কাহারও মুখে আমি আপনার নাম শুনি নাই।"

যুবতী সহাস্য-বদনে বলিলেন, "আপনাদের সম্ভ্রান্ত সমাজ কেবল ফ্যাসানের মহিমা দেখায়। এ জগতের সহিত আমার পরিচয় নাই বটে। আমি আমার পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে এত দিন ছিলাম। তাঁহাদের মৃত্যুর পর আমি নিজে স্বাধীন হইয়া এখানে বাস করিতেছি। এই পরিবর্ত্তনের জন্য যে সৌখীন জগতে আমাকে নাম লিখাইতে হইবে, এ কথা কোন দিন আমার মনে হয় নাই।"

এইবার একটু কাসিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া লর্ড বলিলেন, "সুন্দরি! আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, আপনার সৌন্দর্য্য, আপনার শিক্ষা, আপনার আদব-কায়দা, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনাকে আমাদের সমাজের এক জন করিয়া তুলিয়াছে. সেই সমাজেই আপনার স্থান। যে দিন আপনি প্রকাশ্যভাবে

আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, সেই দিন হইতে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার কথা আমি বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আপনার প্রতিমূর্ত্তি আমার চিত্তপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। দিবসে আমি আপনার কথা চিন্তা করি, রাত্রে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখি, আপনাকে একবার দেখিবার আশায় আমি আপনার বাড়ীর চারিদিকে লোভান্ধ মধুকরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই, আপনার গাড়ীর পশ্চাতে ধাবিত হই,কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই ; এক একবার দেখিয়াছি, এক একবার ঠকিযাছি। আমি শুনিয়াছিলাম, অনেক পতঙ্গ আপনার সৌন্দর্য্য-বহ্নিতে দগ্ধপক্ষ হইয়াছে ; কিন্তু কেহই আপনার সহিত পরিচিত হইতে পারে নাই। দূর হইতে সকলেই আপনার প্রশংসা করে, আপনার পূজা করে ; কিন্তু আপনার সহিত একটি কথা কহিবার সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই। আমি একেবারে পাগলের মত হইয়া গিয়াছি, নতুবা আপনাকে দেখিবার আশায় আমি এ ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব কেন? পথে চলিতে চলিতে জানালা দিয়া আপনাকে দেখিতে পাইলাম, দেখিয়াই আমি চমকিয়া দাঁড়াইলাম ; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে পূজা করিতে লাগিলাম ; আপনি আমাকে দেখিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ গবাক্ষের কাছে আপনাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া,আর আমি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না।”

ভিনিসিয়া বলিলেন, “যদি আমি বাতায়নপথ হইতে আপনাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরিয়া যাইতাম। যাহা হউক, আপনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি যে সকল হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আপনার বা আমার কাহারও কোন লাভ নাই। এখন আপনি দয়া করিয়া এ অভিনয় সাঙ্গ করুন,আমার অনেক কাজ আছে।”

ভিনিসিয়া এই সময় ঘণ্টারজ্জু আকর্ষণের উপক্রম করিলেন ; ভৃত্যকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিতে উদ্যত হইলেন।

তদ্দর্শনে কর্জ্জন বলিলেন, “চাকর ডাকিয়া আমাকে বাহির করিয়া দিবেন না। এ অপমান হইতে আমাকে রক্ষা করুন।”

ভিনিসিয়া সংযত-স্বরে বলিলেন, “তবে আপনি চলিয়া যান, আপনার অসার কথা আর শুনিবার আমার সময় নাই, প্রবৃত্তিও নাই।”

কর্জ্জন উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, “আর একটি কথা—একটি মাত্র। মানুষ তাহার মনের ভাব সকল সময় দমন করিতে সমর্থ হয় না, এ জন্য আমি আপ-

নার অবজ্ঞা অপেক্ষা দয়ারই পাত্র। যে সেনাপতি যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি পরাজিত শত্রুকে লাঞ্ছনা না করিয়া তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমিও সেইরূপ আপনার দয়াপ্রার্থী, আপনার দয়ার যোগ্যপাত্র। আমি আপনার অসীম সৌন্দর্য্যে বিহ্বল হইয়াছি, আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ

কৌচে উপবিষ্টা ভিনিসিয়া।

পাইয়াছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, দয়া করুন।”—আর্ল কর্জ্জন যুবতীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

রূপবান্ ধনবান্ সম্ভ্রান্ত যুবককে তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রেমভিক্ষা করিতে দেখিয়া ভিনিসিয়ার হৃদয় যেনমুহূর্ত্তের জন্য নারীগর্ব্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল, মুখে হঠাৎ হাসি ফুটিল, চক্ষুতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল, যুবতীর ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। কিন্তু সে ভাব মুহূর্ত্তের জন্য—মুহূর্ত্তমধ্যে ভাব গোপন করিয়া ভিনিসিয়া

বলিলেন, "আপনি উঠুন, আপনার সঙ্গে আমি বিশেষ গুরুতর আলোচনা করিতে চাই, আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন ?"

"ব্যস্ত ?"—আবুল উঠিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত ? আমার প্রাণ যে যায় সুন্দরি ! ভালবাসিয়া কি জ্বালা, তাহা বোধ করি, আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। আমি আপনার রূপানলে অহরহ দগ্ধ হইতেছি, আমার মনে—প্রাণে শান্তি নাই, আপনার কৃপাবিন্দু লাভ করিতে পারিলে আমি স্বর্গ লাভ করিব। আর যদি আপনার অকৃপা হয়, তাহা হইলে আমি রসাতলে নিক্ষিপ্ত হইব, আমার আর অন্য পন্থা নাই।"

যুবতী সংযত-স্বরে বলিলেন, "আপনার কবিত্বের এ সব ঘটা অনর্থক, আপনার অনেক অসার কথা আমি শুনিয়াছি, যদি আপনি মনে করেন, উহাতেই আমি গলিয়া যাইব, তাহা হইলে সেটা আপনার মহাভ্রম। আপান আমাকে চিনিতে পারেন নাই। এখন কাজের কথা বলি, শুনুন। আপনি আমাকে কি সত্যই খুব ভালবাসিয়াছেন ?"

"খুব ভালবাসিয়াছি, আমি আবুল কর্জ্জন, আপনাকে ভাল না বাসিলে কি আমি আপনার পদতলে লুটাই ? আমি আর প্রকৃতিস্থ নাই।"

যুবতী বলিলেন, "বেশ ! বুঝিলাম, আপনি আমাকে খুব ভালবাসিয়াছেন। আপনি কি বলিতে চান, আপনি পাখীটা আমার চাকরের হাতে না দিয়া আমার হাতে দিবার জন্য আসিয়াছিলেন ? বুঝিতেছি, এটা শুধু পাখী দিতে আসা নয়, আমাকে বিবাহ করিবার সাধ !"

আবুল কর্জ্জন চমকিয়া উঠিলেন ; তিনি ভাবিলেন, যেন বিনামেঘে বজ্রপাত ! চমকিত-স্বরে তিনি বলিলেন, "বিবাহ ? কি সর্ব্বনাশ !"

"সর্ব্বনাশ কি ? আপান যখন বলিলেন, আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন, আমার অদর্শনে আপনি জগৎ অন্ধকার দেখেন, আমাকে না পাইলে আপনি রসাতলে যাইবেন, আমাকে বিবাহ করা ভিন্ন তখন আপনার আর কি অভিলাষ থাকিতে পারে ?"

ভিনিসিয়ার ঐ কথাগুলি শুনিয়া আবুল ক্ষুন্নমনে বলিলেন, "মিস্ ব্রিলনী ? আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। ভিনিসিয়া, আমার হৃদয়ের দেবি, প্রেমময়ী প্রাণপ্রতিমা ! তুমি কেন আর আমার সঙ্গে এ ভাবে কৌতুক করিতেছ ? আমার যে প্রাণ যায় !"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন, আমাকে ভালবাসেন অথচ

বিবাহের নাম শুনিয়া সর্ব্বনাশেরও আশঙ্কা করিতেছেন, আপনার প্রকৃত অভি-প্রায় কি, বুঝিতেছি না, খুলিয়া বলুন।"

লর্ড কর্জ্জন অত্যন্ত বিনীতবচনে বলিলেন, "আমার অভিপ্রায় কি, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? আমার কথাটা কি এতই দুর্ব্বোধ্য?"

ভিনিসিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "যখন কোন ভদ্রলোক কোন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া পবিত্রস্বভাবা কুমারীকে ভালবাসার কথা বলিতে চান, তখন সেই ভদ্রলোক যে সেই কুমারীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াই সে কথা বলি-তেছেন, ইহাতে কি কাহারও সন্দেহ থাকে?"

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "বিবাহের সঙ্গে প্রেমের—স্বাধীন প্রেমের সম্বন্ধ কি? বিবাহের বন্ধন কেন?"

তীব্রস্বরে যুবতী বলিলেন, "ধর্ম্মের তাহাই বিধান, আপনি বলুন, আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? আমি সোজা উত্তর চাই।"

চঞ্চলস্বরে লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "বিবাহটা ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। সুন্দরি, আর—"

বাধা দিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "আর আমি কোন কথা শুনিতে চাই না, স্পষ্ট বলুন, হাঁ কি না?"

আর্‌ল বলিলেন, "স্পষ্ট বলিতে বাধা নাই, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার একটা কথা আছে।"

মিস বলিলেন, "না, কোন কথা শুনিতে চাই না; অতি সংক্ষিপ্ত দুটি কথা, হাঁ কি না, ইহাই জানিতে চাই।"

আর্‌ল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভিনিসিয়া, আমি বিবাহিত, এ কথা হয় ত আপনার অজ্ঞাত নাই। আমার স্ত্রী বর্ত্তমান, স্ত্রী থাকিলেও সে না থাকার মধ্যে, আমি তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাকে বিবাহ করিয়া আমি সুখী হই নাই, তাহাকে আমি ভালবাসি না।"

আসন হইতে উঠিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "বটে, যথেষ্ট! আপনাকে আর কোন কথা বলিতে হইবে না, আপনি যে বিবাহিত, তাহা আমি জানি-তাম; কিন্তু আপনার মনুষ্যত্ব,আপনার ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপ প্রবল, তাহাই পরীক্ষার জন্য আমি আপনাকে এতক্ষণ জোর করিতেছিলাম। দেখিলাম, আপনাতে কিছুমাত্র পদার্থ নাই। আপনি ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য; নিজের সুখের জন্য একটি নিষ্কলঙ্কচরিত্রা যুবতীর ধর্ম্মনাশে আপনার কিছুমাত্র বাধা

নাই। আপনার প্রেম—প্রেম নহে, ইন্দ্রিয়লালসার নামান্তর মাত্র। আমার গৃহে আসিয়া, আমার নিকট আপনার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন! আমি আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিতাম, কিন্তু দয়া করিয়া আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, এখনি তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও! নতুবা দ্বারবান্ ডাকিয়া আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতে বলিব।"

আবৃণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তীব্রদৃষ্টিতে তেজস্বিনীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা সমস্ত কি আপনার মনের কথা?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার বিদ্রূপ করিবার কিছুমাত্রও স্পৃহা নাই, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও!"

ক্রুদ্ধ হইয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা তোমার মনের কথা। উত্তম, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, এক দিন তোমার এই নির্ব্বুদ্ধিতা ও অহঙ্কারের জন্য তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমাকে লাভ করিবই, এ জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব পণ করিলাম। প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছি! তোমাকে হস্তগত করিবার জন্য যদি সয়তানের সাহায্য লইতে হয়, তাহাও লইব, স্বর্গের সমস্ত দেবতা একত্র হইয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

ভিনিসিয়া সংযতভাবে দ্বারের দিকে অঙ্গুলিটি নির্দ্দেশ করিলেন, লর্ড কর্জ্জন যেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সদম্ভে টলিতে টলিতে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল, উত্তেজিতা ভিনিসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আপন মনে খুব খানিক হাসিয়া লইলেন।

ষষ্ঠ উল্লাস

মঙ্গলবারের পালা

একেসিয়া-ভবনের সম্মুখস্থ দ্বারপথে লর্ড কর্জ্জন বাহির হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ঠিক সেই সময় সম্মুখস্থ একটা হোটেল হইতে একজন লোক বাহির হইল।

লোকটির বয়স চল্লিশের অধিক নহে, গঠন দীর্ঘও নয়, নিতান্ত খর্ব্বও নয়, আকার দেখিলেই বেশ বুঝা যায়, শরীরে বিলক্ষণ বল আছে। মস্তকের কেশ হইতে শ্মশ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু দুটি ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল। নাসাগ্র রক্তবর্ণ; পরিচ্ছদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

এই লোকটি প্রথম-যৌবনে সামরিক বিভাগে চাকরী করিত, কার্য্যে তাহার যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত ব্যসনপ্রিয় ও অপব্যয়ী। অবশেষে একটি জুয়াচুরি ধরা পড়াতে চাকরিটি যায়। লণ্ডন সহরের যে পল্লীতে বড়লোকের বাস, এই অবস্থায় সেই পল্লীতেই ইহার আবির্ভাব। বড় বড় দলে ইহার প্রতিপত্তি বাড়িল; বড় লোকের নূতন সাবালক ছেলেরা ইহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতে লাগিল। কাপ্তেনের কিছু অসাধ্য ছিল না। সেই পূর্ব্ব-বন্ধুগণের সাহায্যেই তাহার দিন চলিতে লাগিল।—কাপ্তেনের নাম রোল্যাণ্ড ট্যাস্।

বলা হইয়াছে, একেসিয়া-ভবনের সম্মুখবর্ত্তী হোটেল হইতে একটা মাতাল বাহির হইল, সেই মাতালটাই কাপ্তেন ট্যাস্। প্রকাশ থাকা উচিত, কাপ্তেন ট্যাস্ একাকী হোটেল হইতে বাহির হয় নাই, কোথাও সে একাকী ঘুরিত না, আরদালী সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত।—আরদালীটা একটু দূরে দূরে তাহার অনুসরণ করিত, আরদালীর নাম রবিন্। রবিন্ খুব ধূর্ত্ত, খুব খেলোয়াড়, খুব ধড়ীবাজ, সে ব্যক্তি কাপ্তেনের প্রায় সমবয়স্ক। সেই রবিন্ অনেক দিন হইতেই কাপ্তেনের কাছে আছে, কাপ্তেনের প্রতি তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি; এমন কি, কাপ্তেনের সে জন্য প্রাণ দিতে পারিত। রবিন্ তাহার প্রভুর জন্য যে সব কাজ করিত, তাহা যতই হেয় ও জঘন্য হউক, কিন্তু প্রভুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের কখন অভাব দেখা যায় নাই।

কাপ্তেনও তাঁহার সেই অনুচরটিকে বেশ ভালবাসিত। কেহ কোন কারণে রবিনের অপমান করিলে কাপ্তেন রাগিয়া আগুন হইতেন।

রবিনের আসল নাম রবার্ট স্যাঙ্কস্।

লর্ড কর্জ্জন একেসিয়া-নিকেতন হইতে পথে বাহির হইয়া পথের এ দিকে ও দিকে চাহিয়া ভাড়াটে গাড়ী খুঁজিতেছিলেন, হঠাৎ কাপ্তেন ট্যাসের সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

কাপ্তেন ট্যাস্ মিলিটারী কেতায় যষ্টির অগ্রভাব ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল,"কেমন আছেন মী লর্ড! মেজাজ যে বড় খুসী খুসী বোধ হইতেছে না!"

লর্ড কিছু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না, বেশ আছি, এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি, নমস্কার!"—আবুল আর দাঁড়াইলেন না, হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাপ্তেন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে, দ্রুতবেগে নিকটে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল;—বলিল, "এত কি ব্যস্ত মী লর্ড? একটা কথা বলিতে চাই, মাপ করিবেন।"

লর্ড কর্জ্জন বিরক্তিভরে বলিলেন, "আঃ, বলিলাম বড় ব্যস্ত, তবু আমাকে দিক্ কর কেন?"

কাপ্তেন বলিল, "না না, আমি আপনাকে আটকাইয়া রাখিব না। আহা, ঐ রাস্তার মোড়ে একটি স্ত্রীলোক ফল বিক্রয় করিতেছিল, জনকতক বোম্বেটে ছোঁড়া সেখানে উপস্থিত হইয়া হাঙ্গামা করিয়া তার দোকানখানি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, বেচারা বড় গরীব। স্ত্রীলোকটা যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি! কাঁদিতে কাঁদিতে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, পকেটে হাত দিয়া দেখি, টাকার থলীটা নাই, ভুলিয়া ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি। হয় ত—"

লর্ড কর্জ্জন বাধা দিয়া বলিলেন, "বুঝা গিয়াছে, তোমার কিছু টাকার দরকার?"

হাসিয়া নতমস্তকে কাপ্তেন বলিল, "আজ্ঞে, আপনি অতি সমজদার ব্যক্তি! ভারী অমায়িক দাতা! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি! আমার ঠিক দেড়টি গিনীর দরকার;—এক পেনীও কম নয়, একটিও বেশী নয়, ছাঁকা দেড় মুদ্রা! ঐ দেড় মুদ্রাতেই আমার উদরের জ্বালা ঘুচিতে পারে।"

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "দেখ কাপ্তেন, তুমি খুব খেলোয়াড় লোক; ফন্দীগুলি তোমার বেশ আসে; আমার জন্য একটা কাজ করিতে পার? যদি পার, তবে

দেড় মোহর কেন, তুমি আমার কাছে হাজার হাজার মোহর পাইতে পারিবে, চারদিনের জন্ত ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়া যাইবে।"

হাসিতে মুখখানি লাল করিয়া কাপ্তেন বলিল, "কি কাজ প্রভু?"

কাপ্তেনের হাত ধরিয়া লর্ড কর্জ্জন তাহাকে একটু দূরে লইয়া গেলেন, তাহার পর একখানি বাড়ীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ বাড়ীখানা চেন?"

কাপ্তেন উত্তর করিল, "হাঁ, বেশ চিনি, ঐ বাড়ীর নাম একেসিয়া-কুটীর।"

আর্‌ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বাড়ীতে কে থাকে, জানো?"

কাপ্তেন বলিল, "হাঁ, ওখানে রুসের একখানি মানোয়ারী জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া থাকে দেখিয়াছি, কিন্তু জাহাজখানির নাম আমি জানি না। হোটেলে বসিয়া কাল আমি দুই এক গেলাস পান করিতেছিলাম, উপরদিকে চাহিবামাত্র জানালার ফাঁক দিয়া সেই জাহাজখানিকে দেখিলাম; দেখিলাম, বেড়ে মুখখানি, আর কি সুন্দর টানা টানা চোখ! শুনিলাম, সেই সুন্দরীই ঐ বাড়ীখানির মালিক।"

আর্‌ল বলিলেন, "আমি বলিতেছি, এই যুবতীর নাম ভিনিসিয়া। তোমার কাছে আমি কি চাই, তা দুই কথাতেই শেষ হইবে, কিন্তু তোমার বাহন রবিন্ কোথা?"

রবিন্ তখন অদূরে একখানি দোকানের পাশে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ছড়িগাছটি সে দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কাপ্তেন বলিল, "ঐ যে!"

আর্‌ল বলিলেন, "আমার বোধ হয়, রবিন্‌কে দিয়াই আমার কার্য্য উদ্ধার হইবে।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, "কার্য্যটি কি মাই লর্ড?"

আর্‌ল কর্জ্জন বলিলেন, "এই যুবতীটির গতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।"

কাপ্তেন বলিল, "উত্তম, যুবতীর সকল সংবাদ আপনি জানিতে পারিবেন।"

আর্‌ল বলিলেন, "যুবতী কোথায় যায়, কখন্ যায়, কখন্ আসে, ঐ বাড়ীতে কে কখন্ আসে, সব কথা আমি জানিতে চাই। যাহারা আসে, তাহারা যদি তোমার অপরিচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের চেহারা আমাকে বলিবে, তাহাদের বাড়ী কোথায়, তাহার সন্ধান লইবে।"

কাপ্তেন হাসিয়া বলিল, "ও সকল কাজে আমার রবিন্ খুব মজবুত! যুবতী

কদাচ রবিনের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না; গোয়েন্দারা যেমন আসামীদের পাছু লয়, রবিন্ সেই রকমে সেই সুন্দরীর পাছু পাছু ঘুরিবে।"

মৃদু হাস্য করিয়া আবুল বলিলেন, "তবে তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছ? এই যুবতীর কাছে মিসেস্ আরবথনট নামে আর একটি স্ত্রীলোক থাকে, তাহার গতিক্রিয়ার দিকেও তোমাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি এ জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তাহার পারিশ্রমিকও তুমি আমার কাছে পাইবে।"

কাপ্তেন বলিল, "না, অন্য লোক নিযুক্ত করিবার আর আবশ্যক হইবে না। আমি আর রবিন্ দুজনেই এক সহস্র; আমরাই সকল কাজ শেষ করিতে পারিব। রবিন্‌কে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না। যেখানে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেও রবিন্ অনায়াসে যাইতে পারে। একেসিয়া-কুটীরের কাছে আমার একটি বড় বন্ধুলোকের বাড়ী আছে, সে বন্ধুটির কাছেও এই সকল বিষয়ের অনেক তত্ত্ব জানা যাইবে। যে সকল খবর আমি দিব, তাহাতে আপনি বুঝিবেন, আপনি নিজের চোখে যেন সব দেখিতেছেন।"

খুসী হইয়া আবুল কর্জ্জন বলিলেন, "তোমার কথায় আমার বিশ্বাস আছে। এখন ধর এই দশ গিনী বায়না।" এই বলিয়া তিনি কাপ্তেনকে দশটি গিনী বাহির করিয়া দিলেন।

ধন্যবাদ দিয়া, কাপ্তেন খুসী হইয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, যে ভার আমি গ্রহণ করিলাম, তাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা করিব না।"

অতঃপর কাপ্তেন রবিন্‌কে সঙ্গে লইয়া একেসিয়া-বাটীর সম্মুখবর্ত্তী হোটেলের দিকে চলিলেন। আবুল কর্জ্জন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম উল্লাস

যুবরাজের কাণামাছি

রিচমণ্ড একটি ক্ষুদ্র পল্লী, ক্ষুদ্র হইলেও পল্লীখানি বড় সুন্দর; লণ্ডন হইতে নয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই পল্লীতে লেডী ওয়েন-নাম্নী একটি বিধবার বাড়ী ছিল; বিধবাটির গাড়ী ঘোড়া ছিল, প্রতিবেশিগণের বাড়ীতেও তাঁহার গতিবিধি ছিল, সমাজে প্রতিষ্ঠাও ছিল। গৃহে বিধবার চারিটি সুন্দরী কন্যা।

কন্যা চারিটির নাম আগাথা, এমা, জুলিয়া, মেরী। আগাথার বয়স প্রায় বাইশ বৎসর, মেরী ষোড়শবর্ষীয়া। চারিটিই সমান সুন্দরী। পরিচ্ছদ ও হাবভাব সকলেরই প্রায় সমান। রিচমণ্ড পল্লীতে কাহারও কাহারও নিকট চারিটি কন্যা দেবীর মত সমাদৃতা।

আগাথার বয়স প্রায় বাইশ বৎসর হইলেও এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেন, কোন কোন রাজকুমারের সহিত এই পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কেহ যে কুমারীদের চরিত্রে দোষারোপ করিতেন, তাহা নহে, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যাইত, যুবরাজ এবং তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব্ ইয়র্ক ও ডিউক অব্ কম্বারল্যাণ্ড বিধবা ওয়েনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিতেন। রাজপুত্রেরা বিধবার যুবতী কন্যাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, তাহাদের আদর করিতেন, তাহাদের সঙ্গে রসিকতা করিতেন। শ্রীমতী ওয়েন বিধবা, অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি বিধবা হইয়াছেন, তাঁহার স্বামী কে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ নাই; সে সম্বন্ধে কেহ কোন খোঁজও লয় না, সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবকেরা তাঁহার যুবতী কন্যাদের সঙ্গে নাচিয়া, গাহিয়া, ভোজ খাইয়া ও আলাপ করিয়াই পরিতৃপ্ত।

এক দিনের কথা বলিতেছি। রাত্রি আটটা বাজিবার অল্প বিলম্ব। মিসেস্ ওয়েনের চারিটি কন্যা সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া আপনাদের বৈঠকখানায় সমাগত হইয়াছে। মিসেস্ ওয়েন অন্য কক্ষে উপবিষ্টা। রাত্রি দশটার সময় একটি ভোজ হইবে।

ড্রয়িংরুমের সুসজ্জিত টেবিলের ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল। প্রাঙ্গণে একখানি গাড়ী প্রবেশ করিল। গাড়ীখানি সাদাসিধে; কিন্তু সেই

গাড়ী হইতে যিনি নামিলেন, তিনি সাধারণ লোক নহেন, তিনি ইংলণ্ডের যুবরাজ! যুবরাজের পশ্চাতে আর এক জন নামিলেন, তাঁহার নাম মার্‌কুইস্ লেভিসন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অগ্রবর্ত্তী আরদালী সসম্ভ্রমে ড্রয়িংরুমে লইয়া গেল। গাড়ী আস্তাবলে প্রবেশ করিল।

যুবরাজ ও মার্‌কুইস্ অতি গোপনে এখানে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা একটি লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মিসেস্ ওয়েনের বাড়ীর সন্নিকটস্থ ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া এক জন লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া লইয়াছিল।

এই গুপ্তভাবে অবস্থিত লোকটির বয়ঃক্রম ত্রিশ চল্লিশের মাঝামাঝি। লম্বা, পাতলা, মাথায় টুপী। গোল গোল ভাঁটার মত চোখ, যেন অগ্নি নির্গত হইতেছিল: পরিচ্ছদ অতি জঘন্য। দেখিবামাত্র গুণ্ডা কিংবা চোর-ডাকাত বলিয়া বোধ হয়।

অল্পক্ষণ পরে বিধবা ওয়েনের বাড়ীর দিক্ হইতে পোষাক-পরা একটা আরদালী অতি সন্তর্পণে সেই ঝোপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল: গুপ্ত লোক-টিকে চুপি চুপি বলিল, "ডানিয়েল, সব দেখিয়াছ?"

"হাঁ, দেখিয়াছি, কিন্তু রাজপুত্রের সঙ্গে ঐ বুড়োটা কি জন্য আসিয়াছে?"

"মার্‌কুইস্ লেভিসন। ও হচ্চে রাজপুত্রের বুড়ো ইয়ার, ও আসিবে না?"

"জন্, আমি জানিতাম, রাজপুত্র একাকীই আসিবেন। তিনি যে আর একটা লোককে সঙ্গে করিয়া আনিবেন, এ রকম ত আমরা ভাবি নাই, সে জন্য আমরা প্রস্তুতও হই নাই।"

জন্ বলিল, "আমিই বা পূর্ব্বে তা কি করিয়া অনুমান করিব? রাজ-পুত্রেরই একা আসিবার কথা ছিল, কিন্তু মার্‌কুইসের সঙ্গেও গিন্নীর আলাপ আছে, কাজেই তাঁর আসাটাও তেমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। যাক্, এ এক রকম ভালই হইয়াছে, কিছু বেশী পয়সা রোজগারের পথ হইল।"

গুপ্ত ব্যক্তি বলিল, "কিন্তু কাজটি বড় সহজ হবে না হে জন্!"

"কেন? আমরা ত দলপুরু আছি, আর তুমি কি মনে কর, ঐ তিনকেলে বকেয়া বুড়োটা আমাদের কাজে কোনও রকম বাধা দিতে পারে?"

ডানিয়েল বলিল, "আরে, তুমি সব কথা তলাইয়া বুঝিতেছ না। মনে কর, রাজপুত্র যদি জেরায় পড়েন, তিনি কখন স্বীকার করিবেন না যে, গোপনে এই রাত্রে একটি ভদ্র-পরিবারে ভোজ খাইতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু

ঐ বুড়োটার কথা স্বতন্ত্র। তাহার এখানে আসায় লজ্জার কোন কারণ নাই, সে তাহা অস্বীকারও করিবে না। সে ত আর রাজা-মহারাজা নয়, সর্ব্বত্রই সে যাইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিলেই ফড় ফড় করিয়া সে সকল কথা বলিয়া ফেলিবে।"

চাকরটা বলিল, "তা বটে, কিন্তু তোমার যুক্তির কোন সার নাই। অন্য কারণে না হইলেও গিন্নীর মেয়েদের সম্ভ্রমের অনুরোধেও রাজপুত্র কোন কথা বলিবেন না, তাহা আমি বিশ্বাস করি। আর তিনি বুড়োটাকেও কোন কথা বলিতে দিবেন না। আর বুড়ো সব কথা কিরূপে প্রকাশ করিবে? তাহাহইলে যে যুবরাজকেও জড়াইতে হয়।"

ডানিয়েল বলিল, "হাঁ, তা কতকটা ঠিক বটে; তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। উহারা রাত্রি বারোটার আগে বোধ করি, আর এখান হইতে যাইতেছে না। তুমি কি আন্দাজ কর?"

"হাঁ, রাত্রি বারোটার সময় গাড়ী জুতিবার হুকুম হইয়াছে, তবে দশটার মধ্যেই খানা শেষ হইয়া যাইবে। তুমি প্রস্তুত থাকিও, আমি আর এখানে দাঁড়াইতে পারিতেছি না,হয় ত কে দেখিয়া ফেলিবে।"—ভৃত্যটি সেখান হইতে গুঁড়ি মারিয়া চলিয়া গেল এবং বাড়ীর পশ্চাতের দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

যুবরাজ ও মার্কুইস্ লেভিসন তখন ড্রয়িংরুমে যুবতীদের সহিত আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত। দুটি যুবতী একখানি সোফার উপর তাঁহার দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট, অন্য দুই জন যুবতী – মিস্ জুলিয়া ও মেরী মার্কুইস্ লেভিসনের কাছে বসিয়া কত মিষ্ট কথায় তাঁহার চিত্ততোষ করিতেছিল। গৃহিণী অন্য ঘরে অতিথি-সৎকারের আয়োজন করিতেছিলেন, তিনি যুবতীদের আসরে উপস্থিত না থাকায় যে কেহ দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হইল না।

যুবরাজ হাসিয়া তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীদের বলিলেন, "আজকাল তোমাদের বড় মজা, এখানে বল্, ওখানে ডিনার, সেখানে বনভোজন, আজ নাচ, কাল গান, পরশু বনভোজন, কোন দিন বা জলভ্রমণ—বড় আনন্দে আছ।"

বড় মিস অর্থাৎ কুমারী আগাথা বলিল, "সব ভাল লাগিত, যদি আপনি সে সময় আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, আমোদ-প্রমোদে আপনার অভাব বড় বেশী রকম অনুভব করা যায়।"

যুবরাজ বলিলেন, "মিথ্যা কথা, তোমার এ নিতান্তই চাতুরী। সত্যই

তোমরা আমার অভাব অনুভব কর, এ কথা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"—তিনি যুবতীর কটিদেশ উভয় হাতে আলিঙ্গন করিয়া তাহার হাস্য-বিকশিত মুখে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

মিস্ এমা বলিল, "না না, আগাথা সত্যকথাই বলিয়াছে, আমিও যে আপনার অভাব বড় বেশী অনুভব করি।" রাজপুত্র দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সে সোফা হইতে উঠিয়া সরিয়া গেল। তখন যুবরাজ তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন, সে এ দিকে ও দিকে পলাইতে পলাইতে শেষে আর একটা ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। যুবরাজ সেখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন, যুবতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া বাধা দিতে উদ্যত হইল। আর বাধা? যুবরাজ দুই হাতে যুবতীকে ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, তাহার পর তাহার মুখে অবিরত চুম্বন করিতে লাগিলেন। এমা বিব্রত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফিরাইল না। এ ত আর সাধারণ লোকের চুম্বন নহে!

জুলিয়া মার্‌কুইস লেভিসনের কাছে বসিয়া কি রসের কথা বলিতেছিল, হঠাৎ তাহার ভগিনীর পশ্চাতে বৃদ্ধ যুবরাজকে ছুটিতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। এ ভারী চমৎকার কাণা-মাছির মত খেলা!

মেরী তাড়াতাড়ি গিয়া যুবরাজের চক্ষুতে কাপড় জড়াইয়া দিল; হাসিয়া বলিল, "এই যে আমার কাণামাছি!"

তখন সকলে মিলিয়া হুটপাট করিয়া ঘরের মধ্যে আমোদ ও খেলা করিতে লাগিলেন। যুবরাজ যাহাতে তাহাদিগকে ছুঁইতে না পারেন, সেজন্য তাহারা এ দিকে ও দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং হয় ত দৈবাৎ ইচ্ছা ধরিয়াই ধরা পড়িতে লাগিল। যুবরাজ যাহাকে ধরেন, তাহাকেই বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং কাহাকে করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিতে না পারিলেই চারিদিকে আনন্দের উচ্চরোল উপস্থিত হয়।

মার্‌কুইস লেভিসন বেচারা একেবারে হতভম্ব। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ! বড্ড মাথা ধরেছে, এ আমোদ দেখা আর আমার ভাগ্যে নাই, যাই, একটু বাহিরের হাওয়ায় যাই।"—তিনি পাশ কাটাইয়া সুরসিকা গৃহিণীর নিকট চলিলেন।

শেষে যুবরাজ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; এ দিকে খানার সময় হইয়া আসিল। তখন ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়া তিনি তাঁহার শিথিল পরিচ্ছদ সংযত করিলেন, যুবতীগণও অঙ্গের বসন ও কেশদাম যথাস্থানে ন্যস্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল; ইতিমধ্যে ভৃত্যদল আসিয়া সংবাদ দিল, টেবিল সজ্জিত। ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।

যুবরাজ যুবতীবর্গে পরিবৃত হইয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোজ্যরাশি থরে থরে টেবিলের উপর সজ্জিত; গৃহকর্ত্রী ও মার্কুইস্ লেভিসন এক পাশে তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সকলে আহারে বসিলেন। স্যাম্পেন চলিতে লাগিল! আলোকে পুলকে, মদিরা-বিহ্বল যুবতীগণের চক্ষুতে বিলাস-চঞ্চল কটাক্ষ মদনের পঞ্চবাণ বাহির করিয়া অপ্রতিহতভাবে চারিদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহার বুকে তাহা হানিতেছিল, কে বলিতে পারে?

অষ্টম উল্লাস

রাহাজানীতে নূতন রহস্য

রাত্রি ঠিক বারোটার সময় যুবরাজের গাড়ী প্রস্তুত হইয়া গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল; যুবরাজ গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, তাঁহার পশ্চাতে মার্কুইস অব লেভিসন। উভয়ে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইল। কোচম্যান-সহিসেরা যথাস্থান অধিকার করিলে গাড়ী কিট-অভিমুখে ধাবিত হইল।

রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশ মেঘাবৃত, মেঘের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছিল, এখনই বৃষ্টি আসিবে, কিন্তু বায়ুর বেগ অত্যন্ত প্রবল থাকায় বৃষ্টি বন্ধ ছিল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া যুবরাজ মার্কুইসের সঙ্গে নানা বিষয়ের গল্প করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ মধ্যপথে একটা ভয়ানক গোলমাল। পথিপ্রান্তস্থ একটা জঙ্গল হইতে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক বিদ্যুদ্‌গতিতে আসিয়া ঘোড়ার রাশ চাপিয়া ধরিল, গাড়ীর গতিরোধ হইল।

যুবরাজ গাড়ীর জানালা খুলিয়া ফেলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"—মার্কুইস্ লেভিসন যে দিকে বসিয়া ছিলেন, তিনি সেই দিকের জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিলেন।

গাড়ীর ঘোড়া দুইটি বাধা পাইয়া বড় লাফালাফি করিতেছিল, ছদ্মবেশী আততায়িগণের মধ্যে এক জন বলিল, "ঘোড়ার সাজ কাটিয়া দেও।"—দুই জন লোক গাড়ীর উপর উঠিয়া কোচ্‌ম্যানকে বাঁধিয়া ফেলিল। গাড়ীর পশ্চাতে যে দুই জন ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল, চক্ষুর নিমেষে তাহারাও বাঁধা পড়িল।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে নরাধমেরা, জানিস্ তোরা, কাহার গাড়ী আটক করিয়াছিস্?"

হঠাৎ এক জন লোক বাতায়নপথে মাথা তুলি , দক্ষিণ-হস্তে পিস্তল উত্তোলন করিয়া বলিল, "চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন। যদি গোলমাল করেন কিংবা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মঙ্গল নাই। এই গুলী আপনার মাথায়

মারিয়া মাথা উড়াইয়া দিব।"—অন্য দিকে মার্‌কুইস্‌ লেভিসনেরও ঠিক সেই অবস্থা, সে দিকের বাতায়নপার্শ্বে আর একটা ছদ্মবেশী দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিল।

যুবরাজ সক্রোধে বলিলেন, "আমি রাজপুত্র—ইংলণ্ডের যুবরাজ।"

ছদ্মবেশধারী দলপতি বলিল, "সে কথা আমাদের জানা আছে। জানা না থাকিলে আমরা কখন এ গাড়ী ধরিতাম না। আপনি কোন কথা কহিবেন না, আপনার কোন ক্ষতি হইবে না।"

যুবরাজ গাড়ীর মধ্যে হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন, মার্‌কুইস্‌ লেভিসন চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাশে জানালার ধারে এক জন লোক পিস্তল উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং তিনিও নির্ব্বাক্‌।

দস্যুরা কোচম্যান ও সহিস দুজনকে মুহূর্ত্তমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাদিগকে গাড়ীর মধ্যে পূরিল, দস্যুদলের সর্দ্দার যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি এই সকল পরিচারককে আপনার গাড়ীর মধ্যে আপনার সঙ্গে রাখিতে বাধ্য হইলাম, এ জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এখন যাহা করিব, আপনি তাহাতে বাধা দিবেন না। কোন রকম গোলমাল করিলেই আমি পিস্তলের সাহায্য লইতে বাধ্য হইব। আমার সঙ্গীরা গাড়ীর উপরে বসিয়া আছে, তাহারা যথাস্থানে গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইবে, আপনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন।"

যুবরাজ লোকটির কথা শুনিয়া বুঝিলেন, এ নিতান্ত চাষার কথা নহে। কিন্তু তাহার মুখে মুখোস, মুখ দেখিতে পাইলেন না।

যুবরাজ কিংবা তাঁহার বয়স্য কোন কথা কহিলেন না, তাঁহারা নিরস্ত্র আসিয়াছিলেন, নির্জ্জন প্রান্তরপথে ডাক-হাঁক করিয়া এই রাত্রে কাহারও সাহায্য পাইবেন, সে আশাও নাই। হতাশভাবে উভয়ে গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন, গাড়ীর জোত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দড়ী দিয়া বাঁধিয়া পুনর্ব্বার গাড়ী চালাইয়া দেওয়া হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গাড়ী মোড় ঘুরিল।

যুবরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন, অস্ত্রধারী দলপতি তাঁহার পাশেই বসিয়াছিল, যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতলবটা কি? আমাদের কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

দলপতি সংক্ষেপে বলিল, "আপনার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।—ইহার অধিক আপাততঃ আমি আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

যুবরাজ উত্তেজিতভাবে কি একটা ভয়-প্রদর্শন করিতে যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ও তাঁহার সহচরেরা একান্ত অসহায়। শত্রুগণ সংখ্যায় অধিক ও অস্ত্রধারী।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটা বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া গাড়ী থামিল। দলপতির ইঙ্গিতে দেউড়ী খুলিয়া গেল, একটি প্রশস্ত চত্বরে গাড়ী প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে দেউড়ীর দ্বার বন্ধ হইল।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলা হইল; দলপতি আরোহিগণকে গাড়ী হইতে নামিবার জন্য আদেশ করিল। যুবরাজ প্রথমে নামিলেন, তাহার পর মার্কুইস্ লেভিসন অবতরণ করিলেন; গাড়ীর আলোক পূর্ব্বেই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, স্থানটি সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গীরা যেখানে নামিলেন, সেখানে একটি প্রাচীর আছে বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাচীরগাত্রস্থ কৃষ্ণ-বর্ণ পর্দ্দা অপসারিত হইবামাত্র একটি দ্বার বাহির হইয়া পড়িল। সেই দ্বারের ভিতরের দিকে একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, সেই লণ্ঠনের আলোকে দেখা গেল, কক্ষটি কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা দ্বারা আচ্ছাদিত। দলপতির আদেশে রাজপুত্র অনুচরবর্গের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই যুবরাজ সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, মার্কুইস্ লেভিসনের মুখ হইতেও অস্ফুট চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। যুবরাজের কোচ্-ম্যান ও সহিস তাহাদের প্রভুর এই প্রকার ভয় দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া রহিল। কক্ষটির ভাব দেখিলে হঠাৎ অতি বড় সাহসীর প্রাণও কাঁপিয়া উঠে। গৃহের ছাদ কেবল অনাবৃত, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক অংশ নীল-বস্ত্রে আবৃত, যেন এক ভীষণ সমাধিক্ষেত্র। আলোকাধারের উপর নীল পর্দ্দা। সে পর্দ্দা ভেদ করিয়া যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহাতে গৃহের ভীষণতাকে আরও বৃদ্ধি করিতেছে।

যুবরাজ দলপতিকে বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের উপর এই প্রকার জুলু-মের হেতু কি, তাহা আমি জানিতে পারি কি?"

দলপতি বলিল, "মহাশয়, এ আপনার রাজপ্রাসাদ নহে, এখানে আপনার দেহরক্ষক বা শাস্ত্রীদল নাই, আপনারা আমাদের হস্তে বন্দী, আপনাদের জীবন-মরণ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে, বন্দীর কোন স্বাধীনতা নাই, সুতরাং আপনার এখন তেজের সঙ্গে কোন কথা না বলাই কর্ত্তব্য। আমার

সঙ্গে আপনাকে এখনই অন্য একটি কক্ষে যাইতে হইবে, আপনার বয়স্য ঐ মার্‌কুইস্ ও নফর দুটো এখানেই থাকিবে।"

যুবরাজ রূক্ষস্বরে বলিলেন, "আমার প্রতি সেখানে যে কোন অত্যাচার হইবে না, তাহার প্রমাণ কি ?"

দলপতি বলিল, "এখানে যদি গুলী করিয়া আপনার মাথার খুলী উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যখন আপনার আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, তখন ভবিষ্যতে আপনার প্রতি অত্যাচার হইবে কি না, তাহা জানিয়া ত কোন লাভ নাই। তবে আপনি এইটুকু জানিবেন যে, যদি আপনার প্রাণ সংহার করাই আমার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পথের মধ্যেই আমি তাহা অনায়াসে করিতে পারিতাম, আপনাকে এত দূর আনিয়া কষ্ট দিবার কোনও আবশ্যক ছিল না।"

যুবরাজ চিন্তাকুলভাবে বলিলেন,"হাঁ, তাহা সত্য বটে ; আচ্ছা চল, যেখানে বলিবে, সেইখানেই যাইতে প্রস্তুত আছি।"

দলপতি বলিল, "উত্তম, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।" তাহার পর মার্‌কুইস্ লেভিসনের দিকে চাহিয়া বলিল,"প্রভু, আপনি দয়া করিয়া এইখানেই একটু বিশ্রাম করিবেন, ঐ চাকর দুটোও যেন কোন রকম গোলমাল না করে, তাহা সব জানাইয়া দিবেন। যদি কাহারও বেচাল দেখি ত এই দেখুন।"—দলপতি পিস্তল বাহির করিয়া বৃদ্ধ মার্‌কুইস্‌কে দেখাইল। বৃদ্ধ কম্পান্বিত-কলেবরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পোষাকের মধ্যে তিনি ঘামিয়া উঠিলেন।

একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, দস্যুপতি সেই দ্বারপথে যুবরাজকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল, যুবরাজ মন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত চলিলেন। দ্বার অতিক্রম করিয়াই আবার অন্ধকার—যুবরাজের মনে হইল, তিনি খুব পুরু গালিচার উপর দিয়া চলিতেছেন। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, কেবল নিজের পায়ের অস্ফুট প্রতিধ্বনি তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল; যেন তিনি কোন অজ্ঞাত অন্ধকারময় ভীষণদর্শন সমাধিগর্ভে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যুবরাজ একটি প্রকাণ্ড কক্ষে উপস্থিত হইলেন, কক্ষটি পূর্ব্ববৎ অন্ধকারবৃত নহে, একটি বৃহৎ ল্যাম্প সেই কক্ষের অন্ধকার দূর করিতেছিল, সেই আলোকের সাহায্যে যুবরাজ দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখেই একটি প্রশস্ত সোপান—সোপান দ্বিতল পর্য্যন্ত প্রসারিত। ঘোর কৃষ্ণব

বস্ত্রখণ্ড দ্বারা এই সোপানশ্রেণী আচ্ছাদিত। কক্ষটির সর্ব্বত্র কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র প্রসারিত। যুবরাজের মন ক্রমেই ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সোপানশ্রেণীর পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তিনি একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর তাঁহার সঙ্গী দলপতির দিকে প্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিলেন।

দলপতি সেই সোপানশ্রেণী দিয়া দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে বলিল, "শীঘ্র উঠিয়া আসুন মহাশয়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিবার সময় নাই।—আমি বলিয়াছি, আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কেন ভয় পাইতেছেন?"

যুবরাজ সোপান বাহিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "ইহার অর্থ কি, ক্রমেই ত চলিতেছি, যাইতেছি কোথায়? নিকটে কোথাও কাহারও সমাধি আছে না কি? দৃশ্যটা যে অনেকটা সেই রকম।"

দলপতি বলিলেন, "আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

যুবরাজ বুঝিলেন, ভিতরে কিছু রহস্য আছে; সম্ভবতঃ গভীর রহস্যই আছে। এখন ইহার অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য; এ ব্যক্তি সম্ভবতঃ কর্ত্তা নহে, কাহারও অনুচর—কাহারও আদেশে এ এই সকল কাজ করিতেছে; কিন্তু কাহার আদেশে? কে সে?

চলিতে চলিতে, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে যুবরাজ দ্বিতলে একটি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখানেও সেই কালো পর্দ্দা। দল-পতি যুবরাজকে বলিল, "আপনি ভিতরে যান।"—পর্দ্দাখানি সে একদিকে টানিয়া ধরিল।

রাজপুত্র অগত্যা ভিতরে প্রবেশ করিলেন; তদ্ভিন্ন আর কোন উপায়ই বর্ত্তমান ছিল না। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, ঘরের মধ্যে আর একটি ঘর, সে ঘরের দরজা বন্ধ। দলপতি বলিল, "দরজা ঠেলিয়া ভিতরে যান, আপনার কোন ভয় নাই।"

দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই পশ্চাতে স্পীঙের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। যুবরাজ সম্মুখে দেখিলেন, অতি সুসজ্জিত আলোকিত কক্ষ, শত দীপমালায় কক্ষটি উদ্ভাসিত, কত সুন্দর চিত্রে—মনোমুগ্ধকর পর্দ্দায়—বিচিত্র গৃহসজ্জায় কক্ষটি সুশোভিত, আর ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর একখানি সোফায় একটি পরমা সুন্দরী রূপবতী যুবতী অর্দ্ধশায়িতা!

নবম উল্লাস

মোহাভিভূত পাগল প্রেমিক

যুবরাজ সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর দিকে চাহিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, যুবতী তাঁহার মুখের দিকে বিলাস-কটাক্ষপাত করিলেন। মুখে মৃদুহাসি।—যুবতীর সেই কটাক্ষ ও সেই হাসি দেখিয়াই যুবরাজের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে যুবতীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি, কে তুমি ?"

সুন্দরী সোফা হইতে উঠিয়া যুবরাজকে বঙ্কিমগ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে একটি কুর্ণিশ করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, যুবরাজ সে অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, সোফার উপর উপবেশন করিলেন। তখন যুবতীও মৃদু হাসিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর আর একটি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি কে, তাহাই জানিতে চাহিতেছেন ? সে বড় রহস্য ; সে রহস্য ভেদ করিতে আমার সাহস হয় না।"

যুবরাজ বলিলেন, "কিন্তু তুমি এত সুন্দরী, এমন মহিমমণ্ডিতা সুরূপিণী দেবী, তুমি যে একদল দস্যুর সহিত সম্বন্ধ রাখ, ইহা আমি কোন ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

যুবতী বলিলেন, "আপনার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, সে জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।"

যুবরাজ বলিলেন, "তোমার অনুরোধে আমি সবই ক্ষমা করিতে পারি ; কিন্তু আমাকে তোমার সহিত পরিচিত করিবার জন্য এমন অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করা হইল কেন ?"

যুবতী আর একবার যুবরাজের মুখের দিকে প্রণয়োদ্বেলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর দৃষ্টি অবনত করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "কারণ—কারণ, আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যুবরাজ এবার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; যুবতীর কটিদেশে হস্তার্পণ করিয়া, তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রেম-বিজড়িত-স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে ? তুমি কি সত্যই আমাকে ভালবাস ?"

যুবতী বলিলেন, "হাঁ, আমি আপনাকে মিথ্যাকথা বলি নাই, যদি আমার কথা আপনি একটু মন দিয়া শুনেন, তাহা হইলে—তাহা হইলে—"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি হইবে? তুমি আমার হইবে ত?"

"হাঁ, আমি আপনারই হইব, নিতান্তই আপনার।"—যুবতী নতমুখে এই উত্তর করিলেন।

যুবরাজ বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার কি বলিবার আছে, শীঘ্র আমাকে বল। কোন ভূমিকার আবশ্যক নাই, শীঘ্র সংক্ষেপে সকল কথা বল, তোমার সহিত পরিচয় হওয়ায় আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, অন্য কথার আলোচনায় সে আনন্দ আমি ব্যর্থ করিতে ইচ্ছুক নহি।"

যুবতী বলিতে লাগিলেন, "আমি বলিতেছি, আপনাকে আমি ভালবাসি, সে কথা মিথ্যা নহে, প্রাণ ভরিয়াই আমি আপনাকে ভালবাসি। আমার পিতা ইংরাজ, আমার মাতা একটি পারিস-মহিলা। আমার ভাষা, আমার রীতিনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তি আমি পিতার নিকট লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমি আমার জননীর নিকট হৃদয় লাভ করিয়াছি, সে হৃদয় প্রাচ্যদেশীয়া নারীর হৃদয়ের মত প্রেমপ্রবণ—প্রণয়ানুরাগবিচ্ছুরিত।"

যুবরাজ বলিলেন, "তুমি অতি বিচিত্র—অতি রহস্যময়ী নারী, রমণীমধ্যে তুমি দেবী।" যুবরাজের তৃষিত লুব্ধ নেত্র দুটি যেন যুবতীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

যুবতী বলিতে লাগিলেন, "আমি বাল্যকাল হইতেই আপনার বহু গুণের কথা শুনিয়া আসিতেছি, সেই সময় হইতেই আমি আপনার পক্ষপাতিনী হইয়া পড়ি। আমি যখন প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ করি, তখন আপনার এতই সুনামের কথা আমার কর্ণগোচর হয় যে, আম আপনার একখানি ফটোগ্রাফের জন্য ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠাই। সেই ফটো যথাসময়ে আমার হাতে আসিয়া পড়িল, তাহা দেখিয়াই আমি মজিলাম—আমি মরিলাম!"—যুবতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

যুবরাজ আনন্দভরে বলিলেন, "এ যে ঔপন্যাসিক প্রেম! এ সকল কথা শুনিতেও কত সুখ!"

যুবতী বলিলেন, "সত্যই আমি আপনাকে প্রতারণা করিতেছি না। আপনার সঙ্গে কি আমি প্রতারণা করিতে পারি? আমি আমাদের সূর্য্যকরোজ্জ্বল সেই রমণীয় মাতৃভূমির কোল হইতে এই শীতার্ত, চিরকুজ্ঝটিকাময় নিরানন্দ

শ্মশানে আসিয়াছি কাহার আশায়?—আপনার। আমি জানিতাম, আমার আশা পূর্ণ হইবার নহে; জানিতাম, এ দেশে পদার্পণ করিয়া প্রতিপদে আমাকে নিরাশা ও ক্ষোভ সঞ্চয় করিতে হইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আহা! এমন কথা বলিও না,—বলিও না। তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে কষ্ট হয়, তুমি নারীকুলে ধন্যা,তোমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ থাকিবে?"

যুবতী বলিলেন, "আমি আপনাকে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা আপনি বিশ্বাস করিলেন কি?"

"হাঁ,বিশ্বাস করিয়াছি। তোমার মত সরলার কথা কি অবিশ্বাস করা যায়?

যুবতী বলিলেন, "আমি আশ্বস্ত হইলাম, আমার ধন্যবাদ—কেবল ধন্যবাদ নহে, আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।"—যুবতী অবসন্নভাবে সোফার উপর ঢলিয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস বহিল, যেন যুবতীর হৃদয়ে কোনও পাষাণভার চাপিয়া আছে, যেন মনের কষ্ট মুখে প্রকাশ হইতেছে না।

যুবরাজ যুবতীর এই ভাব দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর আবেগবিহ্বলভাবে তাঁহার মুখখানি চুম্বন করিলেন; সহানুভূতিভরে বলিলেন, "বোধ হইতেছে, তোমার মনে কষ্ট আছে, সে কষ্ট কি শুনিতে পাই না?"

যুবতী বলিলেন, "রাজপুত্র, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। হঠাৎ একটি বড় কষ্টের কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল; তাই আমি আত্মসংবরণ করিতে পারি নাই, আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম।"

"কষ্টের কারণ কি, শীঘ্র বল, আমি কি তাহা দূর করিতে পারি না?" —যুবরাজ ব্যস্তভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবতী বলিলেন, "আপনি? আপনি কি, না পারেন? আমার কষ্টের কারণ দূর করা আপনার পক্ষে নিতান্ত সহজ।"

যুবরাজ বলিলেন, "তবে সে কারণটি কি, আমাকে বলিতে এত বিলম্ব করিতেছ-কেন? আমাকে আর উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়া রাখিও না।"

যুবতী বলিলেন, "আমার একটি আত্মীয় আছে—আমার বিশেষ আত্মীয়; সে আপনার নিকট অপরাধী।"

যুবরাজ বলিলেন, "আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম; কেমন, এই ত কথা?"

যুবতী যুবরাজের আরও কাছে সরিয়া বসিয়া, তাঁহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, বিলোলকটাক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, অত্যন্ত নরম স্বরে বলিলেন, "আপনি আশাতীত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু—"

যুবতীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যুবরাজ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি?—আর কি চাও, বল।"

"আপনি যে তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাহার আমি নিদর্শন রাখিতে ইচ্ছা করি, দয়া করিয়া যদি কাগজে তাহা লিখিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া দেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "এ ত অতি তুচ্ছ কথা, এ জন্য তুমি এত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি স্বয়ং মার্জ্জনাপত্র লিখিয়া দিব।"

যুবতী বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনার চিরদাসী হইয়া থাকিব, আমার টেবিলের উপর লিখিবার সরঞ্জাম আছে, মুহূর্ত্তমাত্র সময় আপনাকে ব্যয় করিতে হইবে।"—যুবতী উভয় হস্তে যুবরাজের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

যুবরাজের মাথা ঘুরিয়া গেল, কি এক নেশায় যেন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম ও একখানি কাগজ পড়িয়া ছিল, কাগজখানিতে কয়েক ছত্র কি লেখা ছিল। যুবরাজ কাগজখানি পাঠ করিয়া দেখিবার জন্য হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু কাগজের উপর বসিবার অবসর পাইল না যুবতী উভয় হস্তে যুবরাজের মস্তকটি ধীরে ধীরে তাঁহার সমুন্নত বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন। কাগজখানি আর পাঠ করা হইল না, তাঁহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আর সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না, কলমদানীর উপর হইতে কলমটা তুলিয়া কাগজখানির নিম্নভাগে নিজের নামটি স্বাক্ষর করিলেন।

আনন্দে যুবতীর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে আনন্দ যেন সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রভায় সঞ্চার করিল। যুবতী হর্ষভরে যুবরাজকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যুবরাজ, আমি আপনার। আমি আজ সত্যই আপনার হইলাম।"

দশম উল্লাস

বন্দীর অর্থ লুণ্ঠন

লর্ড লেভিসন ও যুবরাজের ভৃত্যদ্বয় অন্ধকারপূর্ণ কক্ষে কি অবস্থায় কাল-যাপন করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের বোধ করি, কিঞ্চিৎ আগ্রহ হইয়াছে, অতএব একবার সেই অন্ধকারময় কক্ষটিতে আমাদের উপস্থিত হইতে হইবে।

লর্ড লেভিসন কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি দস্যুদল তাঁহাকে গুলী করে, তাহা হইলে জীবনের এত সুখ সব চলিয়া যাইবে! তিনি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,ভৃত্যদ্বয়ের অবস্থাও সেইরূপ; কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

প্রায় বিশ মিনিট পরে সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের শব্দ হইল; দস্যুদলের সর্দার একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তখনও তাহার মুখে মুখোস। তাহার হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোকে লর্ড লেভিসন দেখিলেন, দ্বার-প্রান্তে মুখোস-পরা আর একটা জোয়ান লোক দাঁড়াইয়া। তাহার দুই হস্তে দুটি পিস্তল। লর্ড লেভিসন বুঝিলেন,এ লোকটা প্রথম হইতেই এখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে; ভাগ্যে তাঁহারা পলাইবার চেষ্টা করেন নাই, অধিকন্তু গালাগালি দিয়া কোন কথা বলেন নাই! যদি বলিতেন, তাহা হইলে প্রাণটা গিয়াছিল আর কি!

লণ্ঠনধারী দলপতির সঙ্গে যুবরাজকে ফিরিতে না দেখিয়া লর্ড লেভিসন কিছু ব্যস্ত হইলেন, ভয়ের যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও তিনি লণ্ঠনধারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমাদের রাজপুত্রকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন? তাঁহাকে গুম্ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, তিনি ত আর যে সে লোক নহেন, আপনাদের দেশের রাজার পুত্র, এখন ত তিনিই রাজার প্রতিনিধি।"

মুখোসধারী দস্যুপতি বলিল, "তবে ত ভয়ে মরিয়া গেলাম আর কি? আপনি ভয় দেখাইতে চান? কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই, আমি বলিতেছি, আপনাদের রাজপুত্র ভালই আছেন, কেবল ভাল বলিলে ঠিক হয় না, এখন তিনি যেমন সুখে আছেন, সকলের ভাগ্যে তত সুখ ঘটে না।"

মার্‌কুইস্ লেভিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি আমাদের কাছে কখন্ ফিরিয়া আসিবেন? এ বন্দিদশা হইতে আমরা মুক্তিই বা কখন্ পাইব?"

দস্যুপতি বলিল, "আপনি একবার আপনার ঘড়ীটা খুলিয়া দেখুন দেখি, এখন সময় কত?"

মার্‌কুইস্ তাঁহার পকেট হইতে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য হীরকাদিভূষিত ঘড়ীটি বাহির করিয়া বলিলেন, "দুটো বাজিতে দশ মিনিট বাকি।"—ঘড়ীটির মূল্য প্রায় কুড়ি হাজার টাকা!

দস্যুদলপতির চক্ষু মুখোসের ছিদ্রপথে লোভে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি আপনার ঘড়ীটি আমাকে দিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

মার্‌কুইস্ লেভিসন লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সে কি! তোমরা কি সত্য সত্যই সাধারণ দস্যু? আমার বিশ্বাস ছিল, দস্যুবৃত্তি তোমাদের পেশা নহে, তোমাদের কোন উচ্চ লক্ষ্য আছে, আর সেই জন্যই তোমরা আমাদিগকে এখানে ভুলাইয়া আনিয়াছ।"

দস্যুপতি বলিল, "হাঁ, আপনাদিগকে আমরা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লইয়া আসিয়াছি, বোধ করি, এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন?"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "না, তা নয়, আমরা ভাবিয়াছিলাম, তোমরা রাস্তায় যখন আমাদের সঙ্গের জিনিসপত্র কাড়িয়া লইলে না, তখন দস্যুবৃত্তিই যে তোমাদের লক্ষ্য, তাহা আমি মনে করিতে পারি নাই।"

দস্যুপতি বলিল, "আমাদের ভিন্ন লক্ষ্য থাকিলেও আমরা পরের ভাল দ্রব্য এক আধটু লক্ষ্য করিয়া থাকি। তুচ্ছ উদরের জ্বালাতেই এরূপ করিতে হয়, আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আপাততঃ আপনি আপনার ঘড়ীটি আর আপনার অঙ্গুলীতে যে অঙ্গুরীগুলি আছে, খুলিয়া আমার হাতে দেন দেখি।"

লর্ড লেভিসন দেখিলেন, "প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল নাই, ইচ্ছা করিয়া না দিলে জোর করিয়া, অপমান করিয়া কাড়িয়া লইবে। তিনি ঘড়ী, চেন ও অঙ্গুরীগুলি দস্যুপতির হস্তে প্রদান করিলেন।

দস্যুপতি বলিল, "আপনি মনে করিবেন না যে, এত সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। আপনার পকেটে যে টাকার তোড়াটা আছে,তাহাও আমার চাই।

লর্ড লেভিসন পকেট হইতে মুদ্রার আধারটি বাহির করিয়া অম্লানবদনে দস্যুহস্তে সমর্পণ করিলেন। দস্যুপতি তাহা খুলিয়া দেখিতে পাইল, তাহার

মধ্যে কেবল তিপ্পান্নখানি গিনী রহিয়াছে।—সে বিরক্তির সহিত বলিল, "ছি ছি, কি লজ্জার কথা! আপনার মত এত বড় মার্কুইস্, লক্ষ লক্ষ টাকা যিনি গ্রাহ্যই করেন না, তাঁহার সঙ্গে কেবল তিপ্পান্নটি গিনী?—এ কথা শুনিলেও যে বিশ্বাস হয় না। তবে আরও একটা কথা আছে, টাকার তোড়াতেই বড় লোকদের টাকা সব সময় থাকে না। আপনার পকেটবহিখানি দেখিতে পারি কি?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "তাহাতে আপত্তি কি, আর আপত্তি করিয়াই বা কি ফল? তোমাদের হাতে পড়িয়া গিয়াছি, যাহা খুসী করিতে পার। আমার পকেট-বহির মধ্যে খান দুই ব্যাঙ্ক-নোট আছে—তাহা তোমরা অনায়াসেই লইতে পার। কিন্তু উহার মধ্যে যদি কোন গোপনীয় কাগজপত্র থাকে—"

দস্যুপতি বাধা দিয়া বলিল, "আপনার মত লোকের পকেট-বুকের মধ্যে যে গোপনীয় কাগজপত্র নাই, এ কথা নিতান্ত শিশুতেও বিশ্বাস করিবে না। আচ্ছা, আপনার পকেট-বইখানি যদি না খুলিয়াই, ভিতরে কি আছে না আছে, তাহা না দেখিয়াই আপনাকে ফেরত দিই, তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে কত টাকা দিতে পারেন?"

মার্কুইস্ লেভিসন বলিলেন, "আমার পকেট-বহি আমাকে ফেরত দাও, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, কাল আমি তোমাকে ইহার পরিবর্ত্তে নগদ পনের হাজার টাকা দিব।"

দস্যুপতি বলিল, "তাহা হইলে বুঝিতেছি, আপনার পকেট-বহিতে যে সকল গোপনীয় কাগজপত্র আছে বা গুপ্ত কথা লিখিত আছে, তাহার মূল্য পনের হাজার টাকার কম নয়।—আমার মনে হয়, আরও বেশী। যাহা হউক, আপনি ভদ্রলোক, বড়লোকও বটে, আপনার সঙ্গে দোকানদারী করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই, আপনি যদি ঐ টাকার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা আমাদিগকে দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে না খুলিয়াই আপনার পকেট-বহি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা বলিতেছ?"

দস্যুপতি বলিল, "অধিক নহে, আপনি নিজের মুখে যাহা দিতে চাহিলেন, তাহার দ্বিগুণ, ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ দুই সহস্র গিনী।"

মার্কুইস বলিলেন, "এই সামান্য টাকার জন্য আমি অঙ্গীকার অস্বীকার

করিব? না, না, আমি তেমন ছোটলোক নহি। আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি তোমার পক্ষ হইতে আমার কাছে টাকা আনিতে যাইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে টাকা দিব।"

দস্যুপতি বলিল,"হাঁ, টাকা ত দিবেনই, কিন্তু কেবল টাকা দিয়াই ছাড়িবেন না, আমার সেই লোকের পশ্চাতে একটি পুলিসের কুত্তা ছাড়িয়া দিবেন!—এমন ছেলেমানুষের মত কাজের দস্তুর আমাদের নয়।—তবে আপনার পকেট-বহি তো আমরা খুলি নাই, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ আপনি চাহিতে পারেন বটে। ডানিয়েল!—কাগজখানা ও বাতী লইয়া এসো।"

দ্বারপ্রান্তে যে মুখোস-পরা ভৃত্যটি দাঁড়াইয়া ছিল, সে একখণ্ড কাগজ,বাতী ও গালা লইয়া আসিল; সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দস্যুপতি পকেটবহিখানি ও সেই সামগ্রীগুলি মার্‌কুইস্ লেভিসনের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই আপনার পকেটবহি, এই কাগজে মুড়িয়া আপনি গালা-মোহর করিয়া দিন, যে অবস্থায় আপনি তাহা রাখিয়া যাইবেন, সেই অবস্থায় ফেরত পাইবেন।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "কিন্তু আমার সব অঙ্গুরীগুলিই ত তোমার কাছে।"

দস্যুসর্দ্দার বলিল,"সে কথা সত্য বটে, আচ্ছা, যে অঙ্গুরীতে আপনার মোহ-রের কাজ হইতে পারে, সেই অঙ্গুরীটা আপনাকে ফেরত দিতেছি, ইহা লইয়া আপনি আপনার পকেটবহির মোড়কের উপর গালা-মোহর করুন। আপনি যখন পকেটবহি ফেরত পাইবেন, তখন দেখিবেন, মোহর ঠিক আছে, তখন আপনার বিশ্বাস হইবে, ইহা কেহ খোলে নাই?"

মার্‌কুইস্ অঙ্গুরীটি লইয়া পকেটবহির মোড়কের উপর গালা-মোহর করি-লেন। পরে দস্যুসর্দ্দারকে পকেটবহি ফেরত দিয়া বলিলেন, "কবে আমাকে কাহার মারফত এই পকেটবহি ফেরত দেওয়া হইবে?"

দস্যুসর্দ্দার বলিল, "বৃহস্পতিবার। সমস্ত দিন আপনি বাড়ী থাকিবেন, দুই হাজার গিনী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "বৃহস্পতিবার? আচ্ছা, তাহাই হইবে।"—মনে মনে বলিলেন, "শুক্রবার হইলেই গোল বাধিত, সে দিন যে আমার ভিনিসিয়া ত্রিলনীর কুঞ্জে যাইবার পালা।"

বাড়ীর ভিতর ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, দস্যুসর্দ্দার বলিল, "কাজ শেষ হইয়াছে, আপনাদিগকে এখনই বিদায় দেওয়া হইবে।"—দস্যুসর্দ্দার লণ্ঠন লইয়া সে ঘর হইতে অদৃশ্য হইল।

পাঁচ মিনিট পরে দস্যুসর্দ্দার যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। তাঁহাকে দেখিয়া মার্কুইস্ লেভিসনের মৃতদেহে যেন জীবনসঞ্চার হইল। তাঁহার ভৃত্যদ্বয়ের মুখ প্রফুল্ল হইল। তাহারা যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহারা তাঁহার মুখে বিষাদের কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিল না এবং তাহাদের বোধ হইল, তিনি মনের আনন্দ অনেক চেষ্টা করিয়া চাপিয়া রাখিতেছেন।

যুবরাজ, মার্কুইস্ ও ভৃত্যদ্বয়কে যে ভাবে আনা হইয়াছিল, সেই ভাবে তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া চলা হইল। অস্ত্রধারী দস্যুসর্দ্দার পূর্ব্ববৎ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিল, গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সর্দ্দারের অনুচর কোচ্‌বাক্সে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল; কেবল পাঁচ-জন দস্যু অশ্বারোহণে গাড়ীর পশ্চাতে চলিল। যেখানে দস্যুরা গাড়ী ধরিয়া-ছিল, পথের ঠিক সেই স্থলে গাড়ী উপস্থিত হইলে তাহারা কোচ্‌ম্যান-সহিসের হস্তে গাড়ীর ভার দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। দস্যু-সর্দ্দার বলিল, "নমস্কার মহাশয়, আজ বিদায়!"

মার্কুইস্ লেভিসন হাঁপ ছাড়িয়া বলিলেন, "নমস্কার!"—গাড়ী রাজধানী-অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

এতক্ষণ পরে যুবরাজের সহিত মার্কুইস্ লেভিসনের কথা আরম্ভ হইল। প্রথমে মার্কুইস্ তাঁহার সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনের কথা অতি সংক্ষেপে যুবরাজের গোচর করিলেন। যুবরাজ এরূপ অত্যাচার কল্পনা করেন নাই, তিনি বড় বিস্মিত হই-লেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যাহার সঙ্গে এতক্ষণ প্রেমালাপ করিয়া আসিলেন, যাহার সাহচর্য্যে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হয় ত সে প্রকৃত প্রেমিকা নহে, হয় ত কোন স্বার্থান্বেষিণী কপটাচারিণী ধূর্ত্তা তাঁহার সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারের জন্য এমন প্রেমের ফাঁদ পাতিয়াছিল। যাহা হউক, এ সকল গুরুতর কথা মার্কুইস্‌কে না বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; প্রেমাভিনয়ের সকল কাহিনী সবিস্তার তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন।

মার্কুইস্ গম্ভীরভাবে ও অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে সকল কথা শ্রবণ করি-লেন, তাহার পর বলিলেন, "সুন্দরীর নিকট যখন বিদায় লইলেন, তখন কি স্থির হইল?"

যুবরাজ বলিলেন, "যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, ততক্ষণ কি আর আমার বাহ্য-জ্ঞান ছিল? আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু সময় বিদ্যুদ্‌গতিতে

চলিয়া গেল, শেষে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিবামাত্র সে আমার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইল; বলিল, 'আর আমি আপনার কাছে থাকিতে পারিব না।' আমি বলিলাম, 'সুন্দরি, আরও পাঁচ মিনিট থাকো, তোমাকে আমি একটু ভাল করিয়া দেখি, এমন রূপ যে কোথাও দেখি নাই।' কিন্তু যুবতী কোন মতেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। শেষে অনেক অনুরোধে সে আমার সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা করিতে সম্মত হইল, কিন্তু কবে কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে, তাহা বলিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই সে আমাকে পত্র লিখিবে অঙ্গীকার করিয়াছে। ইতিমধ্যে বাহিরে আবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যুবতী আমাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিলাম, সেই ডাকাতটা লণ্ঠন হাতে লইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার সঙ্গে নিঃশব্দে নামিয়া আসিলাম; তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জানো।"

মার্‌কুইস্ লেভিসন বলিলেন, "তাহার একখানি কাগজে আপনি নাম সহি করিয়া দিয়াছেন, বলিলেন না?"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, একখান কাগজে আমি আমার নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছি বটে, কাগজখানাতে কি লেখা ছিল, তাহা আর আমার দেখিবার অবসর হয় নাই। সুন্দরীর রূপের পিপাসায় আমার প্রাণ তখন কণ্ঠাগত। কে আর তখন কাগজপত্র পড়ে, সে সময় আমার মনের যে রকম ভাব হইয়াছিল, তাহাতে হয় ত আমি উহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিতাম। যাহা হউক, সে কাগজখানা বেশী দিন গোপনে থাকিবে না, প্রকাশ হইলেই ব্যাপার কি, জানিতে পারা যাইবে। আমার কাছে যে কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে আর তাহাকে এই ভাবে ক্ষমা করা আবশ্যক, এ কথা ত আমার মনে হয় না।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "হয় ত কোন ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকিবে, আপনি কেবল যুবরাজ নহেন, এখন আপনি রাজপ্রতিনিধি; সুতরাং রাজপ্রতিনিধির নিকট মার্জ্জনাপত্র সহি করাইয়া লওয়া হইয়াছে।"

যুবরাজ বলিলেন, "তা অসম্ভব নয়; তা যদি হয়, তবে ত দেখিতেছি, আমি ভারী বোকামী করিয়া ফেলিয়াছি, যাক্, যাহা করিয়াছি, তাহার আর হাত কি?"

মার্‌কুইস বলিলেন, "আপনি কি যুবতীর পত্রপ্রাপ্তির আশায় প্রতীক্ষা করিবেন, না অবিলম্বে তাহার সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিবেন?"

যুবরাজ বলিলেন, "তুমি কি এ রহস্যভেদের কোন উপায় করিতে পার? কিন্তু সাবধান, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, আমাদের এবারের দলও যেন ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতে না পারে, তাহা হইলে আর লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আপনি আমাকে পাগল মনে করেন না কি? এ কথা আমি কাহাকেও বলিব না, তবে এত বড় রহস্য চাপিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে, অতি গোপনে রহস্যভেদের চেষ্টা কর্ত্তব্য।"

যুবরাজ বলিলেন, "কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব? এই যুবতী ধূর্ত্তা কপটাচারিণী রাক্ষসী কি সরলা প্রেমিকা, সে বিচার করিতে চাহি না। লেভিসন, আমি একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছি, সেই যুবতীর রূপে আমার দেহ-মন আচ্ছন্ন, আমাতে আর আমি নাই, তাহাকে না পাইলে আমার জীবন বৃথা মনে হইবে, সকল সুখ—সকল আনন্দ তুচ্ছ হইবে, আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হউক, যে মূল্যে হউক, তাহাকে পাওয়া চাই, তবে এ ব্যাপার লইয়া একটা কেলেঙ্কারী না হয়।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "অধীর হইবেন না যুবরাজ, আপনি যাহাকে চান, তাহাকে পাইবেন। আমাদের কোন্ কর্ম্ম অসাধ্য? আমি উপায় স্থির করিয়াছি, বৃহস্পতিবারে দস্যু-সর্দ্দার আমার কাছে টাকা লইবার জন্ত লোক পাঠাইবে, আমি মনে করিতেছি, তাহার পশ্চাতে একজন ভাল গোয়েন্দা লাগাইব।"

যুবরাজ আনন্দভরে বলিলেন, "ঠিক মতলব বাহির করিয়াছ, উত্তম হইবে, তোফা! কিন্তু দেখিও, এ ব্যাপারে যেন আমার নাম না জড়ায়।"

মার্কুইস্ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা ত বটেই, তা ত বটেই।"

যুবরাজ বলিলেন, "আর একটা কথা, যদি তুমি চেষ্টা দ্বারা সেই সুন্দরীর সন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে যেন নিজেই তাহাকে দখল করিয়া বসিও না। সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখিলে ত তোমার জ্ঞান থাকে না।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আপনার মনের মত স্ত্রীলোকের দিকে আমি হাত বাড়াইব? এটা কি কথার মত কথা? আপনি বিশ্বাস করুন, সেই রত্নটি ার করিয়া আমি আপনার হস্তেই সমর্পণ করিব, কিন্তু তাহা হইলে ভিনি-সিয়া? তাহাকে ত আর যুবরাজের কোন আবশ্যক হইবে না।"

যুবরাজ বলিলেন, "না তাহার কথা চিন্তা করিবার আর আমার অবসর

নাই। যদি আমি ছয় হাজার পাউণ্ডের বাজী রাখিয়া তাহার প্রণয়লাভের চেষ্টা না করিতাম—"

বাধা দিয়া মার্কুইস্ বলিলেন, "তবে কি আপনি সে দিকের লোভ ত্যাগ করিতেছেন ?"

যুবরাজ বলিলেন, "আপাততঃ আমার সে দিকে আর লোভ নাই, তবে আমি বাজীটা হঠাৎ উঠাইয়া লইতে পারিতেছি না, কারণ—"

"কি কারণ ?"—ঔৎসুক্যের সহিত মার্কুইস্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবরাজ বলিলেন, "তোমরা যে পাঁচ জন খেলোয়াড় আছ তোমরা ত বড় কম লোক নও, তোমাদিগকে এই খেলায় জয় লাভ করিতে দেখিলে মনে যথেষ্ট তৃপ্তি জন্মে।"

মার্কুইস্ লেভিসন কিছু কাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে একটা সর্ত্ত করিবেন ?"

"কি সর্ত্ত বল।"

"যদি আমি আপনার এই নূতন প্রেয়সীটিকে আপনার হাতে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে ভিনিসিয়া ত্রিলনী আপনার ভাগে পড়িলে তাহাকে আমার হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ছয় হাজার গিনীর আমি লোভ রাখি না। সে টাকা আমি আপনাকেই দিব।"

যুবরাজ সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু প্রণয় ত বরাত মানিয়া চলিতে চায় না! অপ্রাকে যাহার মনে ধরিবে, তোমাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভিনিসিয়ার সঙ্গে আপনার যে সকল কথাবার্ত্তা চলে, তা আপনি সমস্ত অকপটভাবে আমার কাছে বলিবেন, আমি এইটুকুমাত্র চাই, সে আপনার প্রণয়িনী হইতে সম্মতি প্রকাশ করিলে আপনি তাহা আমাকে জানাইবেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "আমাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলিবে, তাহা আমি তোমার নিকট গোপন করিব না; অকপটভাবে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব। ভিনিসিয়াকে যাহাতে তুমি হস্তগত করিতে পার, সে জন্যও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার প্রতি যদি সে কৃপাকটাক্ষপাত করে, তাহা হইলে সে কটাক্ষ তোমার উপর যাহাতে আসিয়া পড়ে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য হইবে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "উত্তম। আমিও বলিতেছি, যে সুন্দরী আপনার আজ

মন চুরি করিয়াছে, যাহার রূপে আপনি মুগ্ধ, তাহাকে আমি আপনার কোলে আনিয়া দিবই।”

যুবরাজ বলিলেন, “আমাদের এই বন্দোবস্তের কথা যেন আর কাহারও কর্ণগোচর না হয়, খুব সাবধান!”

“নিশ্চয়ই।”—মার্‌কুইস্ এই উত্তর করিলেন।

গাড়ী তখন লণ্ডনে প্রায় প্রবেশোন্মুখ। উভয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

একাদশ উল্লাস

কামুক পাদ্‌রী

গ্রন্থারম্ভে আমরা ষ্টান্‌লী পরিবারস্থ যে দুই ভগিনীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের ক্যাণ্টারবারীর উপবন-গৃহে একবার উপস্থিত হওয়া যাক্।

দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, লুইসা ও ক্লারা দুই ভগিনী তাহাদের উপবন-দ্বারে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ক্লারা লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন। লুইসার কি হইল, তাহা একবার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

ক্লারা লণ্ডনে প্রস্থান করিলে কনিষ্ঠা লুইসার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। সে তাহার ভগিনীর পত্রের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিল, দুই তিন দিন পরে সে ক্লারার পত্র পাইল, ব্যগ্রভাবে কম্পিত-হস্তে পত্রখানি খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে একখানি ব্যাঙ্ক-নোট বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সে দিকে সে লক্ষ্য না করিয়া ক্লারা কেমন আছে, কবে আসিবে,—তাহাই জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল,—

"লণ্ডন, ১১ই জুলাই ১৮১৪।

প্রাণের ভগিনী লুইসা,

আমি নিরাপদে এখানে পৌছিয়াছি, তোমার মত স্নেহময়ী ভগিনী ও আজন্মের সুমধুর গৃহ ছাড়িয়া আসিয়া যেমন সুখে সময় কাটে, তেমনই ভাবে সময় কাটিতেছে। 'আজ তোমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারিব, সে আশা নাই। তোমার দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্ত যতটুকু লেখা আবশ্যক, তাহাই লিখিতেছি। আমি মিঃ বেকফোর্ডের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তিনি বড় ভাল লোক; যেমন সদাশয়,তেমনই দয়ালু; আমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট করুণার পরিচয় পাইতেছি। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে আমাদের সাহায্য পাঠাইতে পারেন নাই, সে কেবল ভ্রম-বশতঃ। যাহা হউক, তিনি সে ভ্রমের সংশোধন করিতেছেন,সংপ্রতি তিনি যে পনের শত টাকার ব্যাঙ্ক-নোট দিয়াছেন, তাহা আমি তোমার কাছে পাঠাই-তেছি। কিন্তু তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন, তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর কাছে কয়েক সপ্তাহ থাকিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ

করিয়াছেন। তাঁহার মত হিতৈষী বন্ধুর অনুরোধ আমার উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার উপর আমাদের কোন দাবী-দাওয়া নাই; তথাপি তিনি আমাদের যে উপকার করিতেছেন, এ জন্য তাঁহার নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞ। তাঁহার অনুরোধে দিন কয়েক তাঁহার গৃহে আমাকে থাকিতে হইতেছে। পিসীমা বড়ই অসুস্থ, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না, এ আশা আমার আছে, তাঁহার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মিঃ বেকফোর্ড এখন আর হানোভার স্কোয়ারে থাকেন না, তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা ১৩ নং ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীট, সেই ঠিকানাতেই তুমি পত্র লিখিবে, তোমার পত্রের আশায় থাকিলাম।

তোমার স্নেহের ভগিনী

ক্লারা ষ্টান্‌লী।

পত্র পাঠ করিয়া লুইসার দুশ্চিন্তা অনেক কমিয়া গেল, হঠাৎ যে সে এরূপ সুসংবাদ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। সে সমস্ত দুপুরটা বসিয়া বসিয়া তাহার দিদির পত্রের উত্তর লিখিল। —সে স্থির করিল, অপরাহ্ণে পত্রখানি ডাকে দিয়া আসিবে—সেই সময় নোট-খানিও ভাঙ্গাইয়া আনিবে—টাকার অভাবে একেবারে অচল হইয়া উঠিয়াছিল।

লুইসা প্রায়ই তাহার গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার অবসর পাইত না। আজ তাহাকে একটু অবসর করিয়া লইতে হইল। মেরী নামক একটি দাসীর উপর সে তাহার পিসীর পরিচর্য্যাভার দিয়া গেল। মের চারি পাঁচ বৎসর হইতে তাহাদের বাড়ীতে আছে। মিস্ লুইসাকে সে খুব ভালবাসিত।

ডাকঘরে চিঠি দিয়া, ব্যাঙ্ক হইতে নোট ভাঙ্গাইয়া লুইসা ব্যাঙ্কের বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। লুইসা তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না, দুই তিনটি পথ অতিক্রম করিয়া সে একটা মুদীর দোকানে প্রবেশ করিল, লোকটি দোকানের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে লুইসা দোকান হইতে বাহির হইয়া সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাইল, দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল। ব্যাঙ্ক-নোট ভাঙ্গাইবার সময় সে এই লোকটিকে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে।

ভদ্রলোকটি পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিলেন, "মাদাম, বন্ধু-ভাবে আমি আপনাকে একটি উপদেশ দিব, মার্জ্জনা করিবেন। আপনি অনেক-

গুলি টাকার নোট পকেট-বহির মধ্যে পুরিয়া তাহা হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, যদি ভুলক্রমে কোন দোকানে এই পকেট-বহিখানা ফেলিয়া যান, তবে বড়ই ক্ষতি হইবে।"

লুইসা বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"—লুইসা বাড়ীর দিকে চলিল; কিন্তু একটা মোড় ঘুরিয়াই সে দেখিতে পাইল, সেই ভদ্রলোকটি অন্য পথে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "দেখিতেছি, আমরা এক পথেই যাইতেছি, যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি কিছু দূর পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে গিয়া আপনাকে রাখিয়া আসি।"

লুইসা বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, কিন্তু আপনার এই শ্রমস্বীকারের আবশ্যক নাই, বাড়ী ফিরিতে আমার এখনও বিলম্ব আছে, আমাকে আরও কয়েকটি দোকানে ঘুরিতে হইবে।"—পরে লুইসা আর একটা দোকানে প্রবেশ করিল।

এই ভদ্রলোকটি ক্যাণ্টারবারীর এক জন পাদ্‌রী, বয়স আন্দাজ চল্লিশ, দেখিতে বেশ সুপুরুষ, অনেক গণ্য অগণ্য লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল এবং ভাল লোক বলিয়া সমাজে তাঁহার বেশ সুনামও ছিল, সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

দোকান হইতে বাহির হইতেই লুইসা একটু দূরে পাদ্‌রী সাহেবকে দেখিতে পাইল। লুইসা অগ্রসর হইবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শেষে লুইসা হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল, পাদ্‌রী সাহেবকে আর কথা বলিবার অবসর দিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই লুইসা দেখিল, আর এক পথ দিয়া পাদ্‌রী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। লুইসাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছি, আমরা এক পথেই যাইতেছি,আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, আপনার বয়স কম, সঙ্গে অনেক টাকা-কড়ি আছে।"

এবার লুইসা কিছু বিরক্ত হইল;—বলিল, "মহাশয় আপনি কেন আমার গমনে এ ভাবে বাধা দিতেছেন? আপনার আমার সঙ্গে যাইবার কোন আবশ্যক নাই, আমি আপনার নিকট এ উপকার চাহি না।"

পাদ্‌রী বলিলেন, "কুমারি, আমি একজন পাদ্‌রী, আপনার হিতার্থেই আমি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, আমার সঙ্গে যাইলে আপনার কোন

দোষ হইবার কথা নাই। আপনার বয়সের কোন যুবতীর একাকী রাস্তায় বেড়ান উচিত নহে।”

লুইসা একটু থামিয়াই পাদ্‌রীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ভয়ের কি কারণ আছে মহাশয়?”

পাদ্‌রী বলিলেন, “বিলক্ষণ আছে। পৃথিবী প্রলোভন ও নানা বিপদে পরিপূর্ণ, দুর্ব্বলের সহায়তা করাই আমার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। আপনি যুবতী এবং সুন্দরী, আপনাদের মত রমণীর প্রতি পদবিক্ষেপে কত বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কি আপনি জানেন? বেদীর উপর বসিয়া ধর্ম্মোপদেশদানই পাদ্‌রীর কার্য্য নহে, বিপন্নের সহায়তাই তাহার প্রধান কার্য্য। আপনার মুখ দেখিয়াই আমার মনে কন্যা-স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে, সেই জন্য আপনার বিপদে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।”

লুইসা বলিল, “আপনি যে এত বিপদের ভয় দেখাইতেছেন ও উপযাচক হইয়া আমার সাহায্য করিতে আসিয়াছেন, আপনি আগে বলুন, আমার কি বিপদের আশঙ্কা আছে?”

পাদ্‌রী বলিলেন, “আমি কে, তাহা কি তোমার জানা আছে?”

“না মহাশয়, তবে রকম-সকমে বোধ হইতেছে, আপনি এক জন ধর্ম্মপ্রচারক।”

পাদ্‌রী বলিলেন, “আপনি কি ক্যাল গীর্জ্জার মহামান্য বার্ণার্ড অডলী নামক প্রচারকের নাম শুনেন নাই?”

লুইসা সলজ্জভাবে বলিল, “হাঁ মহাশয়, আপনার নাম আমার শোনা আছে।”

“আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি, এ কথা সম্ভবতঃ আপনি অবিশ্বাস করিবেন না।”

লুইসা বলিল, “না, আমি অবিশ্বাস করিতেছি না, কিন্তু আপনি কি বিপদের কথা বলিতেছিলেন?”

পাদ্‌রী বলিলেন, “কিন্তু আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কি আপনার পিতা-মাতার সঙ্গে নিকটে কোথাও বাস করেন?”

লুইসা সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিল, বাড়ীতে পিসী পীড়িত ও তাহার দিদি লণ্ডনে গিয়াছে, সে কথাও জানাইল।

পাদ্‌রী সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে ত দেখিতেছি, আপনি বড়ই বিপন্ন, আপনি বাড়ীতে একাকীই থাকেন?"

"আমি ও আমার পীড়িতা পিসী ভিন্ন বাড়ীতে আর কেহ থাকেন না!"—লুইসা মনে মনে বড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল।

"আপনার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা বলুন, আমি আপনাদের যথাসাধ্য হিত-সাধনের চেষ্টা করিব।"—পথের এ দিকে ও দিকে চাহিয়া ধার্ম্মিক পাদ্‌রী হঠাৎ বিহ্বলভাবে লুইসার হাত চাপিয়া ধরিলেন। লুইসা ভীতভাবে হাত টানিয়া লইয়া তিরস্কারসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার চুখের দিকে চাহিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পথপ্রান্তবর্ত্তী গুল্মান্তরাল হইতে একটি যুবক এক লম্ফে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি পাদ্‌রী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিঃ অডলী, এই রমণী আপনার বন্ধুতা দ্বারা উপকৃত হইবেন না, আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন?"

পাদ্‌রী যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ লকৃটস, তুমি আমাকে ঠিক বুঝিতে পার নাই, আমাকে তুমি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ।"

তিরস্কারসূচকস্বরে যুবক বলিলেন, "থামুন মশায়, আপনাকে আমি বেশ চিনি। কুঞ্জবনের সেই দৃশ্যের কথা মনে করিয়া সরিয়া পড়ুন।"

পাদ্‌রী আর কোন কথা বলিলেন না, যেন জোঁকের মুখে চুণ পড়িল। তিনি সেই যুবকের মুখের দিকে সরোষে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই অদূরবর্ত্তী বৃক্ষরাজির অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

দ্বাদশ উল্লাস

প্রণয়ী যুগল

মিঃ লকৃতসের কথা শুনিয়া পাদ্‌রী সাহেব কেন যে কেঁচোর মত হইয়া সরিয়া পড়িলেন, লুইসা তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। এইটুকু বুঝিল, লকৃতস ধার্ম্মিক পাদ্‌রী সম্বন্ধে এমন দুই একটি গুপ্তকথা জানেন, যাহা প্রকাশ হইলে তাঁহার যথেষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

মিঃ লকৃতস পথের ধারে একটি গুল্মান্তরালে একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি পাদ্‌রীকে লুইসার সম্মুখে আসিতে ও হাত চাপিয়া ধরিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, লুইসা পাদ্‌রীর ব্যবহারে অত্যন্ত আহতা হইয়াছে, হয় ত ভয়ে তখনই মূর্চ্ছা যাইবে, তাই তিনি তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া পাদ্‌রী মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়াছিলেন। পাদ্‌রী প্রস্থান করিলে লুইসা একবার কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে মিঃ লকৃতসের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ লকতস যুবক—বয়স বাইশ তেইশের অধিক নহে, অতি সুপুরুষ, সম্ভ্রান্তবেশধারী, মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। মুখে সরলতা ও প্রফুল্লতা বিদ্যমান। উজ্জ্বল চক্ষু দুটি হইতে যেন বুদ্ধি বিকীর্ণ হইতেছে।

মিঃ লকৃতস লুইসার সঙ্গে গিয়া তাহার বাড়ীতে পৌছিয়া দিয়া আসিবার ভার লইলেন। লুইসা এই নব-পরিচিত যুবকের সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে কুণ্ঠিতা হইল না। এই উপলক্ষে লুইসার সহিত লকৃতসের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। লকৃতস মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; দুজনে এক সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেন। লকৃতস কখন উচ্চতম শাখা হইতে তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিতেন; কখন তাহার জন্য নূতন ফলের বা ফুলের গাছ আনিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বেশ ভাল গায়ক ছিলেন, দুজনে গান করিতেন, বাজাইতেন। লকৃতস সুন্দর চিত্রকর ছিলেন। লুইসাকে তিনি ছবি আঁকিতে শিখাইতে লাগিলেন। লকৃতস এই অনাথা সুন্দরীর মনে আনন্দবিধানের জন্য যে সকল কষ্টসাধ্য কার্য্য প্রফুল্লমনে সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে ক্লারার সহিত

লুইসার পত্র-ব্যবহার প্রায়ই চলিত, কয়েক দিন পরে লুইসা ক্লারার কাছে লকৃতস সম্বন্ধে সকল কথা লিখিল। ক্লারা ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিল। শেষে লিখিল, "তুই তার প্রেমে পড়িস্ নাই ত? আমার বোধ হয়, পড়িয়াছিস্। তবে সেই ভাবটি তুই প্রথমতঃ ঠিক বুঝিতে পারিস্ নাই। যাহা হউক, লোকটি যেমন রূপবান্ ও গুণবান্, তাহাতে তাহাকে ভাল-বাসিয়া ফেলিলে যে বেশী অপরাধ হয়, তা নয়।"—লুইসা বুঝিল, লকৃতসের সহিত যদি তাহার বিবাহের কথা চলে, তাহা হইলে তাহার দিদির আপত্তি হইবে না। দিদির পত্র পাইয়া সে লকৃতসের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা দশটার সময় সে পত্র পাইল, বেলা এগারটার সময় লকৃতস তাহার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। লুইসা তখন বাগানে বৃক্ষলতাদির পরিচর্য্যা করিতেছিল, লকৃতসের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই লকৃতস বুঝিলেন, লুইসা ক্লারার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে, ক্লারা সম্ভবতঃ তাহাকে উৎসাহ দান করিয়াছে।

বাগানের মধ্যে নিভৃত কুঞ্জের অন্তরালে বসিয়া দুজনে নানা কথা চলিতে লাগিল। উভয়েই আজ ভবিষ্যতের সুখের আশায় উৎফুল্ল; আজ বনমাঝারে পরস্পর পরস্পরকে প্রেমের কথা জ্ঞাপন করিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুহূর্ত্তের মত চলিয়া গেল, দুজনে বাগানের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন। এই ভাবে সে দিন কাটিয়া গেল, এই ভাবে কয়েক দিনই কাটিল, অবশেষে এক দিন লুইসা তাহার প্রণয়ীকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিল।

সে দিন চা-পানের পর উভয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরিতেছেন, ঘুরিতে ঘুরিতে দুজনে একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন। যুবকের হস্ত যুবতীর কটিদেশ বেষ্টন করিল, যুবতীর কেশভার যুবকের স্কন্ধে জড়াইয়া পড়িল। লুইসার চক্ষুতে অতি মধুর হাস্য, লকৃতসের হৃদয়ে আনন্দের তুফান, কিন্তু তাঁহাদের মনে কোন অপবিত্র ভাবের সম্পর্ক ছিল না।

সেই সময় বাগানের অদূরে একটি আগন্তুক আসিয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে যেন হলাহলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি-তেছে; সে ধীরে ধীরে কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে "ঈশ্বরের দিব্য, ঐ যুবতীকে আমি হস্তগত করিবই করিব" বলিয়া সরিয়া পড়িল।

এই ব্যক্তিটি আমাদের পাঠকগণের পূর্ব্বপরিচিত ধার্ম্মিক পাদরী।

ত্রয়োদশ উল্লাস

দুর্ব্বলতা না ধর্ম্মভীরুতা

এবার আমরা একবার রিচ্‌মণ্ডে মিসেস্ আওয়েনের গৃহে তাঁহার কন্যা চতুষ্টয়ের কাছে ফিরিয়া যাইব।

যে দিন যুবরাজ ও মার্‌কুইস্ লেভিসন তাঁহাদের গৃহ হইতে বিদায় লইয়া রাত্রে দস্যুহস্তে নিপতিত হন, তাহার পরদিন বেলা নয় ঘটিকার কথা বলিতেছি। এই সময়ে আগাথা, এমা ও জুলিয়া ভগিনী তিনটি তাহাদের ড্রয়িং-রুমে বসিয়া গল্প করিতেছিল, ছোট ভগিনী মেরী সেখানে ছিল না, সে তাহাদের মায়ের কাছে বসিয়া কি পরামর্শ শুনিতেছিল।

এমা একটু হাসিয়া বলিল, "মা যে মেরীকে কি পরামর্শ দিতেছেন, তা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ করি, আমাদের কাছে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তার কাছেও সেই বক্তৃতাই চলিতেছে।"

জুলিয়া হাসিয়া বলিল, "কোথায় গিয়া তাহাকে নামিতে হইবে, তাহাই বুঝি মা তাহাকে বলিয়া দিতেছেন।"

আগাথা বলিল, "আমরা যে ভাবে তাঁর সদুপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, মেরীও বোধ করি, সেই ভাবেই গ্রহণ করিবে।"

হঠাৎ দ্বারে পদশব্দ হইল, এমা বলিল, "চুপ, চুপ।"—পর-মুহূর্ত্তে মেরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভগিনীগণের সঙ্গে মিলিল, তিন ভগিনী তাহাকে যেন লুফিয়া লইয়া ঘিরিয়া বসিল।

মেরীর মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু অশ্রুভারপূর্ণ, বোধ হইল যেন, সে বড় ভয় পাইয়াছে। তিন ভগিনীতে এক সঙ্গেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেরি, মা তোকে কি বলিতেছিলেন?"

মেরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা তোমরাও ত জানো।"—মেরী হঠাৎ থামিয়া গেল; তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি উথলিয়া উঠিল।

আগাথা বলিল, "মেরি, তোমার মনের অশান্তি দূর কর। মা তোমাদের যে কথা বলিয়াছেন, তা কতক কতক যে বুঝিতে না পারিয়াছি, তা নয়। তাঁর উপদেশ ত মন্দ নয় বোন্!"

মেরী কম্পিত স্বরে বলিল,"তা যাই বল, আমি কিন্তু ইহাতে বড় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি, আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে।"

আগাথা বলিল, "ও আঘাতের বেদনা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।" মেরী তাহার ভগিনীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা আমাকে কি বলিবেন, তা তোমরা যদি জানিতেই, তবে পূর্ব্বে আমাকে সে সম্বন্ধে একটু সাবধান করিয়া দেও নাই কেন? আমি তাহা হইলে অন্ততঃ প্রস্তুত হইতে পারিতাম।"

আগাথা বলিল,"মা খুব সাংসারিক মানুষ, তিনি ইচ্ছা করেন,তাঁর মেয়েরাও তাঁরই মত সাংসারিক হউক। কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাকে সাবধান করি নাই বলিয়া তুমি আমাদের উপর দোষ দিতেছ, কিন্তু মার উপদেশ অবহেলা করিতে নাই। মার উপদেশ কি, বুঝিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ, বেশ বুঝিয়াছি, সে উপদেশের অর্থ—কপটতা। এখন হইতে আমাকে কপটতা শিক্ষা করিতে হইবে; আমাকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে; আমাকে প্রতারণা শিখিতে হইবে; আমাকে"—মেরী কাঁদিয়া ফেলিল।

আগাথা জিজ্ঞাসা করিল, "এই কপটতা, মিথ্যাবাদ, প্রতারণাকে তুমি কি এত ভয়ের বস্তু মনে কর? ধর্ম্মটাকে অবলম্বন করিয়া সংসারে চিরদুঃখভোগ কি এতই প্রার্থনীয়? সুখের জন্য যদি একটু কপটতার আশ্রয় লইতে হয়, সে মন্দ কি?"

মেরী বলিল, "তোমাদের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতে হয় ত মতবিরোধ হইবে না, কিন্তু প্রথম প্রথম আমার মনে বড়ই খট্‌কা লাগিয়াছে, এ শিক্ষাটা আমার কাছে তেমন প্রীতিকর মনে হইতেছে না।"

আগাথা বলিল, "আচ্ছা, মা কি কি বলিয়াছেন, তাহা একবার আমাদের বল দেখি শুনি।"

মেরী বলিল,"মা যে সকল কথা বলিয়াছেন, পর পর তা আমার মনে নাই; কিন্তু তাহার মর্ম্ম আমি তোমাদের বলিতে পারিব। তাহা চিরদিনই আমার মনে থাকিবে। প্রথমতঃ, এ কথা আমার একদিনও মনে হয় নাই যে, যুবরাজের সহিত আমাদের পরিবারের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোন রকম অসাধারণত্ব আছে। গত তিন চারি বৎসর হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিতেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন। এই সৌজন্য ও আত্মীয়তা, ইহার মধ্যে যে কোন গূঢ় অর্থ থাকিতে পারে, এ কথা একদিনও আমার মনে হয় নাই; তিনি

আমাদের লইয়া নানা রকম আমোদ করেন, আমাদের সঙ্গে খেলা করেন, প্রাণ খুলিয়া আমাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা—"

আগাথা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনে হইত, এ সকলই উদ্দেশ্যহীন আমোদমাত্র, নিতান্তই সরল, একেবারেই নির্দ্দোষ! আ পাগলী!"

মেরী বলিল, "না,তাহার মধ্যে যে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য সংগুপ্ত আছে,বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার মধ্যে যে কোন ছলনা আছে, তাহা আমি মনে করিতে পারি নাই যা হোক্ বোন্, আমি এ সব নিতান্তই সরলতা ও আত্মীয়তার কারণমাত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। এত দিন পরে মায়ের কাছে জানিতে পারিলাম, ইহার মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে। মা আমায় বলিয়াছেন, সংসারে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিতে হইলে কেবল সরলতা ও আন্তরিকতার সাহায্যেই তাহা লাভ হয় না, সে জন্য কপটতা চাই, ক্রূরতা চাই, হৃদয়কে কঠিন করা চাই। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা,ছলনা, এ সকলও একান্ত আবশ্যক। মার মুখে এমন সকল কথা শুনিয়া আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়াছি। মা এ কথাও বলিলেন, এ সকল সাংসারিক লোকের গুণ, এ সকল গুণ যদি তাঁহার না থাকিত, যদি কেবল তিনি সরলতার সাহায্যেই সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে চারিটি কন্যা লইয়া তাঁহাকে আজ পরের দ্বারে ভিখারিণী হইতে হইত, সমাজের এক প্রান্তে তিনি দাঁড়াইবার স্থানটুকুও পাইতেন না। তিনি আজ আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, দরিদ্রের ধর্ম্মপত্নী হইয়া অনাহারে কালযাপন করা অপেক্ষা ধনাঢ্যের উপপত্নী হইয়া বিলাস-স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া জীবনের সফলতা আছে, ধর্ম্মের পথে থাকিয়া দরিদ্র-জীবন বহন করিয়া আজীবন কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অধর্ম্মপথে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য-ভোগ অনেক ভাল। এখন হইতে আমাকে এমন ভাবে লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে যে, যাহাকে আমি ঘৃণা করি, আবশ্যক হইলে তাহাকে খুব ভালবাসি, এইরূপ দেখাইতে হইবে; কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমাকে সকল প্রকার কপটতার আশ্রয় লইতে হইবে; আমার চিন্তা, আমার কার্য্য, আমার প্রবৃত্তি দাসীর ন্যায় আমার আদেশ পালন করিবে, যেন তাহারা আমার হৃদয়ের উপর কোনও অধিকার বিস্তার করিতে না পারে। যদি কোন কার্য্যে আমার কখন ভুলভ্রান্তি ঘটে, তবে যেন তাহা আমার ইচ্ছাকৃত হয়, আমার মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে যেন তাহার উদ্ভব না হয়। বস্তুতঃ এখন হইতে আমাকে রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীর মতই সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে হ ব

না কাঁদিয়া কাঁদাইতে হইবে, না হাসিয়া হাসাইতে হইবে, ঘৃণা না থাকিলেও ঘৃণা দেখাইতে হইবে, কখন হাসিতে হইবে, নাচিতে হইবে, মূর্চ্ছা যাইতে হইবে, সে জন্য চেষ্টা নাই, কোন প্রকার উদ্দীপনার আবশ্যক নাই, কলের মত এই সব কাজ করিতে হইবে। যুবরাজ আমাদের বাড়ীতে আসেন, এ কেবল একটু নির্দ্দোষ আমোদ করিয়া আসিব মত্‌লবেই নয়, তাঁহাকেও এই প্রকার চটুলতায় ও চাতুরীতে ভুলাইতে হইবে।"

আগাথা বলিল, "মায়ের মত্‌লবটা কি, এখন বুঝিয়াছ?"

মেরী বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি। আর একটা কথা আছে, এইমাত্র একখানা বড় জরুরী চিঠি আসিয়াছে, মা বোধ হয়, সে চিঠির কথা তোমাদের বলিবেন।"

তিন ভগিনী এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "জরুরী চিঠি! কোথা হইতে আসিয়াছে? উইণ্ডসর প্রাসাদ হইতে না কি?"

মেরী বলিল, "হাঁ, মহারাণী লিখিয়াছেন।"

আগাথা উদ্দীপ্ত-স্বরে বলিল, "বেশ বেশ, শুনিয়া আমি ভারী খুসী হইলাম।"

জুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেরি, সব কি ঠিক হইয়া গিয়াছে?"

মেরী বলিল, "আমার ত তাই মনে হয়।"

"মা শীঘ্রই যুবরাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য লণ্ডনে যাইতেছেন। তিনি আশা করিতেছেন, তিনি যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন আমাদের লণ্ডনে যাত্রা করিবার সংবাদ লইয়াই আসিবেন।"

আগাথা বলিল, "এত দিন যে জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি, এখন তাহাতেই আমাদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

এমা বলিল, "আঃ! কি আমাদের ভাগ্য, প্রাণ ভরিয়া আমরা সুখভোগ করিব।"

জুলিয়া বলিল, "কত নূতন দৃশ্য, কত নূতন রঙ্গ, সুখের সীমা থাকিবে না।"

আগাথা বলিল, "আমাদের বড় সুখের চাকরী হইবে।"

মেরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ, আমরা খুব সুখেই থাকিব বটে, আহা, যদি তাহারা চারিটি কেউটে সাপ পাঠাইয়া দেয় ত সকল জ্বালা-যন্ত্রণা মিটিয়া যায়।"

আগাথা গম্ভীরভাবে বলিল, "মেরি, মেরি, সাবধান! তুমি এমন অসাব-

ধানভাবে কথা বলিও না; আমাদের সকল সুখের আশা এ ভাবে পদদলিত করিও না। আমরা সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করিতেছি—তুমি তাহাতে বাধা দিতে উদ্যত হইও না, সাবধান!"

মেরী দীর্ঘনিশ্বাস্ ফেলিয়া চাপা গলায় বলিল, "দুর্ভাগিনী আমরা সকলেই দুর্ভাগিনী, কিন্তু আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হতভাগিনী! আমি নিজের কষ্ট এত কঠোরভাবে অনুভব করিতেছি। আমি কাহারও সুখের পথে বাধা দিতে চাহি না, আমার সে শক্তিও নাই।"

তিন ভগিনীতে তখন মেরীর 'দুর্ব্বলতার' জন্য তাহাকে তিরস্কার করা বৃথা ভাবিয়া তাহাকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ উল্লাস

—*—

মঙ্গলবারের পালা।

বেলা তিনটা; ভিনিসিয়া ত্রিলনী তাঁহার একেসিয়া-কুটীরের ড্রয়িং-রুমে বসিয়া আছেন। একাকী অত্যন্ত জমকালো পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া তিনি একজন দর্শকের প্রতীক্ষা করিতেছেন, গৃহসম্মুখস্থ পথ দিয়া কোন গাড়ী ঘর্ঘর-শব্দে চলিলেই তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে চাহিতেছেন। বসিয়া বসিয়া পুনঃ পুনঃ টেবিলের উপর সংরক্ষিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া তিনি দেখিতেছেন। তিনটা বাজিয়া গেল; তিনি সোফা হইতে উঠিলেন; তাহার পর ভূপতিত পত্রাধার হইতে একখানি পত্র তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—

"মাউণ্ট ষ্ট্রীট, বার্কলে স্কোয়ার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৪।

সার্ ডগ্‌লাস্ হনৃটিংডন মিস্ ত্রিলনীকে অভিবাদন করিতেছেন। গত কল্য নাইটব্রিজে একটি ছোট সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে, ইহাতে কয়েকখানি বাড়ী আছে, একেসিয়া-কুটীর তাহার অন্যতম। সার্ ডগ্‌লাস্ এই সম্পত্তির কিছু কিছু উন্নতি করিতে চান। কিন্তু তিনি এমন কিছু করিবেন না, যাহাতে মিস্ ত্রিলনীর পক্ষে আপত্তিজনক হইতে পারে। মিস্ ত্রিলনীকে প্রজারূপে লাভ করিয়া সার জন্ ডগ্‌লাস্ আপনাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছেন। আজ যদি মিস্ ত্রিলনী সার ডগ্‌লাসের সহিত ক্ষণকালের জন্য সাক্ষাতের অবসর দেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। বেলা দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে সার ডগ্‌লাস্ মিস্ ত্রিলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।"

চিঠিখানি একটা পোরসিলেনের আধারে নিক্ষেপ করিয়া মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "পত্রের ভাষা অতি সরল, অর্থও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁহার মত লোকের কথার বেঠিক হওয়া শোভা পায় না, তিনটা ত বাজিয়া গেল।"

মিস্ ত্রিলনী এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিতে না করিতে তাঁহার গাড়ী-বারান্দায় একখান অতি সুসজ্জিত সুন্দর গাড়ী আসিয়া লাগিল, সার ডগ্‌লাস গাড়ী হইতে নামিয়া ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার ডগ্‌লাসের বয়স ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের অধিক নহে। তিনি সুপুরুষ, কিন্তু সাধারণ বড়লোকের মত তাঁহার চেহারার মধ্যে চরিত্রগত উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ অত্যন্ত সুরুচিসঙ্গত ও জমকালো। তিনি যখন ভিনিসিয়ার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন ভিনিসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একখানি সুন্দর সোফার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া সেখানে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। একবারমাত্র কটাক্ষপাতে তিনি সার ডগ্‌লাসের গা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন, তাহার পর তিনি মনে মনে বলিলেন, 'ইঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, ইঁহাকে দেখিয়া ঠিক সেই রকমই বোধ হইতেছে।'

সার ডগলাস্ সতৃষ্ণনয়নে সেই রূপসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার পিপাসিত দৃষ্টি যেন ব্যগ্রভাবে সেই রূপজ্যোতি পান করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "দূর হইতে ইঁহাকে যতদূর সুন্দরী বোধ হইতেছিল, তাহা অপেক্ষাও ইঁহাকে অধিক সুন্দরী দেখিতেছি। কি রূপ!"

সার ডগ্‌লাস্ প্রথমেই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "কুমারি, আমি জমীদার, আপনি প্রজা, আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই সম্বন্ধের অনুরোধে আমি আজ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। এ জন্য আশা করি, আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। সৌন্দর্য্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে যে দেবী উপবিষ্ট, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইলে জমীদাররূপে আসা যে উচিত নহে, তাহা আমার জানা আছে; কিন্তু—"

মিস্ ত্রিলনী বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি যদি এই একেসিয়া-কুটীর আমার নিকট বিক্রয় করেন, কিংবা ইহা স্থায়িরূপে আমাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই কোবালাতে আশা করি, আপনি এ সকল স্তুতিবাদের উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইবেন না।"

সার ডগলাস্ বলিলেন, "হাঁ, বিস্মৃত হওয়া ত উচিত নহে, তবে প্রকৃত স্তুতিবাদের পরিচয় দিতে হইলে বিক্রয়পত্রের পরিবর্ত্তে দানপত্র লিখিয়া দেওয়াই সঙ্গত।"

মিস্ ত্রিলনী বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "আপনার সকল প্রজার সঙ্গেই যদি তাহাদের অধিকৃত জমাজমী লইয়া আপনাকে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়,

তাহা হইলে আপনার জমীদারীটি খয়রাতি মহাল হইয়া উঠিবে। জমীদারের আয়ের হিসাবে সে সুবিধার কথা নহে।”

সার ডগলাস্ হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু মিস্ ত্রিলনী, যদি আপনার সম্বন্ধেই আমি বিশেষ ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে আপনার আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “হাঁ, আপত্তির একটু কারণ আছে বৈ কি? আমি আপনার নিকট এ অনুগ্রহ লাভ করিলে আমার প্রতিবেশী আপনার অন্যান্য প্রজার মনে হিংসার সঞ্চার হইবে, আমি তাহাদের হিংসানলে দগ্ধ হইতে ইচ্ছা করি না।”

সার ডগলাস্ হাসিয়া বলিলেন, “এ কথা ত তাহাদের জানিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।”

ভিনিসিয়া বলিলেন, “দয়ার কথা কখন গোপন থাকে না। কিন্তু এ সব বিদ্রূপের কথা এখন থাক্, আমরা এখন আসল কাজের কথা উত্থাপন করি, আমার এই বাড়ী যে জমীতে আছে, এই জমীদারী আপনি ক্রয় করিয়াছেন, আপনি ইহার উন্নতি করিতে চান। কি বলেন?”

“হাঁ, মিস্ ত্রিলনী, ইহার উন্নতি করাই আমার অভিপ্রেত, এ বিষয়ে আমি আপনার রুচিগত বিশেষত্ব ও পরামর্শ কিরূপ, তাহাই জানিতে চাই।”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “কিন্তু সার ডগলাস্! আমি স্বয়ং রাজমিস্ত্রীর কাজও বুঝি না, বাগানাদির উন্নতির জন্য কি কি করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধেও আমার কোন ধারণা নাই।”

গৃহসজ্জাগুলির দিকে আড়চক্ষে একবার চাহিয়া স্মিতমুখে সার ডগলাস্ বলিলেন, “কিন্তু আপনার গৃহসজ্জার তারিফ করিতে হয়, আপনার রুচি যে প্রশংসনীয়, তাহার আর সন্দেহ কি?”

ভিনিসিয়া বলিলেন, “আমার গৃহসজ্জাকারক যেটুকু নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা যদি আমার নিজের বলিয়া প্রকাশ করি, তাহা হইলে সে বেচারার প্রতি অবিচার করা হইবে।”

সার ডগলাস্ বলিলেন, “মিস্ ত্রিলনী, তাহা হইলে আপনি এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহাই কি বুঝিব?”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “দেখুন, এ সকল বিষয়ে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, এ সকল কথা লইয়া আন্দোলন করাও আমি আবশ্যক মনে করি না।

এ বাড়ীটা যে ভাবে আছে, তাহাই থাকিলে আমার কোন অসুবিধা হইবে না।”

সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, “তবে আপনার সহিত আমার এই সাক্ষাৎ কাজের কথায় শেষ হয়, ইহা আপনার ইচ্ছা নয়, আমি ইহাতে কিছুমাত্র অসুখী নহি। বরং আপনি যদি বন্ধুভাবে আমার সঙ্গে আলাপাদি করেন, তাহাতেই আমি অধিকতর সুখী হইব। আপনার বন্ধুত্বলাভ সৌভাগ্যের কথা।”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “মহাশয়, বন্ধুতার অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, ইহা সামাজিক ও সৌখীন মনুষ্যের সময়ক্ষেপণের একটা খেয়াল মাত্র। ইহার জন্য আমার অধিক আগ্রহ নাই।”

সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, “পৃথিবীতে যে নিস্বার্থ বন্ধুত্বের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিতে পারে, এ কথা বোধ করি, আপনি বিশ্বাস করিতে রাজী নন?”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “দুই জন লোক কথায় কথায় বন্ধুত্ববন্ধন স্বীকার করিলেই যে বন্ধুত্বের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যায়, এরূপ আমার বিশ্বাস নাই।”

সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, “কিন্তু এক জন যদি অন্তরের সহিত দেবতার ন্যায় আর এক জনের উপাসনা করে, তাহা হইলে অন্যের হৃদয়ও অবিচলিত থাকে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “না, এ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই।”

সার্ ডগ্‌লাস্ সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে মিস্ ভিনিসিয়া ত্রিলনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, বন্ধুত্বের বিকাশ হোক্ না হোক্, তাহাতে প্রেমের বিকাশ হয় বটে!”

হঠাৎ ভিনিসিয়া বলিলেন, “আমাদের কথাবার্ত্তা এ কোন্ বিষয়ের প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়াছে? জমীদার তাঁহার প্রজার বাড়ী উপস্থিত হইয়া জমীজমা ঘর-বাড়ীর পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে আলাপ করিতে উদ্যত হইয়া বন্ধুত্ব ও প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছেন, এ মন্দ নয়।”

সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, “মিস্ ত্রিলনী, আমি সরলভাবে আপনার নিকট আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিব। আমি বড় স্পষ্টবাদী, আমার স্পষ্টবাদিতার জন্য আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।”

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, “আপনি কোন্ সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করিবেন, জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার জমীজমা বাগানবাড়ী ইত্যাদি সম্বন্ধে কি?”

সার্ ডগ্‌লাস্ অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "দয়া করিয়া আপনি আমাকে আর ও সকল কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, ঐ সকল ব্যাপারকে আমি বড় ভয় করি। বরং আপনি যদি আমাকে অভয় দান করেন, তাহা হইলে আমার যত কিছু জমীজমা সম্পত্তি আছে, সব আপনার পদে উপহার প্রদান করিয়া ধন্য হই।"

মিস্ ত্রিলনী মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ত ইতিপূর্ব্বে আপনার এই একেসিয়া-কুটীর আমাকে দান করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আপনি আপনার বিষয়সম্পত্তি যথাসর্ব্বস্ব আমাকে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে চাহিতেছেন। আপনার ন্যায় এক জন অপরিচিত ব্যক্তির এই প্রকার দানশীলতা খুব অদ্ভুত ও—"

বাধা দিয়া সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, "দয়া করিয়া আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিবেন না। আমি আপনাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিতেছি, কিন্তু তাহা কিরূপ সর্ত্তে—রাগ না করিয়া তৎপ্রতি কি কর্ণপাত করিবেন?"

সবিস্ময়ে মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "ইহার মধ্যে আবার সর্ত্তও আছে?"

সার্ ডগ্‌লাস্ তাঁহার পদতলে আনত-জানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন, কাতরভাবে বলিলেন, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে বিবাহ করুন, বিবাহ করিয়া আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি।"

মিস্ ত্রিলনী ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ও ভাবে আমার চরণে পতিত হইবেন না, আপনার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। দেখিতেছি, আপনি খুব উদার, সরলপ্রকৃতির লোক, আপনার প্রতি আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। কিন্তু—"

উঠিয়া সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, "আমি যে এ কথা আপনাকে আমার অন্তরের সঙ্গে বলি নাই, আপনি কি এইরূপ অনুমান করিতেছেন?"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "আপনি সন্দেহ ত্যাগ করুন, যদি আমি মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার কথা অবিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন—আমি আপনাকে এখনই আমার গৃহ হইতে বিদায় দান করিতাম। আপনার কথায় অবিশ্বাস নাই, কিন্তু আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করা বা অগ্রাহ্য করা আমার হাতে, আমি ভদ্রভাবে ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি। পঁচিশ

মিনিটের আলাপের পরই আপনাকে এমন একটি গুরুতর প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দেখিয়া আপনার চিত্তের দৃঢ়তা ও সংকল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আপনি এ চপলতা ত্যাগ করুন।"

সার্ ডগ্‌লাস্ লজ্জায় নিরাশায় ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আপনি আমাকে যতখানি অপরিচিত জ্ঞান করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে আমি আপনার ততখানি অপরিচিত নহি। সত্য বটে, আমি আজ সর্ব্বপ্রথম আপনার সঙ্গে কথা কহিতেছি, কিন্তু আপনি ত আমার অপরিচিতা নহেন; আমি দূর হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, আপনার অনেক গুণের কথা শুনিয়াছি, আপনাকে তাই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, সে প্রেম অপ্রমেয়, অনন্ত, প্রগাঢ়।"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "কিন্তু মহাশয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আপনাকে ভালবাসিয়া ফেলি নাই, সুতরাং এ প্রণয়প্রসঙ্গ এখানেই ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। আমি আপনার প্রতি বিরক্ত হই নাই, আপনার এই প্রেমের কথা আমি গোপনেই রাখিব, কারণ, বন্ধুসমাজে ইহা প্রকাশিত হইলে আপনাকে বড়ই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।"

সার্ ডগ্‌লাস্ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "আপনার স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আপনি যে ভাবে আমার সঙ্গে প্রেমের কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা কি ভদ্রোচিত হইয়াছিল? আপনি একজন ভদ্রলোক, বড়লোক, আমার জমীদার, আমাকে পত্র লিখিলেন, জমাজমী-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তার জন্য আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকিলেও আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হইলাম। আপনি ভদ্রলোক, আমার সঙ্গে দেখা করিয়া, কাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমার পায়ের গোড়ায় লুটাইয়া পড়িলেন, বলিলেন, আপনি আমাকে ভালবাসেন, বিবাহ করিতে হইবে!—আপনার সঙ্গে এ অবস্থায় দুই প্রকার ব্যবহার সম্ভবপর ছিল, —আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিতাম, আবার ধীরভাবে আপনার ব্যবহারের প্রতিবাদ করাও সম্ভব। আমি এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি, আমার অনুরোধ, আপনি ভদ্রভাবে এ স্থান ত্যাগ করুন। ভবিষ্যতে আপনি আর এ দিকে আসিবেন না।"

সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, "হাঁ, আমি এখনই যাইতেছি, তবে একটা কথা

জানিতে চাই। ভবিষ্যতে আমি কি কখন কখন আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্ত আপনার কাছে আসিতে পারিব না?"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার ইচ্ছা নাই। আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করিলেন, তাহার পর আপনার পক্ষে সে চেষ্টা সঙ্গতও নয়।"

সার্ ডগ্‌লাস্ বলিলেন, "কিন্তু আমি কখন আপনার চক্ষে কি প্রীতিকর প্রতীয়মান হইতে পারিব না?—ইহা কি একেবারেই অসম্ভব?"

মিস্ ত্রিলনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"আপনি কি তাহা হইলে আপনার গৃহে আমার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করিতেছেন?"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "আশা করি, আপনি আমাকে সে বিষয়ে কৃত-সংকল্প হইতে বাধ্য করিবেন না।"

সার্ ডগ্‌লাস্ উঠিলেন, শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বড় দয়া, আপনার ভদ্রতার কথাও অনেক দিন আমার মনে থাকিবে। এখন চলি-লাম।"

সার্ ডগ্‌লাস্ বাহিরে আসিয়া ভাবিলেন, "কি সুন্দরী! যেমন সুন্দরী, তেম-নই তেজস্বিনী, ইহাকে কিরূপে লাভ করি? লাভ করিতেই হইবে। হয় স্ত্রী, না হয় উপপত্নী।"

সার্ ডগ্‌লাসের গাড়ী কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় কে একজন বলিল, "কোচ্‌ম্যান, গাড়ী থামাও।"

গাড়ী থামিবামাত্র এক জন লোক গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এই ব্যক্তি কাপ্তেন ট্যাস্। সে একবার ডগ্‌লাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বলিল, "আরে হন্‌টিংডন যে! একেসিয়া-কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছ না?—ও অঞ্চলের খবর-টবর কি?"

সার্ ডগ্‌লাস্ অধীরভাবে বলিলেন, "ও সব কথায় আর দরকার কি? তোমার টাকাটা-সিকেটার দরকার হইয়া পড়িয়াছে,—এই ত কথা। তা দুই একটা টাকা লইয়া যাইতে পার।"—সার্ ডগ্‌লাস্ পকেট হইতে দুই একটা মুদ্রা বাহির করিয়া তাহা কাপ্তেন ট্যাসের দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

কাপ্তেন ট্যাস্ অবজ্ঞাভরে বলিল, "ও রাখিয়া দেও, উহাতে আমার দরকার নাই, আমি কি এতই ছোট লোক?"

সার্ ডগ্‌লাস্ বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "বাঃ! তোমার ত কোন দিন টাকায় অরুচি ছিল না; আজ তোমার টাকার দরকার নাই, এ কথা তোমার মুখে আজ প্রথম শুনিলাম।"—অদূরে কাপ্তেন ট্যাসের বাহন দাঁড়াইয়া ছিল, সে গাছের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিবামাত্র সার ডগ্‌লাস্ তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া কাপ্তেন ট্যাস্‌কে বলিলেন, "ভাল কথা একটা ফন্দী আমার মাথায় আসিয়াছে।"

"ফন্দীটি কি?"—কাপ্তেন এই কথা, জিজ্ঞাসা করিল।

"আজ তোমার ঐ অনুচরটিকে রাত্রি নটার সময় আমার কাছে একবার পাঠাইয়া দিও, আমার একটু কাজ করিতে হইবে। সে জন্য অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হইবে।"

কাপ্তেন ট্যাস্ বলিল, "রবিন্ ঠিক সময়েই তোমার কাছে হাজির হইবে। আর একটা কথা, আমি বলিয়াছি, ছুটো একটা টাকায় আমার আবশ্যক নাই, তবে যদি মোহর ছুই একটা তোমার কাছে থাকে, তা হইলে তা আমাকে দিয়া যাইতে পার, কাজে লাগিবার সম্ভাবনা আছে।"

সার্ ডগ্‌লাস্ গাড়ীর জানালা দিয়া একটা গিনী তাহার হাতে ফেলিয়া দিলেন। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। কাপ্তেন ট্যাস্ গিনীটি হস্তগত করিয়া, সহচরটিকে সঙ্গে লইয়া গ্রীণ ড্রাগ্‌নের তাড়িখানায় চলিল।

পঞ্চদশ উল্লাস

শানওয়ালা

উল্লিখিত ঘটনার পর সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় রিচ্‌মণ্ডে একজন কামা-রের অভ্যুদয় হইল। লোকটির সঙ্গে ছুরি-কাঁচিতে শাণ দিবার যন্ত্র। লোকটি পথ দিয়া চলিতে চলিতে হাঁকিতে লাগিল,—"ছুরি-কাঁচি শাণাবে গো! ভাঙা ছাতা সারাবে গো! ভাঙা তালাচাবী মেরামত হবে গো!" কিন্তু কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

লোকটা চলিতে চলিতে মিসেস্ আওয়েনের বাড়ীর সম্মুখে একটা গাছ-তলায় বসিল; তাহার পর একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহার সঙ্গের একটা মশালে তাহা ধরাইয়া লইল। সে চুরুট টানিতেছে, এমন সময় মিসেস্ আওয়েনের একজন ভৃত্য তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ওহে বাপু শাণ-ওয়ালা, তোমার মত কুড়ে মানুষ ত দুনিয়ায় দুটি দেখি নাই, ওখানে বসিয়া বসিয়া কর কি?"

"কুড়ে! আমি কাজ থাকিলে কখনও কুড়েমী করি না। অনেক হাঁটি-য়াছি, তাই একটু চুরুট ফুঁকিতেছি, আপনার কোন কাজ আছে কি?"

"হাঁ, আছেই ত।"

"কি কাজ, বলুন। এমন কাজ নাই, যা আমি না পারি।"

"কেবল মুখে বোধ হয়?"

"হাঁ, তা দরকার হইলে মুখও বন্ধ রাখি।"

"দরকার হইলে মুখ বন্ধ রাখ কি রকম?"

"অর্থাৎ পয়সা পাইলে অনেক গুপ্তকথা গোপনে রাখি।"

"আর কি কর?"

"ভদ্রলোকের চাকরদের অনেক উপকার করি। মনে করুন, আপনার একটা নকল চাবীর দরকার, আমি তাহা তৈয়েরী করিয়া দিতে পারি।"

আগন্তুক বলিল, "উত্তম, তুমি এত জোরে জোরে কথা বলিও না, দেখি-তেছি, তুমি খুব কাজের লোক, আজ কোথা হইতে আসিতেছ?"

"লণ্ডন সহর হইতে আসিতেছি মহাশয়! গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছি, যত দূর চক্ষু যায়, চলিব।"

"তোমার নামে কোন ফৌজদারীর ওয়ারিণ-টোয়ারিণ বাহির হইয়াছে বুঝি?"

প্রণয়ি-পার্শ্বে লুইসা। [৭২ পৃষ্ঠা।

শাণওয়ালা বলিল, "আপনি খুব সমজদার লোক, প্রায় সমজাইয়া ফেলিয়াছেন। তা এতক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প-গুজব চলিল, কৈ, এক বিন্দু তাড়ি খাইতে বলিলেন না ত?"

ভদ্রলোকের চাকরটি বলিল, "তুমি যদি আমার এক কাজ করিয়া দিতে পার, তবে তাড়ি খাইতে ত দিবই, তা ছাড়া তোমাকে একটা মোহর বখ্‌শীস দিই।"

শাণওয়ালা সবিস্ময়ে বলিল, "এক মোহর বখ্‌শীস, আর. মশায়, ও সকল ফাঁকা কথা রাখিয়া দেন। ছুটো পয়সা কেহ দেয় না, আপনি মোহর দিবেন।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই দিব। এই দেখ মোহর!"

"তবে বলুন, কি করিতে হইবে।"

"আমার একটা চাবী অন্য একটা তালায় যাহাতে লাগে, তাহাই করিয়া দিতে হইবে।"

"ঐ ত আমার কাজ। আমার এ কাজে এমন খোস-নাম আছে যে, যে সকল ভদ্রলোকের চাকরকে ঐ রকম চাবী বদল করিয়া দিয়াছি, তাহাদেরই ঘরে চুরী হইয়াছে।"

"কতক্ষণে এ রকম চাবী প্রস্তুত হয়?"

"খুব শীঘ্র, এক ঘণ্টার বেশী লাগে না।"

"বটে! তা হ'লে তুমি ঘণ্টাখানেক ঐ গাছের আড়ালে বিশ্রাম কর, আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

এই কথা বলিয়া ভৃত্য জন্ তাহার মনিবের গৃহে প্রবেশ করিল। ঘণ্টাখানেক পরে সে একটা ভাঙা ছাতি আর এক যোড়া কাঁচি লইয়া শাণ শাণওয়ালার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ছাতি ও কাঁচি মেরামত করিতে দিয়া শেষে ছুটি ছোট চাবী বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "এই দেখ একটা নূতন, আর একটা মরচে-ধরা চাবী। মরচে-ধরাটা ঐ নূতনের মত করিয়া দিতে হইবে। দেখিতে যেন ঠিক এক রকম হয়।"

"ঘণ্টাখানেক পরে আসিবেন। আপনি যাহা চান, ঠিক তাহাই পাইবেন।"

জন্ বাড়ী চলিয়া গেল। শাণওয়ালা প্রথমে ছাতিটা মেরামত করিল, তাহার পর কাঁচিতে শাণ দিল, শেষে চাবী লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া তাহার ঝাঁকাটা খুলিয়া কতকগুলি চাবী বাহির করিল, একটা চাবী ঠিক সেই নূতন চাবীর মত পাইল। তখন সেই মরচেধরা পুরাতন চাবীটা বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া জনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জন্ মিসেস্ আওয়েনের অট্টালিকা হইতে চুপে চুপে আসিয়া শাণওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বাপু! চাবী হইয়াছে?"

"না হইলে কি আর বসিয়া বসিয়া আরাম করি? কাজ সাবাড়, এই লউন আপনার ছাতি, আর এই কাঁচি।"

"চাবী? চাবীটা কোথায়?"

"এই লউন আপনার ছুটো চাবী। এখন আপনি দেখিয়া বলিতে পারেন, কোন্‌টা আপনার নূতন, আর কোন্‌টা পুরাতন?"

ভৃত্য চাবী ছুটি মিলাইয়া দেখিয়া বলিল, "তোফা, অতি উত্তম হইয়াছে, কার সাধ্য ধরে কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল? তুমি অল্প সময়ের মধ্যে খুব অদ্ভুত কাজ করিয়াছ, চাবীর দাঁত বদ্‌লাইয়াছ, পালিশ করিয়াছ, একেবারে উহাকে নূতন করিয়া ফেলিয়াছ।"

শাণওয়ালা বলিল, "হাঁ, আমার হাতে কাজ ঐ রকম তাড়াতাড়িই হয়।"

জন্‌ বলিল, "তুমিও বোধ করি, এখন বলিতে পার না, কোন্‌টা আসল ও কোন্‌টা নকল।"

"আমি যদি তা না পারিলাম, তবে আর আমি কারিকর কিসের? যাক্‌ ও সকল কথা। আমার বড় খাটুনি হইয়াছে, একটু তাড়ি চাই।"

"আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা করিব। এই মোহর নাও, আর এই তিনটে টাকা, তোমার মেহনত আর তাড়ির দাম।—তাড়িখানায় গিয়া তাড়ি খাও গে।"

"ধন্যবাদ মহাশয়, আপনি গুণী লোকের গুণ বোঝেন, তাড়িখানাটা কোথায়, বলিয়া দিবেন?"

"ঐ যে একটু দূরে কিংস্ আর্মের তাড়িখানা, সেখানে খুব সরেস তাড়ি মিলিবে, এখন যাও।"

শাণওয়ালা চলিয়া গেল। জন্‌ও অন্তর্দ্ধান করিল।

ষোড়শ উল্লাস

প্রেতিনী বৃদ্ধা ও বন্দিনী লুইসা

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে দিনের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, ঠিক সেই দিন ক্যাণ্টারবারীর সন্নিধানে এমন এক কাণ্ড হইয়াছিল, এখানে যাহার উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিতেছি।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, চমৎকার সন্ধ্যা, পুষ্পকাননে দলে দলে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে, সুগন্ধে চারিদিক আকুল, পক্ষীর কূজন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় সুন্দরী লুইসা কুঞ্জবনে বসিয়া একাকিনী তাহার প্রিয়তমের কথা চিন্তা করিতেছে। মন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত। প্রথম-প্রেমের উদ্দাম প্রবাহে পড়িয়া নব-যুবতীর আর বাহ্যজ্ঞান নাই, প্রথম-যৌবনে প্রেমের চিন্তা কত মধুর, কত উজ্জ্বল, যুবতী তাহাতেই আত্মহারা।

তাহার প্রিয়তম লকৃতস্ তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন তিনি যত শীঘ্র পারেন, ক্যাণ্টারবারীতে ফিরিয়া আসিবেন। সপ্তাহের অধিক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। লণ্ডনে তিনি তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিবার জন্যই গিয়াছেন, তাঁহার মারফৎ লুইসা ক্লারাকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছে, লকৃতস তাহা টাউন ষ্ট্রীটে দিয়া আসিবেন। লকৃতস ক্লারাকে তাঁহার বিবাহে অনুমতিদানের জন্য ধন্যবাদ দিতে যাইবেন।

জোসিলিন লকৃতস ক্যাণ্টারবারীর একটা হোটেলে দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতেই তিনি মঙ্গলবার প্রভাতের গাড়ীতে লণ্ডনযাত্রা করিলেন। তিনি লণ্ডনের কাজ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি ক্যাণ্টারবারীতে ফিরিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন।

লকৃতস্ চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং লুইসা এখন একাকিনী। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-পল্লব ও ফুলের গন্ধ, আজ কেহ নাই, বৃক্ষবাটিকা নির্জ্জন। লুইসার পিসী তখন গৃহে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন। মেরী-নাম্নী দাসী তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল। মেরী বৃদ্ধাকে বড় যত্ন করিত, সে কাছে থাকিলে আর চিন্তা কি, এই কথা ভাবিয়া লুইসা বাগানে বিলম্ব করিতেছিল। তাহার প্রিয়তমের সুমধুর স্মৃতি-পরিবৃত বাগানটি ছাড়িতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল, লুইসা গৃহাভিমুখে ফিরিবার জন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়াছে, এমন সময় অদূরে বেড়ার ধারে কি একটা শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একটা গাছের আড়াল হইতে দুই জন দস্যু তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। লুইসা চীৎকার করিবার উদ্যম করিতেই একজন দস্যু দক্ষিণ-হস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, আর কথা বাহির হইল না। একজন গর্জ্জন করিয়া বলিল,'যদি চেঁচাইবি,তবে এথনই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।'

কিন্তু এরূপ ভয়প্রদর্শনের কোন আবশ্যক ছিল না, লুইসার তখন মূর্চ্ছায় উপক্রম। যদি দস্যুদ্বয় তাহাকে সবলে আট্‌কাইয়া না ধরিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মুর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িত। দস্যুদ্বয় তাহাকে বহন করিয়া বাগানের বাহিরে আনিল, তাহার পর তাহাকে একখানি গাড়ীর উপর রাখিল। গাড়ীখানি অদূরে পথের উপর অপেক্ষা করিতেছিল।

লুইসা গাড়ীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে গাড়ীর ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "ভয় কি মা ? তোমার উপর কোন অন্যায় ব্যবহার করা হইবে না। তুমি শান্ত হও।"

লুইসা তখন সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল, বিচলিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ? আমি এখানে কেন ?"—সমস্ত ব্যাপারটা তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

বৃদ্ধা বলিল, "তোমার কোন কথার উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই। এই-মাত্র জানিয়া রাখ, কেহ তোমাকে খুন করিবে না।"—বৃদ্ধার স্বর শুষ্ক, ভাবাটা ইতরের কণ্ঠস্বরের মত।

লুইসা অনন্যোপায় হইয়া কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। এই অপরিচিতা কর্কশকণ্ঠা বৃদ্ধার সঙ্গে সে কোথায় যাইতেছে ? অন্ধকার রাত্রি, অপরিচিত পথ। যেখানেই যাউক, লুইসা শত্রু-হস্তে বন্দিনী, ভাবিয়া সে কিছু স্থির করিতে পারিল না। গাড়ী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল।

অনেকক্ষণ পরে লুইসা তাহার সঙ্গিনী বৃদ্ধাকে বলিল, "তোমরা ভুল করিয়া একজনকে ধরিতে হয় ত আমাকে ধরিয়া আনিয়াছ। তোমরা কাহাকে ধরিবার জন্ত আদেশ পাইয়াছ, এখনও আমাকে বলিতে কি দোষ আছে ?"

বৃদ্ধা অন্ধকারের ভিতর হইতে বলিল, "এ কথার উত্তর আমার ছেলেরা

দিতে পারে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তোমার নাম যদি লুইসা ষ্টানূলী হয়, তাহা হইলে ঠিক লোককেই ধরিয়া আনা হইয়াছে।”

লুইসা হতাশভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার পিসীর কি হইবে? চাকরাণীটাই বা তাহাকে না দেখিয়া কি মনে করিবে? কত দিন হয় ত তাহাকে অপরিচিত স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, ইতিমধ্যে যদি তাহার প্রণয়ী ফিরিয়া আসেন, যদি তিনি লণ্ডন হইতে তাহাকে পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পান! লুইসা কোন দিকেই আলো দেখিতে পাইল না, সে পাগলিনীর মত হইয়া উঠিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গাড়ী একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা লুইসার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, “আমি এখন তোমার মাথা ও মুখ ঢাকিব।”—বৃদ্ধার অস্থিসার রক্তশূন্য শীতল অঙ্গুলীগুলি লুইসার ললাট স্পর্শ করিল, তাহার মনে হইল,সে হাত মানুষের নহে, যেন সে একটা প্রেতের সঙ্গে এতক্ষণ এক গাড়ীতে আসিয়াছে! লুইসা চীৎকার করিয়া গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া গেল।

যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, সে একখানি ঘরে একটি বিছানায় শুইয়া আছে, তাহার পাশে একটি প্রৌঢ়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহটি সুসজ্জিত।

লুইসা চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কোথায়?”

প্রৌঢ়া ধীরভাবে বলিল, “বাছা, শান্ত হও।”—প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বর কোমলতাপূর্ণ।

“কিন্তু আমাকে আনা হইয়াছে কোথায়, আমি জানিতে চাই। কে আমাকে এখানে আনিয়াছে?”

স্ত্রীলোকটি বলিল, “আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি, এখানে তোমার নিজের কিংবা তোমার বাড়ীতে য াহাদের রাখিয়া আসিয়াছ, তাহাদের জন্ত কোন ভয় নাই।”

“শেষ কথাগুলির অর্থ বুঝিলাম না।”

স্ত্রীলোকটি বলিল, “অর্থ এই যে, তুমি হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছ, তাহার উপযুক্ত কারণ তোমাদের বাড়ীতে বলিয়া পাঠান হইয়াছে, তোমার জন্ত কেহ ভাবিবে না।”

“তাহা হইলে কি আমাকে এখানে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে? আমি

কি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এখানে এইভাবে কাটাইব? হা পরমেশ্বর!"—লুইসা এবার কাঁদিয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকটি গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই, আমি এইমাত্র বলিতেছি, তুমি শান্ত হও।"

"আমার কি হইবে? কেন আমাকে এখানে ধরিয়া আনা হইল? আমি কত দিনে উদ্ধার হইব?"—লুইসা কাতরভাবে এই সকল কথা বলিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটি তাহার কোন কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুইসা একটু সংযত হইলে সে তাহাকে বলিল, "তোমার এখানে কোন কষ্ট হইবে না, কোন জিনিসের অভাবও হইবে না। তোমার যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, আমাকে বলিলেই তাহা পাইবে, কিন্তু তুমি কাঁদাকাটি বা বকাবকি করিও না। কিছু খাইতে চাও ত আমি এখনই আনিয়া দিব, এখানে বিলাসের সকল উপকরণ বর্ত্তমান। স্নান করিয়া তোমার বেশভূষা সম্পন্ন কর। তোমার আদেশপালনের জন্যই আমি এখানে আছি, যদি তুমি কিছু কাল একা থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে জানাইলেই আমি এখান হইতে স্থানান্তরে যাইব।"

লুইসা বলিল, "হাঁ, তুমি অন্যত্র যাও, আমি কিছু কাল একা থাকিব।"

"উত্তম। বিদায় হইলাম।"—একটু হাসিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল, যাইবার সময় সে দরজা বন্ধ করিতে ভুলিল না। দরজায় চাবী দিয়া গেল।

লুইসা বসিয়া ছিল, বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "হা ভগবান্, এ কি করিলে? আমাকে রক্ষা কর প্রভু, উদ্ধার কর প্রভু, এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"—সহসা লুইসা উঠিয়া বসিল, জানু নত করিয়া বসিয়া, নীলনেত্র দুটি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিধাতার করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিল; তাহার চক্ষু দুটি জলে ভাসিয়া গেল। হায়! স্বর্গে বিধাতার কর্ণে কি তাহার কাতর প্রার্থনা প্রবেশ করিয়াছিল?

সপ্তদশ উল্লাস

লেভিসন ও তাঁহার পরিচারক

এবার আমরা লণ্ডনে মার্‌কুইস্ লেভিসনের গৃহে প্রবেশ করিব। দুর্ঘটনার পরদিন সকালে মার্‌কুইস্ শয্যা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত পেয়ারের খানসামা ষ্টিফেন ব্রকম্যান দেখিল, তাহার প্রভুর কিছু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, কিন্তু সে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। সে বুঝিল, গুরুতর কিছু ঘটিয়া থাকিলে তাহার প্রভু তাহার কাছে তাহা গোপন করিবেন না।

স্নানান্তে মার্‌কুইস্ বেশভূষা করিলেন, পাকা গোঁফ-জোড়াতে কলপ দেওয়া হইল, নকল দাঁত-জোড়াটা সমস্ত রাত্রি গোলাপজলের টবে ভিজান ছিল, টব হইতে তাহা তুলিয়া মুখে লাগান হইল; মাথায় তিনি পরচুলা পরিলেন; ওয়েষ্ট-কোটে সোনার চেন পরিলেন; অঙ্গুলীতে নূতন হীরকাঙ্গুরীয় উঠিল। আয়নায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ব্রকম্যান, তোমাকে কোন বিশেষ কথা বলিতে চাই।"

ব্রকম্যান বলিল, "বলুন।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন আমি বাড়ীতে থাকিব। যে কোন লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, সে কে, কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে।"

"যো হুকুম!"

"পোরসিলিনের যে জালা দুটো আগুন পোহাইবার জায়গাটাতে আছে, তাহার মধ্যে দুটি পিস্তল গুলী ভরিয়া রাখিয়া দেও, নল নীচের দিকে ফিরাইয়া রাখিবে, দরকার হইলেই যেন তাহা হাতে পাওয়া যায়।"

ভৃত্য সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "পিস্তলে গুলী ভরিয়া রাখিতে হইবে?"

"হাঁ গো, গুলী ভরিয়া রাখিতে হইবে। তুমি আমার জন্য কিছু ভয় করিও না। আমি কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, তবে যে এত সাবধান হইতেছি, তাহার কারণ, আমার সঙ্গে যে দেখা করিতে আসিবে, সে লোক শান্তপ্রকৃতির না হইতেও পারে। পিস্তল দুটির কুঁদো যাহাতে দেখিতে পাওয়া না যায়, সে জন্য তুমি জালার মুখে কিছু দিয়া রাখিবে। কিন্তু

এ প্রধান কথা, নহে, আমি লাল কুঠুরীতে বসিয়া থাকিব, তুমি বোধ হয় জানো, লাল কুঠুরীর সঙ্গে দুটি ঘণ্টার যোগ আছে, একটা ঘণ্টা চাকরদের ঘরে আছে, আর একটা তোমার নিজের ঘরে আছে।"

"হাঁ হুজুর!"

"আমার সঙ্গে যে লোকটির দেখা করিবার কথা আছে, সে আসিবামাত্র তোমার ঘরে গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিবে, যে কারণেই হউক, যতক্ষণ আমি তোমাকে ঘর ছাড়িতে না বলি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি সেই ঘরে অপেক্ষা করিবে। ঘণ্টার দিকে চাহিয়া থাকিবে। যেই একবার ঘণ্টা বাজিবে, অমনি তুমি জানালার শার্শি খুলিয়া দিবে;—বুঝিয়াছ?"

"খুব বুঝিয়াছি।"

"যদি দুইবার ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে পাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার কাছে লাল কুঠুরীতে উপস্থিত হইবে।"

"বুঝিয়াছি। আর কোন কথা বলিবার আছে কি?"

"না। এখন তুমি যাও, খানার আয়োজন কর।"

ভৃত্য অদৃশ্য হইলে মার্কুইস্ দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার আলমারীর দেরাজ খুলিলেন, দেরাজের ভিতর হইতে ত্রিশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিলেন। একখানি সাদা কাগজে নোটগুলির নম্বর টুকিয়া লইলেন। সেই কাগজখানি দেরাজের মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর নোটগুলি ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে রাখিয়া লাল কুঠুরীর দিকে চলিলেন।

লাল কুঠুরীর দুটি দরজা,একটি সিঁড়ির দিকে, আর একটি ভিতরের প্রকোষ্ঠের দিকে। সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়াই সকলে যাতায়াত করিত, অন্য দিকে সাধারণের গমনাধিকার ছিল না। এই শেষোক্ত দ্বারের চাবী মার্কুইসের নিজের কাছে থাকিত। এই ঘরগুলি ঝাড়িবার ভার সর্দ্দার খানসামা ব্রকম্যানের উপরেই ছিল। এই সকল কক্ষে এমন সকল অশ্লীল ছবি টাঙ্গান ছিল, যাহা দেখিলে অতি সংযতমনা তপস্বী—সাধ্বী সতীরও মনের সংযম নষ্ট হয়।

মার্কুইস্ লাল কুঠুরীতে আসিয়া আহারাদি শেষ করিলেন। তাহার পর তিনি ব্রকম্যানকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিলেন। ভোজনপাত্রাদি চাকরেরা সরাইয়া লইয়া

গেল। এই সময় একজন ভৃত্য কতকগুলি ডাকের চিঠি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। মার্কুইস্ পত্রগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া খুলিতে লাগিলেন। একখানি পত্র এইরূপ :—

"১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৪।
মঙ্গলবার, সন্ধ্যাকাল।

"কাকা মহাশয়, আমার পত্র পাইয়াও আমি লণ্ডনে আসিয়াছি শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না। আমি রবিবার সন্ধ্যাকালে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি, ছদ্মবেশে বাস করিতেছি কেন, আপনি তাহা ভালই জানেন। কাল বুধবার বেলা বারোটার সময় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব। আপনি বাড়ী থাকিবেন, একাকী আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে আমার বড় দরকারী কথা আছে।

আপনার স্নেহের ভাইঝি
আর্ণেষ্টিনা ডিসার্ট।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া মার্কুইস্ বলিলেন, "আহা! বেচারা আর্ণেষ্টিনা, পৃথিবীর মধ্যে তাহাকেই আমি ভালবাসিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সে বালিকা-মাত্র, তার পর অভাগিনীর বিবাহ হইলেও আমার সাংঘাতিক পীড়ার সময় সে আমার কত শুশ্রূষা করিয়াছিল। আমি অবশ্যই তাহার সঙ্গে দেখা করিব।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া মার্কুইস্ ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহার এক ভৃত্যকে ডাকিলেন, তাহাকে বলিয়া দিলেন, দুপুরের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী লেডী আর্ণেষ্টিনা ডিসার্ট তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন, তাঁহাকে যেন প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে পড়িল, সে দিন যে কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, তাহাকেই প্রবেশ করিতে দিবার জন্য তিনি অনুমতি দিয়াছেন।

আসনে উপবেশন করিয়া তিনি আর একখানি পত্র খুলিলেন। এই পত্র-খানিতে তিনি নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পাঠ করিলেন :—

"মঙ্গলবার সন্ধ্যাকাল, ১৭ই সেপ্টেম্বর।

মহিমাবরেষু—

আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক থাকিলেও কাল একবার আমাকে বাধ্য হইয়া আপনার সহিত দেখা করিতে যাইতে হইতেছে।

কাল বেলা একটার সময় আপনার গৃহে উপস্থিত হইব। ভরসা করি, সাক্ষাতে বঞ্চিত হইব না।

আপনার একান্ত বাধ্য ভ্রাতুষ্পুত্র

আলজারনন্ ক্যাভেণ্ডিস্।'

পত্রখানি পাঠ করিয়া মার্কুইসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, ঘৃণাভরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি সক্রোধে বলিলেন, "উদ্ধত বালক, আমার অপমান করিয়া আবার আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়! কিন্তু তথাপি আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব, তাহার মত্‌লব কি, আমার জানা আবশ্যক। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভাই ও ভগিনী দুই জনে একই দিনে একই সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে! কিন্তু পরস্পরের কেহই অপরের অভিসন্ধি জানে না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ইহাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ হয় নাই।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মার্কুইস্ তৃতীয় পত্রখানি খুলিলেন; এই পত্রখানির হস্তাক্ষর তাঁহার পরিচিত; পত্রখানিতে তিনি পাঠ করিলেন :—

"১৩ নং ট্রাটন ষ্ট্রীট, পিকাডিলি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৪।

প্রিয় লর্ড লেভিসন্,

আপনার কাছে আমার একটু অনুরোধ আছে, আমার বিশ্বাস, আপনি তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না। অনুরোধটি কি, তাহা আমি পত্রে লিখিতে ইচ্ছা করি না। কাল বেলা তিনটার সময়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ক[illegible] কথা বলিব, বাড়ী থাকিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু

এলিজাবেথ বার্থাষ্ট।

খানি শেষ করিয়া মার্কুইস্ বলিলেন, "কি উৎপাত! কাল সমস্ত দিনই আমার সঙ্গে লোক দেখা করিতে আসিবে! শ্রীমতী বার্থাষ্টের মত্‌লবটা কি, ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বোধ করি, আরও কিছু টাকা চাই, ধার দিতে হইবে; কিন্তু ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। এই ত এখনও দেড়মাস হয় নাই, তাহাকে ৫০০০ টাকা ধার দিয়াছি। এত শীঘ্র যে টাকাটা ফেরত দিতে আসিতেছে, তাহা ত মনে হয় না। আবার দেখিতেছি যে, একটা অনুরোধও আছে। যাহা হউক, মিস্ বার্থাষ্টের মত স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য যে, দুনিয়ায় মার্কুইস্ লেভিসনের মত গর্দ্দভের অভাব নাই।"

চতুর্থ পত্রখানির লেখিকা শ্রীমতী আওয়েন। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"রিচমণ্ড, মঙ্গলবার, সন্ধ্যাকাল, ১৭ই সেপ্টেম্বর।

প্রিয় লেভিসন্,

মেয়েগুলিকে লইয়া কাল সকালে আমি লণ্ডনে পৌছিব। অবিলম্বে তাহাদের যাত্রা করা ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমাদের মাননীয় রাজ্ঞীর নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছি, আমি তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, পুলিসও এমন করিয়া সাক্ষীকে শিখাইতে পারে না। আমি উল-উইচ্ পর্য্যন্ত গিয়া তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিব, তাহার পর লণ্ডন হইয়া বাড়ী আসিব। কাল বৈকালে ৪।৫ টার মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিব, গোটাকতক গোপনীয় কথা আছে।

আপনার বিশ্বস্ত

এন্, আওয়েন।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে মার্কুইস্ উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিলেন, "এক দিনের মধ্যে চারি জনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, আর একজনের ত কথাই নাই, এ কথা উপন্যাসে পাঠ করিলেও বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু যে লোকটাকে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া আমার পকেট-বহিখানি ফিরাইয়া লইতে হইবে, সে যখন আসিবে, তখন যদি অন্য কেহ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কি করিব? আমার ভাইঝিই হউক আর ভাইপোই হউক, মিস্ বার্থাষ্টই হউক আর শ্রীমতী আওয়েনই হউক, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিতে হইবে।"

মার্কুইস্ ক্রমে আরও কয়েকখানি পত্র পাঠ করিলেন, এ সকল পত্রের সহিত পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই।

পত্রপাঠ শেষ হইলে মার্কুইস্ তাঁহার চেয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; পথের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, পথের অপর প্রান্তে একটি ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, মাথায় একখানি সাদা রুমাল বাঁধা, যেন সে মাথায় কোন গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; তাহার এক চক্ষে একটা কালো পটী বাঁধা।

মার্কুইস্ তাহাকে দেখিয়া তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র একটু হাসিলেন; তাহার পর বাতায়নের নিকট হইতে সরিয়া আসিলেন।

অষ্টাদশ উল্লাস

মার্কুইস ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী

মার্কুইসের টেবিলের উপর সংরক্ষিত ঘড়ীতে বারোটা বাজিতে না বাজিতে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী মার্কুইসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; গাড়ী হইতে একটি রমণী অবতরণ করিলেন; মূল্যবান্ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত, মস্তকে অবগুণ্ঠন। সুবিস্তীর্ণ হলে প্রবেশ করিয়াই রমণী অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলেন; তাঁহার মুখখানি পরম সুন্দর; বয়স চব্বিশের অধিক নহে; মুখখানি বিষাদভারে সমাচ্ছন্ন; তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

দ্বারবান্ এই যুবতীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল এবং গভীর সম্মানের সহিত তাঁহার অভিবাদন করিল; আর একজন ভৃত্য তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মার্কুইসের লাল কুঠরীর দিকে লইয়া চলিল।

দরজা খুলিয়া ভৃত্য গম্ভীরস্বরে বলিল, "লেডী আর্ণেষ্টিনা ডিজার্ট আসিয়াছেন।"

মার্কুইস্ লেভিসন্ চেয়ার হইতে উঠিয়া, দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সহাস্তে বলিলেন, "এস এস, তোমাকে দেখিয়া আমি বড় খুসী হইয়াছি।" তার পর সস্নেহে যুবতীর ললাট চুম্বন করিয়া তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া নিজে পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মার্কুইস্ লেভিসন্ যতই স্বার্থপর, দাম্ভিক ও আমোদলিপ্স হউন, আর্ণেষ্টিনার প্রতি তাঁহার প্রকৃতই আন্তরিক স্নেহ ছিল। মার্কুইস্ তাঁহার স্ত্রীকে কখন ভালবাসেন নাই, স্ত্রীর মৃত্যুকালে একবিন্দুও অশ্রুপাত করেন নাই। তাঁহার কোন পুত্র-কন্যা ছিল না; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লর্ড আল্‌জারনন্ ক্যাভেণ্ডিসকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলা ও পুরুষগণের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল, কেবল আল্‌জারননের ভগিনী আর্ণেষ্টিনাকে তিনি ভালবাসিতেন; এই স্নেহ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার কঠিন রোগের সময়ে আর্ণেষ্টিনা প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা না করিলে তিনি বাঁচিতেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু এই যুবতী তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে বিবাহ করিয়াছিলেন ; এমন কি, বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার প্রণয়ীর সহিত গৃহত্যাগ করেন। সে জন্য মার্কুইস্ অত্যন্ত অপমানিত ও বিরক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, এই দম্পতির সহিত তিনি কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না ; কিন্তু আর্ণেষ্টিনার প্রতি স্নেহাতিশয্য নিবন্ধন তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখিতে পারেন নাই ; স্নেহেরই জয় হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি আর্ণেষ্টিনা আর তেমন মন খুলিয়া তাঁহার কাকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা করিতে পারিতেন না।

আজ কত দিন পরে আর্ণেষ্টিনা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাই তিনি পূর্ব্ববিরোধ বিস্মৃত হইয়া সদয়ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, সস্নেহে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আজ পাঁচ বৎসর আর্ণেষ্টিনার বিবাহ হইয়াছে ; বিবাহের পর মার্কুইস্ অধিকবার তাঁহাকে দেখেন নাই ; ছয় মাস পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আক্ষেপ হইল, এমন সুন্দরী গুণবতী সরলাকে পল্ ডিল্বার্টের মত একটা নরাধমের হস্তে পড়িতে হইয়াছে।

আর্ণেষ্টিনার স্বামী কোন বিষয়েই তাঁহার স্বামী হইবার যোগ্য ছিলেন না। লোকটি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদ্যপ, অপব্যয়ী এবং অত্যন্ত অপদার্থ ; আর্ণেষ্টিনা অপেক্ষা তাঁহার বয়সও অনেক অধিক হইয়াছিল ; কিন্তু মার্কুইস্ লেভিসন্ এ সকল কারণেও জামাতার উপর তেমন বিরক্ত ছিলেন না, লোকটির প্রধান অপরাধ, তাঁহার কিছুমাত্র ধনগৌরব বা বংশগৌরব ছিল না, কোন প্রকারে রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টাতেই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সে জন্য মার্কুইস্ মনে করিতেন, আর্ণেষ্টিনা এই ব্যক্তিকেই বিবাহ করিয়া বংশের ও নিজের অপমান করিয়াছেন। আর্ণেষ্টিনা এ কথা জানিতেন। সেই জন্য তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ দূরের কথা, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতেন না।

মার্কুইস্ পুনর্ব্বার বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।"

আর্ণেষ্টিনা সহাস্যে বলিলেন, "কাকা, আপনাকে দেখিয়া আমার মনেও বড় আনন্দ হইয়াছে। দেখিতেছি, আপনার শরীর বেশ ভালই আছে এবং আপনাকে সুখী বলিয়াই মনে হইতেছে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "তুমি সুখে থাকো, ইহাই আমি চাই, তোমার বিবাহের

কারণ দূর করিবার জন্যই,—কেবল তোমারই বিষাদ ও অসুবিধা, কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই —"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, আপনার এই সহানুভূতির জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন; আমি আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতেই আপনি জানিতে পারিয়াছেন, কোন গুরুতর কারণে আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী; আপনার নিকট আমার কিছু প্রার্থনা আছে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "কি প্রার্থনা বল; কিন্তু সাবধান, ঘটনাবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের নাম যেন তাহাতে উল্লেখ না থাকে।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, আপনি সে ভয় করিবেন না। আমার এ প্রার্থনা আমার নিজের জন্যই। আমি আপনার নিকট কিছু অর্থ-সাহায্য চাই।"

মার্কুইস্ মনে মনে বলিলেন, 'আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।' অনন্তর প্রকাশ্যে বলিলেন, "কিন্তু তোমাকে যে টাকা দিব, অন্য লোক যদি তাহা জুয়াখেলায় উড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আর কিরূপে তোমার অভাব দূর হইবে?"

আর্ণেষ্টিনা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না কাকা, তাহা ভাবিবেন না; আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন আমি আমার নিজের অভাব দূর করিবার জন্যই আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি।"

মার্কুইস্ সদয়ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইলে আমি তোমার অভাব দূর করিব। তুমি লণ্ডনে আর কয় দিন আছ?"

আর্ণেষ্টিনা সচকিতভাবে বলিলেন, "আপনার সাহায্য পাইলে আমি আর এক ঘণ্টাও এ সহরে থাকিব না; আমি স্থানান্তরে যাইব। দীর্ঘকাল আর আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই।"

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কত টাকা দেওয়া যায়, মনে মনে এই কথা আন্দোলন করিতে করিতে মার্কুইস্ বলিলেন, "যদি তুমি লণ্ডনে না থাকো আর, দীর্ঘকাল তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে তোমার অর্থাভাব দূর করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কয়েক মিনিট এখানে প্রতীক্ষা কর।"

মার্কুইস্ সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহার পর তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথিত আলমারী হইতে এক তাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিলেন এবং তাড়াটি গণিয়া যখন দেখিলেন, তাহাতে দুই হাজার গিনী আছে, তখন তাহা লইয়া লাল কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তিনি দু হাজার গিনী কেন লইলেন, তাহা বলা কঠিন, বোধ হয়, এই টাকাটাই তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল; আর্ণেষ্টিনার বিবাহের পর আরও একবার তিনি তাঁহাকে এই পরিমাণ অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

লাল কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি আর্ণেষ্টিনাকে বলিলেন, "আর্ণেষ্টিনা, তোমাকে আমি দুই হাজার গিনী দিতেছি। আশা করি, ইহাতেই তোমার অভাব দূর হইবে।'—আর্ণেষ্টিনা তাঁহার কাকার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মার্কুইস্ বলিলেন, "মা, তুমি প্রফুল্ল হও। তোমার ক্ষোভের কারণ আমি বুঝিয়াছি। সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। এইমাত্র বলিতেছি, তুমি ক্ষোভ ত্যাগ কর।"

আর্ণেষ্টিনা অপেক্ষাকৃত সংযতভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "কাকা, আলজারননের কোন চিঠিপত্র ইতিমধ্যে পাইয়াছেন?"

মার্কুইস্ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "এই যে তাহার পত্র, পড়িয়া দেখ।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "এই যে দেখিতেছি, তিনি লণ্ডনেই আছেন। আজ তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। এক বৎসরেরও অধিক হইল, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই; শেষবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়—"

মার্কুইস্ বাধা দিয়া বলিলেন, "তখন তোমাদের খুব বিবাদ হইয়াছিল। তুমি এ কথা পূর্ব্বে আমাকে একবার বলিয়াছ, ইহার অল্প দিন পরেই আলজারনন্ এমন একটি কাজ করিয়া বসিল, যাহা অদ্ভুত নির্ব্বোধের মত এবং আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর।"

আর্ণেষ্টিনা ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "আহা, হতভাগ্য ভাই আমার, তাহার সহিত আর দেখা করিবারও সাহস নাই।"

মার্কুইস্ চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, দেখা করিবার সাহস নাই কেন? তোমাদের বিবাদ কি এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, সে কথা আর তুমি ভুলিতে পারিতেছ না? অবশ্য সকল ঘটনা আমার মনে নাই।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "না, না, সে কথার আর আবশ্যক নাই, সে সকল অপ্রীতিকর কথা স্মরণ করিতেও আমার মনে কষ্ট হয়। কাকা, আমি এখন বিদায় হইলাম।"—যুবতী আসন ত্যাগ করিলেন।

মার্কুইস্ উঠিয়া বিদায়সূচক পুনর্ব্বার তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যাও বৎসে, তুমি সুখে থাকো, ইহাই আমি চাই, আর তুমি কেমন থাকো, তাহা যদি আমাকে লিখিয়া জানাও—"

আর্ণেষ্টিনা প্রফুল্ল-স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে লিখিব। এখন বিদায়!"

যুবতী কক্ষ ত্যাগ করিবার অল্পক্ষণ পরেই মার্কুইসের ভ্রাতুষ্পুত্র ও আর্ণেষ্টিনার সহোদর লর্ড আলজারনন্ ক্যাভেণ্ডিস্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মার্কুইস্ কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

আলজারনন্ তাঁহার ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট, অত্যন্ত সুপুরুষ, মুখ দেখিয়া প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, সে মুখে উন্নত-চরিত্রের নিদর্শনও দুর্ল্লভ নহে।

যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "কাকা, আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আজ বাধ্য হইয়া আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে হইতেছে—"

মার্কুইস কঠোরস্বরে বলিলেন, "উদ্ধত বালক, দেখিতেছি, তোমার দাম্ভিকতা পূর্ব্বের মতই আছে।"

আলজারনন্ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আমি আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতে আসি নাই। এ অবস্থায় আপনি আমাকে কোন কটুকথা না বলিলেও পারেন; আপনার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তা হইলেও আপনার প্রতি অসম্মান দেখাইবার আমার ইচ্ছা নাই।"

মার্কুইস্ সক্রোধে বলিলেন, "লর্ড আলজারনন্ ক্যাভেণ্ডিস্, তোমার ব্যবহার কি আগাগোড়াই অসম্মানজনক নহে? তোমার নিজের নাম-গ্রহণে তোমার অপমান বোধ হয় না?"

আলজারনন্ বলিলেন, "আপনি সে সকল পুরাতন কথা আর তুলিবেন না। এখন আমি কি জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, শুনুন। আপাততঃ আমার কিছু টাকার দরকার, মহাজনের নিকট টাকা ধার না করিয়া যে আপনার নিকট সাহায্যের জন্য আসিয়াছি, ইহা বোধ করি, আপনি অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিবেন না।"

মার্কুইস্ লেভিসন বিদ্রূপ-হাস্যে বলিলেন, "কথাটা খুব সরলভাবে বলিয়াছ বটে, সামান্য টাকার জন্য তুমি সুদখোরের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য মনে কর?"

ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তর করিলেন, "আপনার নিকট পাইলে আর কেন তাহাদের নিকট যাইব? আমার এমন দায় উপস্থিত যে, এই মুহূর্ত্তে দুই তিন হাজার গিনী না পাইলে কোনমতেই চলিবে না।"

মার্কুইস্ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, আমার সম্পত্তিতে তোমার কোন দাবী আছে?"

আলজারনন্ বলিলেন, "যে কোন আইন-ব্যবসায়ী এই কথার উত্তর দিতে পারে। যাহা হউক, এই কথা লইয়া আমি আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহি না। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি, তাহাই জানিতে চাহি।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "এই সামান্য কথা লইয়া তোমার সঙ্গে আমার বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তি নাই। ঠিক কত টাকা হইলে তোমার চলে বল?"

আলজারনন্ বলিলেন, "ঠিক দুই হাজার গিনী হইলেই চলিবে।"

মার্কুইস্ মনে মনে বলিলেন, "যে আসিতেছে, তাহারই দুই হাজার গিনী চাই। আজ যেন কেবল খয়রাত করিতেই বসিয়াছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "একটু বসো, আমি আমার চেক-বহি আনি।"

মার্কুইস্ লেভিসন্ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পোরসিলেনের টবের ভিতর তাঁহার যে দুইটি পিস্তল লুকানো ছিল, তাহারই একটি বাহির করিয়া লইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাড়াচাড়া করিতেছে।

মার্কুইস্ রাগ করিয়া বলিলেন, "দাম্ভিক বালক, তোমার এই অন্যায় কৌতূহলের কারণ কি?"

আলজারনন্ বলিলেন, "মহাশয়, আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করিবেন। আমি বড় ফুল ভালবাসি। ফুল আছে বলিয়া আমি টবের মধ্যে হাত দিয়াছিলাম। ফুল খুঁজিতে গিয়া পিস্তল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতে টবের মধ্যে পিস্তল, কাজেই আমি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া

এ যে দেখিতেছি সত্য সত্যই পিস্তল, যাহা হউক, উহা বাহির করা আমার ভাল হয় নাই। এ জন্য আমি দুঃখিত হইতেছি।"—তিনি পিস্তলটি যথাস্থানে রাখিলেন।

মার্কুইস্ দুই হাজার গিনীর চেক কাটিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভরসা করি, এখন আর তোমাকে মহাজনের বাড়ী দৌড়াইতে হইবে না।"

আলজারনন্ বলিলেন,"ধন্যবাদ! আর একটা কথা জানিতে চাহি। আমার দিদি আর্ণেষ্টিনার কোন খবর রাখেন?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আজ সে আমার কাছে আসিয়াছিল।"

আলজারনন্ বলিলেন, "আজ? তা হ'লে সে লণ্ডনেই আছে? কিন্তু তাহার স্বামী—"

বাধা দিয়া মার্কুইস ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সাবধান, আমার কাছে তাহার নাম মুখে আনিও না, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

আলজারনন্ বলিলেন, "আমার দিদির ঠিকানাটা জানিতে চাহি, একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "তাহাকে আমি তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে শুনিয়াছি, সে লণ্ডনে অধিকক্ষণ থাকিবে না, গোপনে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল; প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল, এতদ্ভিন্ন তাহার সম্বন্ধে আমি আর কোন কথাই জানি না।"

আলজারনন্ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, হতভাগিনী বড়ই অসুখী! যাহা হউক, আমি আপনার আর [সময় নষ্ট করিব না। এখন আমি বিদায় হই।"

আলজারনন্ মার্কুইসের কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ঊনবিংশ উল্লাস

পকেট-বহির অজ্ঞাত উদ্ধার।

মারকুইসের ঘড়ীতে ঠিক তিনটা বাজিয়াছে, এমন সময়ে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী তাঁহার সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিতা একটি সুন্দরী রমণী শকট হইতে অবতরণ করিলেন।

এই রমণীর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর, কিন্তু দেহ হইতে যৌবনের চিহ্ন অপসারিত হয় নাই। প্রকৃতি তাঁহার সৌন্দর্য্যের যতটুকু অপহরণ করিয়াছিলেন, কৃত্রিম উপায়ে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। রমণীর চক্ষুঃদুটি উজ্জ্বল ও প্রশান্ত, পদদ্বয় লোহিত; কৃশাঙ্গী হইলেও তাঁহার দেহে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল না। এই রমণীর নাম কুমারী বার্ণাষ্ট।

রমণী মারকুইসের লাল প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে মারকুইস্ চেয়ার হইতে উঠিয়া তাঁহার অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ, ঐ চেয়ারে বসিয়া পড়, আজ যে তোমাকে বড়ই সুন্দরী দেখিতেছি, তোমার রূপের সাগরে জোয়ার-ভাটা নাই।"

কুমারী বার্ণাষ্ট মৃদুহাস্যে বলিলেন, "খুব খোসামোদ করিতে শিখিয়াছ; তবে আমি জানি, তোমার এ শিক্ষা নূতন নহে।"

মারকুইস্ হাসিয়া বলিলেন, "এটা বুঝি খোসামোদ করা হইল? ৩২।৩৩ বৎসরে স্ত্রীলোকের যেমন সৌন্দর্য্য থাকা উচিত, তোমার তাহার অভাব কোথায়?"

যুবতী বলিলেন, "৪৫ বৎসর বয়সে তুমিও ত যুবকের মত আছ; আমাদের বয়স লইয়া ঝগড়া করিয়া আর কি হইবে?"

মারকুইস্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বটে, তা বটে।"

এখন কথা হইতেছে, কুমারী বার্ণাষ্ট যে ৪৫ পার হইয়াছেন, তাহা মারকুইসের অজ্ঞাত ছিল না। এ দিকে মারকুইস্ যে ৭০ এর কোঠায় পা দিয়াছেন, কুমারীর তাহাও জানা ছিল। তথাপি তাঁহারা পরস্পরের বয়স কমাইয়া খুব আরাম পাইতেছিলেন; এ রকম আরাম অনেকেই পাইয়া থাকেন।

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারকুইস, তোমার সঙ্গে আমার কতদিনকার আলাপ?"

মার্কুইস্ একটু ভাবিয়া বলিলেন,"বোধ করি, ২০ বৎসরের কম নয়।"

কুমারী বলিলেন, "আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম, নয় কি ?"

মার্কুইস বলিলেন, "হাঁ, তখন আমরা বালক-বালিকা মাত্র। যুবরাজের সহিত প্রথম তোমার যে দিন দেখা হয়, সে দিনের কথা মনে আছে কি ?"

"যুবরাজের কথা আর আমাকে বলিও না, সে লোকটাকে আমি বড় ঘৃণা করি। সে আমাদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিয়াছে, তাহা তুমি জানো।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "দেখ,এ সকল কথা ভাবিয়া তোমার মনে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়; অন্যের সঙ্গে তিনি যে রকম ব্যবহার করিয়াছেন, তোমার সঙ্গে যে তাহা অপেক্ষা মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। মিসেস্ ফিজ হার্বার্ট, লেডী জার্শী, ডচেস্ অব্ ডিভনসায়ার, এমন কি, আরও বড় বড় সুন্দরীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারের কথা তোমার অজ্ঞাত নহে, তাঁহাদের অনেকে মরিয়াছেন, কেহ কেহ বাঁচিয়াও আছেন।"

কুমারী বার্ধাষ্ট বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "হাঁ, যুবরাজ আমাদিগকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া দিয়াছেন; আমাদের মধ্যে যে সকল অভাগিনী মরিয়া বাঁচিয়াছে—তাহাদের জন্য তিনি একবিন্দু অশ্রুও ত্যাগ করেন নাই, যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের মঙ্গলের দিকেও তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।"

মার্কুইস্ বলিলেন,"তোমার এ কথা বলা উচিত নহে, যখনই তোমার কথা উঠে, তখনই যুবরাজ তোমার গুণগান করেন; তিনি তোমাকে খুব ভালই বাসেন, তবে তিনি যে তাহা লোক-জানাজানি হইতে দেন না, সে কেবল কলঙ্কের ভয়ে।"

কুমারী বলিলেন, "ও সকল কথা ছাড়িয়া দেও, যুবরাজের সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নাই; আর তোমাকে আমার সে সব দুঃখের কথা বলিয়াই বা কি হইবে? আমি তোমার কাছে একটা অনুগ্রহ-প্রার্থনায় আসিয়াছি।"

মার্কুইস হাসিয়া বলিলেন,"কি প্রকারের অনুগ্রহ, বলিতে আজ্ঞা হউক ?"

কুমারী বলিলেন, "বলিলে কথা থাকিবে ত ?"

বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিলেন,এইবার বুঝি আর কতকগুলি টাকা খস্‌লো, কিন্তু উপায় নাই।

কুমারী বলিতে লাগিলেন, "তোমার বন্ধুত্বের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস

আছে। সোজা করিয়া বলি, কয়েক সপ্তাহের জন্য আমাকে দুহাজার গিনী ধার দিতে হইবে। সুবিধা হইলেই আমি টাকাটা দিয়া যাইব।"

মার্‌কুইস্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আজ কি কেবল দুহাজার গিনীরই পালা?"

কুমারী সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার যদি ইহাতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমি পীড়াপীড়ি করিব না। এই সামান্য টাকার জন্য যে তুমি কাতর হইবে, এরূপ আমার ধারণা ছিল না।"

মার্‌কুইস্ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, তুমি আমার কথা বুঝিতে পার নাই। আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহার একটু বিশেষ অর্থ আছে; তুমি দুহাজার গিনী চাহিতেই সে কথাটা আমায় মনে পড়িয়া গেল। সে তোমার সম্বন্ধে কোন কথা নহে; তোমাকে আমি টাকা দিতেছি।"

কুমারী বার্থাষ্ট খুসী হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে, তাহা আমি জানিতাম। আমার যে কিছু টাকা-কড়ি আছে,তাহা তুমি জানো: কিন্তু কিছু দিন ধরিয়া আমার কতকগুলো বাজে খরচ বাড়িয়াছে। সে সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিবার এ সময় নহে।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হোরাস্ স্যাক্‌ভিলি ত টাকা উড়াইতেছেন না?"

কুমারী বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়, তবে সে আমার ভাইপো কি না, তার খরচটাও আমার নত; আর তাহাকে বড় বড় সমাজে মিশিতে হয়, তাহাতেও খরচ কম হইবার কথা নয়; বেশ ছেলে।"

মার্‌কুইস্ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "হাঁ, আমরা সকলেই তাহাকে বড় ভালবাসি। তবে তোমাকে দুহাজার গিনীর একখানি চেক দি?"

কুমারী বলিলেন, "না, ও সব হাঙ্গামায় দরকার নাই, আমি এখন সোজা বাড়ী যাইব, পথে কতকগুলি জিনিসপত্র কিনিবার দরকার, নোট পাইসেই সুবিধা হয়।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "নোটে ও নগদ গিনীতে কতক টাকা হইতে পারে, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

মার্‌কুইস সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কুমারী গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মার্‌কুইস্ কক্ষান্তর হইতে ফিরিয়া আসিলে কুমারী বলিলেন, "ঘরটি অতি

চমৎকার সাজানো হইয়াছে। এমন সুন্দর ড্রয়িং-রুম জীবনে আমি অধিক দেখি নাই। ঐ দরজাটা কোন্ দিকে গিয়াছে?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "কেন, পূর্ব্বে তুমি ত এ ঘরে আসিয়াছিলে, তোমার কি মনে পড়ে না? তোমার যখন প্রথম-যৌবন, তখন যুবরাজ এই ঘরে বসিয়াই কথায় কথায় তোমাকে ভুলাইয়া ভিতরের দিকের কামরায় লইয়া গিয়াছিলেন।"

কুমারী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হাঁ, তাহার পর বহুদিন গত হইয়াছে। যাক্, আমি আর তোমার সময় নষ্ট করিব না, টাকা কোথায়?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "গিনীতে ও নোটে সাড়ে সাত হাজার টাকা হইল, বাকি টাকার আমি চেক দিতেছি।"

কুমারী বলিলেন, "নগদ টাকাটা কিছু কম হইল বটে। তা যাক্, উহাতে আপাততঃ আমার কাজ চলিবে।"—টাকা ও চেক হস্তগত হইবামাত্র কুমারী মার্কুইসের কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা, মার্কুইস্ ভাবিতে লাগিলেন, দস্যুসর্দ্দারের লোক পকেট-বহিও লইয়া আসিল না, টাকাও লইয়া গেল না, ইহার অর্থ কি? তিনি জানালার নিকট বসিয়া আবার পথের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, পূর্ব্বকথিত ভিক্ষুকটা সেই ভাবেই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টি সর্দ্দার খানসামা ষ্টিফেন ব্রকম্যানের কুঠুরীর জানালার দিকে।

মার্কুইস্ লেভিসন্ জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিতেই আর একখানা গাড়ী তাঁহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; মিসেস্ আওয়েন গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; শ্রীমতীর মুখে ক্রোধ ও দুঃখের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

মিসেস্ আওয়েনের মুখ দেখিয়াই মার্কুইস চমকিয়া উঠিলেন। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এন্, ঈশ্বরের দোহাই, সত্য করিয়া বল, কি হইয়াছে?"

শ্রীমতী বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিলেন; "দুর্ভাগ্যের কথা কি বলিব, ঘোর বিপদ্ উপস্থিত!"—পরিশ্রান্তভাবে শ্রীমতী সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন।

মার্কুইস্ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি, সকল কথা খুলিয়া বল।"

মিসেস্ আওয়েন রুমাল ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিলেন, "নিমক-হারাম অবাধ্য মেরী।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেরী, তোমার ছোট মেয়ে? সে কি করিয়াছে?"

শ্রীমতী আওয়েন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "করিয়াছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, সরিয়া পড়িয়াছে, একেবারে ফেরার।"

মার্কুইস্ শ্রীমতী আওয়েনের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীমতী তাঁহার চারি কন্যাকে উল্-উইচে জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেশভ্রমণে পাঠাইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। শ্রীমতীর তিন কন্যা- আগাথা, এমা ও জুলিয়া দেশভ্রমণের সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিল, অগত্যা মেরীও রিচ্মণ্ড হইতে উল্-উইচ্ পর্য্যন্ত সে আনন্দে যোগ দিয়াছিল। উল্-উইচে আসিয়া শ্রীমতী তাঁহার কন্যা চারিটিকে লইয়া আহারাদির জন্য একটা হোটেলে উপস্থিত হন। হোটেলে আসিবার অল্পক্ষণ পরে মেরী একটা ছল করিয়া বাহিরে যায় তাহার পর আর ফিরিয়া আসে না। মেরী ফিরিল না দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; শেষে শ্রীমতী আওয়েন মেরীর একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি এইরূপ:—

"মা ও আমার তিন দিদি, তোমাদের কাছে আমার বিদায় লইতে হইতেছে। আমাকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, সেই পথে চলিবার জন্য আমি কত চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কেবল ভগবান্ই জানেন; কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই শিক্ষাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এই প্রকার কপটতার হস্ত হইতে যদি আমি আত্মরক্ষা না করিতাম, নীচতা ও হৃদয়হীনতাকে যদি আমি আমার অঙ্গের আভরণ করিয়া লইতাম, তাহা হইলে যে আমার অতি শোচনীয় অধঃপতন হইত, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে এই অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু মা, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমার অদূরদর্শিতার জন্য কি তুমি অনুতাপ করিবে না?

আমি অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন, তোমাকে সুমতি দান করুন। তোমার দুরভিসন্ধির কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানিও, তোমার হেয় ব্যবহারেরও আমি সমর্থন করিব না।

তোমার অভাগিনী মেরী।"

পত্রখানি একটি টেবিলের উপর কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল, চক্ষুর জলে স্থানে স্থানে কালি মুছিয়া গিয়াছিল, হোটেলের একটি দাসী পত্রখানি পাইয়া তাহা মেরীর মাতার হস্তে প্রদান করে। তখন বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিবার বা মেরীর অনুসন্ধান করিবার সময় ছিল না; জাহাজ তখন প্রায় ছাড়ে; সুতরাং আগাথা, এমা ও জুলিয়া তিন ভগিনীতে মায়ের নিকট বিদায় লইয়া জাহাজে উঠিল; এ দিকে মিসেস্ আওয়েন অত্যন্ত ব্যাকুল-চিত্তে লণ্ডনে আসিয়া মারকুইস্ লেভিসনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কথা শুনিয়া মারকুইস্ বলিলেন,"ব্যাপারটা বড়ই বিস্ময়কর। কিন্তু সুখের কথা এই যে, মেরীর মুখ দিয়া কোন গুপ্তকথাই বাহির হইবে না, এ কথা তাহার পত্র হইতেই বুঝা যাইতেছে; সে তোমাদের যেমন ভালবাসে, তাহাতে সে তোমাদের ছাড়িয়া দীর্ঘকাল অন্যত্র থাকিতে পারিবে না।"

শ্রীমতী আওয়েন বলিলেন, "কিন্তু এ কথায় ত আমি কোন সান্ত্বনা পাইতেছি না; মেরী নিতান্ত ছেলেমানুষ, কখনও বিদেশে যায় নাই, সংসার সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, তাহার উপর সে সুন্দরী; যদি কোন দুষ্ট লোক তাহাকে হাত করিয়া আমাদের সমস্ত গুপ্তকথা বাহির করিয়া লয়, তা হইলেই ত সর্ব্বনাশ।"

মারকুইস্ বলিলেন,"অমঙ্গলটাই প্রথমে ভাবো কেন, তুমি শান্ত হও; তুমি শান্ত হও; তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, বল? তোমার পত্র পড়িয়াই আমার বোধ হইয়াছিল, তোমার বিশেষ কিছু বক্তব্য আছে।"

শ্রীমতী আওয়েন বলিলেন, "এই বিপদে আমার মাথা ঠিক নাই; বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গোল হইয়া গিয়াছে; তবে যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম, সে কেবল কিছু টাকার জন্য; তুমি বোধ হয় জানো, মেয়ে কয়টিকে সম্ভ্রান্তভাবে সাজাইবার জন্য আমার কত টাকা খরচ হইয়াছে; তাহাদের ভাল ভাল কাপড়, হীরক-রত্নখচিত অলঙ্কার—"

মারকুইস্ বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব আমি জানি; কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, রাজ্ঞী স্বয়ং এ সকল ব্যয় বহন করিবেন।"

শ্রীমতী আওয়েন বলিলেন, "এ জন্য রাজ্ঞী আমাকে আড়াই হাজার গিনী প্রদান করিবার অঙ্গীকার করেন; তন্মধ্যে পাঁচ শত গিনী পূর্ব্বেই তিনি পাঠাইয়াছিলেন; কাল তাঁহার যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে জানিতে পারিয়াছি, অবশিষ্ট দুই হাজার গিনীর জন্য আমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে;

এখন তাঁহার হাতে টাকার বড় অনাটন। রাজ্ঞীর এ একটা ছল মাত্র। তাঁহার যে নজর কত ছোট, তাহা তুমিও জানো, আমারও সে কথা অজ্ঞাত নাই; এ দু হাজার গিনী যে সহজে আদায় হয়, এমন ত আমার বোধ হয় না; এ দিকে পাওনাদারেরা মহা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। একজন জহরতওয়ালাই ত আট শত গিনী পাইবে; দর্জ্জীকেও সাড়ে চারি শত গিনী দুই এক দিনের মধ্যে না দিলেই নয়।"

মার্কুইস্ কিছু অধীরভাবে বলিলেন,"দেখ, এ সকল হিসাব-নিকাশের কথা এখন থাক্। পাওনাদারদিগকে টাকা না দিয়া উপায় নাই; যাহাদের কাছে যে সকল জিনিস লইয়াছ, তাহাদের এক একটা রসীদ যদি আমাকে পাঠাইতে পার, তাহা হইলে রাণীর নিকট হইতে আমি টাকাটা আদায় করিয়া লই; আমার কাছে তিনি কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। টাকা যখন আদায় হয় হইবে, আপাততঃ তুমি দেনা-শোধের জন্য আমার নিকট হইতে দুই হাজার গিনী লইয়া যাইতে পার।"

শ্রীমতী আওয়েন বলিলেন, "আমি ত সেই কথাই বলিতেছিলাম। আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, তাহার উপর এই দুশ্চিন্তা, আমাকে এক গেলাস সরাপ আনিয়া দিবার জন্য যদি অনুমতি কর!"

মার্কুইস্ বলিলেন, "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যুবরাজ আমাকে যে উৎকৃষ্ট মদ্য উপহার দিয়াছিলেন, তাহার আস্বাদন তোমার অজ্ঞাত নহে। সেই মদের এক বোতল এখনও অবশিষ্ট আছে। ব্রকম্যানকে বলিতেছি, সে তোমাকে তাহা আনিয়া দিবে।"

কিন্তু মার্কুইসের হঠাৎ মনে পড়িল, ব্রকম্যানকে তিনি তাহার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহাকে না ডাকিয়া নিজেই মদের বোতলটি আনিয়া শ্রীমতীর হস্তে প্রদান করিলেন; তাহার পর কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমতী একা বসিয়া বোতলটি শূন্যগর্ভ করিতে লাগিলেন।

মদ্যপানের পর শ্রীমতীর প্রকৃতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল, দেহের জড়তা দূর হইল, মনের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নন্দনকাননে বসিয়া তিনি স্বর্গের সুধা পান করিতেছেন।

মার্কুইস্ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মদ্যপানে দেখিতেছি, তোমার বড় উপকার হইয়াছে। তুমি কি অনেকটা সুস্থ হও নাই?"

শ্রীমতী আওয়েন বলিলেন,"আমার বোধ হইতেছে, যেন আমার দেহে নব-

জীবনের সঞ্চার হইয়াছে; তোমার এই দয়ার জন্য আমি তোমার নিকট চির-ঋণী রহিলাম। নানা দুর্ভাবনায় ও দীর্ঘপথ-ভ্রমণে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছি; অবিলম্বেই আমাকে রিচ্‌মণ্ডে যাইতে হইবে।”

শ্রীমতী মাবুকুইসের নিকট হইতে দুই হাজার গিনী পাইলেন বলিয়া এক-খানি রসীদ লিখিয়া দিলেন; মাবুকুইস্ চেক্ লিখিতে বসিলেন; চেক্ লিখিতে লিখিতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, এই চতুর্থবার দুই হাজার গিনী তাঁহার হাত হইতে বাহির হইতেছে; তিনি অস্ফুটস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। শ্রীমতী আওয়েন ইহার কারণ জানিতে চাহিলে মাবুকুইস্ একটা ছল করিলেন; তাঁহার মনের ভাব বলিলেন না। চেক্ লইয়া শ্রীমতী প্রস্থান করিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা, ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে; মাবুকুইস্ তাঁহার পকেট-বহির জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যদি পকেটবহি তিনি ফিরিয়া না পান, তাহা হইলে ঘোর বিপদের কথা। তাহার মধ্যে দুই তিনটি সম্ভ্রান্ত-মহিলার গুপ্ত-লিপি ছিল, সেই সকল পত্রের বিষয় সাধারণের মধ্যে জানাজানি হইলে তাঁহা-দের কলঙ্কে সমাজ পূর্ণ হইবে; এতদ্ভিন্ন তাহার ভিতর যুবরাজেরও দুই এক-খানি গুপ্তপত্র ছিল; অনেক গুপ্ত-বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এমন কথাও তাহাতে লিপিবদ্ধ ছিল; যেরূপেই হউক, পকেট-বহিখানি তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আসা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাবুকুইস সিদ্ধান্ত করিলেন, যে দস্যু তাহা হস্তগত করিয়াছে, সে বা তাহার লোক রাত্রি আটটা বা দশটার সময়ে নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে; রাত্রি বারোটাতেও আসিতে পারে; সে দিন যে কোন সময় আসিবে, এরূপ কথা আছে; কখন্ আসিবে, তাহার নির্দ্দেশ নাই।

যাহা হউক, আশায় বুক বাঁধিয়া, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মাবুকুইস ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন, ভৃত্য উপস্থিত হইলে তাহাকে খাবার দিতে বলিলেন, আহারাদি শেষ করিতে রাত্রি আটটা বাজিল, বসিয়া বসিয়া রাত্রি দশটাও বাজিয়া গেল।

দশটার পর মাবুকুইস্ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অধীরভাবে ঘরের মধ্যে পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, ‘হয় ত দস্যুগণ তাঁহার পকেট-বহির গালা-মোহর ভাঙ্গিয়া সকল গুপ্তকথাই জানিয়া লইয়াছে। তাহারা ত বেশী টাকা আদায়ের ফন্দীতে এ রকম বিলম্ব করিতেছে

না ?' এরূপ কত কথা যে তাঁহার মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই।

ক্রমে ঘড়ীতে এগারটা বাজিল; মার্কুইস অধীরভাবে জানালার নিকট আসিলেন; জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিতে পথপ্রান্তবর্ত্তী গ্যাসালোকে দেখিতে পাইলেন, ভিক্ষুকটা তখনও সেই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলেন,এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে,রাত্রি বারোটা বাজিলে তবে বৃহস্পতি-বার শেষ হইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিয়া গেল; বৃহস্পতি-বারেরও অবসান হইল; মার্কুইস অধীরভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমাকে একেবারে বোকা বানাইয়াছে। রাস-কেলটা আমার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, দেখিতেছি, তদনুসারে কাজ করা তাহার অভিপ্রেত নহে। তাহার সর্ব্বনাশ হউক, আমার কেবল সাবধান হওয়াই সার হইল; আমাকে একেবারে বোকা করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, আর অপেক্ষা করিয়া ফল নাই; পিস্তল দুটা এখন সরাইয়া রাখাই উচিত, চাকর-বাকরেরা দেখিলে হয় ত কি ভাবিবে; তা ছাড়া পিস্তল গুলী-ভরা আছে, কোন দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে।"

এই কথা ভাবিয়া মার্কুইস একটা টব হইতে একটা পিস্তল উঠাইয়া লই-লেন, দ্বিতীয় টবের মুখের ফুলদানীটা সরাইয়া ভিতরে হাত দিলেন, কি একটা নূতন জিনিস হাতে ঠেকিল; তাহা টানিয়া তুলিয়াই তিনি সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এ কি! এ যে আমারই সেই লুণ্ঠিত পকেট-বহি!" দেখি-লেন, তিনি যেমন ভাবে তাহার উপর গালা-মোহর করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভাবেই আছে; কিন্তু পকেট-বহি এখানে কিরূপে আসিল?

মার্কুইস তাঁহার বুকের পকেট হইতে ব্যাঙ্ক-নোটের তাড়া বাহির করিলেন, মুক্তিপণ না লইয়াই কে তাঁহাকে পকেট-বুক ফেরত দিয়া গেল?

মার্কুইস বাতী ধরিয়া টবের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিলেন; পিস্তল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কাহারও কোন চিঠি পত্র কিছুই নাই!

তিনি ঘণ্টা বাজাইয়া সর্দ্দার খানসামা ষ্টিফেন ব্রক্‌ম্যানকে আহ্বান করি-লেন। ব্রক্‌ম্যান আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালে টবের মধ্যে তুমি যখন পিস্তল রাখ, তখন সেখানে আর কিছু দেখিয়াছিলে?" খান-সামা বলিল, "না হুজুর, আমি ভিতরটা ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে কোন জিনিস ছিল না।

মার্কুইস শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,"অদ্ভুত কথা বটে!" সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া তিনি জানালার কাছে আসিলেন; জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বকথিত ভিক্ষুক অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

মার্কুইস মনে মনে বলিলেন, "পুলিসের এই ছদ্মবেশী গোয়েন্দাটিকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এখানে থাকিবার জন্ত ঠিক করিয়াছিলাম, সে তাহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছে।" তাহার পর ব্রক্‌ম্যানের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে যে কথা পূর্ব্বে বলি নাই, তাহা বলিতেছি, শোনো। গত সোমবার রাত্রে যেমন করিয়াই হউক, আমার পকেট-বহিখানি চুরী যায়, চোর কিছু নগদ টাকা পাইলে বহিখানি আমাকে ফেরত দিবে, এরূপ জানায়; আজ তাহার আসিবার কথা ছিল, সে জন্ত আমি পথে একজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে রাখিয়াছিলাম; তোমাকেও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তোমার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম; চোর বা তাহার প্রেরিত লোক টাকা লইয়া বাহিরে গেলেই আমার ইঙ্গিতে তুমি আপনার শার্শি বন্ধ করিতে, আর পুলিসের গোয়েন্দা তাহার অনুসরণ করিত; কিন্তু সব গোল হইয়া গিয়াছে; পকেট-বহিখানি অন্ত উপায়ে আমার হস্তগত হইয়াছে। তুমি এখন যাইতে পার, আমার শুইতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে।"

ভৃত্য প্রস্থান করিলে মার্কুইস্ ভাবিতে লাগিলেন,'ব্রক্‌ম্যান বলিতেছে, সে যখন টবের ভিতর পিস্তল রাখিয়াছিল, তখন তাহার মধ্যে পাকট-বহি ছিল না। তাহার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না? বিশ্বাস না করিবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। চোর-ডাকাতের সহিত তাহার ষড়্‌যন্ত্র না থাকিবারই কথা, আর যদি ষড়্‌যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে সে দু হাজার গিনীর লোভ কি করিয়া ত্যাগ করিল? আজ সমস্ত দিনের মধ্যে চারি জন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, এই ঘরেই দেখা হইয়াছে; তাহারা এখানে থাকিতে থাকিতেই টাকার জন্ত আমি চারিবার এ ঘর ছাড়িয়া গিয়াছি; সেই অবসরে কেহ যে ডাকাতের সাহায্যকারিরূপে পকেট-বহিখানি রাখিয়া গিয়াছে, এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না; ইহাদের কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয় না; তাহা হইলে কে এ কাণ্ড করিল? টাকা না লইয়া যদি বহিখানি ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে দস্যুপতি ত অন্ত উপায়েও তাহা ফেরত দিতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া সে যে উপায় অবলম্বন

করিয়াছে, তাহা আমার নিকট বিষম রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।'

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে মার্কুইস্ তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন; অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রাকর্ষণ হইল বটে, কিন্তু স্বপ্নঘোরেও এই গুরুতর চিন্তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

বিংশ উল্লাস

মঙ্গলবারের পালা

মঙ্গলবারে মার্কুইস লেভিসনের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল,তাহার পর-দিন বুধবারে লণ্ডনে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল,এখানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। এই বুধবারে কর্ণেল মাল্‌পাস কুমারী ব্রিলনীর মন ভুলাইবার চেষ্টায় যাইবেন, এরূপ কথা ছিল।

আজ কুমারীর একেসিয়া-কুটীরে সাজ-সজ্জার বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কুমারীর দাসী জেসিকা তাঁহাকে মনের মত করিয়া সাজাইতেছে; যেরূপ বেশে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখায়, তিনি সেইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন; যেরূপ অঙ্গরাগে তাঁহার বরাঙ্গের শোভাবৃদ্ধি হয়, তাহার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করা হয় নাই; দেহের যে যে স্থানে হীরকালঙ্কার ধারণ করিলে দর্শকগণের দৃষ্টি মুগ্ধ হইতে পারে, তিনি সেই সেই অঙ্গে সেই সকল অলঙ্কারই পরিধান করিলেন। তাঁহার মুখ হাস্যপ্রফুল্ল হইল,চক্ষু দুটি আনন্দে ও কৌতূহলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল ওষ্ঠে প্রস্ফুটিত পদ্মের রক্তিমাভা বিকশিত হইল।

জেসিকা কুমারীকে বড়ই ভালবাসিত। সে তাঁহার পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। ভিনিসিয়া ব্রিলনীর গৃহে কয়দিন হইতে আরও একটি যুবতী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মুখেও বহু প্রশংসাধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল।

এই যুবতীর নাম মিস্ আর্‌বাথনট্। ইনি 'পেনিলোপ' নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি কুমারীর সহচরীর কন্যা।।অর সৃমি বাথনাটের বয়স ২৪।২৫ এর অধিক নহে, মুখখানি সুন্দর। এই যুবতী ইতিপূর্ব্বে দূরস্থ পল্লীগ্রামে কোন আত্মীয়ের গৃহে বাস করিতেন; সম্প্রতি মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে এখানে আসিয়াছেন।

ভিনিসিয়ার সহচরী শ্রীমতী আরবাথনটের বয়স প্রায় ৫০ হইবে, দরিদ্র হইলেও সম্ভ্রান্তবংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বড় অর্থকষ্টে পড়েন, তাঁহার কন্যাটি "পেনিলোপ" নামক পল্লীগ্রামে এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি কোন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধার সহচরীপদে নিযুক্ত হন;

সেই বৃদ্ধার মৃত্যুর পর শ্রীমতীর সহিত কুমারী ভিনিসিয়ার সাক্ষাৎ হয়। ভিনিসিয়া তাঁহাকে সহচরীপদে নিযুক্ত করিয়া গৃহে স্থান দান করেন; সহচরী হইলেও তিনি ভিনিসিয়ার গৃহে কর্ত্রীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার মিষ্টস্বভাব ও উন্নত-চরিত্রের পরিচয় পাইয়া ভিনিসিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, দাসদাসীগণও তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়াছিল।

কুমারী ভিনিসিয়া আজ এত করিয়া সাজসজ্জা করিতেছেন কেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের একটু আগ্রহ জন্মিতে পারে। শ্রীমতী আরবাথনটের বিশেষ পরিচিতা লেডী ওয়েনলক্-নাম্নী একটি সম্ভ্রান্ত-মহিলা কিউ নামক স্থানে তাঁহার গৃহে কুমারী ভিনিসিয়াকে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

লেডী ওয়েনলকের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার অগাধ ধন সম্পত্তি। তাঁহার বাসগৃহ যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ সুসজ্জিত। এই ধার্ম্মিকা বৃদ্ধা অত্যন্ত দানশীলা ও আনন্দের অনুরাগিণী ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবকে সর্ব্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন, সকল বয়সের নরনারী তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদে যোগ দিতেন; সেখানে কাহারও কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিবার কারণ ছিল না।

রাত্রি আটটার পর প্রকাণ্ড একখানি গাড়ীতে চড়িয়া মিস্ ভিনিসিয়া, তাঁহার সহচরী শ্রীমতী আরবাথনট ও পেনিলোপ শ্রীমতী ওয়েনলকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী ওয়েনলক্ স্বয়ং গাড়ী-বারান্দায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন। তখন বহুসংখ্যক নিমন্ত্রিত নরনারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কুমারী ভিনিসিয়ার রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এমন রূপ যেন কখনও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

ঠিক সেই সময়ে কর্ণেল মালপাস লেডী ওয়েলনলকের নিকট আসিয়া কুমারী ভিনিসিয়ার সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, কর্ণেল মালপাসও আজ এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

লেডী ওয়েলনক কর্ণেল মালপাসকে সঙ্গে লইয়া ভিনিসিয়ার নিকটে আসিলেন, সহাস্যে বলিলেন, "মিস্, আমি আপনাকে আমার বন্ধু কর্ণেল মালপাসের জিম্মা করিয়া দিতেছি। যদি তিনি আপনার মনোরঞ্জনে সমর্থ না হন, তাহা হইলে আমি তাঁহার উপর খুব রাগ করিব।"

কর্ণেল মালপাস প্রচুর শিষ্টাচারের সঙ্গে বলিলেন, "আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মভার যদি আমি কোনরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবেন, তাহা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে।"

লেডী ওয়েনলক্ বলিলেন, "সে জন্য আপনি ভাবিবেন না। লোকের মনোরঞ্জন করিবার শক্তি আপনার যথেষ্ট আছে, তাহা আমি জানি।"—ঠিক এই সময়ে আর এক দল নিমন্ত্রিত নরনারী উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

লেডী ওয়েনলক্ প্রস্থান করিলে কর্ণেল মালপাস কুমারী ভিনিসিয়ার দিকে যথানিয়মে তাঁহার দক্ষিণহস্তখানি প্রসারিত করিলেন; কুমারী ভিনিসিয়া তাঁহার দস্তানা-সহিত অঙ্গুলিনিয়োগ দ্বারা অতি লঘুভাবে কর্ণেলের হাত ধরিয়া অদূরবর্ত্তী সুসজ্জিত বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রীমতী আরবাথনট ও পেনিলোপ তাঁহাদের আগে আগে চলিলেন।

চলিতে চলিতে কর্ণেল বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আপনার সঙ্গে যে আজ হঠাৎ এই ভাবে আলাপ হইবে, এ কথা আমি পূর্ব্বে একদিনও ভাবি নাই, হঠাৎ আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

কুমারী ভিনিসিয়া কর্ণেলের সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "এমন চমৎকার বাগান ও বাড়ী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। এ যেন ঠিক স্বর্গের নন্দনকানন, এখানে সকল জিনিসেই সুরুচি ও সুনির্ব্বাচনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।"

কর্ণেল একটু রসিকতা করিবার অভিপ্রায়ে মৃদুহাস্যে বলিলেন, "সুন্দরীই সুন্দর জিনিসের বিচার করিতে পারে।"

মিস্ ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনার কথা বড় মিথ্যা নহে। লেডী ওয়েনলক্ যৌবনকালে বড় সুন্দরী ছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলে এখনও বুঝিতে পারা যায়, তিনি বাড়ীটিকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"

কর্ণেল বলিলেন, "আমার কথার যাহা মর্ম্ম, দেখিতেছি, আপনি তাহা ঠিক বুঝিলেন না; ও কথা যাক্, আমি আপনার সঙ্গে অন্য কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই।"

কুমারী ভিনিসিয়া ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "কি রকম গুরুতর বিষয়? আজ শীত কেমন, কি আজ রৌদ্র হইয়াছিল কি না, এই সবই ত আপনাদের

গুরুতর বিষয় ? আপনাদের উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা দেখিয়াছি, এই সকল বিষয় লইয়াই আলাপ করিয়া থাকেন।”

কর্ণেল বলিলেন, “দেখিতেছি, এই সকল ভদ্রলোকের উপর আপনার বড় ; কিন্তু আপনি অন্যায় কথা বলেন নাই ; কারণ, দেখিয়াছি, যখনই আমরা কোন সম্ভ্রান্তা রমণীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হই, তখনই হঠাৎ হয় ত বলিয়া ফেলি, আজিকার দিনটা আপনার কেমন লাগিতেছে বা ঐ রকম কিছু। যাহা হউক, দেখিতেছি, আপনি একজন খাঁটি সমালোচক। তবে আমি আপনাকে ভরসা দিতেছি, আমি আপনার সঙ্গে যে বিষয়ের আলাপ করিতে চাহিতেছি, তাহা জল-হাওয়া-ঘটিত বিষয় নহে।”

কুমারী ভিনিসিয়া এ কথার কোন উত্তর দিলেন না ; সম্পূর্ণ উদাসীন-দৃষ্টিতে একবার কর্ণেলের মুখের দিকে চাহিলেন।

কর্ণেল বলিতে লাগিলেন, “আপনার সঙ্গে যে আমার আলাপ হইয়াছে, ইহা একটি বিশেষ কারণে আমি সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি। আপনার সম্বন্ধে একটি গুপ্ত-রহস্য আমার জানা আছে।”

কুমারী ভিনিসিয়া একটু কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার সম্বন্ধে কোন গুপ্ত-রহস্য ?”

কর্ণেল কণ্ঠস্বর আরও হ্রস্ব করিয়া বলিলেন,“আপনার বিরুদ্ধে একটি ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে।”

কুমারী ভিনিসিয়া অচঞ্চল-স্বরে উত্তর করিলেন, “মহাশয় ! আমি আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।”

যে সময়ে ভিনিসিয়ার সহিত কর্ণেলের কথা হইতেছিল, সে সময়ে শ্রীমতী আরবাথনট ও তাঁহার কন্যা চলিতে চলিতে ৪০।৫০ হাত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের নিকট আর কেহই ছিল না।

কর্ণেল বলিলেন,“আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলে, ব্যাপারটা কত গুরুতর, তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। ষড়যন্ত্রটি—”

কুমারী ভিনিসিয়া অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, “ষড়যন্ত্র ?”

কর্ণেল বলিলেন, “হাঁ, ষড়যন্ত্র, আপনার বিরুদ্ধে। আপনি যদি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, এ কথা,—কিন্তু ও কি, হঠাৎ পাশের ঐ ঝোপটা নড়িয়া উঠিল কেন ?”

ভিনিসিয়া বলিলেন, “আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই, বিশেষতঃ যদি ওখানে

কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের কথা শুনে, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আপনিই আমাকে গুপ্ত-কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, কেহ শুনিবে বলিয়া যদি আপনার ভয় হইয়া থাকে, আপনি তাহা না বলিলেই পারেন।"

কর্ণেল বিরক্তির ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী! আপনি কি আমার বন্ধুত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছেন না? আমার কথা আগাগোড়া শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিলেই ভাল হয়।"

কুমারী ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনি বলিতে পারেন।"

কর্ণেল বলিলেন, "তবে আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি আমার নিকট যে কথা শুনিবেন তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

কুমারী ভিনিসিয়া অচঞ্চলভাবে বলিলেন, "আপনার কথা শুনিবার পূর্ব্বে এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়ার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।"

এবার আর কর্ণেল তাঁহার বিরক্তি গোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার অহঙ্কারে বড় আঘাত লাগিল; স্ত্রীলোকের প্রকৃতি এমন দৃঢ় হয়, তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের কথা একজন স্ত্রীলোক এমন উপেক্ষার সহিত গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি দেখিলেন, রাগ করিয়া কোন ফল নাই; যেমন করিয়াই হউক, এই সুন্দরীকে হস্তগত করিতে হইবে, সুতরাং ক্রোধ দমন করিয়া তিনি বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আমি আপনার সদাশয়তার উপরে নির্ভর করিলাম, আমার কথা শুনিয়া যদি আপনি বুঝিতে পারেন, তাহা প্রকৃতই গোপনে রাখিবার যোগ্য, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"—অনন্তর কর্ণেল একটু থামিয়া বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, আপনার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর ষড়যন্ত্র হইয়াছে আমার কথা যে সত্য, তাহার উপযুক্ত প্রমাণও আমি আপনাকে দিতে পারি। কয়েকজন অত্যন্ত অধিক ক্ষমতাপন্ন ধনাঢ্য অথচ নীচাশয় ও কামুক লোক আপনাকে হস্তগত করিবার জন্য বাজী রাখিয়াছে, ঘটনাক্রমে এই ষড়যন্ত্রের কথা আমার কর্ণগোচর হয়; তাহা শুনিয়াই এ কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হয়। আমাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে কয়েকজন লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাহারা আমার বিশেষ বন্ধু। আমি কোনও কারণেই তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত

নহি, সুতরাং এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপনে রাখিয়া আমার পরামর্শানুসারে চলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ও কি! ঐ পাশের গাছগুলা খুব বেশী রকম নড়িয়া উঠিল যে! ঐ ডাহিনের দিকে—"

কুমারী ভিনিসিয়া সেই দিকে চাহিয়া লেন, "হাঁ, আমিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। আপনি আমার কাছে আপনার যে গুপ্তকথা বলিতেছেন, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্ভবতঃ আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু এ জন্য আমার কোন অপরাধ নাই। আমাকে কোন্ কথা বলিবার জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ করি নাই।"

ঈষৎ আবেগকম্পিতস্বরে কর্ণেল বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আপনি যে ভাবে কথা বলিতেছেন, তাহাতে এই মনে হয় যে, এ সকল কথা অন্য লোকে শুনিলেও আপনার কোনও আপত্তি নাই। যেন আমি নিজের গরজেই আপনাকে এ সকল কথা বলিতে আসিয়াছি।"

কুমারী ভিনিসিয়া বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "কর্ণেল মালপাস, আমি আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে আমোদিত করিবার অভিপ্রায়ে যে উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার যে কোন মূল্য আছে, ইহা আমি একেবারেই মনে করি না। বোধ হয়, অন্য কোন আমোদজনক কথার অভাবেই আপনি এই উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

কর্ণেল এবার অপেক্ষাকৃত গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন?"

কুমারী ভিনিসিয়া কর্ণেলের মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কথা হইতে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা সরলভাবে বলিতেছি, আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। আপনি আমাকে বলিলেন, আমাকে হস্তগত করিবার জন্য ভদ্রনামধারী কয়জন নীচাশয় ধনাঢ্য লোক ষড়যন্ত্র করিয়া বাজী রাখিয়াছে, তাহাদের দুরভিসন্ধির আপনি যথেষ্ট নিন্দাও করিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে ভুলিলেন না যে, ঐ সকল নীচাশয় লোক আপনার বিশেষ বন্ধু এবং তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করা আপনার পক্ষে কোন কারণেই সম্ভব নহে। আপনার এ কথা হইতে কি বুঝিতে পারা যায়? যে দুরভিসন্ধির আপনি নিন্দা করিতেছেন, হয় আপনি মনে মনে তাহার সমর্থন করেন, না হয়, আপনি সেই দলেরই একজন। কোন প্রকার লাভের আশায় আপনি আপনার সঙ্গী চক্রান্তকারীদিগের প্রতি বিশ্বসঘাতকতা করিতেছেন। এই

দুইটি বিষয়ের মধ্যে যাহাই সত্য হউক, কোনটির দ্বারাই আপনার ভদ্রতা বা সচ্চরিত্রতা প্রতিপন্ন হয় না ; কিন্তু আপনি ভদ্রলোক, সুতরাং আপনার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিতে হইলে আপনার কথাগুলি একটা উপন্যাস ভিন্ন কি মনে করিতে পারি ?”

ক্রোধে কর্ণেলের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন, “মিস্ ত্রিলনী, আমি ভাল ভাবিয়া আপনার নিকট যে গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম, তাহা আপনি এই ভাবে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চান !”

কুমারী ভিনিসিয়া শান্তভাবে বলিলেন, “আমি ত এ কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। আরও, আপনি বলিতেছেন, আমার মঙ্গলের জন্যই আপনি এ কথা বলিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করা না করা আমারই ইচ্ছাধীন।”

এবার কর্ণেল মালপাসের নিজমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি উত্তেজত-স্বরে বলিলেন, “মিস্ ত্রিলনী আপনি আমাকে আপনার শত্রু মনে করিবেন না। আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় আপনার উপকার আছে।”

কুমারী ভিনিসিয়া এবার কর্ণেলের হাত হইতে তাঁহার হাত টানিয়া লইলেন, তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, অধর স্ফুরিত করিয়া কর্ণেলের মুখের উপর একটা তীব্র বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা কহিতে সাহস করিতেছেন ! যদি এখন আমি লেডী ওয়েলনককে এ সকল কথা বলিয়া দিই, তাহা হইলে তিনি কি মনে করিবেন ? ভদ্রলোক হইয়া আপনি যে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহা করিতে পারেন, এ কথা বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।”

কর্ণেল বলিলেন, “মিস্ ত্রিলনী, এ কথা লইয়া হৈ-চৈ করিলে আপনারই দুর্ণাম। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনাকে ভালবাসি, আপনার রূপে আমি চিরবিক্রীত, আমি এই প্রেমের প্রতিদান চাই ; সহজে না হয়, আমাকে বাধ্য হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, আপনাকে লাভ করা আমার জীবনের একমাত্র সংকল্প হইয়াছে। আপনি সুন্দরী, কিন্তু দেখিতেছি, আপনি বড় কঠিন-হৃদয় ; বুঝিতেছি, ও হৃদয়ে দয়া-মায়া স্নেহ-প্রেমের কোন সংস্পর্শ নাই। কিন্তু আমিও স্থির করিয়াছি, আমার সংকল্প হইতে আমি বিচলিত হইব না। যে বজ্রানল-শিখায় ভূধরের শৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই

আমি বিদ্যুতের মালা করিয়া গলায় পরিতে চাই; আপনার ঐ ঘৃণার হাস্য যে দিন প্রেমের হাস্যে পরিণত হইবে, আপনার ঐ উদ্ধত দর্প যে দিন বিনয়ে অবনত হইবে, সেই দিন আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে; সে জন্য যদি আমাকে সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষণকালের জন্য কুণ্ঠিত হইব না; স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য পাপিষ্ঠ লম্পটেরা যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক দুষ্কর্ম্মে আমি প্রবৃত্ত হইব, রাশি রাশি অর্থ,—আমার সর্ব্বস্ব আমা এই সঙ্কল্পসাধনের জন্য ব্যয় করিব। আমি পাপের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিব, আপনার সুনাম নষ্ট করিব, আপনাকে চিরকলঙ্কে নিক্ষেপ করিব, আপনার প্রেমের পত্র জাল করিয়া বন্ধুগণকে দেখাইব,—আপনাকে আমি হস্তগত করিয়াছি,আপনি আমার উপপত্নী হইয়াছেন। আমি কি করিব না করিব, তাহা আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। আমি আপনাকে দুই সপ্তাহ সময় দিলাম; আপনি কি স্থির করেন, তাহা এই সময়ের মধ্যে আমাকে জানাইবেন। যদি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনার মঙ্গল নাই।"

কর্ণেল নীরব হইলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে পৈশাচিক অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার মুখ ম্লান হইল, গণ্ডস্থল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; সম্ভবতঃ হঠাৎ এত কথা বলিয়া ফেলিয়া তিনি ভাল করেন নাই, ইহা বুঝিয়া কিঞ্চিৎ ভীতও হইলেন; কিন্তু এই পৈশাচিক সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ভিনিসিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। ঘৃণায় তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ওষ্ঠ কম্পিত হইল, অচঞ্চল-স্বরে তিনি বলিলেন,"মহাশয়, আপনি আমাকে যে সকল কথা বলিলেন, এই সকল কথাই যদি আমি অবিকল লেডী ওয়েনলকের নিকট গিয়া বলি?"

কর্ণেল বলিলেন, "না মিস্ ত্রিলনী, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনার মত রমণীর সে প্রবৃত্তি হইবে না; ভয়শীলা, কুণ্ঠিতা, দুর্ব্বলপ্রকৃতির স্ত্রীলোক হইলে এ কথা লইয়া সে খুব গোলমাল উপস্থিত করিত; কিন্তু আপনার প্রকৃতি তেমন হয়, আর ইহা প্রকাশ করিয়াও কোন ফল হইবে না। লেডি ওয়েনলক আমাকে সচ্চরিত্র বলিয়াই জানেন; আপনার কথা অসম্ভব বা প্রলাপোক্তি বলিয়া তাঁহার মনে হইবে; আপনাকেই মিথ্যাবাদিনী—"

কুমারী ভিনিসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে মহাশয়, আর আপনার কোন কথা অমি শুনিতে চাহি না। আপনি যথাসাধ্য ভয়প্রদর্শন করি-

য়াছেন, অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু অত্যন্ত ইতরের ' গা মনে করিয়া তাহা আমি কর্ণপাতেরও অযোগ্য মনে করিয়াছি, আমি সত্যই এ কথা কাহাকেও বলিবার অযোগ্য মনে করি। আপনি ভদ্রলোক হইলে এ ভাবে কখনই লেডী ওয়েলনকের আতিথ্যের অপমান করিতেন না। যাহা হউক, আপনি নিজের পরিচয় যথেষ্ট দিয়াছেন, আর আবশ্যক নাই, এখন আপনি এই পথ দিয়া সোজা চলিয়া যান, আমি আমার সঙ্গিনীগণের সঙ্গে মিলিত হইব।”

কর্ণেল মালপাস্ প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলেন, “কিন্তু আমার সঙ্কল্পের কথা আপনি মিথ্যা ভাবিবেন না। যদি আমার হস্তে আপনি আত্মসমর্পণ না করেন, তাহা হইলে আমার প্রত্যেক কথা কার্য্যে পরিণত হইবে।”—কর্ণেল প্রস্থান করিলেন।

ভিনিসিয়া একটু দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কিছু দূরে তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথপ্রান্তস্থ চিরহরিৎ গুল্মের অন্তরাল হইতে একটি মানুষ বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকটি সুদীর্ঘ, জোয়ান, গোঁফ যোড়াটা ঝাঁটার মত মোটা।

কুমারী ভিনিসিয়া চঞ্চল-দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চাহিতেই তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, “আপনি ভীত হইবেন না, আমি আপনাদের সকল কথাই শুনিয়াছি. যদি আপনি সাক্ষী চান, তাহা হইলে—”

কুমারী ভিনিসিয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহা হইলে আমার সাক্ষী কে,তাহা জানিতে চাই।”

আগন্তুক বলিলেন, “আমি গাঁটা দিয়া আপনাদের কথা শুনিয়াছি, এইমাত্র এখানে আমার পরিচয়। কিন্তু যদি আপনি আমাকে কিছু বলিতে চান, তবে ভবিষ্যতে বলিবেন, আমাকে একটু লিখিয়া পাঠাইলেই আপনার সঙ্গে দেখা করিব, এই আমার কার্ড লউন।”

আগন্তুক ভিনিসিয়ার হস্তে একখানি বৃহৎ ও স্থূল কার্ড গুঁজিয়া দিয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী গুল্মান্তরালে অন্তর্হিত হইলেন।

ভিনিসিয়া কিছু কাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর কার্ড-খানির উপর নাম ও ঠিকানা দেখিয়া লইয়া তিনি তাহা বুকের পকেটে ফেলি-লেন, তাহার পর নিমন্ত্রণ-সভায় ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই লেডী ওয়েলনক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিস্

ব্রিলনী, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? কর্ণেল কোথায়? নাচের সকল আয়োজনই হইয়াছে। আপনি নাচিবেন না? অনেকগুলি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে নাচিবার জন্ম লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। আপনার সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিবার জন্ম আমাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ; কিন্তু হঠাৎ আমি বড় অসুস্থ হইয়াছি, এ জন্ম আমি একটু সকাল সকাল বাড়ী যাইতে চাই। কর্ণেল মালপাস্ যে কোথায়, সে খবর আমি আর রাখি না, কোন বিশেষ কারণে তাঁহার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে।"

লেডী ওয়েলনকে এই বিশেষ কারণের যে কোন গূঢ় অর্থ থাকিতে পারে, তাহা ভাবিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে আর খানিকটা থাকিতেই হইবে। অন্ততঃ আপনার সহচরীদের অনুরোধেও আপনাকে থাকিতে হইবে।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনার অনুরোধ রক্ষা না করিলে বড় অশিষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আমার প্রতি আপনার বড় অনুগ্রহ, আপনার অনুরোধে আমি আর খানিকটা থাকিব।"

এই কথা শুনিয়া লেডী ওয়েলনক আনন্দের সহিত বলিলেন, "আমার নিমন্ত্রিতা মহিলাগণের মধ্যে আপনার গৌরবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আজ আপনিই সকলের লক্ষ্য, আজ আপনি না নাচিলে আমার মনের আক্ষেপ দূর হইবে না; আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার ও পেনিলোপের নাচিবার সঙ্গী খুঁজিয়া আনি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেডী ওয়েলনক দুইটি রূপবান্ সুন্দর যুবককে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের এক জনের নাম মাননীয় জর্জ্জ মেক্‌নামারা। স্থির হইল, তিনি ভিনিসিয়ার সঙ্গে নাচিবেন। অন্য যুবকটি অর্থাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট অ্যাপ্‌সিলি পেনিলোপের সহিত নাচিতে সম্মত হইলেন।

মধ্যরাত্রে নৃত্য শেষ হইলে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কুমারী ভিনিসিয়া তাঁহার সঙ্গিনীদের লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একবিংশ উল্লাস

বন্দিনী লুইসা

লুইসা ষ্ট্যানলীর কি হইল, এবার আমরা তাহারই আলোচনা করিব। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, লুইসা রুদ্ধকক্ষে একাকিনী বসিয়া আছেন, যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, অশ্রুহীন চক্ষু শুষ্ক, ভারপূর্ণ হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত, অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া লুইসা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, বাতায়নপথে সূর্য্যালোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সুন্দর প্রভাত, কিন্তু এমন প্রভাতেও লুইসার মন চিন্তাহীন নহে; তিনি বসিয়া বসিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন,--কয়দিন তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইবে, কেন তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে, এ কাহার বাড়ী, কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। গভীর চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল; সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন হইল; প্রৌঢ়া পরিচারিকাটি সেই কক্ষে একটি বাতী জ্বালিয়া দিয়া গেল, তার পর টেবিলের উপর ভোজনদ্রব্য রাখিয়া গেল। লুইসা সমস্ত দিন জলস্পর্শও করেন নাই। তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে এই কারাকক্ষ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়? পরিত্রাণের কোন পথই তিনি দেখিতে পাইলেন না।

হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, ক্যাণ্টারবারীর গীর্জ্জার ধর্ম্মপ্রাণ পাদরী বার্ণার্ড এগুলী তাঁহাকে হস্তগত করিবে বলিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, সেই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরীর ত এ কাজ নয়? তাঁহার নিকট প্রথমে ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু তাঁহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইল না।

ক্রমে তাঁহার মনে পলায়নের চিন্তা এমন প্রবল হইল যে, তিনি তাহার উপায়-নির্দ্ধারণেই ব্যস্ত হইলেন। তিনি যে গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই গৃহের সমস্ত প্রাচীর ও দ্বার-জানালায় পশমের পুরু গদি আঁটা ছিল; ইহাতে এই ফল হইয়াছিল যে, সেই কক্ষমধ্যে তিনি চীৎকার করিলেও তাহা বাহিরের

কাহারও কর্ণগোচর হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য তিনি পশমের গদি খানিকটা অপসারিত করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং ভাবিলেন, এই চেষ্টাতেই যদি তিনি ধরা পড়েন, তাহা হইলে আর তাঁহার অদৃষ্টে কি অধিক লাঞ্ছনা ঘটিবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া লুইসা একখানি ছুরী লইয়া দেয়াল হইতে গদি কাটিতে আরম্ভ করিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকখানি দেয়াল পরিষ্কার হইয়া গেল। কক্ষটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশম-স্তবকে পরিপূর্ণ হইল। পরিশ্রান্ত হইয়া লুইসা এক গেলাস জল পান করিলেন। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল।

জলপান করিয়া লুইসা আবার ছুরী লইয়া দেয়ালের কাছে উপস্থিত হইলেন; প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া আরও অনেকখানি স্থানের গদি অপসারিত হইলে প্রাচীরগাত্রে একটি ক্ষুদ্র দ্বার তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি টেবিলের নিকট আসিয়া ব্যগ্রভাবে বাতীটি উঠাইয়া লইলেন এবং দ্বারের নিকট গিয়া দীপালোকে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বারটি ভিতরের দিকেই রুদ্ধ; কিন্তু তাহার চাবী সেখানে ছিল না; তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, ছুরীর অগ্রভাগ তালার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চাবী খুলিবার চেষ্টা করিলেন; এই চেষ্টায় তাঁহার হাত দুই তিন স্থানে কাটিয়া গেল।

অনেক চেষ্টার পর যখন তালা কিছুতেই খুলিল না, তখন তিনি তালার উপরকার স্ক্রুগুলি ছুরীর সাহায্যে খুলিতে চেষ্টা করিলেন। শেষ স্ক্রুটি যখন খোলা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে ঢং ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘড়ী বাজিয়া উঠিল; রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর শব্দে বুঝিলেন, ইহা ক্যাণ্টারবারীর গীর্জ্জারই ঘড়ী। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহার এই কারাগৃহ ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্রী বার্ণার্ড এণ্ডলীর ভিন্ন আর কাহারও নহে।

কম্পিত-হস্তে বাতী ধরিয়া লুইসা ধীরে ধীরে দরজাটি খুলিয়া ফেলিলেন; তার পর সেই দরজার ভিতর দিয়া বাহির হইয়াই আর একটি শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষে আসিয়াই তাঁহার মনে হইল, এ সকল কক্ষ দ্বিতলে অবস্থিত।

এই কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একটি সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলেন। এই কক্ষে তিনটি দ্বার, একটি দ্বার খুলিয়া তিনি আর একটি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, হয় তো জুতার শব্দ হইতে পারে, তাই জুতা খুলিয়া তিনি

অগ্রসর হইলেন, আর একটি কক্ষে আসিয়া পড়িলেন। এ কক্ষেও তিনটি দ্বার, তিনটি দ্বারই রুদ্ধ। বাতীটি ধরাইয়া দেখিলেন, ইহার এক প্রান্তে জানালা আছে, জানালার খড়খড়ি তুলিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, আশেপাশে চারিদিকে অনেকগুলি ঘর, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহা গীর্জ্জা বলিয়া চিনিতে পারিলেন ;—বুঝিলেন, তিনি এই গীর্জ্জাতেই পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্রী কর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছেন।

খড়খড়ি বন্ধ করিয়া সোপানশ্রেণী অবলম্বন পূর্ব্বক লুইসা নীচে নামিয়া আসিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, নিম্নতম প্রকোষ্ঠে একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, দ্বারটি অর্দ্ধমুক্ত। এই দৃশ্যে তিনি হঠাৎ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই, ফিরিয়াই বা ফল কি? সাহসে ভর করিয়া যে পথে তিনি চলিতেছিলেন, সেই পথেই অগ্রসর হইলেন।

লুইসা সর্ব্বনিম্নতলস্থ সোপানের সন্নিকটে আসিয়া একবার স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, অতি সাবধানে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেই বুঝিতে পারিলেন, এই আলোকোজ্জ্বল কক্ষটি রন্ধনশালা। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যদি পাচকেরা এখনও এ কক্ষে থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। লুইসা সাহসে ভর করিয়া জুতা-জোড়াটি হাতে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, পরিচারকবর্গের কেহই সে কক্ষে নাই। তিনি অতি ধীরে ধীরে রুদ্ধনিশ্বাসে মর্ম্মর-প্রস্তরের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি সুসজ্জিত ভোজনাগারের দ্বার উন্মুক্ত। টেবিলের উপর নানা প্রকার ফল-মূল ও খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত আর তাঁহার পাদ্রী সাহেব একখানি চেয়ারে বসিয়া নতমস্তকে কি পাঠ করিতেছেন। মদ্যপানে তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিতাভ।

লুইসা দ্বিতীয়বার সে দিকে না চাহিয়া লঘুপদে একেবারে সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু বিস্ময় ও ক্ষোভের সহিত দেখিলেন, সদর-দরজা রুদ্ধ —তালার চাবী সেখানে নাই! সেই রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া লইলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, পাদ্রী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া দয়া ভিক্ষা করিবেন ; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক ; সুতরাং বহির্গমনের আর

কোন উপায় আছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর তিনি সেই বৃহৎ হল অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। তিনি বুঝিলেন, চাকরেরা বিশ্রাম করিতে গিয়াছে; তখন গভীর রাত্রি।

এই ঘরের এক প্রান্তে সঙ্কীর্ণ কাঠের সিঁড়ি ছিল; বাতী জ্বালিয়া তিনি সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলেন; যেখানে নামিলেন, তাহার অদূরেই প্রাঙ্গণে যাইবার একটি দ্বার দেখিতে পাইলেন। সেই পথে তিনি অগ্রসর হইবেন, এমন সময়ে উপরের সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ করিয়া কাহার পদশব্দ হইল; তিনি কম্পিতবক্ষে রুদ্ধনিশ্বাসে ক্ষণকাল সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার পদ-দ্বয় যেন ভূমিতলে প্রোথিত হইল; তাহার পর-মুহূর্ত্তেই তিনি শুনিলেন, ধর্ম্ম-প্রাণ পাদ্‌রী বার্ণার্ড সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিতেছেন, "সুন্দরী লুইসা, আমার জীবনের একমাত্র আরাধ্যা লুইসা, এত দিনে আমি তোমাকে হাতে পাইয়াছি।"

লুইসা আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, এক লম্ফে দ্বার অতিক্রম করিয়া গীর্জ্জার চত্বরভূমিতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিন দিকে উচ্চ প্রাচীর, যে দিকে উন্মুক্ত, সে দিকে কতকগুলি সোপান, এই সোপানশ্রেণী যেন ধীরে ধীরে ভূগর্ভে অবতরণ করিয়াছে। লুইসা স্থির করি-লেন, এই পথে অগ্রসর হইয়াই তিনি কোন গুপ্ত স্থানে প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন; প্রভাতে গীর্জ্জার প্রাঙ্গণদ্বার উন্মুক্ত হইলে তিনি বাহির হইয়া যাইবেন।

দ্বাবিংশ উল্লাস

---*---

উদ্ধারকারিণী তুমি কে ?

পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত গুহাতুল্য স্থান দিয়া অনেক দূর অতিক্রম করিয়া দীপহস্তে লুইসা এক স্থানে দাঁড়াইলেন ; তার পর বাতীটা নামাইয়া রাখিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ রোদনের পর তাঁহার চিত্ত অপেক্ষাকৃত সংযত হইল ; তিনি বুঝিলেন, প্রভাতের আর বিলম্ব নাই ; ভৃত্যেরা অবিলম্বেই আসিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিবে ; তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া তিনি কিরূপে রাজপথে উপস্থিত হইবেন, তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। হঠাৎ মনে পড়িল, যদি তাঁহাকে আবার সেই ধর্ম্ম-প্রাণ পাদ্রীর হস্তে পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। তিনি ভীতভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন, আবার যেন কাহার পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ; তিনি বসিয়া ছিলেন, লাফাইয়া উঠিলেন ; বিস্ফারিতনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; পদধ্বনিও আর শুনিতে পাওয়া গেল না। চক্ষু মুদিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি যে আর চলিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।" কিয়ৎকাল তিনি চক্ষু মুদিত করিয়াই বসিয়া রহিলেন। তার পর যখন চাহিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার প্রণয়লিপ্সু ধর্ম্ম-প্রাণ পাদ্রী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

পাদ্রীপুঙ্গব লুইসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ বালিকা, তুমি এ কি কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছ ?"

কিন্তু লুইসার কর্ণে এ কথাগুলি প্রবেশ করিল না। পাদ্রীকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন ; পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই বুঝিয়া তিনি উভয় হস্তে একটি স্তম্ভ জড়াইয়া ধরিলেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য এই ধর্ম্ম-প্রাণ পাদ্রী মহোদয়ের সম্বন্ধে এখানে আমাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। লুইসাকে হস্তগত করিবার জন্য একটা বেদের মেয়েকে তিনি অর্থ দ্বারা বশীভূত করেন। তিনি

তাহাকে বলিয়া দেন, লুইসাকে কোথায় কি অভিপ্রায়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা যেন কোন প্রকারে তাঁহাকে জানিতে দেওয়া না হয়। যে গৃহে লুইসা আবদ্ধা ছিলেন, পাদ্‌রী মহোদয় সেইখানেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার খাদ্যদ্রব্যে মত্ততাজনক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ লুইসা সেখানকার কোন খাদ্য-দ্রব্যই স্পর্শ করেন নাই; চা খাইবার সময় তাঁহাকে যে কাফি পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও উগ্র মাদক-দ্রব্য-মিশ্রিত। কিন্তু লুইসা তাহাও পান করিতে সম্মত হন নাই। তাহার পর লুইসাকে এক প্রকার মিষ্ট সরবৎ খাইতে দেওয়া হয়, সে সরবৎও মাদক-মিশ্রিত। লুইসা তাহা স্পর্শও করেন নাই; তিনি কেবল এক গেলাস শীতল জল পান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে মাদক-দ্রব্য মিশ্রিত ছিল না। কারণ, ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝিয়াছিল, শীতল জলে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য মিশাইয়া দিলে ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্র লুইসা তাহার স্বাদবিকৃতি বুঝিতে পারিবেন। পাদ্‌রীপুঙ্গব মনে করিয়াছিলেন ক্ষুধার উত্তেজনায় লুইসা কিছু না কিছু খাইবেনই; সুতরাং কতক্ষণে তাঁহার মত্ততা উপস্থিত হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় তিনি মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত টেবিলের ধারে বসিয়া ছিলেন; সুরাপানে তিনিও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; এ অবস্থায় লুইসা কারাপ্রকোষ্ঠের অভিমুখে উঠিয়া যাইতে যাইতে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে পাঠকের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কারা-প্রকোষ্ঠের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিলেন, পাখী শিকল কাটিয়াছে! তাঁহার ক্রোধ অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মাদকদ্রব্য-সেবনের পর লুইসা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন। তার পর চৈতন্যোদয় হইতে না হইতেই তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিবেন। লুইসা জানিতেও পারিবে না, কে তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে। এমন কি, যদি তাঁহার উপর সন্দেহও হয়, তাহা হইলে লুইসার সে সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় থাকিবে না। তিনি মহাধার্ম্মিক পাদ্‌রী, সহস্র সহস্র পাপী লোককে খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে স্বর্গ-রাজ্যের কাছাকাছি পাঠাইয়া দেন, তাঁহার সততায় কে সন্দেহ করিতে পারে?

কারাকক্ষে লুইসাকে না দেখিয়া পাদ্‌রী মহোদয় ব্যতিব্যস্তভাবে লুইসাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এই গীর্জ্জা-গহ্বরে উপস্থিত হইয়াছেন। লুইসা তাঁহার

কথার কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া পাদ্‌রী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাও নাই ?"

লুইসা উন্মাদিনীর ন্যায় বলিলেন, "মহাশয়, আমার হাত ছাড়ুন ?"

পাদ্‌রী হাত না ছাড়িয়াই মদবিহ্বলনেত্রে স্খলিতস্বরে বলিলেন, "লুইসা, প্রাণের লুইসা, আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে ক্ষমা কর।"

লুইসা উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এই ব্যবহার পিশাচের ব্যবহার অপেক্ষাও হেয়।"

পাদ্‌রী সাহেব বলিলেন, "সুন্দরি, ক্রোধ ত্যাগ কর। তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে এসো। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেই আমি তোমাকে অত্যন্ত সাবধানে ও বিশেষ যত্নের সহিত তোমার বাড়ী পাঠাইয়া দিব।"

লুইসা উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "না মহাশয়, আপনার এত অনুগ্রহের আবশ্যক নাই; রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু আমি এখানেই কাটাইয়া দিব। যদি এখানেও আপনি আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন, তাহা হইলে আমি এমন চীৎকার করিব যে, পাড়ার লোক সকলেই জাগিয়া উঠিবে।"

এই কথায় পাদ্‌রী মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন, "নির্ব্বোধ বালিকা! দেখিতেছি, তুমি আমাকে শেষ উপায় অবলম্বনে বাধ্য করিবে। এ স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন, লোকালয় দূরে অবস্থিত, এখানে তুমি চীৎকার করিলে তাহা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে না। আমি সংকল্প স্থির করিয়া আসিয়াছি। আমার মান-সম্ভ্রম, আমার চরিত্র, আমার জীবন পর্য্যন্ত তোমার ঐ সৌন্দর্য্যের পদমূলে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। সুন্দরি, তুমি আমাকে ভজনা কর, এই পৃথিবী ও স্বর্গরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর, জীবন-মরণের একমাত্র দেবতা, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। ইহলোকে তোমার সুখ ও পরলোকে তোমার মুক্তি অব্যর্থ হইবে।"

লুইসা কম্পিতস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পাপলালসার সহিত ঈশ্বরের পবিত্র নাম জড়াইবেন না; আপনি যদি আমার প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া এখনও আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, একজন লোকের নিকট আমি কোন কথা গোপন করিতে পারিব না। তাঁহার নিকট আমাকে সকল কথা প্রকাশ করিতেই হইবে।"

পাদ্রী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সে কে, তাহা আমি বুঝিয়াছি ; আমার প্রতিদ্বন্দ্বী. তোমার প্রণয়ী জোসেলিন্ লক্‌তনকে তুমি এ কথা বলিবে। ইহাতে কি ফল হইবে ? আমার ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই ক্ষুদ্রশক্তি নগণ্য যুবককে উত্তেজিত করিয়া কি ফল লাভ করিবে ? লাভ এই হইবে যে, তাহার মনের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে, অপমানের বিষে সে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকিবে।"

লুইসা বলিলেন, "তা হউক, আমি তাঁহার নিকট আমার কোন কথা, কোন চিন্তা গোপনে রাখিব না। তবে আমার বোধ হয়, আপনি যদি আমার প্রতি কোন অত্যাচার না করেন, তাহা হইলে তিনি জনসমাজে আপনার কলঙ্ক প্রচার না করিতেও পারেন।"

পাদ্রী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি, তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ ? আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি এখনই এইখানে জানু নত করিয়া উপবেশন কর, ঈশ্বরের শপথ করিয়া বল, তুমি আমার আদেশ পালন করিবে।"—পাদ্রীর মুখমণ্ডল পৈশাচিকভাব ধারণ করিল।

লুইসা সেইখানে জানু পাতিয়া বসিলেন, তাহার পর উভয় হস্ত সংযোজিত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন।"

পাদ্রী পৈশাচিক হাস্যে উত্তর করিলেন, "দয়া আমি করিতে পারি না। আমার শরীরে দয়া নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, অবিলম্বে সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও।"

লুইসা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সবেগে বলিলেন, "তবে এইখানে আপনি আমাকে বধ করুন ; আপনার আদেশ আমি পালন করিতে পারিব না।"

পাদ্রী বলিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে সেই কারাপ্রকোষ্ঠে পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেখানে আমি তোমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিব।"—এই কথা বলিয়া পাদ্রী উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উভয় হস্তে লুইসাকে জড়াইয়া ধরিলেন। লুইসা কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে শব্দ শূন্যে বিলীন হইতে না হইতেই পাদ্রী সবলে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর পাদ্রী লুইসাকে শূন্যে তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত একটি দীর্ঘ রমণীমূর্ত্তি নিঃশব্দে স্তম্ভের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

"সয়তানি, তুই এখানেও আসিয়াছিস্?"—এই কথা বলিয়া, পাদ্‌রী লুই-সাকে সবলে সেইখানে নিক্ষেপ করিয়া ব্যগ্রভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।"

গৃহতলে এই ভাবে নিপতিত হইয়া লুইসার মস্তকে বড় আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

* * * * * * *

লুইসার যখন চৈতন্য হইল, তখন তিনি দেখিলেন, একটি গৃহকক্ষে উত্তপ্ত শয্যায় তিনি শায়িত রহিয়াছেন। সেই কক্ষে একটিমাত্র বাতী জ্বলিতেছে। ব্যগ্রদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ তাঁহার নিজেরই কক্ষ। তাঁহার মস্তকের আঘাতজনিত বেদনা তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি তাঁহার হাতখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া ললাটে স্থাপন করিলেন; বুঝিতে পারিলেন,কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। কে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল? এতক্ষণ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি সত্য, না স্বপ্ন? স্বপ্নের মত হইলেও সকল ঘটনাই যেন সত্য বলিয়া তাঁহার মনে পড়িল; কিন্তু কিরূপে তিনি উদ্ধার লাভ করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

লুইসা এই সকল কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা মেরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তিনি জাগিয়াছেন দেখিয়া সে তাঁহার নিকটে আসিল। তাহার পর তাঁহার উভয় হস্ত ধরিয়া গভীর-স্নেহে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মেরী লুইসাকে বড়ই ভালবাসিত।

লুইসা মেরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কতক্ষণ বাড়ী আসিয়াছি? কেমন করিয়া আসিলাম?"

মেরী গাঢ়স্বরে বলিল, "প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে অচৈতন্য অবস্থায় আপনি এখানে আনীত হইয়াছেন। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।"

লুইসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসীমাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই, তিনি কেমন আছেন?"

মেরী বলিল, "যেমন থাকেন; তবে আপনার হঠাৎ অন্তর্ধানে তিনি বড ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি হয় নাই।"

লুইসা ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেরী, আমার নামে কোন চিঠিপত্র আসিয়াছে?"

মেরী বলিল, "হ্যাঁ, একখানা পত্র আসিয়াছে।"—মেরী পত্রখানি আনিয়া

লুইসার হাতে দিল এবং যাহাতে তিনি পত্রখানি পড়িতে পারেন, এজন্য বাতীটা বিছানার কাছে লইয়া আসিল।

শিরোনামা দেখিয়াই লুইসা জোসেলিনের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলেন। তাঁহার মলিন মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল; বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল; পত্রখানি খুলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন :—

"পিয়াজা হোটেল, কন্‌ভেণ্ট গার্ডেন,
১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, সন্ধ্যাকাল।

প্রিয়তমা লুইসা,

আমি লণ্ডনে আসিয়া পৌছিয়াছ; ডাকের আর অধিক সময় নাই; ইহার মধ্যেই তোমাকে দুই চারি ছত্র লিখিতে পারিব। তোমার দেবী-মূর্ত্তি আমার অন্তরে দিবারাত্রি সমভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কাল ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে আমি তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইব, তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর তোমাকে আবার পত্র লিখিতেছি। আগামী শুক্রবার নিতান্ত না পারি, শনিবার নিশ্চয়ই ক্যাণ্টারবারীতে ফিরিয়া যাইব।

তোমার একান্ত স্নেহের
জোসেলিন লক্‌তস্।"

পত্রখানি শেষ করিয়া লুইসা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহার পর মেরীকে বলিলেন, "মেরী, আমি তোমাকে আমার হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ বলিতেছি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। মঙ্গলবার রাত্রে আমার হঠাৎ অন্তর্ধানের পর কেহ কি সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন সংবাদ দিয়াছিল? কি উপায়ে আমাকে এখানে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহাও আমি জানিতে চাই।"

মেরী বলিল, "সে সকল কথাই আমি আপনাকে বলিতেছি। মঙ্গলবার দিন রাত্রে আমাদের ঘড়ীতে যখন ঠিক দশটা বাজিয়াছে, সেই সময়ে আমার মনে হইল, বাগানে আপনার এত রাত্রি হইতেছে কেন? আপনি ত এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে থাকেন না, ঠাণ্ডা লাগিয়া পাছে আপনি কষ্ট পান, এই ভয়ে আমি ভীত হইলাম। আমি আর ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, আপনার সন্ধানে বাগানে বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু কোথাও আপনাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিল। আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম; তথাপি আমার মনে হইতে লাগিল, হয় ত আপনি পথ

বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। এই ভাবে আরও তিন কোয়ার্টার চলিয়া গেল, এমন সময়ে কোথা হইতে একটা বুড়ী আসিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত, দেখিয়াই বুঝিলাম, সে বেদের মেয়ে। সে আমাদের সদর-দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,'আমি মিস্ লুইসা ষ্ট্যান্লীর নিকট হইতে খবর লইয়া আসিয়াছি। তিনি মিষ্টার লকৃতসের কোন আত্মীয়ার বাড়ীতে দুই তিন দিনের জন্য বাস করিবেন বলিয়া গিয়াছেন, সে স্থান এখান হইতে অধিক দূর নহে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তোমরা ভীত হইও না।' এই কথা বলিয়াই বুড়ী ছুটিয়া চলিয়া গেল। কথাগুলি শুনিলাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কারণ, কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ এ ভাবে দুই তিন দিনের জন্য চলিয়া যাওয়া যে আপনার স্বভাববিরুদ্ধ, তাহা আমি জানি। যাহা হউক, কি যে করিব, তাহা তখন ভাবিয়া পাইলাম না। রাত্রের মধ্যে একবারও চক্ষে ঘুম আসিল না। কাল সমস্ত দিনও বড় দুশ্চিন্তায় গিয়াছে। আজ রাত্রে আর বিছানায় শুইতেই প্রবৃত্তি হইল না, সমস্ত রাত্রি ঘর-বাহির করিতে লাগিলাম। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে সদর-দরজার দিকে একখানা গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইলাম। আপনি আসিতেছেন ভাবিয়া আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম, গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলাম, গাড়ীর মধ্যে আপনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। গাড়ীর মধ্যে একটি ভদ্রলোক ও একটি স্ত্রীলোককে দেখিলাম। তাঁহারা বলিলেন, 'হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় ইনি কিছু আহত হইয়াছেন।' তাঁহারা আর কি বলিলেন, তাহা আমার মনে নাই। আমার মন তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। গাড়ীর ভিতর যে স্ত্রীলোকটি ছিলেন, তাঁহাতে ও আমাতে ধরাধরি করিয়া আপনাকে ঘরে লইয়া আসিলাম। আপনার পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া মাথায় বাতাস দিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকটি গালা-মোহর-করা একখানি চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'তোমার মনিবের যখন জ্ঞান হইবে, তখন তাঁহাকে এই পত্রখানি দিও ও খুলিয়া পড়িতে বলিও।' তার পরই তাঁহারা দুই জনে সেই গাড়ীতে চলিয়া গেলেন।"

লুইসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গালা-মোহর-করা পত্র আমাকে পড়িবার জন্য দিয়াছে? কোথায় সে পত্র, দেখি?'—মেরী পত্রখানি লুইসার হস্তে দিল।

পত্রখানি লইয়া লুইসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে স্ত্রীলোকটি আমাকে রাখিতে আসিয়াছিল, তাহার পোষাক কি রকম?"

মেরী বলিল, "ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ; মুখের উপর আবরণ থাকায় আমি তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট। কথা শুনিয়া বোধ হইল যেন, বড় দয়ার শরীর।"

লুইসা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিল, তাহাকে কিরূপ দেখিলে?"

মেরী বলিল, "আমি তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই। লোকটি গাড়ীর মধ্যেই বসিয়া ছিল। তবে তাহার যে দুই একটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, কোন কারণে লোকটি যেন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।"

আর কোন কথা না বলিয়া লুইসা সেই পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন:—যে রমণী মিস্ লুইসা ষ্ট্যান্লীকে ঘোর অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি অত্যাচারীকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তিনি আশা করেন, মিস্ লুইসা এ বিষয় লইয়া অতঃপর কোন প্রকার আন্দোলন করিবেন না। কিংবা এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলিবেন না। এই অপরিচিতা নারীর নিকট যদি তিনি কিছুমাত্রও কৃতজ্ঞ থাকেন, তাহা হইলে এ অনুরোধ রক্ষিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। মিস্ লুইসা এ কথাও নিশ্চয় জানিবেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছিল, সে আর কখনও তাঁহার প্রতি অত্যাচারের চেষ্টা করিবে না। এ বিষয়ে তাঁহার ভয় অনাবশ্যক।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া লুইসা মনে মনে বলিলেন, "এই দয়াবতী মহিলার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমার দাসীকে ও আমার প্রিয়তম জোসেলিনকে না বলিলে চলিবে না।"

লুইসা ধীরে ধীরে মেরীকে তাঁহার বিপদের সকল কথা বলিলেন। মেরী নির্ব্বাক্‌ভাবে সকল কথা শুনিলে লুইসা তাঁহার উদ্ধারকর্ত্রীর অনুরোধটি তাহাকে জানাইয়া এ কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিতে নিষেধ করিলেন। লুইসার মস্তকের আঘাত গুরুতর হয় নাই, ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হইলেন।

———

ত্রয়োবিংশ উল্লাস

জেকব আইল্যাণ্ড

লণ্ডন কুবেরের সহর, এখানে ধনের সীমা নাই, অনন্ত ঐশ্বর্য্য চারিদিক্ হইতে অজস্রধারে উথলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু এই লণ্ডনেই এমন স্থান আছে, যাহা দারিদ্র্যের চিরবিচরণ-ক্ষেত্র। যেখানে শত শত অনাথা নরনারী দারিদ্র্যের বিষম তাড়নায় নিষ্পেষিত হইয়া অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে সকল স্থানকে নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু লণ্ডন হইতে কিছু দূরে জেকব আইল্যাণ্ড বলিয়া যে স্থান আছে, সে স্থানটির তুলনায় এই সকল স্থানকেও স্বর্গ নামে অভিহিত করা যায়।

এই জেকব আইল্যাণ্ডে কোন উৎকৃষ্ট অট্টালিকা দেখিবার আশা নাই। বহুদূর লইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্‌টির মত একতালা ঘর আছে। এই সকল গৃহের তলদেশ মৃত্তিকার, সাধারণ সমতল অপেক্ষাও নীচু; পশ্চাতে নরককুণ্ড অপেক্ষাও দুর্গন্ধময় নর্দ্দামা; এই সকল নর্দ্দামা হইতে নিরন্তর দূষিত বাষ্প উঠিয়া এই পল্লীর অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। ইহারা যে জল পান করে, তাহাও দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থে পূর্ণ। যে জলে তাহারা কাপড় কাচে, ময়লা পরিষ্কার করে, সেই জলই তাহাদের রন্ধনের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং পিপাসার সময় তাহাই তাহারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত।

আমরা যে নর্দ্দামার কথা উল্লেখ করিয়াছি, একটি জলনালী দ্বারা টেম্‌স্ নদীর সহিত তাহার যোগ আছে; এই জলনালী একটি কাগজের কলওয়ালার ইজারা আছে। এই পয়োনালাটি এরূপ গভীর যে, টেম্‌সের জল জোয়ারের সময়ে ইহার ভিতর অনর্গলধারায় প্রবেশ করিলেও ইহাকে পূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্দ্দামার ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জেকব আইল্যাণ্ডের ঘরগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার; এত ক্ষুদ্র যে, কোন দীর্ঘদেহ মনুষ্য এই সকল ঘরের মধ্যে দাঁড়াইলে ছাদে মস্তকস্পর্শ হয়। দৈবাৎ দুই একটি দ্বিতল গৃহ থাকিলেও প্রায় কোন গৃহেরই সিঁড়ি নাই। কাষ্ঠনির্ম্মিত অপ্রশস্ত সোপান দ্বারা দ্বিতলে উঠিতে বা সেখান হইতে নীচে নামিতে হয়।

জেকব আইল্যাণ্ডের লোকেরা যে অত্যন্ত দরিদ্র ও অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহা বলিয়াছি। নৈতিক হীনতা কঠোর দারিদ্র্যের নিত্য-সহচর; সুতরাং এই স্থানের লোকেরা যে পশুপ্রকৃতি হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, এখানে কাহারও মুখ প্রফুল্ল নহে; কাহারও দেহে স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; সকলেই শীর্ণ, বিবর্ণ, রোগাতুর। তাহাদের শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন মলিন বস্ত্রের অন্তরাল হইতে অভাব, অসন্তোষ ও রোষ যেন সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বালক-বালিকা-দিগের অবস্থা আরও শোচনীয়; উপযুক্ত আহারাভাবে একে ত তাহাদের দেহ তাহাদের বয়সের অনুপাতে বাড়িতে পায় না, তার পর জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই তাহারা রোগাক্রান্ত। অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ভিন্ন ইহাদের অন্য উপায় নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লেডী ওয়েল্‌নকের বাড়ীতে যে সান্ধ্যভোজের কথা আলোচনা করিয়াছি, তাহা বুধবারে সংঘটিত হয়। সেই দিন রাত্রি একটার সময় আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ছুরী-শাণওয়ালা মিল ষ্ট্রীট হইতে জেকব আইল্যাণ্ডের দিকে যাইতেছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝুল ও কালিতে আচ্ছন্ন; তাহার শাণ-যন্ত্রটি এ সময় সঙ্গে ছিল না।

জেকব আইল্যাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র গৃহের নিকট সে আসিয়া দাঁড়াইল। সদর-রাস্তা ও এই গৃহের সম্মুখভাগের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্দ্দামা চলিয়া গিয়াছে। এই ব্যবধান দূর করিবার জন্য একটি কাঠের পাটাতন দ্বারা নর্দ্দা-মার উপরিভাগ আচ্ছাদিত। শাণওয়ালা সেই পাটাতনের উপর উঠিতেই তক্তাখানি মড় মড় করিয়া উঠিল। তখন সে সেখান হইতে ফিরিয়া কিছু দূরে গিয়া একটি কাঠের সাঁকোর উপর উঠিল এবং সাঁকোর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বামপার্শ্বের ঘরগুলির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

চন্দ্র তখন আকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল, আকাশে মেঘের সংস্পর্শও ছিল না; সুতরাং উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল; সেই মুক্ত চন্দ্রালোকে কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেলবদ্ধ নর্দ্দামা একটি বিশালদেহ অজগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

শাণওয়ালা কিছু কাল সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া হঠাৎ শুনিতে পাইল, একটি বাড়ীর ভিতর হইতে উচ্চ অট্টহাস্য উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইল; তার পরই কতকগুলি মোটা গলায় সমস্বরে গান আরম্ভ হইল।

শাণওয়ালা খুসী হইয়া মনে মনে বলিল, "দেখিতেছি, পাখীর ঝাঁক এইখানেই আড্ডা লইয়াছে। আমার আন্দাজ বড় মিথ্যা হয় নাই।" শাণ-ওয়ালা সাঁকোর উপর হইতে নামিয়া, যে বাড়ীটার দিকে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, সেই বাড়ীর দরজায় আসিয়া ধাক্কা দিল। ভিতর হইতে একজন মোটা গলায় হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "কে হে তুমি?"

শাণওয়ালা বলিল, "আমি টি, বি, ব্লেড্‌স্; ছুরী-কাঁচি-শাণওয়ালা।"

মোটা গলার লোকটি ভিতর হইতে বলিল, "তোমাকে ত আমি চিনি না। তুমি চাও কি?"

শাণওয়ালা বলিল, "জেরিমীর সঙ্গে আমার গোটাকতক বড় দরকারী কথা আছে; খবর পাইয়াছি, সে এখানেই আছে।"

"আচ্ছা, একটু দাঁড়াও" বলিয়া ভিতরের লোকটি ধুপ্ ধুপ্ শব্দ করিতে করিতে কোথায় গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ীর সদর-দরজা খোলা হইল। একটা ভয়ানক জোয়ান ডাকাতের মত চেহারার লোক একটা জ্বলন্ত বাতী হাতে লইয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ছুরী-শাণওয়ালা ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে মূলার মত দন্ত বাহির করিয়া সহাস্যে বলিল, "কি হে মিষ্টার বেঙ্কল্? তুমি যে! খবর ভাল ত?"

উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলে দরজাটা সাবধানে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর শিকল বন্ধ করিয়া বাড়ীওয়ালা তাহার বাতীটা শাণওয়ালার মুখের কাছে উঁচু করিয়া ধরিল এবং সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ত তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কোথায় বল দেখি?"

শাণওয়ালা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি ত বড় মজার লোক হে! তোমার মত এমন একটা নামজাদা আদমীকে আমার মত একটা হত-ভাগা ভূত চিনিতে পারিবে না?"- এই কথা বলিয়া সে দশ পনেরটি অদ্ভুত স্থানের নাম বলিল অর্থাৎ সেই সকল স্থানে তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে।

মিষ্টার বেঙ্কল্ বলিল, "হাঁ, তুমি যে সকল স্থানের নাম বলিলে, ও সকল স্থানে ভদ্রলোকের গতিবিধি আছে বটে, কিন্তু বো-ষ্ট্রীট-পুলিসের চরেদেরও যে গতিবিধি নাই, এ কথা বলা যায় না।"—এই কথা বলিয়া সে শাণওয়ালার মুখের দিকে আর একবার সংশয়াকুলদৃষ্টিতে চাহিল।

শাণওয়ালা সে দৃষ্টিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বলিল, "কিন্তু বো-ষ্ট্রিটের চরেরা জেকব আইল্যাণ্ডে মিষ্টার বেঙ্কলের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না।"

বেঙ্কল্ এবার একটু খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য বটে, কারণ, যদি কোন পুলিসের চর আমার এখানে দৈবাৎ আসিয়া পড়ে, তবে সে লারী-শ্যামসনের মত পাকা গোয়েন্দা হইলেও এখানে আসিয়া তাহাকে জ্যান্ত ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমার ঘরে বড় ধারালো ছুরীও আছে, ঘরের প্রাচীরে খোলা বড় জানালাও আছে, আর ঠিক নীচেই পাতকুয়ার মত গভীর নৰ্দ্দামা। পুলিসের চরের মুণ্ড ও ধড় দুখানা হইয়া কোথায় গিয়া পড়ে,তাহা বুঝিতেই পার!"

শাণওয়ালা কথাটা সমজাইয়া লইয়া বলিল, "হাঁ, এ ত ঠিকই কথা। কিন্তু তোমাকে সত্যকথা বলিতে কি, ঐ যে গোয়েন্দা, যাহার নাম বলিলে শ্যামসন্, সে একবার আমাকে ধরিয়া কায়দায় আনিবার চেষ্টায় ছিল, বোধ করি, ৫।৭ বছরের জন্য শ্রীঘরে পাঠাইবার মতলবই তাহার ছিল; কিন্তু সে আমাকে ধরিতে পারে নাই। যদি আমাকে ধরিবার জন্য একবার সে আমাদের পাড়ায় ঢুকিত,তাহা হইলে দুই ইঞ্চি ছুরীর ফলা তাহার বুকে না বসাইয়া দিয়া আর আমি জল খাইতাম না।"

বেঙ্কল্ তারিফ করিয়া বলিল, "হাঁ, এ বেটা-ছেলের মত কথাই বটে; ভাই, প্রথমে তোমার উপর আমার একটু সোবে হইয়াছিল, কিছু মনে করিও না। সোবে হওয়াই ভুল, জানি, পুলিসের বাপের সাধ্য নাই, এ দিকে আসে।"

শাণওয়ালা সহাস্যে বলিল, "যেতে দেও ভাই ও কথা। তোমার সঙ্গে আমার ক্রমে দোস্তি জন্মাইলে তুমি আমাকে খুব ভাল করিয়াই জানিতে পারিবে। আমি বড় সাধারণ লোক নই! এই লণ্ডন সহরে দশ মাইলের মধ্যে কোন বড়লোকের এমন খানসামা-বাবুর্চ্চীই নাই, যার একটা না একটা চাবী তৈরি করিয়া না দিয়াছি; আমার কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

বেঙ্কল্ এবার এতই খুসী হইল যে, শাণওয়ালার আঙ্গুলের ডগাগুলি ধরিয়া খুব জোরে গোটা দুই ঝাঁকুনী দিল। তার পর বলিল, "তোমার কথা ঠিক বুঝিয়াছি, এখন চল, দলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়া দিই।"

শাণওয়ালা টি, বি, ব্রেডস্, বেঙ্কলের সঙ্গে পাশের একটা কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিল; যেমন সঙ্কীর্ণ কুঠরী, তাহার দ্বারও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ। এই কক্ষের মধ্যে গোটা দুই চৰ্ব্বীর বাতী জ্বলিতেছিল তামাকের ধূমে কুঠরীটি

একেবারে অন্ধকার। এ কুঠুরীতে অতি কদাকার কয়েকটি পুরুষ ও অত্যন্ত ইতর শ্রেণীর দুই তিনটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল।

বেঙ্কল্ সেই ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া প্রফুল্লমুখে বলিল, "এই একটি বন্ধু, এটি নূতন আমদানী, নাম টি, বি, ব্লেডস্।"—ঘরের ভিতরের লোকগুলা সমস্বরে বলিল, "খোস্-খবর বটে, বসিতে দেও।"

শাণওয়ালা গৃহমধ্যস্থ টেবিলের উপর কয়েকটা শিলিং নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মিষ্টার বেঙ্কল্, শুধু মুখে ভাল লাগে না। কিছু মাল আনাও, আর কিছু বার্ডসাই।"—একটা লোক ব্রাণ্ডী ও তামাকের যোগাড় করিতে গেল।

শাণওয়ালা লোকগুলির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু জেরিমী কোথায়? তাহাকে ত এখানে দেখিতেছি না?"

বেঙ্কল্ বলিল," সে দোতালায় আছে? তুমি ঐ কাঠের সিঁড়িটা দিয়া উপরে যাও।"

ইতিমধ্যে মদ আসিয়া পৌঁছিল। শাণওয়ালা গেলাসখানেক ব্রাণ্ডী মুখে ঢালিয়া দিল। তার পর তাহার তামাকের পাইপ হইতে বিসুবিয়সের ন্যায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিল এবং দরজা খুলিয়া দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। কক্ষটি ভয়ঙ্কর নোঙ্‌রা, দেয়ালগুলি ঝুল ও কালীতে পরিপূর্ণ, একটি বাতী হইতে যৎসামান্য আলোক নির্গত হইতেছে। এই ঘরে আস্‌বাবের মধ্যে একটা ভাঙ্গা টেবিল আর খান দুই পায়া-নড়া চেয়ার। জেরিমী একটা টেবিলের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া ছিল।

এ লোকটির বয়স প্রায় সত্তর বৎসর, মুখে একটিও দাঁত নাই, চক্ষু দুটি কোটরপ্রবিষ্ট, মুখের চর্ম্ম লোল, ভ্রূদ্বয় চক্ষুর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। লোকটির পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ, গলার নেক্‌টাইটি সাদা।

শাণওয়ালা এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ টেবিলের উপর কতকগুলি সোনা-রূপার মূল্যবান্ ঘড়ী, হীরক ও মণিমুক্তাখচিত অঙ্গুরী, নস্যদানী ও নানাবিধ জড়োয়া গহনা অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বাতীর আলোকে পরীক্ষা করিতেছিল, নীচে যে লোকগুলা বসিয়া আমোদ করিতেছিল, ইহা তাহাদেরই চাতুরীলব্ধ ফল। বৃদ্ধ জেরিমী একজন ভাল জহুরী ছিল। সে সপ্তাহে একবার এখানে আসিয়া জহরৎ ও বিভিন্ন মুল্যবান্ অলঙ্কারের উচিত মুল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া

যাইত, অর্থাৎ সহজ কথায় অতি অল্পমূল্যে যে সকল চোরাই মাল কিনিয়া লইত। সে একখানি কাগজে চোরাই মালগুলির তালিকা করিতেছিল।

শাণওয়ালা সেই গৃহের দরজা খুলিবামাত্র জেরিমী ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে একখানি রুমাল টানিয়া ঐ জিনিসগুলির উপর প্রসারিত করিয়া দিল। ব্যক্তিবিশেষের আশঙ্কায় যে এইরূপ করিল, তাহা নহে, এরূপ করা তাহার চিরদিনের অভ্যাস। এত দিনের অভ্যাস হঠাৎ একদিনে কিরূপে ত্যাগ করে?

যুবরাজের কানামাছি খেলা।

চতুর্বিংশ উল্লাস

চোর—চোরাইমাল—বাটোয়ারা

শাণওয়ালা ঠিক যে সময়ে উপরে উঠিবার জন্য কাঠের সিঁড়িতে পা দিয়াছে, সেই সময়ে নীচের সদর-দরজায় আবার একটা ঘা পড়িল। বেঙ্কল জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?" বাহির হইতে উত্তর হইল, "আমি দানিয়েল কফিন।" আগন্তুক বিশেষ অর্থযুক্ত সাঙ্কেতিক শীস দিল। দরজা উন্মুক্ত হইল, আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিল।

বেঙ্কল জিজ্ঞাসা করিল, "দানিয়েল, তবে ভাল আছ ত ?"

দানিয়েল বলিল, "চমৎকার আছি। দলের আর কেহ এখানে আছে না কি ?"

বেঙ্কল বলিল, "হাঁ, জনকয়েক মাত্র ; ভিতরে এসো।"

দস্যুদল ও তাহাদের সহচারিণীগণ যে কুঠরীতে বসিয়া মদ খাইতেছিল, দানিয়েল সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে সকলে তাহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিল। দানিয়েল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া লইল। তাহার পরে হাতের বেতখানি দ্বারা পায়ের গোড়ালিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিতে করিতে মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে বলিল, "তোমরা সব আছ কেমন ?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং টেবিলের উপর ব্রাণ্ডী ও গেলাস আছে দেখিয়া সে আর প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না ; বোতলের ব্রাণ্ডী প্রথমে গ্লাসে, তাহার পর তাহার উদরে স্থান লাভ করিল।

একজন স্ত্রীলোক বলিল, "মিষ্টার দানিয়েল, আমরা ভালই আছি। জেরিমি বুড়ো উপরের ঘরে আছে, আজ তাহার আসিবার পালা।"

দানিয়েল বলিল, "তাহা জানি। সেই জন্যই ত আজ এখানে আসিয়াছি, একটা কোন বিশেষ কাজের জন্য তার সঙ্গে আমার দেখা করা আবশ্যক। সে এখন উপরেই আছে ত ?"

বেঙ্কল বলিল, "হাঁ, আছে। কিন্তু সেখানে আর একটা ছোঁড়া বসিয়া আছে।"

দানিয়েল বলিল, "তা থাক্। একটু না হয় বিলম্ব হইবে, এমন ইয়ারের মজ্‌লীসে বসিয়া খানিকটা সময় কাটাইয়া দেওয়া ত সুখের কথা।"—দানিয়েল একটি স্ত্রীলোকের প্রতি বক্র কটাক্ষ-দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিল।

বেঙ্কল বলিল, "শাণওয়ালা সেখানে বেশীক্ষণ থাকিবে না।"

"শাণওয়ালা!"—দানিয়েল ইতিপূর্ব্বে রিচ্‌মণ্ডের হোটেলে খানসামা জনের নিকট তার সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছিল। তাই সে বিস্ময় দমন করিতে পারিল না।

বেঙ্কল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তুমি এই লোকটার সম্বন্ধে কিছু জানো না কি?"

দানিয়েল বলিল, "হাঁ, কিছু কিছু জানি। যাহা জানি, তাহাতে সে যে খুব চালাক ছোক্‌রা, তাহাই বুঝিয়াছি। তবে আমার সন্দেহ হইতেছে, এ ঠিক সেই লোক নয়, কারণ শুনিয়াছি, লণ্ডনের পুলিস তাহাকে তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে।"

বেঙ্কল বলিল, "হাঁ, সেই বটে। এ কথা আমিও তাহার মুখে শুনিয়াছি। হ্যারী সাম্‌শন্ একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়াণা লইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। শাণওয়ালা বলিয়াছে, সাম্‌সন্‌কে একবার ধরিতে পারিলে সে তাহার বুকে ছুরী মারিবে।"

দানিয়েল বলিল, "বাঃ! ছোক্‌রার ত বেশ সাহস আছে দেখিতেছি, এ আমাদের দলে খুব কাজের লোক হইবে। বুড়ো জেরিমির কাছে বসিয়া বসিয়া সে কি করিতেছে? এই ছোক্‌রাটাকে দিয়া একটা কাজ করাইয়া লইলে হয়।"

বেঙ্কল বলিল, "তা যাও না তুমি উপরে, তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে পারিবে।"

"সেই ভাল" বলিয়া দানিয়েল উঠিল এবং ধুপ্‌ধাপ শব্দ করিতে করিতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতালার দরজায় ধাক্কা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "আমি কি একবার ভিতরে যাইতে পারি? না, তোমরা কোন গোপনীয় পরামর্শ করিতেছ?"

জেরিমি কম্পিত-স্বরে বলিল, "কে, দানিয়েল না কি? তবু ভাল! কে না কে ভাবিয়া আমি চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিলাম। এসো এসো, ভিতরে এসো। তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম। আমার

এই নূতন আলাপী বন্ধুটির কাছে তোমার যে কত প্রশংসা করিতেছিলাম, তার আর সীমা নাই।"

দরজার ভিতর প্রবেশ করিয়া দানিয়েল বলিল, "তোমার এই নূতন বন্ধুটি কে, তাহা নীচে শুনিয়াছি। যদিও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নাই, তথাপি উহাঁর কথা শুনিয়াছি।"

শাণওয়ালা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনিয়াছ? আমি ত যতদূর সাধ্য লুকাইয়া বেড়াইতেছি।"

"হাঁ, হাঁ, কাল সন্ধ্যার সময় রিচমণ্ডে কে ছুরী শাণাইতে গিয়াছিল? যাক্, তোমার কোন ভয় নাই। জেরিমির কাছে জানিতে পারিবে, আমি বদলোক নই।"

শাণওয়ালা বলিল, "বদলোক নও, তা আমিও জানি। খারাপ লোকের সাধ্য কি এখানে আসে? রিচমণ্ডে আমি ঘণ্টাখানের জন্য গিয়াছিলাম বটে।"

বৃদ্ধ জেরিমি হাসিয়া বলিল, "মিষ্টার ব্লেডস্ ঠিক কথাই বলিয়াছে। সত্যই ত তোমরা চুরি-ডাকাতীর কোনও খবরই রাখো না, কেমন করিয়া লোকের পকেট মারে, তাহাও জানো না, খুব ধার্ম্মিক লোক, হামেসা গীর্জ্জায় যাতায়াত কর, লোকের উপকারের জন্য দু'হাতে টাকা বিলাও, আর দেশের যে কত উপকার কর, পুলিশের খাতা উল্টাইয়াও তাহা নির্ণয় করা যায় না।"

দানিয়েল বৃদ্ধের কথা শুনিয়া শাণওয়ালার দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনলে একবার বুড়োর ঠাট্টা! এমন ধড়ীবাজ, কপট, ধূর্ত্ত, মতলবী বুড়ো দুনিয়ায় আর দুটি নাই। জলের দামে চোরা মাল কিনিয়া কিনিয়া ত টাকার কুমীর হইয়াছেন, এ দিকে নিষ্ঠেটুক্ ষোল আনা, ভিখারীর হাতে দৈবাৎ কখনও একটা সিকি পয়সা দিয়া মনে করেন,স্বর্গের পথ খোলসা করিয়া ফেলিয়াছেন। তুমি যদি উহাঁর কাছে বিশ হাজার টাকার জহরত বিক্রয় করিতে লইয়া যাও, তা হইলেও উহাঁর সন্দেহ হইবে না যে, সেগুলি চোরা মাল। বুড়ো বলিবে, কোন বড় লোকের হঠাৎ টাকার দরকার হইয়াছে, প্রকাশ্যে দেনা করিতে পারে না, তাই গোপনে এগুলি বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছে। এমন লোকের কাছে আর আমরা কেমন করিয়া সাধু হই?"

দন্তহীন মুখগহ্বর হইতে হাস্যচ্ছটা উৎসারিত করিয়া জেরিমি বলিল, "হা হা! ভায়ার যে বড় ঠাট্টা হচ্ছে। চোর-ডাকাতের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি না, পুলিসের কন্‌ষ্টেবলেরা কখন আমার পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়ায় না, নগদ

টাকা ফেলি, মাল কিনি ; গরীবেরা যেখানে যা কিছু কুড়াইয়া পায়,তা আমার কাছে লইয়া আসে, আমি উচিত মূল্য দিয়া কিনিয়া রাখি।”

দানিয়েল বলিল, “হাঁ, গরীবেরা অতি যৎসামান্য জিনিস কুড়াইয়া পায়, যেমন মোটা মোটা সোনার চেন, ভাল ভাল সোনার ঘড়ী, হীরার অঙ্গুরী, এই সব আর কি ; লণ্ডনে এ সকল জিনিস অনেক কুড়াইয়া পাওয়া যায়,—কাহারও পকেটে পাওয়া যায়, কাহারও গলায় পাওয়া যায়, কাহারও কাহারও বা আঙ্গুলেও পাওয়া যায়।”

বৃদ্ধ জেরিমি বলিল, “তা তুমি যা-ই বল, আমি মন্দ লোকের সঙ্গে কখন মিশি না। এ রকম প্রবৃত্তিই আমার নাই, সমাজে আমার মানসম্ভ্রম আছে। আমার ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার আইন সঙ্গত। তবে যে আমি আমার প্রাণের বন্ধু মিষ্টার বেঙ্কলের বাড়ীতে কখন কখন আসি ”

দানিয়েল বলিল, “কখন কখন অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে একদিন।”

শাণওয়ালাকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বলিল, “দেখ, মিষ্টার ব্লেডস্, ছোক্‌রা কত রসিক দেখ। স্ফূর্ত্তি আর সর্ব্বাঙ্গে ধরিতেছে না। আমি ওরে ছেলের মত ভালবাসি।”

দানিয়েল বলিল, “দেখ, দেখ, এই মিথ্যাবাদী, কপট, মতলববাজ বুড়োর রকম দেখ! জর্ডনের জলকে সয়তান যেমন বিষদৃষ্টিতে দেখে, বুড়োটা আমাকেও ঠিক সেই রকম ঘৃণা করে ; কিন্তু আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখিলে ত উপায় নাই। আমি বলি, এত কপটতা করা কেন? সরলভাবে ব্যবহার করিলে ত আমরা তোমার সঙ্গে লাগিতে চাই না ; আজ বাদে কাল মরিবে, তবু সোজাপথে চলিতে শিখিবে না ; আমরা চুরি করি, বাটপাড়ি করি, এক কথার মানুষ।”

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, “তাতেই ত এত স্ফূর্ত্তি হে ছোকরা! বড় তোমার স্নেহের শরীর।”

দানিয়েল কট্‌মট্‌ করিয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল, “ভাগ্যে এতক্ষণ তোমার মাথায় মুগুর মারি নাই, তাই আমার স্নেহের শরীর বলিয়া তোমার ঠাহর হইতেছে।”

বৃদ্ধ কথাটা আমলে না আনিয়াই বলিল, “আরে ভায়া, তুমি কি আমার মাথায় মুগুর মারিতে পার? মুগুরই যদি মারিবে, তাহা হইলে এত যে সোনারূপা কুড়াইয়া লইয়া এসো, সেগুলির কি গতি হয়? আমি ছাড়া আর

সেগুলির কে গতি করিত? আমি কখন কখন আমার প্রিয়বন্ধু বেঙ্কলের এই কর্ম্মে পদক্ষেপ করি বটে, সে কেবল গরীব-দুঃখীদের উপকারের জন্যই, তাহাদের আর কষ্ট করিয়া আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হয় না। ইহাদের সকলকেই আমি আমার নিজের ছেলে-মেয়ের মত মনে করি।"

দানিয়েল বিরক্তভাবে বলিল, "না, এ ভণ্ড বেটার সঙ্গে আর পারিয়া উঠা ভার।"

বৃদ্ধ বলিল, "রাগ কেন ভাই! আমাদের এই নূতন বন্ধুটিকে আমার পরিচয় দিবার জন্যই আমার সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলিতেছি, ইহাতে রাগ করিলে চলিবে কেন?"

দানিয়েল বলিল, "ও সকল বাজে কথা থাক্, এখন সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলে? আর আমি যখন এই ঘরে আসি, তখন আমার সম্বন্ধে এত প্রশংসার কথাই বা তোমার মুখ দিয়া কেন বাহির হইতেছিল?"

বৃদ্ধ বলিল, "আমাদের এই নূতন বন্ধুটি আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কিছু কিছু জিনিস কড়াইয়া পাইবার আশা করেন। সেই জন্য আমার সঙ্গে উাঁহার দেখা করা আবশ্যক, উনি আবার সকালেই লণ্ডন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। কেমন মিষ্টার ব্লেডস্, এ কথা সত্য কি না?"

শাণওয়ালা বলিল, "হাঁ, এ কথা ঠিক। তবে এ কার্য্যের জন্য একজন সাহায্যকারীর দরকার, তাই উনি তোমার কথা বলিতেছিলেন।"

দানিয়েল এ কথা শুনিয়া কিছু প্রফুল্ল হইল; সুর নরম করিয়া বলিল, "তবে কি কোথাও কোন বিষয়কর্ম্মের সন্ধান হইয়াছে? তাহাতে আমার সাহায্যের আবশ্যক হইবে কি?"

বৃদ্ধ জেরিমি বলিল, "ও সব বিষয়ের কথাবার্ত্তা আমার সম্মুখে না করিলেই ভাল হয়; আমি তোমাদের পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি, এখন তোমরা তফাতে গিয়া এ বিষয়ের আলোচনা কর।"

দানিয়েল বলিল, "বৃদ্ধ, তোমার ভয় নাই, আমরা বেশীক্ষণ এখানে থাকিতেছি না; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে এমন একটা কথা বলিয়া যাইব, যাহা শুনিয়া তোমার মুখ হইতে ক্রমাগত লাল পড়িতে থাকিবে।"

বৃদ্ধ সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিল, "তোমাদের কেবলই ঠাট্টা।"

দানিয়েল শাণওয়ালাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ ভাই,

আমি এক কথার মানুষ; এরূপ কপট ভণ্ড বুড়োগুলাকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বড় ভাব হইয়া গিয়াছে; তুমি একজন আসল কাজের লোক। যদি তোমার হাতে কিছু কাজ থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আমাদের মত সাহায্যকারী বন্ধু তুমি সহসা খুঁজিয়া পাইবে না।”

দানিয়েল এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া বলিল, “সিঁধ দিতে হইবে?”

শাণওয়ালা বলিল, “না, গাড়ী মারিতে হইবে। যে ভদ্রলোকের গাড়ী মারিবার মতলব করিতেছি, তার বাবুর্চ্চীর সঙ্গে আমার একটু ভাব আছে। কাল সন্ধ্যাকালে যখন আমি রিচ্‌মণ্ড হইতে আসি সেই, সময়ে সেই বাবুর্চ্চীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাহার মুখে শুনিয়াছি, ঠিক আর এক সপ্তাহ পরে তাহার মনিব লণ্ডন হইতে স্থানান্তরে যাইবে; ডাকগাড়ীতে যাওয়াই স্থির হইয়াছে। তাহার সঙ্গে যে ট্রাঙ্কটা যাইবে, তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান্ জহরত ও সোনারূপার বাসন থাকিবে।”

দানিয়েল উৎসাহিত হইয়া বলিল, “খুব ভাল সন্ধান জোগাড় করিয়াছ দেখিতেছি, চোরা মালগুলি এই বুড়োর কাছেই দেওয়া স্থির করিয়াছ ত?”

শাণওয়ালা বলিল, “হাঁ, বুড়ো রাজী হইয়াছে, কিন্তু তাহার কথার মধ্যে একটু রকমফের আছে; সে বলে, যদি কোন বড়লোক দায়গ্রস্ত হইয়া কিছু টাকার জন্য তোমার মারফৎ আমার কাছে কিছু জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে পাঠান, তাহা হইলে তাঁহার উপকারের জন্য সেগুলি রাখাই আমার কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সোমবারে আমাকে আর একবার সেই বাবুর্চ্চী বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। তাহার মনিব কবে কোন্ সময়ে লণ্ডন হইতে রওনা হন, তাহা ঠিক করিয়া জানিয়া আসিব। তোমার সাহায্যের দরকার হইবেই; সোমবারেই তোমার সঙ্গে দেখা করিব: কিন্তু কোথায় দেখা হইবে?”

দানিয়েল বলিল, “ক্রিট্ লেনে আমার ঘরে। সেখানে সকলে জানে, আমি নাপিতের কাজ করি। দানিয়েল নাপিতের বাড়ীর ঠিকানা যার তার কাছে জানিতে পারিবে। আচ্ছা, তবে এখন নীচে যাও, বুড়োর সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে, শেষ করিয়া আসিতেছি।”—এই কথা শুনিয়া শাণওয়ালা নীচে চলিয়া গেল। দানিয়েল বৃদ্ধ জেরিমির সহিত গোপনীয় আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, বৃদ্ধ চোরা মালগুলির মূল্যতালিকা শেষ করিয়া দলস্থ লোকদিগকে আহ্বান করিল। তাহারা সকলেই হুটপাট শব্দে দ্বিতলে আসিয়া যাহার যাহা পছন্দ, তাহাই লইবার জন্য হাঙ্গমা বাধাইয়া দিল; কিন্তু বৃদ্ধ কোন জিনিসই ছাড়িয়া দিল না। জিনিসগুলির যাহা প্রকৃত মূল্য, তাহার দশভাগের একভাগমাত্র মূল্য ধরিয়া দিয়া জিনিসগুলি স্বয়ং গ্রহণ করিল। যে কিছু অর্থলাভ হইল, তাহার অধিকাংশই শৌণ্ডিকালয়ে প্রেরিত হইল। চোরেরা মদ খাইয়া মহানন্দে মত্ত হইল। এ দিকে সময় বুঝিয়া বৃদ্ধ ক্রেমি চোরামাল লইয়া গা-ঢাকা দিল।

ঠিক এই সময়ে সদর-দরজায় কে ঘা দিল। বেঙ্কল টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া মৃদুস্বরে কাহার সঙ্গে কি কথা বলিল, তার পর নিজের আড্ডায় ফিরিয়া আসিল।

শাণওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কে আসিয়াছিল হে?" বেঙ্কল কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

পঞ্চবিংশ উল্লাস

ছদ্মবেশী—গুপ্তঘাতক—লাস গোপন।

বেঙ্কল কথাটা সহজে চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনেকে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কি? খুলিয়াই বল না।"

বেঙ্কল বলিল, "একটি মেয়ে, যেমন সুন্দরী, তেমনই সৎস্বভাব বলিয়া বোধ হয়।"

শাণওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে সুন্দরীর হইয়াছে কি, সব কথা খুলিয়া বল না?"

বেঙ্কল বলিল, "সোজা কথা, এর আর খোলাখুলি কি? কথা এই যে, আমাদের নেলজিসেন একটি মেয়েকে কুড়াইয়া পাইয়াছে, মেয়েটি পথ হারাইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছে; অবস্থা যে মন্দ, তা বোধ হয় না। তার পোষাক বেশ পয়সাওয়ালা লোকের মতই, আর তার টাকার থলিতে টাকাও অনেকগুলি আছে, কিন্তু বোধ হইতেছে, মেয়েটা কোন রকম মনের কষ্টে ঘরের বাহির হইয়াছে। নেলজিসেন তাহার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করিয়াছে। সে মেয়েটিকে এখানে আনিয়া ওদিকের একটা কুঠরীতে রাখিয়া দিয়াছে; তোমরা এখানে যে কটি মেয়েমানুষ আছ, তাদের একজন নেলের ভগিনী সাজিয়া মেয়েটির কাছে যাও না, নেলের কাছে আসল কথা সব শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

এ কথা শুনিয়া একটি দস্যুসহচরী বলিল, "আচ্ছা, আমি যাইতেছি।" স্ত্রীলোকটি প্রায় অর্দ্ধ-উলঙ্গভাবেই বসিয়া ছিল, বক্ষের বসন স্খলিত হইয়াছিল; সে তাড়াতাড়ি একখানা শালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল;—বেঙ্কলকে বলিল, "মেয়েটাকে কোন রকমে ভয় দেখানো হইবে না, বরং আমি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব, যেন সহজেই তাহার বিশ্বাস হয়, আমি পাদ্রীদের একটি মিস্ বাবা, তবে তার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ করিব; সেইটে জানিতে চাই।"

বেঙ্কল বলিল, "কেন, সোজা কথা বলিবে। বলিবে, এ গরীব লোকের

বাড়ী বটে, কিন্তু জানিও, এ ভদ্রলোকের বাড়ী। যাঁহারা এখানে বাস করেন, তাঁহারা ধনবান্ না হইলেও মানীলোক। তুমি নেলের ভগিনী, এই রকম পরিচয় দিবে, জানাইবে যেন, তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে একত্র বাস করিতেছ। তোমার কোন কথাতেই যেন সেই বালিকার মনে সন্দেহ বা ভয় না জন্মে। আর যদি তাহার মনে মনে কোন সন্দেহই হয়, তাহা হইলে দেখিও যেন পলাইতে না পারে। সদর-দরজা শিকল-বন্ধ করা আছে বটে, কিন্তু তালা লাগানো নাই।"

স্ত্রীলোকটা হাসিয়া বলিল, "এ সকল কাজ আমি খুব ভালই পারিব।" তার পর সে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত নেল্‌জিসেন দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী। বয়স উনিশের অধিক নহে, দেখিলে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পরিচ্ছদটিও মূল্যবান্; কিন্তু ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিলে প্রগল্‌ভতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বয়সেই সে অনেক নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র যুবকের মাথা খাইয়াছে, অনেককে এই গহ্বরে ভুলাইয়া আনিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। এমন কি, অনেক পবিত্রচরিত্রা বালিকারও সে সর্ব্বনাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

নেল্‌জিসেনের জাল ভগিনী পথহারা বালিকার কক্ষে উপস্থিত হইলে, নেল্‌জিসেন তাহাদের আড্ডাঘরে প্রবেশ করিল। সে কক্ষে যতগুলি লোক ছিল, সকলে মহা সোরগোল করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল; তার পর সকলেই তার গল্প শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, শীকারের সন্ধানে সে তাহাদের আড্ডা হইতে কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। একটা গলীর ভিতর যাইতে যাইতে সে দেখিতে পাইল, একটি সুন্দরী যুবতী একটা বাড়ীর দরজার সম্মুখে বাতী হাতে লইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও শোকাতুর বলিয়া বোধ হইল; নেল্‌জিসেন তাহার নিকটে গিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া দুই চারিটি কথা বলিল, তখন যুবতী তাহার নিকট প্রকাশ করিল যে, সে পথভ্রান্তা হইয়াছে, আর চলিবার শক্তি নাই, যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহে সে রাত্রের মত আশ্রয় পায়, তাহা হইলে সে জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয়েও সম্মত আছে। নেল্‌জিসেন যাহাতে তাহার কথা অবিশ্বাস না করে এইজন্য সে তাহার টাকার তোড়াটি দেখাইতে ভুলে নাই, তোড়াটি টাকায় পরিপূর্ণ;

টাকার তোড়া দেখিয়া যুবতীর সরলতায় বিশ্বাস করিয়া নেল্‌জিসেন তাহাকে রাত্রির মত আশ্রয় দিতে সম্মত হইল; সে স্থান হইতে বেঙ্কলের আড্ডা দূরে নয়, সুতরাং এইখানেই সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। পথভ্রান্ত যুবতী তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়াই মনে করিয়াছিল এবং দরিদ্রের বাড়ী হইলেও ভদ্রলোকের বাড়ী বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল।

এই পথভ্রান্ত যুবতীকে যে কক্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা একটি শয়নকক্ষ, ইহা একতালায় সংস্থাপিত, অন্য সকল কক্ষ অপেক্ষা এইটি অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আড্ডার দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা সরলচিত্ত পুরুষদিগকে ভুলাইয়া এখানে আনিলে এই কক্ষেই লইয়া আসিত, সুতরাং কক্ষটি সজ্জিত রাখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

নেলজিসেন এই গল্প শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবতীর নিকট ফিরিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি তাহার ভগিনী সাজিয়া গিয়াছিল, সে নবাগতা যুবতীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে এমন সকল কথা বলিল, যাহাতে তাহার মনে স্থির-বিশ্বাস জন্মিল যে, ইহা সত্যই একটি ভদ্রলোকের গৃহ। নেল ফিরিয়া আসিলে তাহার জাল ভগিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। নেল তাহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কিছু আহার করিবে কি না? কিন্তু যুবতী এতই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, আহারে আর তখন তাহার রুচি ছিল না, শয়নের জন্যই সে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। নেল দেখিতে পাইল, যুবতীর গাত্রাবরণের অন্তরালে একটি ঘড়ী ও সুদৃশ্য সোনার চেইন রহিয়াছে, অঙ্গে দুই একখানি মূল্যবান্ অলঙ্কারও আছে; অতি কষ্টে সে মনের আনন্দ গোপন করিল। যুবতী শয্যায় শয়ন করিলে নেল বাতীটি জ্বালিয়া রাখিয়াই সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল এবং যুবতীর নিকট কি কি মূল্যবান্ অলঙ্কার আছে, সঙ্গিগণকে তাহা জ্ঞাপন করিল। দলস্থ সকলে তৎক্ষণাৎ চাপা গলায় পরামর্শ আরম্ভ করিয়া দিল। কিরূপে এই সমস্ত সামগ্রী হস্তগত করা যায়, তাহা লইয়াই আন্দোলন আরম্ভ হইল।

শাণওয়ালা বলিল, "আচ্ছা, প্রথমে নেলের কি মত, শোনা যাক্। শীকারটি যখন সে-ই যোগাড় করিয়া আনিয়াছে, তখন তাহার মতই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।"

নেল বলিল, "তোমাদের এত বড় বড় মাথা থাকিতে আমি আবার কি

পরামর্শ দিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের উপর তাহার বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ হয় নাই। তাহার উপর সে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, তাহাতে হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি আমরা তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিতে যাই, তাহা হইলে সে চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিবে। তবে আমি এ কথা স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক, তাহার টাকাগুলি ও গহনাগুলি লইতেই হইবে; মুঠোর মধ্যে পাইয়া তাহা কখনই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

যে স্ত্রীলোকটি তাহার জাল ভগিনী সাজিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু নেল, তুমি মনে মনে যে মত্‌লব আঁটিয়াছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি।"

একজন পুরুষ তৎক্ষণাৎ মোটা গলায় বলিল, "আমিও বুঝিয়াছি। এ রকম অবস্থায় আমি কি করিতাম, তাহা কি আমি বুঝি না?"

শাণওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "এ অবস্থায় কি করিতে?"

পূর্ব্বোক্ত লোকটি নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া দেখাইল। তাহার পর বলিল, "আরও একটা উপায় আছে" উপায়টি মুখে নির্দ্দেশ না করিয়া নিকট হইতে একটি মুদ্গর তুলিয়া লইয়া সে তাহার মাথার উপর উদ্যত করিল।

শাণওয়ালা খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, এ চমৎকার উপায় বটে, উহাকে একেবারে নিকাশ করাই সব চেয়ে ভাল। তবে যদি তাহাতে তোমরা ভয় পাও—"

দানিয়েল জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে কি তুমি সে কাজটা শেষ করিবে?"

শাণওয়ালা সগর্ব্বে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই পারি।"

নেল বলিল, "না,উহাকে জীবিত রাখিলে আমাদের নানা বিপদের আশঙ্কা আছে। সে সকল ঝুঁকির মধ্যে গিয়া ফল কি?"

আর একজন দস্যু বলিল, "এ বিষয়ে সকলেরই আমাদের একমত।"

নেল বলিল, "অত গোল করিও না, এখন কাজের কথা হউক। আমরা যাহা পাইব, তাহা কি ভাবে বখ্‌রা করা হইবে? দুই জনের বখ্‌রা অন্যের অপেক্ষা বেশী হইবে। আমি তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছি, সুতরাং আমি বেশী পাইব, আর যে কাজ সাবাড় করিবে, তাহাকেও বেশী দিতে হইবে।"

দানিয়েল বলিল, "এ ন্যায্য কথা।"

বেঙ্কল বলিল, "তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে ঐ সঙ্গে আমার আর একটু কথা আছে, কাজটা আমিই সাবাড় করিতে চাই।"

দানিয়েল তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, তুমি একেবারে বে-এক্‌তার হইয়া পড়িয়াছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়া কাজ হাঁসিল হইবে না, মধ্যে হইতে সব গোল করিয়া ফেলিবে।"

শাণওয়ালা বলিল, "তুচ্ছ বিষয় লইয়া কি এত গণ্ডগোল করিতেছ? দেও ত দানিয়েল তোমার লাঠিগাছটা? আমি মেয়েটার মাথায় এমন এক লাঠি বসাইয়া দিব যে, ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখিবে, এ পৃথিবীর সঙ্গে তাহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। তোমাদের এই কুকুরটাকে সাবধান করিয়া রাখো। মৃত্যুকালে যদি দৈবাৎ ছুঁড়ীটা চীৎকার করিয়া উঠে, তাহা হইলে কুকুরটার মুখ বন্ধ রাখা শক্ত হইবে।"

নেলজিসেন বলিল, "কি যে বল! একটা ছুঁড়ীকে মারিবে, তার আবার এত আয়োজন!"

শাণওয়ালা এক গ্লাস মদ টানিয়া বলিল, "আমি ত প্রস্তুতই আছি। আলোটা চাই যে।" —সে কম্পিত-হস্তে টেবিলের উপর হইতে বাতীটা তুলিয়া লইল।

স্ত্রীলোকেরা বলিল, "এ ঘরে ঐ একটামাত্র আলো। আমরা আঁধারে বসিয়া থাকিতে পারিব না।"

নেলজিসেন ঘৃণার স্বরে বলিল, "এত ভয়! তোরা যে স্ত্রীলোকের নাম ডুবাইলি! শাণওয়ালা মহাশয়! বাতীর দরকার নাই, আমি সে ঘরে বাতী জ্বালিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

শাণওয়ালা বলিল, "ভালই হইয়াছে, এখন তোমরা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকো, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ গোল করিও না।" শাণওয়ালা সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই অসন্দিগ্ধচিত্তা, পথহারা, নিরাশ্রয়া, নিদ্রিতা যুবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল; ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিল। কক্ষমধ্যে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বাতীটা তখনও জ্বলিয়া জ্বলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল। যুবতী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

শাণওয়ালা একবারমাত্র যুবতীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া একখানা চেয়ার দরজার গায়ে ঠেকাইয়া রাখিল। তার মত্-লব এই যে, হঠাৎ কেহ দরজাটা খুলিয়া ফেলিতে না পারে! বলা বাহুল্য যে, ভিতরের দিকে খিল ছিল না। অনন্তর সে জানালার কাছে গিয়া শার্শিগুলি

একবার পরীক্ষা করিল, এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবার আবশ্যক দেখিল না। জানালাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া শাণওয়ালা যুবতীর মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার ঘাড় ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনি দিল। যুবতী চক্ষু মেলিল, হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। শাণওয়ালা চাপা গলায় বলিল, "চুপ, চেঁচাইয়াছ কি মরিয়াছ।" যুবতীর মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। ভয়ে অভিভূত হইয়া বিস্ফারিত-নেত্রে সে তাহার কৃতান্তের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব তখন কিরূপ হইয়াছিল, বর্ণনা দ্বারা কে তাহা প্রকাশ করিতে পারে?

শাণওয়ালা যুবতীর কানের কাছে মুখ আনিয়া অতি নিম্নস্বরে বলিল, "আমার চেহারা দেখিয়া ভয় করিও না, আমি তোমার বন্ধু, অতি ভয়ানক স্থানে তুমি আসিয়া পড়িয়াছ, উঠিয়া এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি পলায়ন না কর, তাহা হইলে তোমাকে রক্ষা করা আমার সাধ্য হইবে না।"

যুবতী এতক্ষণ পরে নিশ্বাস ত্যাগ করিল; শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া শাণওয়ালার মুখের দিকে পূর্ব্ববৎ চাহিতে লাগিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

শাণওয়ালা পুনর্ব্বার বলিল, "তোমার ঘড়ী, চেইন, গহনাপত্র, টাকা যাহা কিছু আছে, তাহা ঠিক করিয়া লইয়া এখনই পলায়ন কর। পরমেশ্বরের দিব্য, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে বিলম্ব করিও না।"

যুবতী এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে বাধিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যগ্রভাবে জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লইতে ভুলিল না। তখন শাণওয়ালা জানালা খুলিয়া তাহার ভিত্তির উপর উঠিয়া বসিল এবং যুবতীকে টানিয়া তুলিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিল। এই বাতায়নের অপর পারেই একটি গলী-পথ ছিল।

যুবতীকে নামাইয়া দিয়া শাণওয়ালা তাহার অনুসরণ করিবে, এমন সময়ে পশ্চাতে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার পরই হুড়মুড় শব্দে দরজার উপর কে পড়িল। শাণওয়ালা আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া এক লম্ফে পথের উপর নামিয়া পড়িল, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ তাহার পা একখানা পাথরের উপর পড়ায় সে মাটীতে সজোরে পড়িয়া গেল এবং আর একটা পাথরে তাহার মাথায় এমন আঘাত লাগিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার চৈতন্য-

লোপ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে দানিয়েল তাহার পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল এবং উঠিয়াই তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল ; এ দিকে নেলজিসেন ও তাহার কয়েকজন সঙ্গী সদর-দরজা খুলিয়া যুবতীর পশ্চাতে ছুটিল।

প্রাণের ভয়ে যুবতী বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু সে চীৎকার করিতে পারিল না ; সে তাহার পশ্চাতে দস্যুদলের পদশব্দ শুনিতে পাইল, তথাপি সে আর্ত্তনাদ করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিল না। তখন রাত্রি আর অধিক ছিল না। কতকগুলি মজুর দূরবর্ত্তী কলে কাজ করিবার জন্য দল বাধিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। যুবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল।

নেলজিসেন ও তাহার সঙ্গীরা দেখিল; আর অধিক দূর অগ্রসর হইলে বিপদ্ অনিবার্য্য, সুতরাং তাহারা সেখান হইতে আড্ডায় ফিরিয়া আসিল। এ দিকে দানিয়েল ও বেঙ্কল শাণওয়ালার সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল, জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সদরদরজায় চাবী পড়িল।

ভীতা যুবতীর নিকট তাহার অপূর্ব্ব বিপদ্ ও অদ্ভুত মুক্তির কথা শুনিয়া শ্রমজীবিগণের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল ; তাহারা তাহাদের দুইজনকে যুবতীর সঙ্গে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিল অন্য সকলে নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল।

অতঃপর শাণওয়ালার অদৃষ্টে কি হইল,তাহা জানিবার জন্য পাঠক বোধ হয় একটু ব্যস্ত হইয়াছেন। দানিয়েল ও বেঙ্কল শাণওয়ালাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল এবং তাহার চৈতন্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ; কিন্তু দীর্ঘকালেও তাহার চৈতন্যোদয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। এখন ইহাকে লইয়া কি করা যায়, এই কথা লইয়াই দস্যুদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহারা স্থির করিল, এ ব্যক্তি হয় বিশ্বাসঘাতক, না হয় নিতান্ত কাপুরুষ। যাহাই হউক, এরূপ লোকের দ্বারা ভবিষ্যতে তাহাদের মঙ্গল হইবে না, এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ রহিল না ; সুতরাং তাহাকে বধ করাই তাহারা কর্ত্তব্য মনে করিল।

এ বিষয়ে সকলে একমত হইলে ঘরের ভিতর একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া সেই সুড়ঙ্গটি পূর্ব্বোক্ত নর্দ্দমার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর শাণওয়ালাকে ধরিয়া সজোরে সেই সুড়ঙ্গপথে ঠেলিয়া দেওয়া হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে নীচে ঝপ করিয়া শব্দ হইল। তাহারা বুঝিল, শাণওয়ালার কোন চিহ্নও

আর পৃথিবীতে কেহ দেখিতে পাইবে না। অতঃপর দস্যুগণ সুড়ঙ্গ বন্ধ করিয়া দীপনির্ব্বাণ করিল।

এই সময়ে টেমস্ নদীতে জোয়ার আসিয়াছিল। জোয়ারের জল তখন কলকল শব্দে সেই বিরাট নর্দ্দমায় প্রবেশ করিতেছিল; সেই জলের মধ্যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শাণওয়ালার মৃতপ্রায় দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। কে বলিতে পারে, এ দেহের পরিণাম কি?

ষড়বিংশ উল্লাস

সরকারী-ফাঁসুড়ে ও ক্ষৌরকার।

রাত্রি প্রভাত হইলে লণ্ডনের রাজপথে আবার জনস্রোত চলিল, দোকানী-পসারীরা দোকানপাট খুলিল; সুতরাং বলা বাহুল্য, ফেরিংডন ষ্ট্রীটে পূর্ব্বকথিত দানিয়েল নাপিতেরও দোকান খুলিল। এ অঞ্চলে দানিয়েলের কিছু প্রতিপত্তি ছিল, সে কেবল নাপিত নহে, রাজসরকারে তাহার একটি চাকরীও ছিল। রাজাজ্ঞায় যে সকল অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত, দানিয়েলই তাহাদিগকে ফাঁসী কাষ্ঠে লটকাইত অর্থাৎ সে সরকারী জল্লাদ ছিল। তদ্ভিন্ন চুরির ব্যবসায়ে তাহার বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জ্জন হইত, এ অবস্থায় তাহার ক্ষৌরকার্য্যের দোকানখানি না রাখিলেও চলিত; কিন্তু কেবল সরকারী জল্লাদগিরী করিয়াই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, সে জন্য তাহাকে একটি সাধু ব্যবসায়ের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সাধারণকে বসিতে দেওয়ার জন্যই সে তাহার দোকানখানি রাখিয়াছিল।

অনেক দিন পূর্ব্বে দানিয়েলের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল; সে প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। দানিয়েলের স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হয়, ইহাতে অনেকে সন্দেহ করিত, এই ব্যাপারে দানিয়েলের হাত আছে; কিন্তু তাহার হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় সে সহজেই কুৎসাকারিগণের মুখ বন্ধ করিতে পারিয়াছিল। সে গরীব-দুঃখীকে অনেক সময়ে সাহায্য করিত বটে, কিন্তু সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সে এ কার্য্য করিত না, কতকগুলি লোককে হাতে রাখাই তাহার উদ্দেশ্য; এই জন্যই সে ক্ষৌরকর্ম্মের দক্ষিণা সেই অঞ্চলের অন্যান্য নাপিত অপেক্ষা কম লইত। তাহার হাতে যে লোকের ফাঁসী দেওয়ার ভার আছে, এ কথার উল্লেখ করিয়া তাহার স্তাবকেরা অনেক সময়েই তাহাকে স্বর্গে তুলিত।

দানিয়েলের বাড়ী তাহার এই দোকানেরই সংলগ্ন। একটি স্ত্রীলোককে সে আশ্রয় দিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকটি দিবসে তাহার পাচিকা ও রাত্রে তাহার উপপত্নীর কার্য্য সম্পন্ন করিত। এই স্ত্রীলোকটির একটি ভাই ছিল, তাহার নাম মেল্‌মথ, তাহার বয়স ২৭ বৎসর; উপপত্নীর মন-রক্ষার জন্য দানিয়েল

তাহার উপপত্নীকেও স্বগৃহে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, জ্যাক্ নামক আর একটি যুবক শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া মেল্‌মথের আশ্রয় গ্রহণ করে, দানিয়েল তাহাকেও দোকানে স্থান না দিয়া থাকিতে পারে নাই। দানিয়েল এই যুবকদ্বয়ের প্রতি পশুবৎ আচরণ করিত; কিন্তু তাহারা দানিয়েলের উপপত্নী শ্যালারীর মুখ চাহিয়া এই সকল তিরস্কার ও অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিত।

শ্যালারীর আসল নাম সারা। স্ত্রীলোকটি নিতান্ত কুৎসিতা নহে, তবে তাহার যে রূপযৌবন ছিল, নানা প্রকার অত্যাচারে তাহা অকালে নষ্ট হইয়া যায়। তাহার ভাই রিচার্ড মেল্‌মথের ডাক-নাম ডিক্; ডিক্ ও জ্যাক্‌কে সারা সমান ভালবাসিত। দানিয়েল নাপিতের দোকানের বিশেষ বিবরণ দিয়া আর পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না।

বেলা অধিক না হইতেই দানিয়েল পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ডাকাতের আড্ডা হইতে নিজের দোকানে ফিরিয়া আসিল। ডিক্, জ্যাক্ ও সারা তিন জনেই তখন দোকানের কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

দানিয়েল দোকানে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সকালে আমার খোঁজে কোন লোক আসে নাই ত?"

জ্যাক্ বলিল, "এই ত মোটে সাতটা বাজিতেছে, এত সকালে আর কে আসিবে?"

দানিয়েল চোখ গরম করিয়া বলিল, "সাতটাই বাজুক আর চৌদ্দটাই বাজুক, সে কথা আমি জানিতে চাই না। আমি জানিতে চাই, কোন লোক আমার কাছে আসিয়াছিল কি না?"

ডিক্ সংক্ষেপে বলিল, "না, জনপ্রাণীও আসে নাই।"

এ কথা শুনিয়া দানিয়েলের মেজাজ আরও চটিয়া উঠিল; সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুই নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলিতেছিস্। যদি কেহ আজ আমার কাছে আসিয়া আমার দেখা না পাইয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বেতের চোটে তোর পিঠের চামড়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিব।"

জ্যাক্ বলিল, "তুমি অমন ইতরের মত কথা বলিতেছ কেন? আমি তোমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলিতেছি, আর তোমার মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিতেছ।"

এতক্ষণ পরে ডিক্ কথা কহিল। সে বলিল, "আর গোলমালে দরকার নাই। দিন-রাত্রি আর গোলমাল ভাল লাগে না।"

দানিয়েল বলিল, "সে দোষ কার? আমি তোমাদের কত সুখে রাখিয়াছি, পেট ভরিয়া খাইতে দিতেছি, পকেট ভরিয়া টাকা দিতেছি, আর বেশী কি চাও? আমি লোক মন্দ নই, তবে তাঁবেদারের উঁচু কথা আমি সহ্য করিতে পারি না। সেই জন্যই তোমাদের সঙ্গে আমার সময়ে সময়ে ঝগড়া বাধে।"

এই সমস্ত কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে দুই তিনটি খদ্দের দানিয়েলের দোকানে প্রবেশ করিল; সুতরাং দানিয়েলের ক্রোধানল সহসা নির্ব্বাপিত হইল; দানিয়েল ও তাহার সঙ্গিদ্বয় তাহাদের কামাইতে বসিল। তখন আবার নানা নূতন বিষয়ের কথা আরম্ভ হইল; ক্রমে যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই খদ্দেরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

বেলা নয়টার মধ্যে প্রায় সকল কাজ শেষ হইয়া গেল; আর নূতন খদ্দের আসিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই ডিক্ ও জ্যাক্ আহারের চেষ্টায় কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। দানিয়েল দোকানে বসিয়া চুরুট ফুঁকিতে লাগিল।

চুরুটটার পরমায়ু শেষ হইলে দানিয়েল দোকান-ঘর ছাড়িয়া তাহার সঙ্গিদ্বয়ের অনুসরণ করিল; কিন্তু ঠিক সেই সময় দেখিল, তাহার দোকানের সম্মুখস্থ রাস্তায় বোষ্ট্রীট পুলিসের বড় সাহেব মিষ্টার লরেন্স স্যাম্সন্ বেত্র-হস্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দানিয়েলের হৃদয় এক অজ্ঞাত ভয়ে হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। পূর্ব্বরাত্রের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিন্তু সে যে কোন প্রকার পাপে লিপ্ত আছে, তাহা কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া সে মন স্থির করিল, ইতিমধ্যে পুলিস-সাহেব তাহার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত!

এই আগন্তুক মিষ্টার লরেন্স স্যাম্সন্ নামক লোকটির কথা আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। ইনি একজন অতিবিখ্যাত গোয়েন্দা। এ পর্য্যন্ত ইনি যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় না থাকিলেও চোর ধরিতে ইহাঁর অদ্ভুত দক্ষতা ছিল; রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদে ও গুপ্ততথ্য আবিষ্কারে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইনি কার্য্যে অবতীর্ণ হইতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ফিরিতেন না এবং যে কার্য্যে তিনি একবার হস্তক্ষেপ করিতেন, কোন কারণেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার গোয়েন্দাগিরী সম্বন্ধে

অনেক অদ্ভুত লোমাঞ্চকর গল্প সেই অঞ্চলের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত।

তাঁহার শরীর দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না যে, তিনি এইরূপ বিপদসঙ্কুল ও শ্রমসাধ্য কর্ম্মের উপযুক্ত ব্যক্তি; তাঁহার দৈহিক বলও অধিক ছিল না; তাঁহার পরিচ্ছদে কিছুমাত্র আড়ম্বর প্রকাশ পাইত না, তাঁহাকে দেখিলে অতি সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে হইত; তাঁহার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ছিল, কিন্তু তাহাতে চতুরতার কোন চিহ্ন ছিল না; তাঁহার অধরোষ্ঠ দেখিয়া তাঁহার সঙ্কল্পতার দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু তিনি যখন পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তির দিকে ক্ষণকালের জন্যও যে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেহ বুঝিতে পারিত না। তাঁহার চক্ষুর তারা দুটি ঈষৎ নীলাভ এবং ভাবময়, ইঁহার বয়স চল্লিশের অধিক নহে, দুই এক বৎসর কমও হইতে পারে।

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ দানিয়েলের গৃহদ্বার অতিক্রম করিলেন, কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না দেখিয়া দানিয়েলের একটু সাহস হইল; সে তখন হাঁকিয়া বলিল, "কে, স্যাম্‌সন্ মশায় যে? ভাল আছেন ত?"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দানিয়েল না কি! তা আমি তোমার দিকে চাহিয়া দেখি নাই, কি তোমার কথা ভাবিও নাই। কাজটা যে খুব ভাল হইয়াছে, তা বলিতে পারি না। তবে আজ একটা চুরির ব্যাপার লইয়া বড় ব্যস্ত আছি, সেই কথাই ভাবিতেছি, আর সেই সন্ধানেই যাইতেছি।"

দানিয়েল হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "আপনি কেবল চোরের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়ান, ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিবার আর আপনার সময় হয় না।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "কথাটা বড় মিথ্যা বল নাই। তবে আজকাল কাজ-কর্ম্ম বড়ই মন্দা।"

দানিয়েল গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা হইলে ত দেখিতেছি, আপনার সময় কাটান বড়ই বিষম হইয়া উঠিয়াছে।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আপাততঃ একটা বৈ চুরির ভার হাতে নাই; এটার কাজ শেষ হইলেই আমি কয়েকদিনের জন্য ছুটী লইয়া একবার এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিয়া আসিব।"

দানিয়েল সহানুভূতিভরে বলিল, "আপনার যে রকম গুরুতর পরিশ্রম, তাহাতে শীঘ্রই আপনার ছুটী লওয়া দরকার ; পয়সা বলুন, মান-সম্ভ্রম বলুন, সব ভাল, যদি শরীর টিকিয়া থাকে ; আপনার অনুগ্রহে আমিই কত লোকের ফাঁসী দিয়াছি। ধরিতে গেলে আপনার সঙ্গে আমার কাজের রীতিমত সম্বন্ধই আছে, আপনি আরম্ভ করেন, আমি শেষ করি : কিন্তু আপনি বড় কর্ম্মচারী, আমি ছোট কর্ম্মচারী ; পৃথিবীর নিয়মই এই, কাজের গুরুত্ব দেখিয়া বিচার নাই।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দানিয়েল, দেখিতেছি যে, মস্ত নীতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছ। তা তুমি দুঃখ করিও না, এক দিন আমি তোমাকে পেট ভরিয়া মদ খাওয়াইতে পারি। কেবল আমার এই ভয় হয় যে, পাছে বে-এক্‌তার হইয়া কাহারও দাড়ি কামাইতে আধখানা গালই নামাইয়া দেও।"

দানিয়েল বলিল, "আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু এই সকালবেলা আর আমার মদের পিপাসা নাই ; বিশেষতঃ কাল রাত্রে মাত্রাটা কিছু বেশী চড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া আজ শরীরটাও বড় ভাল নাই।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ পুনর্ব্বার হাসিয়া বলিলেন, "কি বলিলে, কাল সমস্ত রাত্রিই বুঝি সুরার সমুদ্রে সাঁতার দিয়াছ? সকালে ক্ষুর চালাইয়া যা কিছু রোজগার করিয়াছিলে, রাত্রিতে সমস্তই বুঝি তাড়িখানায় রাখিয়া আসিয়াছ? ক্ষুরের কথা বলায় ভাল এক কথা মনে পড়িয়া গেল। আজ আমি দাড়িতে ক্ষুর না বুলাইয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তা আমার দাড়িতে তুমি এখন একবার ক্ষুর বুলাইলে দোষ কি?"

দানিয়েল বলিল, "মিষ্টার স্যাম্‌সন্, আপনি আমাকে আপনার একান্ত বাধ্য ভৃত্য বলিয়া জানিবেন, ভিতরে আসুন।"

মিনিট খানেকের মধ্যেই মিষ্টার স্যাম্‌সন্ দানিয়েলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

কামাইতে কামাইতে দানিয়েল কত কথাই ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল, "স্যাম্‌সন্ কি আমাকে সন্দেহ করিয়াছে? বোধ হয় না। যদি সন্দেহ করিত, তাহা হইলে এত সহজে আমার ক্ষুরের নীচে আসিত না। আমি ত এখন ইচ্ছা করিলেই হাতের রাশ একটু ছাড়িয়া মিষ্টার স্যাম্‌সনের আধখানা গাল নামাইয়া দিতে পারি ; তাহা হইলে উহাঁকে আর গোয়েন্দাগিরী করিতে হয় না. দু এক ঘণ্টার মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু আমি তাহা করিব

না ; যে জানে, আমি একজন সামান্য নাপিত মাত্র, আর মধ্যে মধ্যে সরকারী জল্লাদের কাজ করি, তাহার মনে সন্দেহ জন্মিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় : মিছে কেন বিপদ্ ডাকিয়া আনি ?" এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষৌর-কর্ম্ম শেষ হইয়া গেল ; ক্ষুর যখন স্যাম্‌সনের গলার কাছে আসিয়াছে, তখন হঠাৎ একবার দানিয়েলের মনে হইল, এক সেকেণ্ডের জন্যও যদি ক্ষুরখানি উহার গলার নলীতে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে লণ্ডন সহরের চোর-ডাকাতের মহা উপকার করা হয় : কিন্তু ইহার শেষ ফল কিরূপ হয়, তাহা মনে করিয়া ও প্রকাশ্য দিবালোকে এরূপ কার্য্য করা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা বুঝিয়া সে মন সংযত করিল। সে সময়ে তাহার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা মিষ্টার স্যাম্‌সন্ যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই সেখানে বসিয়া এই নরঘাতকের সঙ্গে সুস্থিরচিত্তে আলাপ করিতে পারিতেন না।

সপ্তবিংশ উল্লাস

ভিক্রায় সংশোধনাগার!

কামানো শেষ হইলে মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "দানিয়েল, এখন তুমি প্রত্যহ নূতন লোক দেখিতে পাইবে।"

দানিয়েল মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনার কথা বড় মিথ্যা নয়। আমার দোকানে এক এক সময়ে অদ্ভুত লোক আসে। তাহাদের কাহারও ফাঁসীও হইয়া যায়।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তুমি যে কেবল অদ্ভুত লোক দেখিবে, তাহাই নহে, অনেক অদ্ভুত কথাও শুনিবে; নাপিতের দোকান বাজার-গুজবের প্রধান স্থান। যাহা হউক, আমার চুলগুলা কিছু বড় হইয়াছে বোধ হয়, একটু ছাঁটিয়া দিতে পার?"

"সে আর শক্ত কথা কি?"—বলিয়া দানিয়েল কাঁচি ধরিল।

ঠিক এই সময়ে আর একজন লোক কামাইবার জন্য দানিয়েলের দোকানে প্রবেশ করিল, জ্যাক্ তাহাকে কামাইতে প্রবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তোমার এই এপ্রেণ্টিস্‌টি বড় চতুর ছোকরা দেখিতেছি।"

দানিয়েল বলিল, "ও এপ্রেণ্টিস নহে, আমার সহকারী, এ ছোকরা আমার বাড়ীতেই বাস করে।"

তাহার পর দানিয়েল জ্যাকের দিকে চাহিয়া বলিল, "জ্যাক্, তুমি বোধ হয়, ইহাঁকে চেন না, ইনি মিষ্টার লরেন্স স্যাম্‌সন্।"

জ্যাক্ বলিল, "আমি উহাঁকে বেশ ভাল রকমই চিনি; কিন্তু উহার পেশা-টাকে আমি পছন্দ করি না; তবে এ কথা বলিতে পারি যে, উনি যে পেশায় আছেন, সে পেশায় উনি একজন খুব বাহাদুর লোক।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "এই প্রশংসার জন্য আমি তোমাকে ধন্য-বাদ দিই।"

জ্যাক্ বলিল, 'জোনাথান ওয়াইল্ড এক জন বড় গোয়েন্দা; কিন্তু লোকটা বড় ছোট লোক, আপনার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ হাসিয়া বলিলেন, "আমি যে ছোটলোক নই, তা তোমাকে

কে বলিল? আমার সম্বন্ধে তুমি কি জানো, বল? তাহা কটু কথা হইলেও তাহাতে আমি রাগ করিব না।"

জ্যাক্ বলিল, "জোনাথান ওয়াইল্ডের একটা প্রধান দোষ এই ছিল যে, সে চোর দিয়া চোর ধরিত; তার পর তাহাদের সকলকেই বিচারকের হাতে সমর্পণ করিত, কিন্তু আপনার সে অভ্যাস নাই। আপনি চোর-ডাকাত ধরিতে চাতুরীর সাহায্য লন না—"

জ্যাক্ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দানিয়েল গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুই তোর চরকায় তেল দে না বাপু, ও সকল কথায় দরকার কি? তুই রাস্তায় পড়িয়া মরিতিস্, আমিই খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিলাম, এখন লম্বা লম্বা কথা বলিতে শিখিয়াছিস্।"

জ্যাক্ বলিল, "এ আর নূতন কথা কি? তোমার এত ভয়েরই বা কারণ কি? তোমার কোন অহিত হয়, এমন কথা ত আমি কিছু বলি নাই। মিষ্টার স্যাম্‌সন্ আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে বলিলেন, তাই—"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "সেই জন্যই ত তুমি এই সকল কথা বলিতেছ, ইহাতে দোষ কি? দানিয়েল, তুমি অনর্থক উহার উপর খাপ্পা হইতেছ, উহার কোন অপরাধ নাই। জ্যাক্, তুমি কি রকম কেতাব পড়িতে ভালবাস?"

জ্যাক্ বলিল, "চুরি, ডাকাতী, বোম্বেটেগিরী, মেয়ে বাহির করা, এ সকল ব্যাপার যে কেতাবে থাকে, তাহাই আমার ভাল লাগে। আপনি ইচ্ছা করিলে এ রকম বই অনেক লিখিতে পারেন। যদি লিখিয়া ছাপান, তাহা হইলে সকলের আগে আমি এক একখানা কিনি।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "বই লিখি না লিখি, আমার নোটবহিতে অনেক অদ্ভুত কেচ্ছার কথা লেখা আছে, তোমাকে একদিন তাহার কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইব।"

জ্যাক্ খুসী হইয়া বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, ধন্যবাদ! কবে আপনার সুবিধা হইবে, তাহা জানিতে পারিলে—"

দানিয়েল বাধা দিয়া বলিল, "জ্যাক্, তুমি যে ভদ্রলোককে অস্থির করিয়া তুলিলে। উহাঁর যখন খুসী হইবে, তখন শুনাইবেন। মিষ্টার স্যাম্‌সন্ যদি দয়া করিয়া একদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করেন, তবে আমি ভারী সুখী হই।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "সে পরে দেখা যাইবে; আপাততঃ আমার হাতে কাজকর্ম্ম এমন মন্দা যে, আমি সহর ছাড়িয়া মফস্বলে যাইবার মতলব

করিয়াছি ; যদি তুমি তোমার এই সহকারীটিকে দুই এক দিনের জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিতে পার, তা হইলে উহাকে একটু খুসী করিবার চেষ্টা করি ।”

দানিয়েল বলিল, “আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। আমার ইহাতে আর কি আপত্তি হইতে পারে ?”

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, “তবে আর কি জ্যাক্, তোমার যাহা কিছু লইবার আছে, পুঁটলী বাঁধিয়া আমার সঙ্গে চল ।”

জ্যাক্ যে লোকটিকে কামাইতে বসিয়াছিল, তাহার দাড়ী তখন মাত্র অর্দ্ধেক কামানো হইয়াছিল ; সেই অবস্থাতেই সে ক্ষুরখানা ফেলিয়া সোৎসাহে বলিল, “আমি এখনই আসিতেছি ।” তৎক্ষণাৎ সে তাহার শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল ।

দানিয়েল বলিল, “আমি উহাকে ভাল পোষাক পরিয়া আসিতে বলি ।”—উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সে তাহার পশ্চাতে ছুটিল ।

জ্যাক্ তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া শয্যার উপর একখানি রুমাল বিছাইয়া জিনিসপত্র গুছাইতেছে, এমন সময়ে দানিয়েল তাহার নিকটে আসিয়া অত্যন্ত সদয়ভাবে বলিল, “জ্যাক্, মিষ্টার স্যাম্‌সন্ যে এই ভাবে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে আমি ভারী খুসী হইয়াছি, তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি, তা আর কি বলিব ; তোমার কিছু টাকা-কড়ির দরকার। কারণ, মিঃ স্যাম্‌সনের বাড়ীতে তোমাকে ভদ্রভাবে থাকিতে হইবে, তোমার খরচের জন্য এই গিনী দুটি রাখো ।”

জ্যাক্ গিনী দুটি তৎক্ষণাৎ পকেটে পূরিয়া বলিল, “এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আমি মিঃ স্যাম্‌সনের কাছে খুব সাবধানে থাকিব, সর্ব্বদাই চোখ-কান খুলিয়া থাকিব ।”

দানিয়েল বলিল, “আমিও ঠিক তাহাই চাই। ও লোকটার মনের কথা যত পার, জানিয়া লইবে ; কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে যত কম কথা পার, বলিবে ।”

জ্যাক্ পোষাক শেষ করিতে করিতে বলিল, “সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই ।”

দানিয়েল বলিল, “আর এক কথা, আমার উপর উহার কোন রকম সন্দেহ আছে কি না, কোনও ফিকিরে তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে। সন্দেহ না থাকিবারই কথা ;—সন্দেহ নিশ্চয়ই নাই ; তবে কি না, লোকটা গোয়েন্দা। সন্দেহ না-থাকিলেও নিঃসন্দেহ হওয়াই উচিত ।”

জ্যাক্ বলিল, "সে কথা আমি ঠিক বাহির করিয়া লইব।"

দানিয়েল বলিল, "আর একটা কথা মনে রাখিও। দুদিন পরে যদি মিষ্টার স্যাম্‌সন্ তোমাকে ছাড়িয়া দিতে না চান, তবে তুমি চলিয়া আসিবার জন্য জিদ করিও না; তোমার অভাবে আমি এক রকম করিয়া চালাইয়া লইব; আর যদি আমাদের কাজে লাগিবার মত কোন জরুরী খবর বাহির করিয়া লইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে পাঁচ গিনী বক্‌শিস দিব, আর সাত দিনের লম্বা ছুটী।"

জ্যাক্ বলিল, "এ কথা আমার খুব মনে থাকিবে; যাই, এখন ডিক্ ও শ্যালারীর কাছে বিদায় লইয়া আসি।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ এতক্ষণ দোকানঘরে একা বসিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মানুষ নন, তাঁহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। হঠাৎ একখানা কাগজের উপর তাঁহার চোখ পড়িল; দানিয়েল তাঁহাকে কামাইয়া এই কাগজখানিতে তাহার ক্ষুর মুছিয়াছিল, কাগজখানিতে কি লেখা ছিল, তিনি তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর তাহা পকেটের মধ্যে ফেলিলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই জ্যাক্ তাহার বাণ্ডিল হাতে লইয়া মিঃ স্যাম্‌সনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দানিয়েল আসিলে স্যাম্‌সন্ তাহার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং ক্যারিংডন ষ্ট্রীটে আসিয়া জ্যাক্‌কে লইয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ স্যাম্‌সন্ এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। তিনি একখানি ক্ষুদ্র সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেন। আবশ্যকীয় বিভিন্ন কক্ষ ব্যতীত তাঁহার গৃহে একটি গুপ্ত কক্ষও ছিল। এই কক্ষে তিনি ও তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল; এতদ্ভিন্ন তিনি যথেষ্ট মিতব্যয়ীও ছিলেন। তাঁহার পরিচারিকাটি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এবং সদ্বংশজাতা, তাহার নাম মারগারী।

গৃহে আসিয়া মিষ্টার স্যাম্‌সন্ তাঁহার সেই বিশ্বস্ত পরিচারিকার সহিত জ্যাকের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই অদ্ভুত বালককে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত দেখিয়া শ্রীমতী মারগারী কিছুমাত্র কৌতূহল বা বিরাগ প্রকাশ করিল না, কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল, মিঃ স্যাম্‌সন্ যাহা করেন, তাহার মধ্যে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছেই। শ্রীমতী মারগারী জ্যাক্‌কে খুব আদর-যত্ন

করিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্যাক্ সেই বাড়ীর ছেলে হইয়া পড়িল।

উত্তমরূপ আহারের পর মিষ্টার স্যাম্‌সন্ জ্যাক্‌কে তাঁহার বসিবার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ জ্যাক্, এখানে তোমার কোন রকম সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক নাই। ইহা তোমার নিজের বাড়ীর মত মনে করিবে। জ্যাক্, খাইতে ইচ্ছা হয় খাইবে, যাহা দরকার, তাহাই চাহিয়া লইবে।"

এই দয়ার জন্য জ্যাক্ মিঃ স্যাম্‌সন্‌কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিল।

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "পেট ভরিয়া খাইয়াছ ত? এখন এসো, একটু গল্প করা যাক্। আমি তোমার মঙ্গল ইচ্ছা করি, তোমার সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাই, তুমি কি জানো, তাহাই বল।"

জ্যাক্ বলিল, "আমার সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, আমার আসল নাম কি, তাহাই আমি জানি না। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, আমার নাম জ্যাক্। আমি পিতৃমাতৃহীন।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতামাতা সম্বন্ধে কিছুই শুন নাই?"

জ্যাক্ বলিল, "না। আমি আমার জ্ঞান হইবার পূর্ব্ব হইতেই গ্রব্‌ষ্ট্রীটের অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছি।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "বড় হইয়া তুমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমাকে অসঙ্কোচে বলিতে পার। তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, তোমার সুবিধার জন্য আমি একটা মত্‌লব ঠিক করিয়াছি। সে কথা তোমাকে পরে বলিব; কিন্তু প্রথমতঃ তোমাকে মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে হইবে। আমাকে তোমার হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জানিও। সকল কথা ভাবিয়া ধীরে সুস্থে উত্তর কর; মন প্রফুল্ল করিবার জন্য এক গেলাস মদ খাইয়া লও।"

এক চুমুকে এক গেলাস মদ্য নিঃশেষিত করিয়া জ্যাক্ বলিল, "আমি সকল কথাই আপনাকে খুলিয়া বলিব। আমার সম্বন্ধে যতটুকু আমার মনে আছে, তাহাতে আমি এই বলিতে পারি যে, যখন আমি খুব শিশু ছিলাম, সে সময়ে ছেলে-ধরায় আমাকে মা-বাপের কাছ হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহার পর সিকষ্টারশাল এক বাড়ীওয়ালী আমাকে মানুষ করে।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "আমি সে মাগীকে জানিতাম। সে যে লোকের উপপত্নী ছিল, তাহার হাতে সর্ব্বদাই কতকগুলি ছোকরা চোর থাকিত।"

জ্যাক্ বলিল, "হাঁ, তাহা আমি জানি। তবে আমার বোধ হয়, সে লোকটা এখন সে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছে। যাহা হউক, আমি এখন নিজের কথাই বলি। ঐ বাড়ীওয়ালী আমাকে প্রতিপালিত করিলেও একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোকের নিকট আমি নানারকমে উপকৃত হইয়াছিলাম। পুরুষটির নাম রিচার্ড ও স্ত্রীলোকের নাম সারা মেল্‌মথ্।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তাহাদিগকেও আমি চিনি, এখন উহারা দানিয়েলের স্কন্ধে ভর করিয়াছে, উনিশ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে উহাদের পিতা নানাপ্রকার গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, তাহার পর সে আত্মহত্যা করিয়া মরে, উহাদের বড় ভাই জেম্‌সেরও অপঘাতে মৃত্যু হয়। সেই ছোকরা গ্রব্‌টন ষ্ট্রীটে কোনও ভদ্রলোককে বোমা ছুড়িয়া মারিতে গিয়া নিজেই সেই আগুনে পুড়িয়া মরে।"

জ্যাক্ বলিল, "আমিও এ কথা শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, সেই আমাকে চুরি করিয়া আনে; কিন্তু কোথা হইতে কবে চুরি করে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, তাহাদের ভাই-ভগিনী রিচার্ড ও সারা আমাকে নিজের ভাইয়ের মত স্নেহ করিত; আমি গ্রবষ্ট্রীটে ছোকরা চোরের আড্ডায় মানুষ হইতে লাগিলাম, সেখানে আমাদিগকে কি বিদ্যা শিখান হইত, তাহা আপনার ন্যায় পাকা গোয়েন্দার অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, আমার কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা হইলে মিঃ দানিয়েল আমাদের তিন জনকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল, সে আজ আট নয় বৎসরের কথা। তাহার পর হইতে আমরা দানিয়েলের বাড়ীতেই আছি।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "এখন বোধ করি, সুখেই আছ; তুমি লিখিতে পড়িতে জানো বলিতেছিলে, কোথায় শিখিলে?"

জ্যাক্ বলিল, "ডিকের বাপ যখন আত্মহত্যা করে, তখন তাহার বয়স আট বৎসরের অধিক নহে; সেই সময় পর্য্যন্ত ডিকেদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল এবং ভদ্রভাবে তাহারা প্রতিপালিত হইয়াছিল। ডিক্ কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল; এমন কি, সে উপাসনা করিতেও পারিত। অবস্থা খারাপ হইলে ডিক্ তাহার ভগিনীকে লইয়া চোরের আড্ডায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, উদরান্নের জন্য সমস্ত দিন তাহাকে চুরি-চামারি করিতে হইত, কিন্তু

তখনও সে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছাড়ে নাই। তাহার পর দানিয়েলের বাড়ী আসিয়াও সে যে বই পাইত, তাহাই পড়িত। একদিন সে জোরে জোরে জোনাথান ওয়াইল্ডের জীবনচরিত পড়িতেছিল, তাহা শুনিয়া আমারও বড় পড়িবার ইচ্ছা হইল; ডিক্‌কে আমি আমার মনের কথা বলিলাম। ডিক্ আমাকে পড়াইতে রাজী হইল, তাহার পর হইতেই আমি একটু একটু করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "কিন্তু তুমি যে সমস্ত পুস্তক পড়িয়া বিদ্যা আরম্ভ করিয়াছ, তাহা পাঠের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

জ্যাক্ বলিল, "আমি কিরূপে লেখা-পড়া শিখিয়াছি, তাহা আপনি শুনিলেন, এ অবস্থায় আমার যোগ্য-অযোগ্য বিবেচনা ছিল না।"

মিষ্টার স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তোমার দুর্ভাগ্যে আমি সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। তুমি কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছ, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার যেরূপ আছে, সেরূপ অধিক লোকের নাই।"

জ্যাক্ বলিল, "আমি যেরূপ সংসর্গে পড়িয়া বা বাধ্য হইয়া যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কোন রাজপুত্র সে অবস্থায় পড়িলে তাঁহাকেও ঠিক তাহাই করিতে হইত। বাল্যকালে আমি কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছি; যত্ন করিবার, আদর করিবার কেহ নাই, একমুষ্টি আহারের সংস্থান নাই, কখনও ভিক্ষা, কখনও চুরি, ইহা ভিন্ন উপায় নাই; ক্ষুধায় কাতর হইয়া জনপূর্ণ লণ্ডনের রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; ভয়ানক শীত, কিন্তু পায়ে জুতা নাই, পরিধেয় বস্ত্র শতচ্ছিন্ন ও মলিন, ক্ষুধার যন্ত্রণায় রাত্রে শীত শতগুণ অধিক বোধ হইত। যত দিন চুরি করিতে না শিখিয়াছিলাম, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের আড্ডার লোকেরা আমাকে এক টুক্‌রা রুটীও খাইতে দেয় নাই; মানুষ জীবনে যত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, শিশুকালে আমাকে সে সকল কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছে; আমি যত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার মূল কারণ ক্ষুধা; সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে পরের গাঁট কাটিতে হইয়াছে। আমার নয় বৎসর বয়সের সময় চুরিবিদ্যা ভাল করিয়া শিখিবার পূর্ব্বেই আমাকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়, আমাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া পুলিসের লোকেরা আমাকে চালান দেয়; আমার অপরাধের বিচারের সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি বলিলাম, 'আমার পিতামাতা কেহই নাই,

দুটি খাইতে দিবার লোকও কেহই নাই, সে জন্য বাধ্য হইয়া আমি ভিক্ষা করিতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে সংশোধনাগারে পাঠাইয়া দিলেন ; সেখানকার অবস্থা অতি শোচনীয় ; সেখানকার লোকেরা আমাকে পেট ভরিয়া খাইতে দিত না, আমার প্রতি পশুর মত ব্যবহার করিত ; অনেক পাকা পাকা চোরের সেখানে আড্ডা ; চরিত্র-সংশোধন হওয়া দূরের কথা, সেখানে গিয়া আমার অধিকতর অধঃপতন ঘটিল। দুই বৎসর পরে পাকা চোর হইয়া আমি সংশোধনাগার হইতে বাহির হইলাম ; তখন আমার বয়স এগার বৎসর। চুরি করিতে করিতে দুই এক মাসের মধ্যেই আমি ধরা পড়িলাম এবং বিচারকের বিচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম ; কারাগারে আসিয়া দেখিলাম, রাজপথ অপেক্ষা সে স্থান অনেক ভাল, সেখানে পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া যায় এবং শীতে কাঁপিয়া মরিতে হয় না, কারাগারে আসিয়া চুরি অপরাধে ধৃত হইবার ভয় দূর হইয়া গেল। যাহা হউক, সেখান হইতে বাহির হইয়া আমি মিঃ দানিয়েলের আশ্রয়ে আসিলাম ; সেখানে না আসিলে এত দিন হয় আমি চুরি করিতাম, না হয় কারাগারেই বাস করিতাম। আমি আমার জীবনের সকল কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলাম, আপনি সকল কথা শুনিলেন, এখন যদি আপনি আমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দেন, তাহাতেও আমার আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই।"

মিঃ থ্যাম্সন্ জ্যাকের হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হতভাগ্য বালক, তুমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ। তুমি যাহা করিয়াছ, সে জন্য তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও ঘৃণা নাই ; তোমার অবস্থায় পড়িলে সত্যই অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেকেও এই ভাবে জীবনপাত করিতে হইত। যাহা হউক, আমি বুঝিতেছি, এই সকল কথার আলোচনা করিতে তোমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। এখন ও সকল কথা থাক্, এখন আমি তোমাকে দুই একটা গল্প বলি, শুন।"— এই বলিয়া তিনি জ্যাক্‌কে কয়েকটি অতি অদ্ভুত গোয়েন্দার কাহিনী বলিলেন। সে সকল কাহিনীর অবতারণা না করিয়া এখন আমরা মূল বিষয়ের অনুসরণ করিব।

অষ্টবিংশ উল্লাস

—:০:—

লণ্ডনে—জোসেলিন লক্‌তস্।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, জোসেলিন লক্‌তস্ তাঁহার প্রিয়তমা লুইসার নিকট বিদায় লইয়া লণ্ডনে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে আমরা যে দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই দিন বেলা দশ ঘটিকার সময়ে তিনি তাঁহার বাসস্থান কন্‌ভেণ্টগার্ডেনস্থ পীয়াজো হোটেল হইতে বাহির হইলেন। ইহার পূর্ব্বদিন তিনি ষ্ট্রটনষ্ট্রীটে ক্লারা ষ্ট্রানলের সন্ধানে গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিয়াছিলেন, শ্রীযুত ও শ্রীমতী বেকফোর্ডের সঙ্গে তিনি বেড়াইতে গিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁহারা বাড়ী ফিরিবেন, সুতরাং লুইসা তাঁহার মারফৎ ক্লারাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিল, তাহা তিনি চাকরের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরদিন সকালে তিনি ক্লারার সঙ্গে পুনর্ব্বার দেখা করিতে আসিবেন, সে কথাও বলিয়া আসিয়াছিলেন।

আজ সকাল বেলা তিনি ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে যাইতেছিলেন; তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি অল্পবয়স্কা যুবতী আলুথালুবেশে স্খলিতপদে তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যুবতীর ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, হয় তাহার মস্তিষ্কবিকার হইয়াছে, না হয় তাহার অন্য কোনরূপ বিপদ্ উপস্থিত। যুবতী কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়াই একটা বাগানের লোহার রেলিঙের উপর আড়ষ্টভাবে পড়িয়া গেল।

যুবতীর ভাব দেখিয়া জোসিলিনের মনে দয়ার সঞ্চার হইল; তিনি যুবতীর সাহায্যের জন্য তাহার নিকট অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, সে রেলিঙে ঠেস দিয়া বসিয়া বিহ্বলভাবে বলিতেছে, "না, না, আমি কখনও তাহার কাছে যাইব না, সেও এই চক্রান্তের মধ্যে আছে, অন্য সকলের মত সেও বিশ্বাসের অযোগ্য।"—যুবতী এবার কাঁদিয়া উঠিল।

হঠাৎ যুবতী দেখিল, একজন যুবক তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া সদয়ভাবে তাহার দিকে চাহিতেছে। যুবতী বড়ই লজ্জিত হইল এবং আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল।

জোসেলিন তাহাকে এইরূপ ব্যস্ত দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া কোমল-স্বরে বলিলেন, "ভদ্রে! আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত,

তথাপি যে আপনাকে সম্বোধন করিতে সাহসী হইয়াছি, এজন্য আমি আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আপনি কি পথ হারাইয়াছেন? অথবা অন্য কোনরূপে আপনি বিপন্না? আপনার অনুমতি হইলে সাধ্যানুসারে আমি আপনার সাহায্য করিতে পারি।”

যুবতী বলিল, “হাঁ মহাশয়, আপনি আমার কিছু উপকার করিতে পারেন, আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা অবশ্যই আপনার মনের কথা, অবশ্য আপনাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।”

জোসেলিন বলিলেন, “আপনি বোধ হয় বড়ই বিপন্ন। এ অবস্থায় আমার ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে যদি আপনি হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে আমার ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। তবে আপনি এইটুকু জানিয়া রাখুন, আমি কুটিল-প্রকৃতির লোক নই, আমি যাহা মুখে বলি, তদনুসারে কাজ করাই আমার প্রকৃতিসিদ্ধ।”

যুবতী বলিল, “আমি আপনার কথা বিশ্বাস করিলাম। আমি একান্ত অনাথিনী। আপনি আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন? আপনার আশ্রয়ে আমি কি নিরাপদে বাস করিতে পারিব? যদি পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব। আমি একে নিরাশ্রয়, তাহার উপর কপর্দ্দকহীন।”

জোসেলিন বলিলেন, “এ পথে অনেক লোক যাতায়াত করে, এখনও হয় ত আমাদের দেখিয়া অনেকের কৌতূহল উত্তেজিত হইবে; একখানা গাড়ী ডাকিয়া আপনাকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইতেছি।”

যুবতী এ কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলে, জোসেলিন একখানি গাড়ী ডাকিয়া তাহার ভিতর যুবতীকে বসাইলেন এবং স্বয়ং অন্য ধারে উপবেশন করিলেন। গাড়ী কন্‌ভেণ্ট গার্ডেনে পীয়াজো হোটেলের দিকে চলিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে জোসেলিন যুবতীকে বলিলেন, “আমি অতি অল্প সময়ের জন্য লণ্ডনে আসিয়াছি, সম্ভবতঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। লণ্ডনে আমার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, কিন্তু আমি আপনাকে যে হোটেলে লইয়া যাইতেছি, তাহার অধিকারিণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইব। আপাততঃ আমাকে দুই এক ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে, তাহার পরই আমি হোটেলে আবার ফিরিয়া আসিব। ইতিমধ্যে আপনি একটু সুস্থ হউন;

আমার দ্বারা আপনার আর কি উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা ফিরিয়া আসিয়া শুনিব।”

যুবতী এ কথা শুনিয়া আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না; সজল-চক্ষে জোসেলিনের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনার এই দয়া ও সহৃদয়তার জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি বন্ধুহীন, গৃহহীন, পথপ্রান্তবাসিনী অনাথিনী, এ জন্য আপনি আমার সম্বন্ধে কোনরূপ মন্দ ধারণা করিবেন না। আমার জীবনের ইতিহাস বড় শোচনীয়, কিন্তু তাহা আমার কলঙ্কের ইতিহাস নহে।”

জোসেলিন বলিলেন, “এ সকল কথার আলোচনা করিয়া আপনি কেন অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছেন? আমি আপনার সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার জন্য কিছুমাত্র কৌতূহল বোধ করিতেছি না; আপনার সম্বন্ধে যতটুকু ইচ্ছা আপনি বলিতে পারেন। তাহা জানিবার আমার কোন অধিকার নাই। আর তাহা না জানিলেও যে, আমি আপনার উপকার করিব না, ইহাও আমার অভিপ্রায় নয়।”

এই সকল কথা বলিতে বলিতেই গাড়ী হোটেলের দরজায় আসিয়া থামিল। এই হোটেলের কর্ত্রী একটি প্রবীণা ও সহৃদয়া রমণী; তাহার নিকট কোন কথা খুলিয়া বলিতে জোসেলিন বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা অনুভব করিলেন না। যুবতীকে হোটেলাধিকারিণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া জোসেলিন সেই গাড়ীতেই ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে ফিরিয়া চলিলেন: ১৩ নং বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, দ্বারবানের নিকট সন্ধান লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন, কুমারী ক্লারা ষ্ট্রান্লে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষে ক্লারার সহিত জোসেলিনের সাক্ষাৎ হইল।

উভয়ের কথা আরম্ভ হইল। ক্লারা তাঁহার ভগিনীর সম্বন্ধে জোসেলিনকে ব্যগ্রভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: তাঁহার পীড়িতা পিসীর স্বাস্থ্য ও সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন করিলেন। এ সকল কথা শেষ হইলে জোসেলিন ক্লারাকে জানাইলেন, লুইসার সহিত বিবাহের আয়োজন স্থির করিবার জন্যই তিনি লণ্ডনে আসিয়াছেন; বিবাহের সময়ে ক্লারাকে একবার কাণ্টারবারীতে যাইতেই হইবে। ক্লারা এ বিষয়ে আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; তাহার পর তিনি যে জোসেলিনকে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর সহিত পরিচিত করাইতে পারিলেন না, এ কথা বলিয়া যথেষ্ট

দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তবে তিনি উপস্থিত বিবাহে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কাণ্টারবারী যাত্রা করিবেন, এরূপ আভাস জানাইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা কথোপকথনের পর জোসেলিন বিদায় লইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, ক্লারা তাঁহার ভগিনীকে একখানি পত্র দিবেন বলিয়া জোসেলিনকে একটু অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ক্লারা কয়েক মিনিটের মধ্যে কক্ষান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জোসেলিনের হস্তে একটি ক্ষুদ্র প্যাকেট প্রদান করিলেন এবং তাহা তাঁহার ভগিনীকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

জোসেলিন সেই কক্ষ হইতে বিদায় লইবামাত্র কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন; এই ক্রন্দনের বেগ লইয়াই তিনি এতক্ষণ জোসেলিনের সহিত সহাস্য-মুখে আলাপ করিতেছিলেন। রমণী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব রহস্য!

পীয়াজো হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া জোসেলিন হোটেলের কর্ত্রীকে পূর্ব্বোক্তা যুবতী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, সে অনেকটা শান্ত হইয়াছে।

জোসেলিন যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সে তাঁহার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মিঃ জোসেলিন, হোটেলের কর্ত্রীর নিকট আমি আপনার নাম শুনিয়াছি। আমি স্থির করিয়াছি, আপনার কাছে আমার জীবনের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিব। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার ন্যায় হিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তির উপদেশানুসারে চলাই আমার কর্ত্তব্য। আমার সকল কথা শুনিয়া আপনি বুঝিতে পারিবেন, সাধ করিয়া আমি গৃহ-পরিজন ছাড়িয়া আসি নাই এবং আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি তাহার অযোগ্যও নহি। এখন আমার সকল কথা শুনুন।

আমরা চারি ভগিনী। আমিই সর্ব্বকনিষ্ঠা। আমার নাম মেরী আওয়েন। আমাদের বিধবা মাতা আমাদের লইয়া রিচমণ্ডে বাস করিতেন।"

জোসেলিন হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া সংযত-স্বরে বলিলেন, "বলুন, আপনাদের কথা আমি পূর্ব্বেও শুনিয়াছি।"

মেরী বলিল, "তাহা হইলে বোধ হয়, আপনি ইহাও জানেন যে, ইংলণ্ডের যুবরাজ ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমাদের পরিবারের এমন ঘনিষ্ঠ

বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ আছে যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদের গৃহে যাতায়াত করেন; বলা বাহুল্য, জনসাধারণে এ জন্য আমাদের বিরুদ্ধে নানারূপ অপবাদ রটাইয়াছে।”

জোসেলিন বলিলেন, “হাঁ, এ কথাও আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি; এ কথা আর গোপন করিয়া কোন ফল নাই যে, আপনাদের পরিবারের বিরুদ্ধে অপবাদের কথা সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রায় কাহারও অগোচর নহে। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাদের গৃহে যাতায়াত করেন; তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয়; মার্কুইস্ অব্ লেভিসনও আছেন।”

মেরী বলিল, “হাঁ, আছেন। কিন্তু আমার কথা আগাগোড়া শুনুন; তাহা হইলে যুবরাজের সঙ্গে আমার মায়ের যে ঘোর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে, তাহার সব বিবরণ জানিতে পারিবেন। দুর্ভাগিনী কারোলাইন ব্রন্‌সউইককে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের পত্নীরূপে বরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডে লইয়া আসার পর হইতেই তিনি রাজ্ঞীর বিষদৃষ্টিতে পড়েন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কারোলাইনের বিরুদ্ধে একটি প্রকাণ্ড ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। আপনি বোধ হয় জানেন, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত কারোলাইনের বিবাহ হয়, সে প্রায় ১৯ বৎসরের কথা। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রিন্সেস্ চার্‌লোটের জন্ম হয়; তাহার পর হইতেই যুবরাজের সহিত তাঁহার মহিষীর মুখ-দেখা-দেখি বন্ধ হইয়া যায়। যুবরাজ প্রকাশ করেন যে, তিনি রাজা হইলে তাঁহার স্ত্রীকে কখনও রাজ্ঞীপদে বরণ করিবেন না। যুবরাজের জননী বর্ত্তমান রাজ্ঞী এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন; তাহার পরই ষড়্‌যন্ত্রের আরম্ভ। স্বয়ং রাজ্ঞী, যুবরাজ, তাঁহার দুই সহোদর, তিন চারি জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং চারি পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত-মহিলা যুবরাজ-মহিষী কারোলাইনের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য ষড়্‌যন্ত্রকে পাকাইয়া তুলেন। ইহার ফলে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ-মহিষীর বিরুদ্ধে নীতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়; কিন্তু সতীলক্ষ্মী এই অগ্নি-পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, আপনার অজ্ঞাত নহে; এই ব্যাপারে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের ঘোর পরাজয় হয়; কিন্তু মুখে চূণকালি মাখিয়াও তাহারা নিরুৎসাহ হইল না। ঘাসের মধ্যে বিষধর সর্প যেমন নিঃশব্দে নিজের লক্ষ্য-অভিমুখে ধাবিত হয়, এই সকল নরপিশাচ ও পিশাচীরা সেইরূপ গোপনে ও অতি সতর্কভাবে তাহাদের দীর্ঘকালের আরব্ধ ষড়্‌যন্ত্রকে সফল করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই সকল বড়লোকের দলে ও

বিদ্বেষভাজন হইয়াও যুবরাজ-মহিষী ইংলণ্ডের মহৎহৃদয় জনসাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ইহাতে পাপিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠাগণের উৎসাহের অভাব হয় নাই; যুবরাজমহিষীর সর্ব্বনাশের জন্য সর্ব্বদাই তাহারা ফণা উদ্যত করিয়া আছে।”

মিষ্টার জোসেলিন লক্‌তস্ রুদ্ধনিশ্বাসে সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহার বক্ষে যেন রক্তস্রোত সহসা স্তম্ভিত হইয়া আসিয়াছিল; তিনি ঘৃণাভরে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! এমন উচ্চবংশে এমন সকল কলঙ্কের কথাও শুনা যায়! নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা যুবরাজ-মহিষীর কি অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা!”

মেরী উৎসাহ-প্রদীপ্ত-নেত্রে জোসেলিনের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রোধ ও ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল, “আমার সকল কথা শুনুন, তাহার পর বুঝিবেন, ব্যাপার কত গুরুতর; বুঝিবেন, মানুষের অধঃপতন কত শোচনীয় হয়; হতভাগিনী ক্যারোলাইনের সাহায্যের জন্য আপনাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে; সে জন্য যে মনুষ্যত্বের আবশ্যক, যে সহৃদয়তার প্রয়োজন, তাহা আপনার আছে, আর যাহা আবশ্যক অর্থাৎ শক্তি, সুবিধা ও উপায়, তাহা আপনি লাভ করিবেন।”

জোসেলিন সংক্ষেপে বলিলেন, “আপনি আপনার কথা বলিয়া যান। আমি এখন কেবল সব কথা শুনিয়া যাইব।”

মেরী বলিতে লাগিল, “যুবরাজমহিষীর সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উপায় এই যে, তাহার চারিদিকে অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রায় তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে—আমার বোধ হয়, মারকুইস অব লেভিসনই যুবরাজের নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তাব করেন, এক দল গুপ্তচরের কাজ করিবার জন্য কোন একটি পরিবারের কয়েকটি মেয়েকে গোড়া হইতেই শিখাইয়া লওয়া হউক। যুবরাজ এই প্রস্তাবটি বিশেষ কার্য্যোপযোগী হইবে ভাবিয়া ইহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন; তাহার পরেই মারকুইস্ অব লেভিসন যুবরাজকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়া দেন। মা ইংলণ্ডের রাজ্ঞীকে পত্র লিখিলেন; অবিলম্বেই সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল; কিরূপে গুপ্তচরের কাজ করিতে হইবে, কপট ব্যবহারে কতটা দক্ষতা লাভ করা আবশ্যক, সেই বিষয়েই ক্রমাগত আমাদের শিক্ষা চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আমার তিন ভগিনী এই বিষয়ে শিক্ষিতা হইলেন। অবশেষে কয়েক দিনমাত্র পূর্ব্বে আমার নিকট

সকল রহস্য ভেদ করা হইল। মা'র মুখে সকল কথা শুনিয়া আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম; কিন্তু জানিতে পারিলাম, তখন আর আমাদের ফিরিবার উপায় নাই। যুবরাজ-পত্নীর সহচরী হওয়া আমাদের এক রকম ঠিক হইয়া গিয়াছে; ঘৃণায়, ভয়ে, লজ্জায় আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।"

জোসেলিন সহানুভূতিভরে বলিলেন, "বড়ই কষ্টের কথা।"

মেরী অশ্রুপূর্ণনেত্রে উত্তর করিল, "যখন আমি এ সকল কথা শুনিলাম, তখন কি যে করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এই সময়ে আমার মনে ক্রমাগত কত শত চিন্তার উদয় হইতেছিল,তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিয়া আপনার সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। গত মঙ্গলবার প্রভাতে আমার মা রাজ্ঞীর নিকট হইতে আমাদের নিয়োগপত্র পাইলেন; রাজ্ঞী গোপনে গোপনে যুবরাজমহিষীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিলেও তিনি যে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। সুতরাং যুবরাজমহিষী আমাদিগকে তাঁহার সহচরীরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। যুবরাজমহিষী এখন ইংলণ্ডে নাই, ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিতেছেন; এজন্য মা যুবরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাদিগকে ফ্রান্সে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। স্থির হইল, আমরা উলউইচে গিয়া জাহাজে উঠিব। আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মিয়াছিল, জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই হোটেল হইতে মা'র নামে একখানা চিঠি লিখিয়া আমি সরিয়া পড়িয়াছি, শেষে ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; এখন আমি কি করিব, তাহা জানি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, মা'র উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই শঠতা ও কপটতার মধ্যে আর যাইতেছি না।"

জোসেলিন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি বড়ই বিপন্ন। গৃহত্যাগ ভিন্ন আপনার আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না, এ কথা ঠিক।"

অতঃপর মেরী ধীরে ধীরে তাহার পথের বিপদের সকল কথা বলিল। ডাকাতের দলে পড়িয়া মেরীর জীবন কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শুনিয়া জোসেলিন শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "মিস্ আওয়েন, আপনি সাধুতা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে ভাবে বিপদ্‌রাশি আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

এখন আপনার কর্ত্তব্য কি, এ সম্বন্ধে আপনি আমার উপদেশ চাহিতেছেন ; আমি আপনাকে আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে ভাল উপদেশই প্রদান করিব , আপনি আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন ; একটি গুণবতী সুন্দরী যুবতীর সহিত শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। তিনি কাণ্টারবারীতে বাস করেন ; আপনি ইচ্ছা করিলে সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে পারেন। আপনি যে সেখানে পরম আদরে ও গৌরবে থাকিবেন, এ বিষয়ে আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হইতে পারি। এখন আপনি সম্মত আছেন কি না ?"

মেরী ব্যগ্রভাবে বলিল, "সম্মত ! আমি এ প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত আছি। এ বিপদে সেখান অপেক্ষা আর কোথায় আমি নিরাপদে থাকিব ? আপনি সত্যই আমার পরম বন্ধুর কাজ করিলেন। আমি আপনার প্রিয়তমাকে আমার নিজের ভগিনীর মত মনে করিব। আমি এখন কিছু দিন কোন মতেই আমার মায়ের নিকট ফিরিয়া যাইতে সাহস করি না। পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার আর কেহই নাই, যাঁহার আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করিতে পারি।"

জোসেলিন বলিলেন, "আমি যে কাজের জন্য লণ্ডনে আসিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে, এখন আমাকে কাণ্টারবারীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এখন যদি আপনার পথশ্রম সহ্য হয়, তাহা হইলে আমরা উভয়ে একত্র যাইতে পারি।"

মেরী বলিল, "লণ্ডনে আমার আর একদণ্ডও থাকিতে ইচ্ছা নাই। কারণ, দৈবাৎ যদি আমার মায়ের কোন বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে আবার আমাকে ফাঁদে পড়িতে হইবে, মা'র হাতে পড়িলে এবার আর আমার পরিত্রাণ নাই।"

জোসেলিন বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি প্রস্তুত হউন, ডাকের গাড়ী রওনার সময় হইয়াছে ; এখন বেলা একটা, রাত্রি আটটার মধ্যেই আমরা কাণ্টারবারীতে পৌছিব।"

অনন্তর জোসেলিন হোটেলের ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

উনত্রিংশ উল্লাস

বৃহস্পতিবারের পালা।

একেশিয়া-কুটীরে ভিনিসিয়া ব্রিলনীর ড্রয়িং-রুমের দ্বারদেশে একখানি অতি সুন্দর সুসজ্জিত অশ্বযান ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইতেই একটি প্রৌঢ় ভদ্র-লোক দ্বারবান্ কর্ত্তৃক ড্রয়িং-রুমের অভিমুখে নীত হইলেন; এই ভদ্রলোকটি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি ও সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্ ওয়েলস্! সুন্দরী ভিনিসিয়া সোফা হইতে উঠিয়া সহাস্যে যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন।

উভয়ের প্রথম-দৃষ্টি অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণ, যেন উভয়ে পরস্পরকে পরীক্ষা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। যুবরাজ ভিনিসিয়াকে এই সর্ব্বপ্রথম দেখিলেন, সে সৌন্দর্য্যে যেন তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, এমন সুন্দরী নারী তিনি আর জীবনে দেখেন নাই, তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভিনিসিয়া ইতিপূর্ব্বে যুবরাজকে দুই তিনবার দূর হইতে দেখিয়াছেন, এত নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিবার কখন সুবিধা ঘটে নাই। তিনি দেখিলেন, যুবরাজ সুপুরুষ বটে, যুবরাজের যে সকল চিত্র তিনি দেখিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্রও বৈসাদৃশ্য নাই, তবে চিত্রে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক প্রতীয়মান হইত। যুবরাজ যে বার্দ্ধক্যের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া ভিনিসিয়া ঈষৎ বিমনা হইলেন, কিন্তু সে ভাব মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, যুবরাজ তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

ভিনিসিয়া যুবরাজকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া শিষ্টাচারের অনুরোধে অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু শিষ্টাচারে যুবরাজ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি ভিনিসিয়াকে জানাইলেন, মহিলা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে উপবেশন করা তাঁহার নিয়ম নয়; অগত্যা ভিনিসিয়া অদূরবর্ত্তী সোফায় উপবেশন করিলেন। তখন যুবরাজ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন; উভয়ে পরস্পরের অদূরেই উপ-বেশন করিলেন।

যুবরাজ প্রথমে কথা পাড়িলেন। তিনি মধুর-স্বরে বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আপনার রূপগুণ সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আপনার সহিত একবার আলাপ করিবার ইচ্ছা ও কৌতূহল আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, আর সেই জন্যই আমি আপনার গৃহে আসিয়াছি, এ কথা যদি আমি অস্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আমার মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইত। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আপনার রূপের সম্বন্ধে এত খ্যাতির কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে যে, আপনার সঙ্গে একবার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য কোন মনুষ্য সংবরণ করিতে পারে, এরূপ আমার জানা নাই।"

ভিনিসিয়া ঈষৎ হাসিয়া সলজ্জ-মধুর-স্বরে বলিলেন, "যুবরাজের অনেক গুণ, তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু তাঁহার এমন চমৎকার তোষামোদের শক্তি, তাহা জানিতাম না, এ বিষয়ে আজ আমি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিলাম।"

যুবরাজ বলিলেন, "যদি আমার কথা কটুবাক্য বলিয়াই মনে করেন, তবে উপায় নাই; কিন্তু আশা করি, আমার এ কথায় আপনি বিরক্ত হন নাই। সৌন্দর্য্যের দেবতাকে তাঁহার সৌন্দর্য্যের জন্য পূজা করিলে তিনি সে অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে কখন কুণ্ঠিত হন না।"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "স্ত্রীলোক জাতিটা এমন বৃথাগর্ব্বিত ও বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় যে, যুবরাজ আজ আমাকে যে ভাবে সম্মানিত করিলেন, মধুর ভাষায় এরূপ সসম্মান সম্ভাষণ যদি পূর্ব্বে আমার ভাগ্যে না জুটিত, তাহা হইলে আপনার কথায় আমি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম; কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত-সমাজে সুন্দরী মহিলাদলের প্রতি এরূপ সম্মান-প্রদর্শন বিরল নহে।"

যুবরাজ সহসা মিস্ ভিনিসিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আমার সম্বন্ধে দেখিতেছি, আপনি একটু অবিচার করিতেছেন; তবে আপনি যেমন সুন্দরী, সেইরূপ বুদ্ধিমতী, তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ভিনিসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অন্যের প্রশংসা আপনার মুখে বড় মধুর শুনায়।"

যুবরাজ বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, আমার যাহা প্রকৃত মনের ভাব, তাহাই আপনাকে বলিয়াছি। রূপবতী স্ত্রীলোকের আমি অত্যন্ত পক্ষপাতী। আমি এ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া অনেকের রূপের প্রশংসাও

করিয়াছি, কিন্তু সুন্দরীকুলে আপনি অতুলনীয়। মিস্ ব্রিলনী, রাজপরিবারের সহিত আপনার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের সমাজে যে সকল বিখ্যাত সুন্দরী সর্ব্বদা গতিবিধি করেন, তাঁহাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিবার সৌভাগ্য কি আমি লাভ করিতে পারি না ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "যুবরাজ আমাকে অত্যন্ত অধিক অনুগ্রহ করিতেছেন ; হঠাৎ আমি কিসে আপনার এত অনুগ্রহের পাত্রী হইলাম, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ; আমি অত্যন্ত দীন-হীনা, সম্ভ্রান্ত-সমাজের সম্পূর্ণ অপরিচিতা—"

যুবরাজ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ভিনিসিয়ার চক্ষে বিদ্যুতের প্রবাহ তরঙ্গিত হইতেছে। যুবরাজ বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি ? আপনার ন্যায় যাঁহার রূপ, তিনি কখনও দীনহীনা বা নগণ্যা হইতে পারেন না ; আপনার নামের সহিত একটি সম্ভ্রান্ত উপাধি বিজড়িত হইলে এ নামের গৌরব শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। এ বিষয়ে কি আমার কোনই হাত নাই ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, যুবরাজ আমাকে লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি বোধ হয় পরীক্ষা করিতে চান, অহঙ্কারের প্রলোভন দেখাইয়া স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতাকে কিরূপ পরাজয় করিতে পারা যায় ? এ কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হইতে আমি মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি স্থির জানিবেন, আপনার নিকট লোভান্ধরূপে পরিচালিত হইবারও আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই।"

যুবরাজ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আপনি যে আমাকে ভুল বুঝিলেন। আপনি যে ভাবে কথাটা লইয়াছেন, তাহাতে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হইয়াছে ; আপনাকে প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে আমি এ কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রকৃতই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ; আপনি যদি আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমি অপেক্ষাকৃত খোলাখুলিভাবে আপনার সঙ্গে কথা কহিতে পারি।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কিন্তু মহাশয়, আমি ক্ষণকালের জন্যও এ কথা ভুলিতে পারিতেছি না যে, আমি যাঁহার সহিত কথা কহিতেছি, তিনি আমাদের দেশের রাজার প্রতিনিধি এবং সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আমি আপনার একজন ভক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রজামাত্র, সুতরাং আপনি আমাকে যে কথা

বলিবেন, তাহা ধীরভাবে শ্রবণ করিতে আমি বাধ্য; কিন্তু দয়া করিয়া মনে রাখিবেন, যে সকল কূটবাক্যে রমণী-সমাজ সাধারণতঃ মুগ্ধ হয়, সেরূপ কথা শুনিয়া আমি একেবারে গলিয়া যাইব, এরূপ অসারহৃদয় নির্ব্বোধ চটুল স্বভাবের স্ত্রীলোক আমি নহি।"

যুবরাজ বলিলেন, "সাধারণ রমণীসমাজ অপেক্ষা আপনার আসন অনেক উচ্চে, সেই জন্যই আমি আপনার প্রতি বিশেষ সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, এ কথা আপনি কেন বুঝিতেছেন? এ সম্বন্ধে আপনি সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিলে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিব।"

দস্যুদল ও তাহাদের সহচারিণীগণ। [১৪৫ পৃঃ]

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনার যাহা অভিপ্রায়, অনায়াসে বলিতে পারেন, তাহা শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

যুবরাজ বলিলেন, "আর যদি আমার কোন কথায় আপনি বিরক্ত হইয়া উঠেন ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "রমণীগণের সম্মানের প্রতি আপনার যেরূপ লক্ষ্য আছে, তাহাতে আমার মনে হয়, আপনার এ ভয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।"

যুবরাজ ভিনিসিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মনে করুন, যদি আমি আপনার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলি, আমি তোমাকে ভালবাসি ?"

ভিনিসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমি মনে করিব, আপনার বিদ্রূপস্পৃহা নির্ব্বুদ্ধিতার সীমা অতিক্রম করিতেছে।"

যুবরাজ সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মিস্ ত্রিলনী, মনে কর আমি এতই নির্ব্বোধ যে, এখানে তোমার পদতলে পড়িয়া তোমার প্রেম ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। এ অবস্থায় আমি তোমার নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি ?"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "আপনার এই অদ্ভুত প্রশ্নের আমি কি উত্তর দিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।"—ভিনিসিয়ার বক্ষের মধ্যে দেবাসুরের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাঁহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখের উপর আনন্দ ও ভয়ের ছায়াপাত হইল।

যুবরাজ সে ভাব লক্ষ্য করিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি চেয়ারখানি ভিনিসিয়ার আরও কাছের দিকে টানিয়া লইয়া বসিলেন। তার পর বিনয়ের সহিত বলিলেন, "দোহাই তোমার, তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না, আমার বিশ্বাস, তোমার হৃদয় নিষ্ঠুর নহে। যদি আমি একজন নগণ্য লোক হইতাম, তাহা হইলে এত তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে এ সকল কথা বলিতে সাহস করিতাম না, এমন খোলাখুলিভাবেও বলিতে পারিতাম না। কারণ, আমাদের আলাপ কয়েক মিনিটমাত্র আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু তুমি বোধ হয়, বেশ ভাল রকমই জানো যে, আমার সময় বড় অল্প, প্রেমের বন্দনা ও পূর্ব্বানুরাগের উপক্রমণিকা দ্বারা অনেকটা সময় কাটাইয়া দিই, এরূপ আমার অবসর নাই। ভিনিসিয়া, তুমি স্পষ্ট কথায় আমাকে উত্তর দেও, আমি জানিতে চাই, কাহারও প্রেমে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ কি না ? কোন সুরূপ যুবক তোমার প্রেমের পাত্র হইয়া জীবন ও যৌবন ধন্য করিয়াছে কি না ? তুমি কি কাহাকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ ?"

যুবরাজের কথা শুনিতে শুনিতে ভিনিসিয়া একেবারে ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নতমুখে উত্তর করিলেন, "আমার প্রণয়লাভের জন্য অনেককে ব্যস্ত দেখিতে পাই।"

যুবরাজ আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমার প্রণয়লাভের জন্য অনেকেই ব্যস্ত? এ কথা খুব সম্ভবই হইতে পারে; কিন্তু তুমি তাহাদের কাহারও প্রণয়লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। ভিনিসিয়া, কাতরভাবে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, একবার তুমি বল;—মুক্তকণ্ঠে একবার বল যে, এ পর্য্যন্ত তুমি কোনও পুরুষের অনুরাগিণী হও নাই।"

ভিনিসিয়া জড়িত-স্বরে বলিলেন, "না, আমি এ পর্য্যন্ত কোন পুরুষকেই ভালবাসি নাই।"

যুবরাজ সহসা ভিনিসিয়ার দক্ষিণ-হস্তখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালবাসিতে পার না? আমি কি তোমার প্রেমের নিতান্তই অযোগ্য? ভিনিসিয়া, তুমি বোধ হয় জানো, তোমাকে আমি বিবাহ করিব, এ কথা বলিবার শক্তি নাই; কিন্তু বোধ করি, তুমি এ কথাও জানো যে, আজ যিনি ইংলণ্ডের যুবরাজ ও রাজপ্রতিনিধি, আর দুই দিন পরেই যিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাঁহার মহিষী হইতে পারা—তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নীরূপে পরিগণিত হওয়া, সমগ্র ইউরোপখণ্ডের সম্ভ্রান্ত রমণীগণের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। ভিনিসিয়া আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিতেছি, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে; তুমি আমার এ কথা বিশ্বাস করিও যে, যে যুবতীকে আমি প্রেমের পাত্রী বলিয়া মনে করিব, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত-সমাজের সমস্ত সম্মান, গৌরব ও খ্যাতিতে তাঁহার অদ্বিতীয় অধিকার জন্মিবে। ভিনিসিয়া, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তুমি আমার হও, আমি তোমার প্রেম প্রার্থনা করিতেছি; আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি চিরদিনই তোমার অনুগত হইয়া থাকিব। অনেকের বিশ্বাস, আমার চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, আমার অনুরাগ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এ কথা সত্য নহে। এ কথা সত্য বটে যে, এ পর্য্যন্ত আমি অনেকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু অবশেষে তাহাদের অহঙ্কারে ও নীচাশয়তায় আমি তাহাদের উপর বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। অনেক রূপবতীর রূপজ্যোতি আমার চক্ষুতে বিদ্যুৎপ্রভা বিকাশ করিয়াছে

বটে, তাহাদের রূপজ্যোতিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এ কথাও সত্য, কিন্তু পরে তাহাদের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আমি নিরাশ হইয়াছি। তোমার মত মনস্বিতা, তোমার মত উন্নত নারীভাব ও সুরুচি, অথচ এমন অতুলনীয় রূপ, এ সকলের একত্র সমাবেশ আমি আর কখনও দেখি নাই। সুতরাং অন্যের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, তোমার সম্বন্ধে সেরূপ ঘটিবার কোনও আশঙ্কা নাই, এ কথা আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি। তুমি যে অতুলনীয় সুন্দরী, ইহা আমার মোহের একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু তোমার ঐ প্রেমময় প্রাণ—প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অগাধ, অনন্ত নীলাকাশের ন্যায় উন্নত, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার ন্যায় গম্ভীর,—তোমার ঐ হৃদয়ের বিন্দুমাত্রও প্রেমলাভের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি, তাহা রূপজ মোহবিকার মাত্র, এরূপ মনে করিও না। কি রাজনীতি, কি সামাজিকনীতি, যে কোন বিষয়ে তুমি যে অভিমত প্রকাশ করিবে, তাহা এই রাজপরিষদে সম্মানের সহিত গৃহীত হইবে। কারণ, এরূপ মত-প্রকাশে তোমার অধিকার আছে; তোমার প্রকৃতি যেরূপ কোমল ও মধুর, তাহাতে আমাদের রাজকীয় সমাজটিকে যে তুমি সর্ব্বদা সজীব ও প্রফুল্ল রাখিতে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভিনিসিয়া, যদি তুমি সুখ চাও, আমার যতটুকু সাধ্য, তাহার ত্রুটি করিব না, যদি ক্ষমতা ও গৌরব লাভ করিতে চাও, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির যতটুকু শক্তি, সে তাহার ত্রুটি করিবে না। ভিনিসিয়া, বল আমার হইবে? আমাকে সুখী করিবে?”

সকল কথা শুনিতে শুনিতে ভিনিসিয়ার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছিল, নিশ্বাসের গতি খরতর হইয়া উঠিয়াছিল, মুখমণ্ডল রক্তিমভাব ধারণ করিয়াছিল এবং দৃষ্টি ধরাতলে নিপতিত হইয়াছিল। ভিনিসিয়া কোনই উত্তর করিলেন না। যুবরাজ এবার উঠিলেন, ধীরে ধীরে ভিনিসিয়ার পাশে সোফার উপর উপবেশন করিলেন, তার পর তাহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া আবেগ-কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভিনিসিয়া, তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না? একবার বল, তুমি আমার হইবে কি না?”

যুবরাজের সুকোমল করস্পর্শে মৃদু-সমীর-স্পর্শ-বিক্ষুব্ধ বেতস-কুঞ্জের ন্যায় নবীনা ভিনিসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, অত্যন্ত মৃদু এবং গাঢ়-স্বরে বলিলেন,—সহসা যুবরাজের মুখের উপর একটি চঞ্চল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া তাহার পরই ধরাতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “যুবরাজ, আজ যদি এখনই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হই, এত শীঘ্র আমার কর্ত্তব্য স্থির

করিয়া ফেলি, তাহা হইলে কি আপনিই আমাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ বলিয়া মনে মনে গালি দিবেন না ?"

যুবরাজ বলিলেন, "আমার সম্বন্ধেও ত তুমি ঠিক এই কথাই মনে করিতে পার ?"—তার পর তিনি ধীরে ধীরে বামহস্তে ভিনিসিয়ার কটিদেশ ও দক্ষিণ-হস্তে তাহার দক্ষিণ-হাতখানি ধরিয়া তাহার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ আবেগ-চঞ্চল-দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "ভিনিসিয়া, আর আমার উদ্বেগ বাড়াইও না !"

এবার ভিনিসিয়ার মস্তক ধীরে ধীরে যুবরাজের স্কন্ধে অবনত হইল, সুকোমল মলয়ানিল-স্পর্শের ন্যায় অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি তোমারই।"

ভিনিসিয়া ও যুবরাজ।

যুবরাজ আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "ভিনিসিয়া, প্রাণের ভিনিসিয়া ! তুমি আমাকে আজ যে কত সুখী করিলে, তাহা আমি কিরূপে প্রকাশ করিব ?"

অনন্তর যুবরাজ তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ ভিনিসিয়ার ওষ্ঠে একটী চুম্বন দান করিলেন, অবশেষে আনন্দাতিশয্যবশতঃ চুম্বন ওষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ললাট স্পর্শ করিল; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি আর এ পৃথিবীতে নাই। তাঁহার ন্যায় অপরিচিত পুরুষ প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ভিনিসিয়ার ন্যায় রমণীর হৃদয়-দুর্গ জয় করিল। অর্থ ও ক্ষমতা, তোমাকে নমস্কার!

এতক্ষণ ভিনিসিয়া মোহাবেশে সংযম ও চিত্তের দৃঢ়তা হারাইয়াছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল; তিনি ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ দৃঢ়তার সহিত হর্ষ-বিহ্বলে উন্মত্তপ্রায় যুবরাজের আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন; তার পর সোফার একপ্রান্তে সরিয়া গিয়া তাঁহার শিথিল কেশ-দাম ও বিশৃঙ্খল কেশবাস স্বস্থানে ন্যস্ত করিলেন। তখনও তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

যুবরাজ প্রেমপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিনিসিয়া, প্রিয়তমে! সত্য করিয়া বল, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

ভিনিসিয়া যুবরাজের দিকে গম্ভীর-দৃষ্টিতে চাহিয়া ও তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "রাগ! না যুবরাজ! আমি আপনার উপর রাগ করি নাই; আমি আপনার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু সে জন্য আমাকে কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। আপনাকে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে আমার গোটা-কতক কথা বলিবার আছে। আমি চিন্তা না করিয়াই, বিবেচনা করিবার সময় না লইয়াই আপনার উপপত্নী হইতে সম্মত হইয়াছি, ইহা কিঞ্চিৎ অস্বা-ভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনি আমার এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, যে মুহূর্ত্তে আপনার সহিত আমার দৃষ্টিবিনিময় হই-য়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি আপনাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, এ কথা বলিলে আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা বিশ্বাস করিতেন না; এ কথা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে এত শীঘ্র কেন আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইলাম? ইহার দুইটিমাত্র উত্তর আপনার মনে উদয় হইতে পারে; হয় আপনি মনে করিবেন, আমি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষিণী, না হয় আপনার ধারণা হইবে, আমি কামুকীর অধম; কিন্তু আমি ঈশ্বরের পবিত্র নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোক নই; আপনি

আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার ওষ্ঠ আমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন পুরুষের চুম্বনে ইহা কলঙ্কিত হয় নাই। তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, আমি উচ্চাভিলাষিণী; আপনি ত নিজের মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর উপপত্নী হওয়া ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসীগণেরও সৌভাগ্যের বিষয়; আপনি আমাকে সেই সৌভাগ্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আপনার অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেই অঙ্গীকার পালন করেন, আমি চিরদিন আপনার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকিব; আপনার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় পূর্ণ থাকিবে; আমি উচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে চাই, সেই উপাধির গৌরবরক্ষার উপযুক্ত অর্থ ও সম্পত্তি আমাকে দান করিতে হইবে; এক কথায়, আপনার ন্যায় ব্যক্তির উপপত্নী হইয়া থাকিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, আমার সকলই চাই। এখানে যদি একজনের কথা আমাকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে আপনি আমার সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীমতী ফীজ হার্ব্বার্ট আপনার সর্ব্বপ্রধানা উপপত্নী ছিলেন, আপনি তাঁহাকে যে সম্মান ও গৌরবে, যেরূপ অগাধ সম্পত্তি ও প্রভুত্বে ভূষিত করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই চাই। আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হউন, আমি আপনার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেছি; এ সম্বন্ধে যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে, ক্ষণকালের জন্যও আপনার কোন প্রকার দ্বিধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্থির জানিবেন, আপনার সহিত আমার পরিচয় এই প্রথম—এই শেষ।”

যুবরাজ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ভিনিসিয়া, তুমি যেমন সরলভাবে তোমার কথা বলিলে, আমিও সেইরূপ সরলভাবে তোমাকে আমার মনের কথা বলিতেছি, শুন। শ্রীমতী ফীজ হার্ব্বার্টকে আমি যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছিলাম, তুমি আমার নিকট সেই সকল অধিকার প্রার্থনা করিতেছ, কিন্তু তুমি মনে রাখিও যখন শ্রীমতী ফীজ হার্ব্বার্ট আমার সহিত কার্লটন্-প্রাসাদে বাস করিতেন, তখন পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই; কেহ কেহ এরূপ জনরব প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমি গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি; কিন্তু সে সকল গোল চুকিয়া গিয়াছে, আমি এখন বিবাহিত,

সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে যে সুবিধা দান করিয়াছিলাম, এখন ঠিক তাহাই করিতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। স্বীকার করি আমি আমার স্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া বাস করিতেছি ; স্বীকার করি, সেই হতভাগিনী রমণীকে আমি বিন্দুমাত্রও ভালবাসি না ; কিন্তু তথাপি এখন আমি আমার নূতন উপপত্নীর সহিত কার্‌লটনে প্রকাশ্যভাবে স্বামী। স্ত্রীর ন্যায় বাস করিয়া সামাজিক শিষ্টাচারের মস্তকে পদাঘাত করিতে সাহস করি না। ভিনিসিয়া, যদি তুমি কাহারও বিবাহিতা পত্নী হইতে, তাহা হইলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত, আমি তোমার স্বামীকে আমার খাসের কোন কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়া রাজকীয় বিধানানুসারে তাঁহাকে সস্ত্রীক কার্‌লটন-প্রাসাদের এক অংশে স্থান দান করিতে পারিতাম, ইহাতে অপবাদের কোন আশঙ্কা থাকিত না, অপবাদ রটিলেও তাহা চাপা পড়িতে পারিত ; কিন্তু তুমি ত বিবাহ কর নাই।”

ভিনিসিয়া সপ্রেম-দৃষ্টিতে যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু ব্যস্তভাবে বলিলেন, “যদি আমি বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার প্রণয় হয় ত এত গভীর হইত না।”

যুবরাজ বলিলেন, “ভিনিসিয়া! প্রিয়তমে! তুমি কি কথা বলিতেছ ? তোমাকে ইহা অপেক্ষা কম ভালবাসিতাম, ইহা একেবারেই অসম্ভব।”—যুবরাজ বিহ্বলভাবে উভয় হস্তে যুবতীর কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন।

ভিনিসিয়া ধীরে ধীরে যুবরাজের বাহুদ্বয় অপসারিত করিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, আসুন, আমরা এখন কাজের কথার আলোচনা করি। আপনি কি সত্যই আমাকে বিবাহিত দেখিতে চান ?”

যুবরাজ বলিলেন, “হাঁ, তাহা চাই। কিন্তু যে তোমার স্বামী হইবে, আমাদের এই অবৈধ প্রণয়ের সে কোন প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিবে ; কিন্তু এরূপ প্রকৃতির স্বামী নিতান্ত সুলভ নহে, অন্ততঃ তাড়াতাড়ি এরূপ স্বামী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; তুমি যে ইচ্ছামাত্রই এরূপ একটি স্বামী লাভ করিতে পারিবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।”

ভিনিসিয়া বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এক সপ্তাহমধ্যে আমি বিবাহ করিব। আপনি যেরূপ স্বামীর কথা বলিলেন, ইতিমধ্যে আমি সেইরূপ স্বামীরই সন্ধান করিয়া লইতে পারিব।”

যুবরাজ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই বুঝি তুমি এরূপ একটি জানোয়ার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ। ভিনিসিয়া, তুমি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "না, কৌতুক নহে যুবরাজ! আমি সত্যকথাই বলিতেছি। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি যে, অনতিবিলম্বেই ইহা কার্য্যে পরিণত করিব; আর এ জন্য আমার যথেষ্ট আগ্রহও আছে। কারণ, তাহা হইলে আমাকে আর কলঙ্কভয়ে ভীত হইতে হইবে না এবং আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়া আমার আত্মীয়গণের মস্তক অবনত হইবার আশঙ্কাও নাই।"

সহসা ভিনিসিয়ার চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল; তিনি গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "যুবরাজ! বলুন, আপনি আমার এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন?"

যুবরাজ বলিলেন, "এ প্রস্তাব যে অতি সঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ ইহাতে আরও একটা সুবিধার সম্ভাবনা আছে। তুমি যে ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিবে, তাহাকে আমি কোন একটি উচ্চ উপাধি দান করিব, তখন তুমিও অনায়াসে সেই উপাধির অধিকারিণী হইবে; কিন্তু তোমার ন্যায় অবিবাহিতা যুবতীকে যদি আমি কোন উচ্চ উপাধি প্রদান করি, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার যে অবৈধ প্রণয় আছে, এ কথা দেশের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইবে না। ইহাতে কলঙ্কের একশেষ হইবে; সুতরাং তোমার এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি, ইহাতে আমাদের কোনই অসুবিধা নাই, অথচ সকল সুবিধাই বর্ত্তমান থাকিবে।"

যুবরাজ আবার অধীরভাবে ভিনিসিয়াকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভিনিসিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার হাত ছাড়াইয়া একটু তফাতে সরিয়া বসিলেন।

যুবরাজ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ভিনিসিয়া! তুমি বড় নির্দ্দয়, তোমার হৃদয় বড় কঠোর! আমার সম্মুখে সুশীতল সুপেয় জল রহিয়াছে, আমি জল-পানে উদ্যত হইব, আর তুমি তাহা ক্রমাগত সরাইয়া লইয়া যাইতেছ। তুমি যে বিবাহের প্রস্তাব করিলে, তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে কি তোমার সহিত আমার মিলনের কোন আশা নাই? বল, আজ সন্ধ্যাকালে অথবা কাল সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ হইবে?"

লজ্জাবনত-মুখে ভিনিসিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "কাল সন্ধ্যাকালে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু এখানে নয়; আমার বিবাহের পূর্ব্বে আমার চরিত্র-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক প্রচারিত না হয়, ইহাই প্রার্থনীয়; বিবাহ হইলে এ কলঙ্কের পথ আপনা হইতেই রুদ্ধ হইবে।"

যুবরাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে, তবে কোথায় তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে?"

ভিনিসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনিই স্থান নির্দ্দিষ্ট করুন, যেখানে বলি-বেন, সেইখানেই আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হইব, আমার বাড়ীতে যাহাতে কাহারও মনে কোন সন্দেহের উদয় না হয়,তাহার উপায় করিয়া যাইব; কিন্তু আপনি মনে রাখিবেন,—এই অভিপ্রায়ে অন্যত্র যাইবার জন্য আমি আমার গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিব না।"

যুবরাজ এ কথার অর্থ বুঝিয়া বলিলেন, "তাহার আবশ্যক নাই, আমিই এখানে তোমার জন্য গাড়ী পাঠাইব। কোন্ সময়ে পাঠাইতে হইবে, বল?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রি নয়টার সময়ে হাইড পার্কের এক পার্শ্বে আমি ছদ্মবেশে উপস্থিত হইব।"

যুবরাজ বলিলেন, "উত্তম। সেখান হইতে আমার গাড়ী তোমাকে তুলিয়া লইয়া কার্‌লটন্-প্রাসাদের খাসকামরার দেউড়ীতে দাঁড়াইবে, এই কথা স্থির রহিল, তবে এখন বিদায়, প্রিয়তমে!"

অনন্তর পুনর্ব্বার চুম্বন আদান-প্রদানের পর যুবরাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ত্রিংশ উল্লাস

উপাধির প্রলোভন—অর্ডার অব্ গার্টার!

যুবরাজ যখন একেসিয়া-কুটীরে ভিনিসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের সহিত বাজী রাখার কথা মনে পড়িয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, ভিনিসিয়ার সহিত আলাপ করিবার সময়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি কথাবার্ত্তা কহিবেন ; কিন্তু ভিনিসিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপরূপ রূপ-দর্শনে যুবরাজ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে এই ফল হইল যে, তিনি জয় করিতে গিয়া স্বয়ং পরাজিত হইয়া আসিলেন। যদিও তিনি মার্কুইস্ লেভিসনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ভিনিসিয়াকে হস্তগত করিতে পারিলে, মার্কুইসের হস্তেই তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে আর তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা মনে রহিল না ; ইতিপূর্ব্বে দস্যু কর্ত্তৃক তিনি যে সুন্দরী যুবতীর গৃহে নীত হইয়াছিলেন এবং যাঁহার রূপানল-শিখা ভিনিসিয়ার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল ; তাহার পরিবর্ত্তে ভিনিসিয়ার রূপজ্যোতি তাঁহার হৃদয়-কন্দর অপূর্ব্ব আভায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। ভিনিসিয়ার নিকট বিদায় লইয়া যুবরাজ যখন গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন, তখন ভিনিসিয়ার সহিত তাঁহার কথোপকথন আদ্যোপান্ত মনে পড়িয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে মার্কুইস্ অব্ লেভিসনের নিকট তিনি যে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়ায় তিনি বড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন ; এখন তিনি কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল, এখন তাঁহাকে ভিনিসিয়াকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা আর ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা, এ উভয়ই সমান ; তিনি কোনরূপেই ভিনিসিয়াকে ত্যাগ করিতে পারেন না।

তাহা হইলে এখন মার্কুইস্ অব্ লেভিসনকে কিরূপে শান্ত করা যায়? ভিনিসিয়ার সহিত তাঁহার নূতন সম্বন্ধ-স্থাপনের কথা যে ধূর্ত্ত মার্কুইসের অগোচর রহিবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না ; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি

তাঁহার জীবনের সকল রহস্যের সহিত সুপরিচিত, তাঁহার সহিত এরূপ একটি গুপ্ত বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেও তিনি সাহসী হইলেন না; আরও বিপদের কথা এই যে, যুবরাজ-মহিষীর বিরুদ্ধে তিনি যে ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মার্‌কুইস অব্‌ লেভিসনই তাহার প্রধান নেতা; সুতরাং মার্‌কুইসকে বিরক্ত না করিয়া অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁহার অঙ্গীকার প্রত্যাহার করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছিল, গাড়ী থামাইবার জন্য গাড়ীর মধ্যে যে লম্বমান রজ্জু ছিল, সহসা যুবরাজ তাহা ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামিয়া গেল। তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার জন্য কোচ্‌ম্যান গাড়ীর বাক্স হইতে নামিয়া আসিলে তিনি অনুমতি করিলেন, 'এল্‌বিমার্‌ল ষ্ট্রীটে লর্ড লেভিসনের গৃহে গাড়ী চালাইতে হইবে।' গাড়ী আবার চলিতে লাগিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে যুবরাজ মার্‌কুইস লেভিসনের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মার্‌কুইস তখন গৃহেই ছিলেন; যে মুহূর্ত্তে তিনি শুনিলেন, যুবরাজ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভিনিসিয়ার হৃদয়দুর্গ জয় করিয়া যুবরাজ তাঁহাকে সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছেন।

মার্‌কুইসের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়াই যুবরাজ বলিলেন, "বন্ধু, এই পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল, সেই কথাটি আমাকে সর্ব্বাগ্রে বলিতে হইতেছে; বলিতে কি, সেই জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।"

মার্‌কুইস বলিলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন, তাহা শুনিবার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহিয়াছি।"

যুবরাজ বলিলেন, "তুমি জানো, ডিউক অব্‌ ষ্ট্যাম্ফোর্ডের মৃত্যুর পর হইতে অর্ডার অব্‌ গার্টার নামক মহাসম্মানের একটি উপাধি খালি হইয়াছে, আমার মনে হইতেছিল, তুমি এই উপাধি পাইলে খুব আনন্দিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া মার্‌কুইস অব্‌ লেভিসন আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া এক লম্ফে যুবরাজের পার্শ্বে আসিয়া যুবরাজের হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন "আজ যে আমার মহা সৌভাগ্য দেখিতেছি! আপনার নিকট যে হঠাৎ এ অনুগ্রহ লাভ করিব, এরূপ আমার আশা ছিল না। যুবরাজ-মহিষীর বিরুদ্ধে আমরা যে ষড়্‌যন্ত্র চালাইতেছি, তাহা সফল হইলে আপনি আমাকে ডিউক

করিয়া দিবেন, এরূপ আশা দিয়াছিলেন ; সে পরের কথা পরে হইবে। কিন্তু আপাততঃ যদি আমি এই গার্টারের উপাধি পাই, তাহা হইলে জীবন ধন্য মনে করিব।"—ক্ষুদ্র শিশুর সম্মুখে একটি সুদৃশ্য পুত্তলিকা স্থাপন করিলে, তাহা হস্তগত করিবার জন্য সে যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, বৃদ্ধ মার্কুইস গার্টারের উপাধি লাভ করিবার জন্য ততোধিক ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মার্কুইসের ভাব দেখিয়া যুবরাজ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি গার্টারের উপাধি পাইবে ; আগামী কল্য এ জন্য আমি মন্ত্রীদের উপর পরোয়ানা দিব ; তুমি বর্ত্তমান মন্ত্রিসমাজের বিশেষ বন্ধু ; তাঁহাদের সঙ্কল্পিত রাজনীতি সম্বন্ধে তুমি কখনও প্রতিবাদ কর না, সুতরাং গার্টারের উপাধির জন্য তোমার নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, মন্ত্রীসমাজ হইতে তাহার কোন প্রতিবাদের আশঙ্কা নাই ; আর যদি কেহ প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ উপাধি তোমাকেই প্রদান করিব,— নিশ্চয়ই করিব।"

মার্কুইস্ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ যুবরাজ, আপনাকে শত শত ধন্যবাদ, প্রাণ খুলিয়া আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ; আপনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ; কিন্তু এখন কাজের কথা বলুন, আজ ত মিস্ ভিনিসিয়া ত্রিলনীর সহিত দেখা করিবার পালা আপনারই ছিল। সেখানে কি করিয়া আসিলেন ? দেখা হইয়াছে ত ?"

ভিনিসিয়ার প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য যুবরাজ বলিলেন, "বাজে কথা লইয়া অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন ? গার্টারের উপাধির কথাটা এখনও শেষ হয় নাই। মনে কর, তুমি এই উপাধিটি লাভ করিলে, কিন্তু অর্থে ও গৌরবে তোমার সমযোগ্য লোক পার্লামেণ্টে আরও অনেক আছে, তাহাদের অনেকেই এই উপাধির দিকে লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে,—তুমি উহা লাভ করিলে তাহাদের মনে প্রবল ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তোমার প্রতি আমি অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলাম বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে ; তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য আমাকে অল্প বেগ পাইতে হইবে না ; তোমার প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শনের জন্য আমাকে যে বহুস্থানে বহু অনুযোগ সহ্য করিতে হইবে না, তাহাই বা কে বলিল ? আমি যে তোমার জন্য এতটা সহ্য করিব, তাহার বিনিময়ে তোমার নিকট আমি কিছু অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিতে পারি ; প্রত্যাশা

কেন, তুমি বুঝিতেছ, তাহাতে আমার অধিকারই আছে। বস্তুতঃ তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার জন্য একটি কাজ করিতে পার।"

মার্‌কুইস্ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি করিতে হইবে, এখনই বলুন। আমার সাধ্য হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই আপনার জন্য করিব।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "করিবে? এ বিষয় তুমি অঙ্গীকার করিতেছ?"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "অঙ্গীকার! ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি আমার যাহা সাধ্য, তাহা আপনার জন্য করিব।"—মার্‌কুইস্ মনে মনে ভাবিলেন যে, যুবরাজের বোধ হয় হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হইয়াছে; সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, যুবরাজ যত টাকা চাহিবেন, তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা, সে সকল কথা পরে হইবে। যে কথা জানিবার জন্য তুমি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলে এখন সেই ভিনিসিয়ার কথা শুন; আমি এই-মাত্র একেসিয়া কুটীর হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, আমি সেখানে একঘণ্টা ছিলাম। ভিনিসিয়া বড় সুন্দরী—বড় সুন্দরী; সে রূপের কথা বাড়াইয়া বলা যায় না; বরং যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, দেখিলাম, ভিনিসিয়ার রূপ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক।"

যুবরাজের কথা শুনিয়া মার্‌কুইস্ কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ! দেখিতেছি, যুবরাজ কিঞ্চিৎ খোঁচা খাইয়া আসিয়াছেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "লেভিসন! ভিনিসিয়া ত্রিলনীর দিকে যে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে, তাহাকে আহত হইতে হইবেই; ভিনিসিয়ার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছে, খুব চালাক মেয়ে-মানুষ। অনেক কষ্টে তাহাকে আমার প্রস্তাবে কর্ণপাত করাইতে রাজি করিয়াছি। সে যে কেবল চালাক, তাহাই নহে, তার একটু উচ্চাভিলাষও আছে।"

মার্‌কুইস কিছু উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে দেখিতেছি, কিছু বেগ পাইতে হইয়াছে। তবে আপনিও খেলোয়াড় কম নন? কাজ ফতে করিয়া আসিয়াছেন নিশ্চয়ই। যাহা হউক, সব কথা খুলিয়া বলুন, শুনি।"

যুবরাজ বলিলেন, "অনেক কথাবার্ত্তার পর অবশেষে ভিনিসিয়া আমার উপপত্নী হইতে সম্মত হইয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া মার্‌কুইস লেভিসন চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডিগ্‌-বাজী খাইয়া একেবারে যুবরাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তার পর

হাস্য-প্রফুল্ল-চিত্তে করতালি দিয়া বলিলেন, "বাহবা, বহুৎ আচ্ছা! তার পর এখন? তবে কবে আপনার সঙ্গে তার দেখা হইবে? সে সকল কথা কিছু হইয়াছে?"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, হইয়াছে। কাল রাত্রি নয়টার সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে, হাইডপার্কের মোড়ে আমি তাঁহার জন্য একখানি বাজে গাড়ী পাঠাইব, ছদ্মবেশে আসিয়া তিনি সেই গাড়ীতে উঠিবেন।"

মার্কুইস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তার পর কি হইবে, আপনার মত্‌লব বুঝিয়াছি, আপনার আদেশে কোচ্‌ম্যান গাড়ীসমেত মেয়ে-মানুষটীকে একেবারে আমার ঘরে আনিয়া দাখিল করিবে। কেমন,এই ত আপনার মত্‌লব?"

যুবরাজ কিছু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তা—তুমি যদি তাহাই ইচ্ছা কর, তবে সে জন্য আট্‌কাইবে না; কিন্তু তোমার বোধ হয় মনে আছে, তোমাকে গার্টারের উপাধি দান করিতে হইলে প্রতিদানে তুমিও আমার জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করিবে, এ বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছ; বলা বাহুল্য, গার্টারের উপাধি তুমি আগামী সপ্তাহেই লাভ করিবে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "প্রতিদানে আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন; এ সকল কথা আর বড় ভাল লাগিতেছে না। আহা, ভিনিসিয়া! তাহার কথায় আমার কানে মধু ঢালিয়া দিতেছে। আহা, ভিনিসিয়া আমার হইবে! বাঁচিয়া থাকিলে অনেক সুখ-সম্ভোগ করা যায়।" বোধ হয়, বৃদ্ধের জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল!

যুবরাজ সুবর্ণময় নস্যদানী হইতে এক টিপ নস্য তুলিয়া লইয়া তাহা নাকের মধ্যে পূরিয়া টানিলেন; তাহার পর একটু ধরা-আওয়াজে বলিলেন, "ভিনিসিয়া সম্বন্ধেই আমি তোমার কাছে কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।"

মার্কুইস্ লেভিসন বিস্ফারিত-নেত্রে যুবরাজের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশা করি, যুবরাজ তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে চান না।"

যুবরাজ কিঞ্চিৎ অসন্তোষের সহিত বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, ছোটলোকের মত আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বেড়াই? ভিনিসিয়ার সহিত আমার সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তোমাকে বলিয়াছি, কোন কথা গোপন করি নাই; তোমাকে বলিয়াছি, তিনি আমার উপপত্নী হইতে সম্মত হইয়াছেন,কাল রাত্রে তাঁহার সঙ্গে আমার কিরূপে মিলন হইবে,সে কথা তোমার

নিকট গোপন রাখি নাই ; তোমাকে আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি ; কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলিতেছি, লেভিসন, তুমি নিশ্চয়ই জানিও, কোন প্রকার চাতুরী বা কৌশলের দ্বারা তুমি ভিনিসিয়াকে হস্তগত করিতে পারিবে না ; সে যেরূপ বুদ্ধিমতী, তাহাতে তোমার সহস্র কৌশল, তোমার সকল চালাকী ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তবে যদি বল, তুমি তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে, পশুবলে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবে, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যদি তুমি হার্কিউলিসের মত বলবান্ হইতে, আর সে যদি মেষশাবকের মত দুর্ব্বল হইত, তাহা হইলেও বলপ্রয়োগে তোমার কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না ; অতএব বাধ্য হইয়া তোমাকে ভিনিসিয়ার আশা ত্যাগ করিতে হইবে ; এ অবস্থায় আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তোমার গার্টারের উপাধির বিনিময়ে আমার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি হইতে আমাকে মুক্তিদান কর।"

মার্কুইস্ লেভিসন একটু অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে দস্যুদল মহাশয়কে যে যুবতীর নিকট লইয়া গিয়াছিল, তাহার দিকে আর যুবরাজ হাত বাড়াইবেন না ?"

যুবরাজ বলিলেন, "না, নিশ্চয়ই নয়। তাহার কথা ভুলিয়া যাইতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি ; ভিনিসিয়ার পরিবর্ত্তে যদি তুমি সেইটিকে কোন রকমে হস্তগত করিতে পার, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই ; আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সৌন্দর্য্যের হিসাবে ভিনিসিয়ার নীচেই তাহার আসন।"

মার্কুইস্ লেভিসন কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে বলিলেন, "এ সকল বিষয়ে যুবরাজ যে অতি উৎকৃষ্ট বিচারক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যাহা হউক, আজই যদি আপনি আমাকে গার্টারের উপাধি দেওয়ার মোহরযুক্ত পরোয়ানা বাহির করেন, তাহা হইলে ভিনিসিয়া সম্বন্ধে আপনার প্রতিশ্রুতি হইতে আপনাকে মুক্তিদান করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আপনি এখনও ভাবিয়া দেখুন, দস্যুদলের সেই যুবতীর সম্বন্ধে আপনার আর কোন লোভ নাই, এ কথা ঠিক ত ?"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, এ কথার আর অন্যথা হইবে না। তুমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যেরূপে পার, হস্তগত কর। হয় ত এ জন্য তোমাকে

অনেক কষ্টস্বীকার ও অর্থ-ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও সার্থক হইবে; হয় ত তুমি তাহার কিছু কিছু সন্ধানও পাইয়াছ।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "না যুবরাজ, সন্ধান কিছুই পাই নাই; তবে এ জন্য আমি একজন গোয়েন্দা লাগাইয়াছি বটে, সে খুব পাকা গোয়েন্দা; কার্য্যোদ্ধার না করিয়া সে কোনমতে নিরস্ত হইবে না।"

যুবরাজ বলিলেন, "যাহা হউক, যদি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার, তাহা হইলে সেই সোমবারের রাত্রে আমাদিগকে সে ভাবে ধরিয়া লইয়া যাইবার অর্থ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিও; আর আমি যে কাগজখানায় সহি করিয়া দিয়াছি, সে কাগজখানাই বা কি, তাহাও জানিও।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "এ সকল বিষয় আমি যাহা কিছু জানিতে পারিব, তাহা যথাকালে আপনার গোচর করিব। এখন কিছু আহারের আয়োজন করিব কি?"

যুবরাজ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, থাক্, আমাকে এখনই কার্‌লটন্-প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ঠিক পাঁচটার সময়ে মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে; আমাকে অনেক কাগজপত্র সহি করিতে হইবে; তার মধ্যে কতকগুলি প্রাণদণ্ডের পরোয়ানাও আছে। যাহা হউক, খবরের কাগজগুলা আমার সম্বন্ধে বড় একটা মিথ্যাকথা রটায়; হতভাগারা যেখানে যাহা শুনে, তাহাই কাগজে ছাপাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সম্বন্ধে আবার তাহারা কি লিখিয়াছে?"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "কেবল তোষামোদ, আর কি? একখানা কাগজে সে দিন লিখিয়াছে, প্রাণদণ্ডের পরোয়ানায় সহি করিতে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়, আমার চক্ষু ছল ছল করে, কলম ধরিয়া আমি দুই ঘণ্টা ইতস্ততঃ করি! এ সব আগাগোড়া মিথ্যাকথা। আমার ত মনে হয়, প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে আইন যতখানি কঠোর হওয়া উচিত, আমাদের দেশের আইন তত কঠোর নহে। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকগুলা ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; আমাদের গোলাম হইয়া তাহারা দেশের মধ্যে রাজদ্রোহের প্রচার করে, তাহাদের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা। এই সকল হতভাগার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানায় সহি করিতে আমার আবার প্রাণ কাঁদিবে! বিচারকেরা আরও বেশী লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয় না কেন, এ কথা ভাবিয়াই আমি আশ্চর্য্য হই।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "হাঁ, ছোটলোকগুলার স্পর্দ্ধা বড় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের রীতিমত জব্দ করিয়া দেওয়াই উচিত, যেন তাহারা আর বেশী বাড়িতে না পারে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আমি কিন্তু তোমাকে স্পষ্ট বলিতেছি, দেশের মধ্যে যদি রাজভক্তিহীনতা বেশী মাত্রায় বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রজাবিদ্রোহ-দমনের জন্য নরহত্যার প্রশ্রয়দানে বাধ্য হইবে; দলে দলে প্রজা যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তখন অগত্যা দেশের লোককে শান্ত হইতে হইবে; কিন্তু এ জন্য বন্দুক ও তরবারির ব্যবহার অব্যাহত রাখা দরকার।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "এ সকল রাজনীতির কথা এখন ছাড়িয়া দেন, আপাততঃ মেরী আওয়েনের সম্বন্ধে আপনি কি স্থির করিলেন? কাল সন্ধ্যাকালে আপনাকে সে সম্বন্ধে সকল কথা লিখিয়াছি।"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, ও সম্বন্ধে আমাকে কিছু উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে, কিন্তু আমি ত কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, তবে আশা আছে, সে ত এক দিনের মধ্যে তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে; আর সে তাহার মায়ের কাছে যে পত্র লিখিয়া রাখিয়া পলাইয়াছে, সেই পত্রে সে প্রকাশ করিয়াছে, সে যে সকল গুপ্তকথা জানে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; আর যদি সে কোন অপরিচিত লোকের নিকট সে সকল কথা প্রকাশ করেই, তাহা হইলেই বা কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? আর বিশ্বাস করিলেও তাহা প্রকাশ করিতে কাহারও সাহস হইবে না। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের মানহানি-সম্বন্ধীয় আইন অনেকের মানরক্ষা করিতেছে। এই সকল কথা ভাবিয়া আমি মেরীর ব্যবহারে কিছুমাত্র চিন্তিত নহি; মেয়েটা অতি নির্ব্বোধ, তাই সুখের পথ ছাড়িয়া বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে; তাহার তিন ভগিনীর সহিত তাহার যে চরিত্রগত বিভিন্নতা আছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই লক্ষ্য

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "সেই বিশেষত্বের জন্যই ত তাহার আর সকল ভগিনীকে ছাড়িয়া দিয়া আমি তাহার হৃদয়জয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মার্‌কুইস্ বলিলেন, "উহাদের মা শ্রীমতী আওয়েন খুব সাংসারিক-জ্ঞানবিশিষ্টা বুদ্ধিমতী রমণী, কিন্তু আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে, মনুষ্য-চরিত্র-সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "সে কথা বড় মিথ্যা নয়। তিনি মনে করেন, তাঁহার মেয়েরা বড় সতী,—বড় পবিত্র-চরিত্রা; তাই তিনি তাহাদের সাধুতার বড় বড়াই করিতেন; কিন্তু যেমন মা, তেমনি ছাঁ; আমার বিশ্বাস, শ্রীমতী আওয়েনের কখন বিবাহই হয় নাই।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "তাহা আমি জানি। আপনি বুঝি তার ও তার ভগিনীদের প্রথম-জীবনের ইতিহাস জানেন না?"

যুবরাজ বলিলেন, "না, তাহা জানি না; তুমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আমাকে এ কথা বলিবার উপক্রম করিয়াছ, কিন্তু হঠাৎ নানা বাধা আসিয়া পড়ায় আর তাহা শুনা হয় নাই।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "সংক্ষেপে সকল কথা বলি, শুনুন। হালকিন-পরিবারে চারিটি ভগিনী ছিল, বড়র নামটি লিডিয়া, দ্বিতীয়টির নাম অ্যান, তৃতীয় মেলিসা আর ছোটটির নাম লিলিয়ান। শৈশবকালেই তাহাদের পিতামাতার মৃত্যু হয়, এ অবস্থায় তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠে। আমার বোধ হয়, রচেষ্টরের কাছে কোথাও তাহারা বাস করিত; ইহাদের বড় ভগিনী লিডিয়ার ধর্ম্মজ্ঞান খুব প্রবল ছিল, তাহার কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু অবশিষ্ট তিন ভগিনী বড়ই সুন্দরী ছিল। তাহার দ্বিতীয়া ভগিনী অ্যান্ আমার এক দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা মিঃ আওয়েনের উপপত্নী হয়, তাহার গর্ভে চারিটি বালিকার জন্ম হয়, তাহাদের শৈশবকালেই মিঃ আওয়েনের মৃত্যু হয়, তাহার মৃত্যুতে অ্যান্ বড় অর্থ-কষ্টে পড়িল, তখন আমি তাহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলাম; রিচমণ্ডে একটি সুন্দর অট্টালিকায় সে বাস করিতে লাগিল। সেখানে এক পাদ্রীর সহিত তাহার গুপ্তপ্রেম হয়, এই পাদ্রীটি তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিত। পাদরী মৃত্যুকালে তাহাকে কিছু টাকা-কড়ি দিয়া যায়, এই গেল এক জনের ইতিহাস।

যুবরাজ বলিলেন, "আর দুই জনের ইতিহাসও তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলো; খুব রসের কথা বটে!"

মার্কুইস্ বলিলেন, "তৃতীয় ভগিনী মেলিসা, সার আর্কিবল্ড মেলবোর্ণের সুনজরে পড়ে; আজ কয়েক মাস হইল,সার আর্কিবল্ড হঠাৎ কিরূপে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।"

যুবরাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,"সে কি,তাঁহার কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় নাই? লোকটির সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তিনি লোক মন্দ ছিলেন না।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "না, গত তিন চারি মাস হইতে আর তাঁহার খোঁজ-খবর নাই। তাঁহার পুত্র ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার দেখা হইয়াছিল। পিতার শোকে সে বেচারা এখনও বড় অভিভূত রহিয়াছে। বো-ষ্ট্রীট-পুলিসের প্রধান গোয়েন্দা লরেন্স স্যাম্‌সন এই গুরুতর রহস্য-ভেদের ভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সার আর্কিবল্ডের কি হইল, তাহা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। সার আর্কিবল্ড যখন তরুণ যুবক, সেই সময়ে মেলিসার সহিত তাঁহার গুপ্ত-প্রেম হয়; বোধ হয় তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও জন্মিয়াছিল; কি না এ কথা আমি ঠিক জানি না। মেলিসার অতি অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়। চতুর্থ ভগিনী লিলিয়ান এক পাদ্‌রী যুবকের উপপত্নী হয়, সে পাদ্‌রীটার নাম আমার মনে নাই। সেই পাদ্‌রীর ঔরসে তাহার এক সন্তান জন্মে, সেই সন্তানের রহস্য-পূর্ণ হঠাৎ মৃত্যুতে লিলিয়ানকে বড় বিপদে পড়িতে হয়; বোধ হয়, তাহাকে জেলেও যাইতে হইয়াছিল; সে বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। মিসেস্ আওয়েনও এ কথা জানে না। তবে সে মেলি-সাকেই সকলের অপেক্ষা ভালবাসিত।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সে বড় ভগিনীটি—যাহার ধর্ম্মজ্ঞান খুব বেশী বলিলে, তাহার কি হইল?"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "সে কথা আমি জানি না। মিসেস্ আওয়েনেরও তাহা জানা নাই। অনেক দিন ধরিয়া সে তাহার বড় ভগিনীর কোন কথাই শুনিতে পায় নাই। কাজেই তাহার বিশ্বাস, সে মরিয়া গিয়াছে।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইহাদের ইতিহাস অনেকটা উপন্যাসের মতই বটে। যাহা হউক, আমি এখন উঠিলাম, তবে কাল কি তুমি ভিনিসিয়ার হৃদয়দুর্গ জয় করিবার জন্য আর একবার সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছ?"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "না, আমি সে আশা ছাড়িয়া দিয়াছি, এ সম্বন্ধে আপ-নার সঙ্গে আমার সকল কথাই ত ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

"তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম"—এই কথা বলিয়া যুবরাজ মার্‌কু-ইসের গৃহ হইতে বিদায় লইলেন।

ভিনিসিয়াকে লাভ করিতে পারিবেন ভাবিয়া মার্‌কুইসের মনে যে আন-ন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ অদৃশ্য হইল, তিনি বসিয়া বসিয়া গম্ভীর-ভাবে ভাবিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ উল্লাস

প্রণয়ী সম্মিলন !—পাদ্‌রী অডলে !

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে লুইসা ষ্ট্যান্‌লে তাঁহার পিসীর রোগশয্যার প্রান্তে বসিয়া ছিলেন, কৌচের কাছে টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছিল। লুইসার হাতে একখানি পুস্তক থাকিলেও এবং তাঁহার দৃষ্টি পুস্তকের পাতার উপর নিবদ্ধ থাকিলেও জোসেলিনের কথাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

জোসেলিন মঙ্গলবারে ক্যান্টারবারী হইতে লণ্ডনে যাত্রা করেন; যাইবার সময়ে তিনি লুইসাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, লণ্ডনে তাঁহার তিন দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না; তিন দিনের এখনও এক দিন বাকি আছে, তাই লুইসা ভাবিতেছিলেন, জোসেলিন পরের দিন আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন কি না? হঠাৎ তাঁহার কানে গাড়ীর চক্র-শব্দ প্রবেশ করিল; তাঁহার মনে হইল, গাড়ীখানি তাঁহাদের বাগানের গেটের দিকেই আসিতেছে। লুইসা তৎক্ষণাৎ পুস্তকখানি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; গাড়ীর শব্দ শুনিয়া তাঁহার দাসীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল, মিনিটের মধ্যেই লুইসা তাঁহার প্রিয়তমের ভুজবন্ধনে বন্দী হইলেন; জোসেলিন স্নেহাপ্লুত-স্বরে বলিলেন, "লুইসা, আমি আসিয়াছি।"

লুইসা বলিলেন, "তুমি যে নিরাপদে ফিরিয়াছ, এ জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ!"

জোসেলিন বলিলেন, "কিন্তু গাড়ীতে আমি একা আসি নাই, একটি নবীনা যুবতী আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তোমাদের গৃহে তাঁহাকে স্থান দিতে হইবে, তাঁহাকে তুমি আদর-যত্ন করিতে ভুলিও না; হতভাগিনীর দুঃখের ইতিহাস তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে; সে তোমার সহানুভূতি-লাভের অযোগ্য নয়।"

একটি নবযুবকের সহিত একটি নবযুবতী বিদেশ হইতে আসিতেছে, তৃতীয় ব্যক্তি সঙ্গে নাই, সে কে, কেনই বা আসিল, ভিতরে কোন গুপ্তরহস্য আছে কি না প্রভৃতি চিন্তা অন্য কোন স্ত্রীলোকের মনে স্থান পাইতে পারিত; কিন্তু লুইসা সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিলেন না; তাঁহার পবিত্র ও সরল মনে কাহারও প্রতি কোনও সন্দেহ স্থান পাইত না; বিশেষতঃ জোসেলিন যে আর কোন

রমণীকে ভালবাসিতে পারেন, এ কল্পনা তাঁহার চিন্তার অতীত ছিল ; সুতরাং জোসেলিনের কথায় লুইসা কৌতূহলপূর্ণ-চিত্তে গাড়ীর পাশে আসিয়া মধুর-বচনে বলিলেন, "আপনি নামিয়া আসুন, আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আমি আপনার অভ্যর্থনা করিতেছি।"

জোসেলিন ও লুইসা।

এই সুমিষ্ট সহৃদয়তাপূর্ণ কোমল কণ্ঠস্বর গৃহবিচ্যুতা অনাথিনী মেরীর হৃদয় স্পর্শ করিল ; মেরী ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া নবপরিচিতা লুইসার সহিত আলিঙ্গন করিল এবং অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে লুইসার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিল।

গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিয়া লুইসা জোসেলিন ও মেরীকে লইয়া তাঁহার সুপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বসিবার ঘরখানিতে প্রবেশ করিলেন। আলো জ্বালা হইল, জানালায় জানালায় পর্দ্দা ফেলিয়া দেওয়া হইল ; তার পর তাঁহারা প্রফুল্ল-চিত্তে

বিশ্রাম করিতে বসিলেন। এই সুন্দর স্থানে এই শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পরিবারটির স্বর্গীয়ভাব লক্ষ্য করিয়া দুর্ভাগিনী মেরীও যথেষ্ট প্রফুল্লতা লাভ করিল।

আহারাদির পর মেরী বিশ্রামের অভিপ্রায় জানাইলে আর একটি কক্ষে তাহাকে রাখিয়া আসা হইল; মেরী বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই একটু তফাতে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিল, কারণ সে বুঝিয়াছিল, প্রণয়িযুগলের অনেক কথা বলিবার আছে। মেরী প্রস্থান করিলে জোসেলিন সংক্ষেপে তাঁহার শোচনীয় কাহিনী লুইসার কর্ণগোচর করিলেন, ক্লারার সহিত লণ্ডনে সাক্ষাৎ হওয়ার পর যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও তিনি প্রিয়তমার গোচর করিলেন; কাণ্টারবারী গীর্জ্জার ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্‌রী লুইসাকে যে ভাবে উৎপীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, লুইসা তাহাও জোসেলিনের গোচর করিতে ভুলিলেন না।

এই অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া জোসেলিনের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভণ্ড-পাদ্‌রীকে এখনই উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তবে ফিরিবেন। এই কথা বলিয়া জোসেলিন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন; কিন্তু লুইসা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি কোনমতেই এরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না।

যাহা হউক, লুইসার অনুরোধে জোসেলিন অপেক্ষাকৃত সংযত হইলেন, তখন অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল। ক্লারা জোসেলিনের হস্তে যে পত্রখানি দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি জোসেলিন লুইসাকে প্রদান করিলেন। পত্রের মধ্যে একটি মূল্যবান্ হীরকালঙ্কার ছিল। ক্লারা লিখিয়াছিলেন, এই অলঙ্কার-খানি শ্রীমতী বেক্‌ফোর্ড তাঁহার ভগিনীকে উপহার দিয়াছেন। তার পর লুইসা ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর সুদীর্ঘ পত্রখানি পাঠ করিলেন। তার পর মেরী কি কারণে পথের ভিখারিণী, তাহার মা তাহাকে কিরূপ ষড়্‌-যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল, তাহা শুনিয়া লুইসার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। যুবরাজ-মহিষীর বিরুদ্ধে যে ঘোর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে, সে পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে তিনি জোসে-লিনকে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই যুবরাজ-মহিষীকে তাঁহার বিপদের কথা জানাইবে।"

জোসেলিন বলিলেন, "লুইসা, তোমার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের জন্য এরূপ সহানুভূতি প্রকাশ

না করিলে আর কে করিবে? আমি যুবরাজ-মহিষীকে তাঁহার শত্রুগণের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু এই কার্য্য পত্র-বিনিময়ে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, পত্র যুবরাজমহিষীর হস্তগত না হইবারই সম্ভাবনা, সুতরাং এ জন্য আমাকে স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।"

লুইসা বলিলেন, "তবে তুমি নিজেই যাও। যুবরাজ-মহিষী কারোলাইনকে সাবধান করিয়া আইস. এ জন্য যদি আমাদের বিবাহে কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব হয়, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই; আমি নিজের সুখের জন্য কিছুমাত্র কাতর নহি; যুবরাজ-মহিষীর ন্যায় নির্দ্দোষী রমণীকে রক্ষা করা প্রত্যেক পুরুষেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।"

জোসেলিন বলিলেন, "লুইসা, তোমার কথাগুলি তোমারই যোগ্য। আমি কালই ফ্রান্সদেশে যাত্রা করিব, আর যদি যুবরাজ-মহিষী এ সময়ে ইটালীতে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ইটালী পর্য্যন্তই যাইতে হইবে। আমি যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব, কিন্তু যাইতে বিলম্ব করিলে আর চলিবে না।"

অনন্তর জোসেলিন তাঁহার প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইলেন এবং কাণ্টার-বারীর হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলেন; স্বপ্নে ও জাগরণে রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া জোসেলিন কাণ্টারবারীর গীর্জ্জায় উপস্থিত হই-লেন; পূর্ব্বোক্ত পাদ্রীর দরজার কড়া নাড়িয়া ভৃত্যের মুখে শুনিলেন, পাদ্রী সাহেব কার্য্যান্তরে বিশেষ ব্যস্ত আছেন; সুতরাং তাঁহার সহিত তখন দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি ভৃত্যকে পীড়াপীড়ি করায় ভৃত্য তাঁহাকে একটি কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল। তিনি গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্রী সাহেব আহারের আয়োজন করিয়া বসিয়াছেন, নিশাশেষে তিনি উপ-বাস-ভঙ্গ করিতেছেন। জোসেলিনকে দেখিয়া পাদ্রী সাহেবের মুখ হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, ক্ষণকালের জন্য যেন তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া জোসেলিনকে বসিবার জন্য অনুরোধ করি-লেন; কিন্তু জোসেলিন না বসিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মিঃ অড্‌লে, তোমার সঙ্গে আমার গোটা-কতক কথা আছে, কথা বেশী নয়, কিন্তু বিশেষ দরকারী; গত সপ্তাহে আমি কাণ্টারবারীতে ফিরিয়া আসিয়াছি; ফিরিয়া আসিয়া—তুমি একটি সরল-হৃদয়া পবিত্র-চরিত্রা ধর্ম্মভীরু যুবতীর প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছ,

তাহার পরিচয় পাইয়াছি ; এ জন্য আমার হস্তে তোমার যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্তব্য, তাহার ফলে আর্কবিশপের হস্তে তুমি উপযুক্ত প্রতিফল পাইতে, রাজদ্বারেও যে তুমি এরূপ গুরুতর অভিযোগে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতে না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ ব্যাপার লইয়া আমি কোন গণ্ডগোল করিতে চাই না। কারণ,আইন-আদালতে এ ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া মিস্ লুইসা ষ্ট্যান্‌লের পক্ষে ঘোর অপমানজনক। দ্বিতীয় কথা এই যে, তোমারই হস্তে উৎপীড়িতা কোন মহিলা তোমাকে ক্ষমা করিবার জন্য মিস্ লুইসাকে অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং এ ব্যাপার লইয়া তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, তবে আমি আশা করি, যদি আমি ইতিমধ্যে কয়েক দিন এখানে অনুপস্থিত থাকি, তাহা হইলে মিস্ ষ্ট্যান্‌লেকে তোমার হস্তে পুনর্ব্বার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে না।"

মিঃ জোসেলিনের কথা শুনিয়া পাদ্‌রীপুঙ্গব অত্যন্ত অনুতাপের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মিঃ লক্‌তস্‌, আমি হঠাৎ মোহে পড়িয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সে জন্য তোমার হস্তে আমি যতটুকু লাঞ্ছনাভোগের উপযুক্ত, তুমি আমাকে তাহা অপেক্ষা অধিক দয়া প্রদর্শন করিয়াছ। যাহা হউক, আমি যাহা করিয়াছি, সে জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছি।"

জোসেলিন বিরক্তিভরে বলিলেন, "পাপ করিয়া তোমার যে অনুতাপ হয়, সে বিশ্বাস আমার নাই ; মানুষের হৃদয় যে পাষাণ অপেক্ষা কঠিন হয়, এ কথা আমি জানিতাম না, কিন্তু তুমি এক দিন গীর্জ্জার সোপানে দাঁড়াইয়া একটি দুর্ভাগিনী রমণীর সহিত যে সকল বিষয়ের আলাপ করিতেছিলে, তাহা হঠাৎ আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয়—"

বাধা দিয়া পাদ্‌রী বলিলেন, "মিঃ লক্‌তস্‌, পরমেশ্বরের দিব্য, তুমি এ কথার উল্লেখ করিও না। যদি কোন ক্রমে সে কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে—"

জোসেলিন বলিলেন, "ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির এরূপ ভয় শোভা পায় না। আমি গোপনে থাকিয়া তোমাদের যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয় লৌহ অপেক্ষাও কঠোর, তোমার হৃদয়ে অনুতাপের অনল স্পর্শ করিতেও পারে না। তুমি সেই স্ত্রীলোকটির সহিত যে বিষয়ের আলাপ করিতেছিলে, তাহাতে আরও বুঝিয়াছি, কোন ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের তুমি প্রশ্রয় দান করিয়াছ।"

পাদ্‌রী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিঃ লক্‌তস্‌, একটা উন্মত্তা স্ত্রীলোকের

প্রলাপবাক্য শুনিয়া আমার বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা একান্ত অসঙ্গত।”

জোসেলিন বলিলেন, “মিথ্যাকথা বলিয়া তুমি আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না, আমি জানি, সেই দুর্ভাগিনী রমণী উন্মাদিনী নহে। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমি অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কেবল এই বলিতে আসিয়াছি যে, আমার অনুপস্থিতিকালে যদি তুমি কুমারী লুইসা ষ্ট্যান্‌লেকে বিন্দুমাত্রও বিরক্ত কর, তাহা হইলে এ কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইবে। তোমার যে সকল গুপ্তকথা আমার জানা আছে, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইব না, সমাজে আর তোমার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।”

এই কথা বলিয়া জোসেলিন ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে পাদ্‌রীর কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন; ক্রোধে, অপমানে এবং ঘৃণায় পাদ্‌রী মনে মনে জ্বলিতে লাগিল।

বেলা নয় ঘটিকার সময়ে জোসেলিন লুইসার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। লুইসা ও মেরী বিশেষ আদর ও যত্নে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, তার পর আহারাদির আয়োজন করা হইল। সেই দিনই জোসেলিনের ইংলণ্ড ত্যাগ করা স্থির হইয়া গেল। তিনি মেরীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন, মেরীর ভগিনীগণের যাহাতে কোন প্রকার অপযশ হয়, এরূপ কার্য্য তিনি কিছুই করিবেন না। মেরী অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। তার পর জোসেলিন লুইসার সহিত উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কাণ্টারবারীর পাদ্‌রীর সহিত জোসেলিনের যে সকল কথা হইয়াছিল, তিনি তাহা লুইসার গোচর করিয়া বলিলেন, “এই পাদ্‌রী ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে সাহস করিবে না।”

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে লুইসার নিকট বিদায় লইয়া জোসেলিন শকটে আরোহণ করিলেন; লুইসা অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাত্রিংশ উল্লাস

গোয়েন্দা স্যামসন্—তাঁহার দৈববাণী।

এবার আমরা লরেন্স স্যামসন্ ও তাঁহার অতিথি জ্যাকের নিকট প্রত্যাগমন করিব। আহারের পর টেবিলের কাছে বসিয়া উভয়ের কথোপকথন চলিতেছিল।

স্যামসন্ বলিলেন, "দেখ জ্যাক্, আমি তোমার মেজাজ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিয়াছি, তোমার চরিত্র আমি খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছি, আমার কথা কত দূর সত্য, তাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।"

জ্যাক্ হাসিয়া বলিল, "কি বুঝিয়াছেন, আপনি বলিয়া যান; চরিত্রপাঠ বলিলে যে কি বুঝায়, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ স্যামসন্ বলিলেন, "আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিব, তাহা শুনিয়া তোমার ভীত হইবার কারণ নাই; রোমনগর এক দিনে প্রস্তুত হয় নাই। তুমি তোমার মন্দ স্বভাব, মন্দ চিন্তা এবং মন্দ ইচ্ছা এক দিনেই ত্যাগ করিতে পার না; চিরজীবন ধরিয়া তুমি প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও শঠতা শিখিয়া আসিয়াছ; সেগুলি তোমার জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কাল সকালে স্লীট্‌লেনে তোমার দোকানে যখন আমি তোমাকে দুই এক দিনের জন্য আমার কাছে রাখিবার প্রস্তাব করিলাম, তখন দানিয়েল তাহাতে খুব খুসী হইয়াছে, এরূপ ভাব দেখাইয়াছিল; তুমি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলে, সে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়া তোমাকে যে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আসিতে বারণ করিয়াছিল, তাহা নয়, তোমাকে কোন কোন বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিল।"

জ্যাক্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ স্যামসন্ বলিলেন, "অতি সহজে, মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি। তার পর এখন তোমার মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছি, আমার অনুমান সত্য, সুতরাং তুমি বুঝিয়াছ, আমি যে আমার ঘরে একটি গোয়েন্দা আনিতেছি,এ কথা আমার জ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সে জন্য আমি ভয় পাইবার লোক নহি; তোমার উপর আমার কেমন একটু

মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল; তোমার যাহাতে ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, এ জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল; আমার বাড়ীতে আসিয়া তুমি অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যাইবে, এরূপ তোমার মতলব ছিল; কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তোমার সে সঙ্কল্প তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। যতই সময় যাইতেছে, আমার প্রতি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে; তোমার মনও ক্রমে উন্নত হইতেছে। সাধু জীবন ও মহৎ চরিত্র সম্বন্ধে আমি যে সকল কথার আলোচনা করিতেছিলাম, তাহার দিকে তোমার মন অখণ্ডরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা বড় ভাল লক্ষণ। তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া আমি বুঝিয়াছি, যদি তুমি সুবিধা পাইতে, তাহা হইলে ভাল লোক হইতে পারিতে। সাধুতার প্রতি তোমার আন্তরিক অনুরাগের আমি পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু নানা কারণে সে বৃত্তিটি পরিপুষ্ট হইতে পায় নাই, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি, বল?"

যুবক বলিল, "আপনার অনুমান ঠিক।"

মিষ্টার শ্যামসন্ বলিতে লাগিলেন, "অন্যদিকে ক্রমাগত পাপে অভ্যস্ত থাকায় তোমার অনিচ্ছাক্রমে মন সে দিকে দৌড়ায়, কিছু করিতে না পারিলে যেন তুমি অত্যন্ত অধীর ও অস্থির হইয়া পড়; তোমার এ অভ্যাস ত্যাগ করিতে কিছু সময় লাগিবে। তুমি প্রথম হইতে এরূপভাবে শিক্ষা পাইয়াছ যে, সরলভাবে কাজ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব; মনকে তোমার নিজের ইচ্ছায় চালাইয়া লইয়া বেড়াইবার শক্তি লাভ করিতে বিলম্ব হইবে; এখনও তোমার সম্বন্ধে আশা আছে, কারণ, তুমি এখনও সংশোধনের সীমা অতিক্রম কর নাই; তোমার পুনর্জীবনলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তুমি সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে নবজীবন দান করিতে পারি।"

জ্যাক্ বলিল "মহাশয়, আপনি আমার মঙ্গলকামনা করেন, আমার সম্বন্ধে আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাতে আমি কিরূপে অসম্মত হইতে পারি?"

মিঃ শ্যামসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে তুমি সম্মত আছ? নবজীবন লাভ করিতে চাও?"

জ্যাক্ বলিল, "হাঁ, চাই, কিন্তু আমার তাহা সাধ্য হইবে কি?"

মিষ্টার শ্যামসন্ বলিলেন, "হইবে। তোমাকে আমার উপদেশে চলিতে হইবে।"

জ্যাক্ বলিল, "আপনার সকল উপদেশ ও আদেশ আমি নতশিরে পালন করিব।"

মিঃ শ্যামসন্ বলিলেন, "এখন একটা কথার উত্তর দেও। তুমি চোর ছিলে, এখন যদি গোয়েন্দাগিরী করিতে পাও, তাহা হইলে কেমন লাগে?"

জ্যাক্ বলিল, "মহাশয়, কাল যখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথমেই যদি আপনি আমাকে ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে আমি বলিতাম, 'না, আমি তাহা চাই না'; কিন্তু আপনার গোয়েন্দা-গিরী সম্বন্ধে এত অদ্ভুত কথা শুনিবার পর, আপনার নিকট এত উপদেশ পাইবার পর, আমি আর 'না' বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু অসঙ্কোচে 'হাঁ'ও বলিতে পারিতেছি না।"

মিঃ শ্যামসন্ প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "তুমি যে সরলভাবে আমার সম্মুখে এ কথা স্বীকার করিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি বড় খুসী হইলাম, কিন্তু তোমার মন্দ অভ্যাস ছাড়াইবার জন্য ঠিক বিপরীত গতির আবশ্যক, সেই জন্যই চুরি-প্রবৃত্তি দমনের জন্য চোর ধরিবার ইচ্ছার চালনা আবশ্যক। আমার কথা বুঝিয়াছ?"

জ্যাক্ বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি, চুরির দিক্ হইতে আমার মন ফিরাইবার জন্য আপনি তাহা চোরের দিকে লইয়া যাইতেছেন।"

মিঃ শ্যামসন্ বলিলেন, "আমার তাহাই ইচ্ছা। যদি তুমি আমার প্রস্তাব অনুসারে চলিতে চাও, তাহা হইলে তুমি এখানেই থাকিতে পার, পেট ভরিয়া অনেক ভাল জিনিস খাইতে পাইবে, যখন যে টাকার দরকার হইবে, তাহা পাইবে, আর নানা রকম আমোদের ত কথাই নাই। ক্রমে যদি তুমি আমাকে খুসী করিতে পার, তাহা হইলে চাই কি তোমাকে বোষ্ট্রীট পুলিসের কনষ্টেবলীতেও নিযুক্ত করিতে পারি। এখন তোমার মতলব কি, বল?"

জ্যাক্ বলিল, "মতলব আর কি, আপনার প্রস্তাবেই আমি রাজী, তবে আমার দুই একটা কথা আছে।"

মিঃ শ্যামসন্ বলিলেন, "বল।"

জ্যাক্ বলিল, "প্রথম কথা এই যে, আপনি আমাকে কখনও ডিক কি শ্যালী কাহারও অনিষ্ট করিতে বলিবেন না, তাহাদিগকে আমি সহোদর ভাই-ভগি-নীর মত মনে করি।"

মিঃ শ্যামসন্ বলিলেন, "রাজী। তার পর?"

জ্যাক্ বলিল, "আপনি সুবিধা পাইলেই আমার পিতামাতা সম্বন্ধে রহস্য ভেদ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন "রাজী। তার পর?"

জ্যাক্ বলিল, "দানিয়েলের অনেক নুণ খাইয়াছি, আমার হাতে তাহার কোন অমঙ্গল না হয়, এ কাজও আপনাকে করিতে হইবে: লোকটা বড় গোঁয়ার, এক এক সময়ে তাহার প্রবৃত্তিও ঠিক পশুর মতই হয়, আমাদের উপর অন্যায় ব্যবহারও সে অনেক করিয়াছে, কিন্তু তাহার মন্দটুকুই মনে করিয়া রাখিতে চাই না।"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন, "বুঝিয়াছি। তোমাকে গোয়েন্দাগিরীতে লাগাইলে দানিয়েলের উপর নজর রাখিতে তুমি রাজী নও। আচ্ছা, দানিয়েলের যাহাতে ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজে তোমাকে যাইতে হইবে না। তোমার আর কোন প্রার্থনা আছে?"

জ্যাক্ বলিল. "না, আর কিছু নাই।"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের বন্দোবস্ত এক রকম ঠিক হইয়া গেল: কিন্তু আমার প্রতি তোমার কিরূপ বিশ্বাস, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমার একটা প্রশ্নের উত্তর কর। কোনও একটা বিশেষ ব্যাপারে কিছু দিন পূর্ব্বে তুমি লিপ্ত ছিলে, সেই সম্বন্ধেই আমি প্রশ্ন করিব।"

জ্যাক্ বলিল, "আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি সত্যকথা বলি কি না, তাহা জানিতে পারিবেন।"

মিঃ স্মামসন্ তখন জ্যাকের মুখের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া, যেন তাহার অন্তরের সমস্ত ভাব পাঠ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত সোমবার রাত্রে যে আট জন দস্যু ইংলণ্ডের যুবরাজের প্রতি পথের মধ্যে অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি তাহাদের একজন কি না?"

জ্যাক্ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "হাঁ, আমিও সে দলে ছিলাম। কেন, এ ব্যাপার লইয়া কি গোলমাল হইবে?"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন, "গোলমাল আর কি হইবে, তবে কথাটা যে আমার অগোচর নাই, তাহাই তোমাকে দেখাইলাম। কতক কথা আমার কানে আসে, কতক কথা জনরব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, আর কতক কথা অবস্থাবিশেষে আমি অনুমান করিয়া লই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যুবরাজের প্রতি এই অত্যাচার কি জন্য করা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ তুমি কিছুই জানিতে না; একদিন তুমি সে কথা আমার কাছে জানিতে পারিবে।"

জ্যাক্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলিতে চান, তাঁহার টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইবার জন্ত তাঁহাকে আক্রমণ করা হয় নাই?"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন, "না, তাহা নিশ্চয় নয়; তোমরা যে কাজ করিয়াছিলে, তাহার পর এক ঘণ্টা তোমাদিগকে একটা ঘরে আট্‌কাইয়া রাখা হয়; তুমি কি মনে কর, যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গী মার্‌কুইসের টাকাগুলি কাড়িয়া লইবার জন্ত এত সময়ের দরকার হইতে পারে?"

জ্যাক্ বলিল, "আপনার কথাই সত্য বোধ হইতেছে; কারণ, টাকা-কড়ি লুঠপাট করাই যদি ডাকাতীর উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে যেখানে গাড়ী আট্‌কান, সেইখানেই ত সে কাজ শেষ করা যাইতে পারিত। সে জন্ত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দিকে গাড়ীখানা হাঁকাইয়া লইয়া যাইবার কি দরকার ছিল?"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন, "তুমি ঠিক ধরিয়াছ; ডাকাতীর পর তোমাদের যেখানে আড্ডা দেওয়া হয়, সেখানে গিয়া তোমরা বোধ হয়, খুব খানিকটা সরাপ টানিতে পাইয়াছিলে; তাই কতক্ষণ তোমাদের সেখানে রাখা হইয়াছিল, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে পার নাই।"

জ্যাক্ বলিল, "হাঁ, আমরা যুবরাজের গাড়ীখানা বিচিমেনরের সদর-দরজায় পৌঁছাইয়া দিয়া, আমাদের মুখোসগুলা পকেটে পুরিয়া, প্রায় একশ হাত দূরে একটা তাড়িখানায় বসিয়া সরাপ টানিতে লাগিলাম।"

মিঃ স্মামসন্ বলিলেন, "জ্যাক্, আজ দুইপ্রহরের সময় আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে; বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে না। এই সময়ে যদি তুমি চিড়িয়াখানা দেখিতে চাও কি কোন আমোদ-প্রমোদ দেখিতে চাও, তাহা হইলে খরচের দরকার হইলে আগেই আমার কাছ হইতে লইয়া রাখিতে পার।"

জ্যাক্ বলিল, "না মহাশয়, আমি আর কোথাও যাইব না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনার পুস্তকগুলি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি।"

মিষ্টার স্মামসন্ বলিলেন, "তোমার মতলব, আমার ডায়েরী দেখিবে; তাহাতে অনেক অদ্ভুত কেচ্ছার কথা লেখা আছে বটে, কিন্তু দেখিয়া তুমি কিছুই বুঝিতে পারিবে না; কাল এক সময়ে তোমাকে বরং তাহা পড়িয়া—"

জ্যাক্ বলিল, "না মহাশয়, আমার জন্ত আপনি অসুবিধা ভোগ করিবেন না। আমি আপনার ডায়েরী দেখিতে চাই নাই, শেল্‌ফের উপর অন্ত যে সকল বহি আছে, তাহাই দেখিতে চাহিয়াছি।"

"তাহা তুমি অনায়াসেই দেখিতে পার।"—এই কথা বলিয়া মিঃ স্যামসন্ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ১৫ মিনিট কাল সেখানে কি করিলেন। তার পর যখন তিনি সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল, তিনি আর সে মানুষ নহেন; তিনি এমন অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বহুদিনের পরিচিত কোন বন্ধুও সে বেশ দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বারপথে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি সদর-রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন এবং একখানি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে চুপে চুপে যেখানে যাইতে বলিলেন, গাড়ী সেই দিকে অগ্রসর হইল।

ত্রয়োত্রিংশ উল্লাস

বিচিমেনর-অট্টালিকা ও ডাকওয়ালা।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে জ্যাক্ 'বিচিমেনর' নামক যে অট্টালিকার উল্লেখ করিয়াছে, সে অট্টালিকাটি লণ্ডনের কেন্দ্র হইতে ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; সদর-রাস্তা হইতে সেই অট্টালিকা একশত হাত দূরে একটি গলীর মধ্যে অবস্থিত। এই গলীর মোড়েই পূর্ব্বোক্ত তাড়িখানা বর্ত্তমান।

বিচিমেনর নামক অট্টালিকার অধিস্বামীর নাম জেনারেল বিচি, এ লোকটি এতই অমিতব্যয়ী ও অসচ্চরিত্র ছিল যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে বিপদে পড়িয়া তাহাকে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইতে হয়; তার পর সে অট্টালিকায় আর কেহ বাস করিত না।

আমরা যে সপ্তাহের কথা লিখিতেছি, সেই সপ্তাহের শুক্রবার বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময়ে একজন ডাকওয়ালা এক তাড়া চিঠি লইয়া তাড়িঘরে প্রবেশ করিল; সে মদ্যবিক্রেতার নিকট এক গেলাস মদ চাহিল; মদ্য-বিক্রেতা মদ ঢালিতেছে, এমন সময়ে ডাকওয়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জেনারেল বিচির বাড়ীতে এখন কাহারা থাকে?"

মদ্যবিক্রেতা বলিল, "যাহারা থাকে, তাহাদের নাম জানি বটে, কিন্তু পরিচয় জানি না।"

ডাকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম, বল ত? আমার দুই একখানা চিঠি আছে, কিন্তু নাম পড়িতে পারিতেছি না, বড় খারাপ লেখা।"

মদ্যবিক্রেতা বলিল, "মিঃ ব্রাডস্ ও তাঁহার স্ত্রী থাকেন জানি।"

ডাকওয়ালা বলিল, "হাঁ, এই নামই বটে। নাম না জানিলে এ লেখা দেখিয়া নাম পড়া বড় কঠিন।"—এক নিশ্বাসে পানপাত্র নিঃশেষিত করিয়া ও দাম ফেলিয়া দিয়া ডাকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "উহাঁরা বোধ করি, অনেক দিন হইতে ওখানে আছেন?"

মদ্যবিক্রেতা বলিল, "অনেক দিন কোথায়, ৭।৮ দিন যদি উহাঁরা ওখানে আসিয়া থাকেন; অন্ততঃ আমার এই রকমই মনে হয়। তা—তোমাকে ত

আগে কখনও এ দিকে চিঠি বিলী করিতে দেখি নাই? তুমি বুঝি নূতন আসিয়াছ?”

ডাকওয়ালা বলিল, “হাঁ, আমি এক জনের এক্‌টিনি করিতেছি। তোমার মদটা বড় চমৎকার,আমার আর এক গেলাস খাইতে ইচ্ছা হইতেছে; যেখানে সেখানে যখন তখন এমন ভাল মদ পাওয়া যায় না।”

মদ্যবিক্রেতা খুসী হইয়া বলিল, “দেখিতেছি, তুমি ভাল জিনিস চেনো, যত বেটা তাড়িখোর এখানে আসে, তাহারা জিনিসের ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল দাম বেশী হইয়াছে বলিয়া হুল্লা করে।”

মদ খাইতে খাইতে ডাকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এই ব্রাডস্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে দেখিয়াছ? আমার বোধ হয়, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ইস্‌লিমটনে তাঁহাদিগকে বাস করিতে দেখিয়াছি, তখন আমি সেই অঞ্চলে চিঠি বিলী করিতাম; ইহাঁরা যদি সেই লোকই হন, তাহা হইলে খুব ভাল লোকই বলিতে হইবে; ইহাঁদের হাত খুব দরাজ, আমরা খুব বক্‌শীস পাইতাম।”

মদ্যবিক্রেতা বলিল, “আমি পুরুষটিকে দুই একবার দেখিয়াছি; লোকটির বয়স হইয়াছে, বেশ সদালাপী ভদ্রলোক, আর ভাল মদের বড় গোঁড়া; তিনি বলেন, আমার দোকানের যে ব্রাণ্ডী, ইহা ফরাসী দেশের খুব ভাল ব্রাণ্ডী অপেক্ষাও অনেক ভাল।”

ডাকওয়ালা বলিল, “তাহা হইলে বোধ করি, উনি ফ্রান্স দেশেও ছিলেন?”

মদ্যবিক্রেতা বলিল, “হা, তাঁর কথার ভাবে ত তাই বোধ হয়। আমি ভদ্রলোকটির স্ত্রীকে দেখি নাই; বাহিরে বেড়ানো বড় তাঁহার অভ্যাস নাই; তাঁর স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, তাঁর স্বাস্থ্যও খুব ভাল নয়।”

ডাকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, “ও বাড়ীতে উহাঁরা চাকর-বাকর লইয়া বাস করেন ত? রন্ধনাদির আয়োজন আছে?”

মদ্যবিক্রেতা বলিল, “না, সে সব কিছুই নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে জেনারেল বিচি ফেরার হইবার সময়ে তিনি এক বুড়ো ও তাহার স্ত্রীকে বাড়ীর ভার দিয়া যান; তাহারা ওখানে আছে, দাসদাসী বলিতে হয় ত ইহাদেরই বলিতে পার। আমার মনে হয়, ব্রাডস্ ও তাঁহার স্ত্রী এখানে বেশী দিন থাকিবেন না; যে বুড়োটার উপর ঐ বাড়ীর ভার আছে, তাহার নাম টম্। টম্ মধ্যে মধ্যে আমার এখানে পাইপ টানিতে ও মদ কিনিতে আসে; তাহার মুখে শুনিয়াছি,

ব্রাডস্ সাহেবের মেম ভারী সুন্দরী, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে মেমের একদণ্ডও বনে না, দুজনে দিবারাত্রি ঝগড়া চলিতেছে।”

ডাকওয়ালা দ্বিতীয় গেলাসের মূল্য চুকাইয়া দিয়া বলিল, “তাহা হইলে আমি পূর্ব্বে যে ব্রাডস্-দম্পতির কথা বলিয়াছি, ইহারাই যে তাঁহারা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এখন বিদায় হই মহাশয়!”

তাড়িখানা ছাড়িয়া ডাকওয়ালা জেনারেল বিচির অট্টালিকার অভিমুখে অগ্রসর হইল; কয়েক মিনিট মধ্যেই সে অট্টালিকায় উপস্থিত হইল; কিন্তু সে সদর-দরজায় না গিয়া একপাশে একটা ছোট দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দরজার কড়া ধরিয়া জোরে নাড়িতে লাগিল; অনেকক্ষণ পরে এক বুড়ী মাথা বাহির করিয়া বলিল, “কি চাও বাছা?”

ডাকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, “মিঃ ব্রাডস্ বাড়ীতে আছেন?”

বুড়ী বলিল, “না, তাঁহার চিঠি থাকিলে আমাকে দিয়া যাইতে পার।”

ডাকওয়ালা বলিল, “এখন তাঁহার নামের কোন চিঠি নাই, কিন্তু একখান পত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।”

বুড়ী কিছু বিরক্তিভরে বলিল, “তা আমি কি করিব? আমি তোমাকে আগেই বলিয়াছি, সাহেব বাড়ী নাই।”

বুড়ী দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইল। এবার ডাকওয়ালা একটু রাগ করিল;—বলিল, “তুমি যে আমার কথায় কানই দেও না, এ আমার নিজের কাজ নয়, ভিক্ষা করিতে আসি নাই। সাহেব বাড়ী নাই, মেমসাহেব ত বাড়ী আছেন; পথ চাহিয়া আমি দুঘণ্টা এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। সরকার আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য মাহিনা দেয় না।”

এ কথায় বুড়ী একটু নরম হইয়া গেল; বলিল, “তবে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।”—কয়েক মিনিট পরে বুড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকওয়ালাকে বাড়ীর ভিতর তাহার অনুগমন করিতে বলিল।

ডাকওয়ালা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি প্রাঙ্গণ পার হইয়া প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইল; সেই সোপান দিয়া উঠিয়া ডাকওয়ালা একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বুড়ী সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিল; অনন্তর বুড়ীর ইঙ্গিতানুসারে ডাকওয়ালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত; মধ্যস্থলে একটি বহুমূল্য সোফার উপর এক পরমা সুন্দরী যুবতী উপবিষ্টা।

ডাকওয়ালা সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই যুবতী তাহার দিকে মুখ তুলিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "তুমি কি চাও? আমার এখানে তোমার কি দরকার?"

ডাকওয়ালা আবার সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "মেমসাহেব, আমার ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনার কাছে আমার কোন কাজ নাই বটে, কিন্তু আমার কাছে জেনারেল বিচির নামে একখানি পত্র আছে, পত্রখানির উপরে লেখা আছে, যদি তিনি এ ঠিকানায় না থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেখানে থাকেন সেইখানে পাঠাইতে হইবে; পত্রখানি বড় জরুরী, কিন্তু শুনিলাম, জেনারেল সাহেব এখানে নাই।"

মেমসাহেব বলিলেন, "তুমি যদি পত্রখানি আমার নিকট রাখিয়া যাও, তাহা হইলে আমি তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে পারি।"

ডাকওয়ালা বলিল, "না মেমসাহেব, তাহা আমি পারিব না, আমাকে উপরওয়ালার হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে। আপনি অপরাধ লইবেন না, এ পত্র অন্যের হাতে দেওয়ার আমার অধিকার নাই।"

মেমসাহেব বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে না বড় জরুরী পত্র?"

ডাকওয়ালা বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, বড় জরুরী বলিয়াই লেখা আছে।"

মেমসাহেব বলিলেন, "জেনারেল সাহেবের বর্ত্তমান ঠিকানাটা আমি ত জানি না, আমার স্বামী জানেন, তা তিনি ত বাহিরে গিয়াছেন। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি, খাতাপত্রে কোথাও যদি তাঁর ঠিকানা লেখা থাকে।"— এই কথা বলিয়া মেমসাহেব সেই কক্ষ হইতে উঠিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই লও জেনারেলের ঠিকানা, এ আমার স্বামীর হাতের লেখা।

ডাকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ কাগজখানাই আমি লইব না ঠিকানাটা নকল করিয়া লইব?"

মেমসাহেব বলিলেন, "তুমি কাগজখানাই লইতে পার। আমার স্বামী পাছে ঠিকানাটা ভুলিয়া যান, এ জন্য আমি ইহার একটি নকল রাখিয়া দিয়াছি।"

ডাকওয়ালা খুসী হইয়া বলিল, "ধন্যবাদ মেমসাহেব, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া কষ্ট দিলাম, কিন্তু উপায় নাই, এ সরকারী কর্ত্তব্য। যাহা হউক, নমস্কার, এখন আমি বিদায় হইলাম।"

ডাকওয়ালা সেই ঠিকানাটি নিজের পকেটের মধ্যে ফিলিয়া মেমসাহেবের নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চতুস্ত্রিংশ উল্লাস

শুক্রবারের পালা

গীর্জ্জার ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক-খানি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ী হাইডপার্কের কোণে আসিয়া দাঁড়াইল, গাড়ী থামিলে সইস নামিয়া আসিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল।

এই গাড়ীর গায়ে কাহারও নাম কিংবা কোন চিত্র অঙ্কিত ছিল না এবং কোচ্‌ম্যান ও সইসের পরিচ্ছদেরও বিশেষত্ব লক্ষিত হইল না। কয়েক মিনিট পরেই একটি রমণী অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সইস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, যুবতী গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সইস নিম্নস্বরে বলিল, "যুবরাজ আমাদের বলিয়া দিয়াছেন, তিনি আপনার সহিত তাঁহার একটি বন্ধুগৃহে সাক্ষাৎ করিবেন।" তাহার পরেই সইস গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া এক লম্ফে নিজস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

ভিনিসিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যে কিছু বিশ্বাসঘাতকতা আছে। যুবরাজ অত্যন্ত দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক, হয় ত তিনি নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কোন বন্ধুর নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; হয় ত তাঁহার সেই বন্ধুটিই এই খেলা খেলিতেছে। যাহাই হউক, গাড়ীতে যখন উঠিয়াছি, তখন ইহার শেষ কোথায়, দেখিতেই পাইব। আমি সহজে দমিবার পাত্রী নহি।' ভিনিসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া কোন্ দিকে গাড়ী যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। গাড়ী আলবিমারল ষ্ট্রীট ঘুরিয়া একেবারে মার্কুইস অব্ লেভিসনের সিংহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া ভিনিসিয়া মনে মনে বলিলেন, 'তাহা হইলে আমার অনুমানই সত্য।' ক্ষোভে ও ঘৃণায় তাঁহার বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল, চক্ষুতে বিজলী হানিল, কুন্দদন্তে তিনি অধর দংশন করিতে লাগিলেন।

সইস নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিনিসিয়া মুখের উপর অবগুণ্ঠনটি আরও দীর্ঘ করিয়া দিয়া লঘু-পদবিক্ষেপে গাড়ী হইতে নামিয়া মার্ব্বেল-নির্ম্মিত

প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, জমকালো পরিচ্ছদধারী একটি ভৃত্য তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভিনিসিয়া যখন সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন, তখন ভৃত্য নীচে ফিরিয়া গেল।

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া ভিনিসিয়া অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলেন, তার পর একখানি লোহিত-বস্ত্রাবৃত সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন; অনতিবিলম্বেই পাশের একটি দরজা স্প্রীঙের বলে নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, তাহা ভিনিসিয়ার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না, তিনি সে দিকে ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দশ মিনিট অতীত হইল, তথাপি কাহাকেও সে পথে আসিতে দেখা গেল না। তখন ভিনিসিয়া বিরক্তভাবে উঠিয়া সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, তথাপি কেহ আসিল না। দ্বিতীয়বার তিনি আরও জোরে ঘণ্টায় ঘা দিলেন, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।

তৃতীয়বার তিনি ঘণ্টা বাজাইবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া থামিয়া গেলেন; অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন; সোফা হইতে উঠিয়া হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, হয় ত তিনি এই গৃহে বন্দিনী হইয়াছেন; একটু ইতস্ততঃ করিয়া যে দ্বারপথে তিনি এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন, বাহির হইতে তাহা রুদ্ধ; তখন তিনি বুঝিলেন, সত্যই তিনি সেখানে বন্দিনী; কিন্তু তিনি ব্যাকুল হইলেন না; ঘৃণার হাসি হাসিয়া পুনর্ব্বার সোফার উপর আসিয়া বসিলেন।

স্প্রীঙের সাহায্যে যে দ্বারটি খুলিয়া গিয়াছিল, সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিলেন, 'এই পথ দিয়া কোথায় যাওয়া যায়, একবার দেখিতে হইবে।' তিনি উঠিয়া সেই দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন;—দেখিলেন, সেই দ্বারের অপর প্রান্তস্থ কক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোকধারা উৎসারিত হইতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে তিনি দ্বার অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই একটি সুন্দর সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই কক্ষে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত দীপাধারে বাতী জ্বলিতেছিল, কক্ষের প্রাচীর-সন্নিকটে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার আকারের সোফা, নানা আকারের পুষ্পাধার হইতে প্রস্ফুটিত সুরভি কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ বায়ুমণ্ডল সুরভিত করিয়া তুলিয়াছিল; সেই কক্ষের এক প্রান্তে

আর একটি দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত, কিন্তু সে দিকে তিনি জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাই-লেন না। ভিনিসিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত দ্বারপথে তিনি আর একটি কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এ কক্ষটি আরও ক্ষুদ্র, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর সুসজ্জিত। মেজেয় পুরু গালিচা পাতা, যেমন পুরু,তেমনি কোমল, তার উপর পদক্ষেপণ করিতেই তাঁর পা ডুবিয়া গেল; এ কক্ষে একখানিও সোফা ছিল না, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেয়ার, মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ টেবিল, টেবিলের উপর শুভ্র স্ফটিক-নির্ম্মিত ডিসে নানাজাতীয় সুপক্ক সুমিষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন এবং বোতলে নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট মদ্য। এই কক্ষে একটি কাচ-নির্ম্মিত আলোকাধার হইতে আলোক-ধারা বিকীর্ণ হইতেছিল।

এই কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া ভিনিসিয়া এক প্রান্তে আর একটি মুক্তদ্বার দেখিতে পাইলেন; কিন্তু জনপ্রাণীরও সাড়া-শব্দ পাইলেন না। খাদ্যসামগ্রী বা গৃহসজ্জার দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; এই দ্বার অতিক্রম করিয়া তিনি যে কক্ষে উপস্থিত হইলেন, সেই কক্ষটি নেত্রতৃপ্তি-কর মৃদু আলোকে আলোকিত; এই কক্ষের প্রাচীর বহু সংখ্যক চিত্রে সুস-জ্জিত, কক্ষটির স্থানে স্থানে মার্ব্বেল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। এই সকল দেখিয়া ভিনি-সিয়ার কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, বিস্ময় ক্রোধের স্থান অধিকার করিল; চারিদিকে চাহিতে চাহিতে তিনি সেই বিস্তীর্ণ কক্ষের মধ্যে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন, এই কক্ষে যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই গ্রীসের পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত ও গঠিত; কতকগুলি চিত্র অত্যন্ত রঙ্গদার, তাহাতে আদিরসের অত্যন্ত বাড়া-বাড়ি; তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ-দৃষ্টিতে গ্রীসের পৌরাণিক দেবতা মার্স ও তাঁহার প্রণয়িনী ভেনাসের প্রেমালিঙ্গন-চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া এই জাতীয় আরও কতকগুলি ছবি দেখিতে লাগিলেন।

এই সকল চিত্র ও মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভিনিসিয়া বিচলিত-হৃদয়ে যে কক্ষে জলযোগের আয়োজন ছিল, সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন এবং একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। চেয়ারে বাসিবামাত্র অল্প শব্দ হইল, তাহার পরই তিনি দেখিলেন,তাঁহার উভয় হস্ত এবং স্কন্ধদেশ লৌহনির্ম্মিত তারে চেয়া-রের সঙ্গে বান্ধিয়া গিয়াছে! ভয়ে তিনি অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন,

চেয়ার হইতে উঠিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল, লোহার বন্ধন খসিল না।

এখানে বলা আবশ্যক, ভিনিসিয়া যে তারের বন্ধনে বিজড়িত হইয়াছিলেন, সে তার অনেকটা রবারের ফিতার মত, বিশেষতঃ তাহা মখমল দ্বারা বিজড়িত থাকায় তাহাতে ভিনিসিয়ার দেহে আঘাত লাগে নাই, এমন কি, একটি দাগও বসে নাই। যাহা হউক, এই বিশ্বাসঘাতক চেয়ারে ভিনিসিয়া এই ভাবে আবদ্ধ হইবার কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই কক্ষের প্রাচীর-গাত্রস্থ একটি অলক্ষিত দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ দিয়া একজন লোক ভিনিসিয়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিনিসিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র চিনিতে পারিলেন, আগন্তুক স্বয়ং মার্‌কুইস্ অব্ লেভিসন।

মার্‌কুইস্‌কে দেখিয়াই ভিনিসিয়া উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, এ আপনার কিরূপ বিবেচনা? যে স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার গৃহে আসিয়াছে, তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা আপনার মত লোকের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে; আমি জানি, আজ শুক্রবার, ভিনিসিয়া ত্রিলনীর নিকট আজ আপনার প্রণয়-জ্ঞাপনের পালা।"

মার্‌কুইস্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি, তাহা হইলে আমাদের গুপ্ত পরামর্শ জানিয়া ফেলিয়াছেন; আজ রাত্রে আমার যে বাজী জিতিবার কথা আছে, সে কথা বোধ করি, আপনার অজ্ঞাত নহে।"

ভিনিসিয়া শান্ত-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সে কথা আমি জানি; আমি ইহাও জানি যে, হাইডপার্কে আমি যে গাড়ীতে উঠি, সে গাড়ী আপনারই এবং সে গাড়ী আমাকে আপনার বাড়ীতেই লইয়া আসিয়াছে।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের গুপ্তপরামর্শের কথা আপনি কবে কাহার মুখে জানিতে পারিয়াছেন?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "বুধবার সন্ধ্যাকালে এ কথা জানিতে পারিয়াছি। কর্ণেল মালপাস্ আমাকে এ কথা বলিয়াছেন। তিনি সকল কথাই খুলিয়া বলিয়াছেন।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আপনি ত যুবরাজের হস্তেই আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এ কথা সত্য; কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর আপনার সহিস যখনই আমাকে বলিয়াছে, আমাকে যুবরাজের কোন বন্ধু-গৃহে লইয়া

হাওয়া হইবে, তখনই আমি বুঝিয়াছি, ইহার মধ্যে কোন ষড়্‌যন্ত্র আছে। সকল কথা বুঝিয়াও এবং আজ আপনার পালা তাহা জানিয়াও, মন স্থির করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। যুবরাজ আমার সঙ্গে যে চাতুরী করিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড দান করিব, আমি এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি তাঁহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া সে অনুগ্রহ আপনার উপর প্রসারিত করিব।"

মার্‌কুইস্ লেভিসন আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "ভিনিসিয়া, প্রিয়তমে! যদি আমি পূর্ব্বে এ কথা জানিতাম, তোমার মনের ভাব যদি আমি মুহূর্ত্তমাত্র কল্পনা করিতে পারিতাম, পরমেশ্বর যে আমার অদৃষ্টে এত সুখ লিখিয়াছেন, তাহা ক্ষণকালের জন্যও বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর তোমাকে এখানে এ ভাবে আবদ্ধ হইতে হইত না; তুমি যে মুহূর্ত্তে আমার ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়াছিলে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার পদতলে পড়িয়া তোমার প্রেম ভিক্ষা করিতাম: এমন কি, এখন পর্য্যন্ত আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে,—"

বাধা দিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি, শুনুন। আপনারা আমার বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমার প্রেমলাভের জন্য যে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, কর্ণেল মাল্‌পাসের মুখে সে ষড়্‌যন্ত্রের কথা যখনই শুনিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমি স্থির করিয়াছি, পদে ও গৌরবে যিনি আপনাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারই হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিব: আমার সেই সঙ্কল্প অনুসারেই আমি যুবরাজের প্রস্তাবে সম্মত হই; কিন্তু তিনি কাপুরুষের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার গুপ্তকথা আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; আপনি সে কথা জানিতে পারিয়াই আজ কৌশলে আমাকে আপনার গৃহে আনিয়া ফেলিয়াছেন: এ জন্য আমি আপনাকে অপরাধী করিতেছি না; বরং যুবরাজকে শিক্ষাদানের জন্য আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিব, ইহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, কারণ আপনাদের দলের মধ্যে যুবরাজের নীচেই আপনার পদগৌরব। আমি যদি এরূপ সঙ্কল্প না করিতাম, তাহা হইলে আপনার গৃহে আমি কখনই আসিতাম না; আপনার ভৃত্যেরা কখনই আমাকে জোর করিয়া গাড়ীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিত না; রাজপথ দিয়া যখন গাড়ী চলিতেছিল, সে সময়ে আমি চীৎকার করিলে কে আমার

মুখ বন্ধ করিত? আমার কথা হইতেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমার একটা কথাও অসঙ্গত নহে।”

বৃদ্ধ মার্কুইস্ বিহ্বলস্বরে বলিলেন, “ভিনিসিয়া! প্রাণের ভিনিসিয়া! অতি সঙ্গত কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যৎপরোনাস্তি সঙ্গত! তুমি আমার হইবে, আঃ! দেখিতেছি, আমি হাতে স্বর্গ পাইব। তুমি পুরাপুরি আমার হইবে ত?”

ভিনিসিয়া বলিলেন, “হাঁ, কিন্তু আপনি আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বৃদ্ধির জন্য আপনার যতটুকু সাধ্য, তাহা অবশ্যই করিতে প্রস্তুত আছেন?”

বৃদ্ধ কম্পিতস্বরে বলিলেন, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ কি আর বলিতে হয়। আমি তোমার জন্য বার্ষিক ৭৫০০০৲ টাকার বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিব, এতদ্ভিন্ন ঘর-বাড়ী, সাজসজ্জা, দাস-দাসী, আরাম ও বিরামের জন্য যে সকল জিনিস আবশ্যক, সকলই পাইবে, কোনও ত্রুটি হইবে না। এখন প্রিয়তমে, একবার উঠ, উঠিয়া প্রেমালিঙ্গন দেও, আমার দগ্ধপ্রাণ শীতল হউক্।” এই কথা বলিয়া মার্কুইস্ ভিনিসিয়ার চেয়ারের পশ্চাতে আসিয়া একটা স্প্রীং স্পর্শ করিলেন; ভিনিসিয়া তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলপাশ হইতে মুক্ত হইলেন।

মার্কুইস্ বলিলেন, “প্রিয়তমে ভিনিসিয়া, তোমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, এই ভাবে তোমাকে পীড়া দেওয়া হইয়াছে, এ জন্য আমি তোমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।” মার্কুইস্ ভিনিসিয়াকে আলিঙ্গনদানে উদ্যত হইলেন। ভিনিসিয়া একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, “আঃ, মহাশয়, আপনি যে বড় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন! এত ব্যস্ত কেন? বসুন, বসুন।” এই কথা বলিয়াই ভিনিসিয়া, লুব্ধ বৃদ্ধ মার্কুইস্‌কে ঠেলিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন; অসতর্ক মার্কুইস্ চেয়ারের উপর যেমন বসিলেন, অমনি পূর্ব্ববর্ণিত লৌহতারে তাঁহাকে বিজড়িত হইতে হইল।

এবার ভিনিসিয়ার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল; তাঁহার বিলোল কটাক্ষ, কণ্ঠস্বরের মধুরতা, ব্যবহারের কোমলতা সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; তিনি মার্কুইসের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সস্পষ্ট ঘৃণার সহিত বলিলেন, “পাপিষ্ঠ, তোমার লোভ ও অহঙ্কার এতই অধিক যে, তুমি মনে করিয়াছ তোমার মত কামান্ধ পিশাচের হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিব? রে হতভাগা কামুক! এখন তোর উপযুক্ত দণ্ড হওয়াই উচিত; আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি এখনই তোর সমস্ত চাকর-বাকরকে ডাকিয়া তোর কুপ্রবৃত্তি এবং সেই

জন্য তোর যে শাস্তি হইয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করি ; কিন্তু আমি তত অধম নহি। তুমি যত বড়ই পাপিষ্ঠ হও, আমি তোমাকে সে লজ্জায় ফেলিব না। তুমি যেমন করিয়া পার, তোমার ঐ নাগপাশ হইতে উদ্ধার লাভ কর ; আমি এখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিব ; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া যাইব। আমি এখানে নিজের ইচ্ছাক্রমে আসি নাই, তবে যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম,তখন আমার মনে হইয়াছিল, তুমি আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর, তাহা একবার দেখিতে হইবে ; তোমার প্রেমলীলার পরীক্ষা হইয়াছে, মনে রাখিও, তুমি আমার অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহ।"

এই আকস্মিক বিপদে পড়িয়া মার্কুইস্ লেভিসনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ; একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু উঠিতে পারিলেন না ; স্কন্ধদেশ ও হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপ আবদ্ধ, কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না ; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠতালু হইতে জিহ্বা নড়িল না ; ফাঁসির পূর্ব্বে মানুষের যে অবস্থা হয়, তাঁহার সেই অবস্থা হইল। ভিনিসিয়া তাঁহার মুখের উপর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন ; তার পর ড্রয়িংরূমে ফিরিয়া আসিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, দরজা বন্ধ আছে, দরজার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এখনও তাহা সেই ভাবে বন্ধ ; অগত্যা তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া যে ঘরে জলযোগের আয়োজন ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ মার্কুইস্ ভিন্ন কক্ষ হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কাতরভাবে বলিলেন "মিস্ ত্রিলনী, দয়া করিয়া আমাকে এ বন্ধন হইতে মুক্তিদান কর।"

ভিনিসিয়া তাঁহার কথা লক্ষ্য না করিয়া সেই কক্ষে কোথায় গুপ্তদ্বার আছে, তাহারই সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মার্কুইস্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,"তুমি যাহার সন্ধান করিতেছ, তাহা কোন ক্রমেই পাইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমাকে ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলে—"

ভিনিসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, 'না, মহাশয়, আপনার চাতুরীতে ভুলিয়া আমি আর ফাঁদে পা দিতেছি না ; আপনার ন্যায় নীচাশয়ের শপথের কোন

মূল্য নাই ; দেখিলাম, ড্রয়িং-রুমের দরজা তালা দিয়া বন্ধ আছে ; হউক, আমি এই ঘরের জানালাগুলা খুলিয়া ফেলিয়া এখনই রাস্তার লোককে ডাকাডাকি করিব ; আপনি কি মনে করেন, ইহাতে আপনার মান বাড়িবে ? সাধারণের নিকট আপনার এই ভাবে অপদস্থ হইবার ইচ্ছা আছে কি ? আপনি আমার উপর কিরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা পথের লোককে ডাকিয়া বলিতে হইবে কি ?"

মার্কুইস্ কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "আপনি যদি একটা বিষয়ে আমার কথা রাখেন, তাহা হইলে এই কক্ষ হইতে বাহির হইবার যে গুপ্তদ্বার আছে, তাহা খুলিবার উপায় বলিয়া দিতে পারি।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "বলুন।"

মার্কুইস বলিলেন, "আপনি নীচে নামিয়া গিয়া দরোয়ানকে সংবাদ দিবেন, আমি এখনই আমার সর্দ্দার খানসামা ব্রক্ম্যানের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "এ প্রস্তাবে আমি রাজী হইলাম।"

মার্কুইস্ বলিলেন "আমি আপনার অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিলাম। ঐ যে প্রাচীরে ঘণ্টা বাজাইবার দড়ীর গোড়ায় একটি কৃত্রিম গোলাপ-ফুল আছে, ঐ গোলাপ-ফুলের ঠিক মধ্যের পাপড়িটি আপনি অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া ধরুন।"

ভিনিসিয়া সেরূপ করিবামাত্র কারুকার্য্য-শোভিত বস্ত্রাবৃত প্রাচীর-গাত্রে একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। ভিনিসিয়া মার্কুইসের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া সেই দ্বারপথে বাহির হইয়া চলিলেন এবং কয়েকটি কক্ষ ঘুরিয়া সোপান শ্রেণী দিয়া একেবারে নীচে আসিয়া পড়িলেন ; সম্মুখে একটি খানসামাকে দেখিয়া তিনি তাহাকে মার্কুইসের অভিপ্রায় জানাইলেন ; তার পর মার্কুইসের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে সদর-রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ; রাত্রি তখন দশটা।

পথে আসিয়া ভিনিসিয়া একখানা পাল্কী-গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং গাড়োয়ানকে যুবরাজের কার্লটন-প্রাসাদের অভিমুখে গাড়ী চালাইতে বলিলেন ; গাড়ী সেই প্রাসাদের গুপ্তদ্বারের অদূরে তাঁহাকে লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এ দিকে তাঁহার আদেশে গাড়োয়ান তাহার আসন হইতে

নামিয়া গিয়া দ্বারবিলম্বিত ঘণ্টায় আঘাত করিল; একটি ভৃত্য সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর নিকটে আসিলে ভিনিসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ গৃহে আছেন কি না?" যুবরাজ গৃহে আছেন, ভৃত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া ভিনিসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পথ-প্রদর্শক ভৃত্য বলিল, "আপনি ঐ চেয়ারে অপেক্ষা করুন, আমি যুবরাজকে সংবাদ দিতেছি।" ভিনিসিয়ার সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন দেখিয়া ভৃত্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিল না; কারণ, সে বুঝিল, এ যুবতী নিশ্চয়ই যুবরাজের অনুমতিক্রমে এখানে আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

পঞ্চস্ত্রিংশ উল্লাস

জালপত্র—যুবরাজ সম্মিলন।

ভিনিসিয়াকে সেই কক্ষে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই যুবরাজ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অঙ্গে সান্ধ্য-পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল, মদ্যপানে মন কিছু প্রফুল্ল ছিল; ভিনিসিয়াকে দেখিয়া তিনি আনন্দ ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন "ভিনিসিয়া! প্রিয়তমে! তোমার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। এ ভাবে হঠাৎ তুমি উপস্থিত হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।" যুবরাজ ভিনিসিয়ার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ভিনিসিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি! আমি আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই।" হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, মার্কুইস্ লেভিসন্ হয় ত যুবরাজের নিকট জালপত্র পাঠাইয়াছেন।

যুবরাজ বলিলেন, "তুমি পত্র লেখ নাই? তাহা হইলে বোধ করি, কি একটা গোলমাল হইয়াছে, যাহা হউক, তুমি আমার সঙ্গে করকম্পন করিলে না কেন? রাগ করিয়াছ?"

ভিনিসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অনাবৃত অবগুণ্ঠনে বলিলেন, "মহাশয়, আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, এমন অশিষ্ট ও অভদ্র ব্যবহার আমি ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও নিকট পাই নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "ভিনিসিয়া, যদি আমার কোন ব্যবহারে তুমি মনে কষ্ট পাইয়া থাক, তবে সে জন্য আমি তোমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি; আমি ভিক্ষা চাহিতেছি, ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তোমার মনে কষ্ট হইলে আমি কতখানি বিচলিত হই। আমি এ পর্য্যন্ত আর কোনও স্ত্রীলোকের নিকট কখনও কারণে বা অকারণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি নাই।"

যুবরাজের কথায় ভিনিসিয়ার ক্রোধ ও বিরাগ কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার সকল কথা খোলাখুলি ভাবেই হওয়া উচিত। আপনি বলিলেন, আপনি আমার একখানি পত্র পাইয়াছেন, সে কিরূপ পত্র? ভিনিসিয়া একখানি সোফায় উপবেশন করিলেন, যুবরাজ তাঁহার পাশে

গিয়া বসিলেন ; তার পর ওয়েষ্ট-কোটের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ভিনিসিয়ার হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ সেই পত্র।"

ভিনিসিয়া পত্রখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন ; পত্রখানি যে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর, তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না : অতি সুন্দর সুস্পষ্ট।

"শুক্রবার, রাত্রি ৮টা।

মিস্ ত্রিলনী যুবরাজকে সপ্রেম অভিবাদন জানাইয়া নিবেদন করিতেছে যে, হঠাৎ সে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং অদ্য সন্ধ্যাকালে যুবরাজের সহিত তাহার সাক্ষাতের যে প্রস্তাব ছিল, তাহা অগত্যা স্থগিত করিতে হইল, তাহার শরীর যেরূপ থাকে, যুবরাজ তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে ভিনিসিয়া মুখ তুলিয়া ঘৃণাভরে বলিলেন "এ পত্র জাল। ইহা আমার হস্তাক্ষর নহে, আর আমি যে অসুস্থ হই নাই, তাহার একটিমাত্র অকাট্য প্রমাণ এই যে, আমি সুস্থদেহে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।"

যুবরাজ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে ভয়ঙ্কর জালিয়াতী কাণ্ড, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, এ কাহার কাজ। যাহা হউক ব্যাপার কি, খুলিয়া বল। তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন "আপনিই আগে বলুন, কাল আপনার সঙ্গে আমার যে কথা হয়, তাহা আপনি কাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন ?"

যুবরাজ সলজ্জভাবে ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "সুন্দরি, আমাকে মার্জ্জনা কর।—আমি জানুনত করিয়া তোমার পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি ভিনিসিয়ার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমার আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, তুমি সকলই জানিতে পারিয়াছ। আমি স্বীকার করিতেছি, আমি অত্যন্ত আহম্মুকী করিয়াছি, হিতাহিত-জ্ঞানহীন উন্মাদের মত কাজ করিয়াছি : কপট বন্ধুকে বিশ্বাসভাজন মনে করিয়া তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম। আমার এ অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু ভিনিসিয়া, সত্য বল, তুমি কি ইহা ক্ষমার অযোগ্য মনে কর ?"

ভিনিসিয়া সংযতস্বরে বলিলেন, "যুবরাজ আপনি উঠুন ; দেখিতেছি আপনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছেন ; আপনি এতখানি দীনতা প্রকাশ করেন, এরূপ আমার ইচ্ছা নহে, আর ইহা আমি প্রত্যাশাও করি নাই।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ক্ষমা করিলাম।"

যুবরাজ আনন্দভরে ভিনিসিয়ার হাতখানি ধরিয়া তাহা ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ! এই অনুগ্রহের জন্য তোমাকে দশ সহস্র ধন্যবাদ! তার পর তিনি উঠিয়া ভিনিসিয়ার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বলিলেন, "ভিনিসিয়া, তুমি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "অতঃপর আপনার সঙ্গে আমার যে সকল কথাবার্ত্তা হইবে, তাহা কখনও কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না, আপনি আমাকে এরূপ ভরসা দিতে পারেন কি?"

যুবরাজ সলজ্জভাবে বলিলেন, "ভিনিসিয়া তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইবে, নিশ্চয় জানিও কখনও তাহা কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না।" যুবরাজ ভিনিসিয়ার কণ্ঠদেশ উভয় হস্তে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। কিন্তু ভিনিসিয়া ধীরে ধীরে বাহু-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম গাত্রাবরণ অপসারিত করিলেন; ভিনিসিয়ার কৃষ্ণবর্ণ মখমলনির্ম্মিত পরিচ্ছদ ঝকঝক করিয়া উঠিল; রূপ-মুগ্ধ যুবরাজ আবার উভয় হস্তে ভিনিসিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষঃ সন্নিধানে টানিয়া আনিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

ভিনিসিয়া দ্বিতীয়বার আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এখনও আমার সকল কথা শেষ হয় নাই।"

যুবরাজ বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "না, না, আমি কোন মতে তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। আমি তোমাকে যে সকল চুম্বন দান করিয়াছি, তাহার প্রতিদান না পাইলে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি না।"

ভিনিসিয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজের ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "কেমন, এখন হইল ত? ছাড়িয়া দেন।" যুবরাজ তাঁহাকে ছাড়িবার পূর্ব্বেই তিনি চেষ্টা করিয়া আপনাকে ছাড়াইয়া লইলেন।

যুবরাজ ভিনিসিয়ার চুম্বনে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "তোমার আর কি কথা বলিবার আছে সুন্দরি, বল।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে আমার যে কি হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আপনার একটুও আগ্রহ, কিম্বা বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও হইল না?

আপনি কি মনে করেন, ঐ জাল চিঠিখানা শুধু একটু নির্দ্দোষ আমোদ করিবার জন্য আপনার নিকট পাঠান হইয়াছিল ?"

যুবরাজ লজ্জিতভাবে বলিলেন, "ভিনিসিয়া, প্রাণাধিকা! তোমাকে পাইয়া আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, ও কথা আমার মনেই ছিল না। বহুতর উন্মাদ-মধুর-কল্পনা যেন আমার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে, আমার সকল ইন্দ্রিয় যেন অমৃতের সাগরে অবগাহন করিতেছে; আমার মনের মধ্যে সব উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। ভিনিসিয়া, এ ক্রটীর জন্য আমার অপরাধ লইও না; কি হইয়াছিল বল ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আপনাকে যে কথা দিয়াছিলাম, তদনুসারে কাজও করিয়াছিলাম; আমি ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে আসিয়া একখানি গাড়ী দেখিতে পাইলাম; আমি সেই গাড়ীতে উঠিলে, গাড়ী মারকুইস্ অব লেভিসনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।"

যুবরাজ ক্রোধে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "অধঃপাতে যাক্ সে হতভাগা! বুড়োকে ভাল করিয়া উপাধি দিব! যাহা হউক তার পর কি হইল বল ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আজ শুক্রবার কি না, আজ তাহার প্রেমাভিনয়ের পালা; কেমন, এ কথা সত্য ত ?"

ভিনিসিয়ার কথা শুনিয়া যুবরাজের দেহে যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ? ইহা কি সম্ভব! তুমি এ সকল গুপ্ত কথা---"

ভিনিসিয়া যুবরাজের মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিলেন, "আমি সব জানি।"

যুবরাজ বিস্ময়াভিভূতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে জানিলে ? তবে কি মারকুইস্ নিজেই---"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "না। আমি মারকুইসের মুখে ও কথা শুনি নাই।"

যুবরাজ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে সে বিশ্বাসঘাতক, শীঘ্র তাহার নাম বল ?"

ভিনিসিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "কর্ণেল মালপাস্।"

যুবরাজ সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! সেই হতভাগা! কপট, প্রবঞ্চক, পিশাচের এই কাজ! আবার যদি সে কখনও আমার সম্মুখে আসে তাহা হইলে সে বিশ্বাসঘাতককে আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিব।

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কর্ণেল আমার কাছে আপনাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া আমার অনুগ্রহের উমেদার ছিল, কিন্তু সে আমার ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "শুনিয়া সুখী হইলাম। আজ হইতে আমি তাহার অতি ভয়ানক শত্রু হইয়া থাকিলাম। সে মিত্রদ্রোহীর কথায় আর কাজ নাই, এখন বল মার্কুইস্ লেভিসনের বাড়ীতে কি কি ঘটিয়াছিল।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "সে কামুক বৃদ্ধের যেমন ব্যবহার প্রাপ্য, সে আমার হস্তে সেইরূপ ব্যবহারই পাইয়াছে ; যাহা হউক পুনর্ব্বার যখন তাহার সঙ্গে আপনার দেখা হইবে, তখন আপনি তাহার উপর আর ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। আমি তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া আসিয়াছি।"

যুবরাজ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাহার বাড়ীতে কলের মধ্যে পড়িয়াও তাহাকে শাস্তি দিয়া আসিয়াছ, কিরূপ শাস্তি দিয়াছ শীঘ্র বল ?

ভিনিসিয়া বলিলেন, "সে যে লৌহপাশে অনেককে আবদ্ধ করে, আমি তাহাকে সেই পাশেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। প্রেম করিতে গিয়া প্রাণ লইয়া টানাটানি, নাড়িবার চড়িবার শক্তি নাই।"

যুবরাজ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি, তুমি তাহাকে কলের চেয়ারে আটকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ! উত্তম করিয়াছ। তাহাকে ঠিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে রসিকতা করিতে গিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই ; এখন বুঝিতে পারিয়া বোধ করি খুব পস্তাইতেছে ; যাহা হউক তোমার সকল কথাই শুনিলাম, এখন ভিনিসিয়া—"

ভিনিসিয়া তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে হইবে। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

যুবরাজ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "তুমি বড় নির্দ্দয়, তুমি ক্রমাগত আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছ। তুমি এই ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দেখা দিয়া চঞ্চলা সৌদামিনীর মত সরিয়া সরিয়া যাইতেছ ; আর কত দিন আমাকে এভাবে মরীচিকার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে ?

ভিনিসিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি যে আপনার নিকট অতি অল্পক্ষণ মাত্র আসিয়াছি, এজন্য আপনি আমাকে অপরাধী করিতে পারেন না। যদি

আমার প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র স্নেহ থাকে, আমার সুখের প্রতি আপনার কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এখনই বিদায় দেন : আমি যে গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সে গাড়ী আমার প্রতীক্ষায় এখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

যুবরাজ ভিনিসিয়ার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "পত্রে আমি আপনাকে যে কথা লিখিয়া জানাইব। আমি আপনার নিকট পত্র লিখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

যুবরাজ বলিলেন, "পত্র লিখিবার অনুমতি ! তোমার যত খুসী আমাকে পত্র লিখিতে পার। তোমার যত বেশী পত্র পাইব, ততই আমি খুসী হইব : যত শীঘ্র পার পত্র লিখিও।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "হাঁ, লিখিব। তবে এখন বিদায় হই।"

"বিদায় প্রিয়তমে !" বলিয়া যুবরাজ ভিনিসিয়ার হাতখানি ধরিয়া তাহা ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন। ভিনিসিয়া এবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যুবরাজের মুখ-চুম্বন করিলেন, তার পর অবগুণ্ঠন ও গাত্রবস্ত্রে মস্তক ও দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ উল্লাস

স্নানাগার—গলিত মৃতদেহ !

মধ্যরাত্রি অতীতপ্রায় ; পূর্ণচন্দ্রের সুধাহাস্যে জগৎ সমুজ্জ্বল, এমন সময়ে একখানি ঘোড়ার গাড়ী জাকহিতের সদর রাস্তা ছাড়িয়া একটা অন্ধকারময়ী গলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। একটি পুরুষ ও একটি রমণী গাড়ী হইতে নামিয়া, কোচম্যানকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেই গলি দিয়া সোজা প্রায় আধ মাইল দূরের একটা বাড়ীর দিকে চলিলেন। পুরুষটি স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। পুরুষটি প্রৌঢ়, কিন্তু স্ত্রীলোকটি যুবতী, তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর।

চলিতে চলিতে যুবতী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন. ইহা শীতজনিত কম্পন নহে, কারণ এ সময়ে শীতের প্রাবল্য ছিল না। তখন সবে মাত্র সেপ্টেম্বর মাস ; কিন্তু তথাপি জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারীর নিদারুণ শীতের কম্পবেগ যেন যুবতীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল।

যে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া এই পুরুষ ও যুবতী অগ্রসর হইতেছিল, সেই বাড়ীখানি একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত। বাগানখানি প্রাচীরবেষ্টিত, সম্মুখেই গাড়ী-বারান্দা, কিন্তু ইঁহারা সে পথে না গিয়া পশ্চাতের একটি ক্ষুদ্র দ্বারপথে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।

এই অট্টালিকার পশ্চাতে প্রায় ৫০ গজ দূরে বৃক্ষরাজীর শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া একটি অস্ফুট আলোক-শিখা দেখা যাইতেছিল ; পুরুষ যুবতীটিকে সেই দিকে লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কাহারা আছে ? এত রাত্রে ওখানে উহারা কি করিতেছে ?"

যুবতীর সঙ্গী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওখানে একজন মাত্র লোক আছে, সে কবর খুঁড়িতেছে।"

যুবতী সভয়ে কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবর খুঁড়িতেছে ?"

পুরুষটি উত্তর করিলেন, "হাঁ, কবর। আমরা এত রাত্রে এখানে কেন আসিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছ না ? সেই মৃতব্যক্তিটিকে সমাহিত করিতে হইবে, সে জন্য একটি সমাধি-গহ্বর প্রস্তুতের আবশ্যক।

যুবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হা পরমেশ্বর! তুমি এত হৃদয়-হীনের মত হইয়া, কি করিয়া এ সকল কথা বলিতেছ?"

পুরুষটি ঈষৎ কর্কশস্বরে বলিলেন, "এ রকম ভাবুকতাগিরি ফলাইলে চলিবে না।"

যুবতী ব্যথিতস্বরে বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করিতেছ; যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পর এখন আমাকে শাস্তি দান করিতে বা তিরস্কার করিতে তোমার কি অধিকার আছে?"

পুরুষটি বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কলহ করিতে আমার আগ্রহ নাই। বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, শীঘ্র শীঘ্র চল।"

যুবতী বলিলেন, "আমাকে রক্ষা কর, ঐ কবরের কাছে আমি কোন মতেই যাইতে পারিব না।"

পুরুষটি যুবতীর হাত ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন, "পারিবে না?— আলবৎ পারিবে। যদি না পার, তবে তোমাকেও ঐ কবরের মধ্যে তোমার প্রণয়ীর পার্শ্বে শুইতে হইবে।"

যুবতী সভয়ে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? তুমি আমাকে খুন করিতে চাও?" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলেন। এই সঙ্গীটি আর কেহ নহে, তাঁহারই স্বামী। যুবতীর সুন্দর মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যুবতীর স্বামী বলিলেন, "তোমাকে এই যে অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, এ জন্য দায়ী কে?—তুমিই দায়ী; তুমিই এ সকল অনিষ্টের মূল; তোমার অন্যায় কাজের তুমি এখন ফলভোগ কর। যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়, সে জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা আমাকে করিতেই হইবে।"

অনন্তর যুবতী নিতান্ত হতাশভাবে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন; যে লোকটি কবর খুঁড়িতেছিল, তাহার নিকটে আসিয়া পুরুষটি বলিলেন, "আর দেরী কত?"

কবর-খননকারী বলিল, "দেরী আর বড় বেশী নাই; দুই ঘণ্টা হইল, আমি এখানে আসিয়াছি, অনেক খুঁড়িয়াছি। আপনি ত বলিয়াছিলেন, সমাধিগহ্বর খুব গভীর করিতে হইবে।"

পুরুষটি বলিলেন, "হাঁ, গভীর করাই চাই। নতুবা কেহ টের পাইবে। শীঘ্রই আমাকে বাড়ী ছাড়িতে হইবে, অন্য লোক এ বাড়ী লইবে, সেই

ভাড়াটীয়া যাহাতে কোন সন্দেহ না করে, তাহার ত একটা উপায় করা চাই ; যাহা হউক আর বাজে কথা নয়, কাজ সারিয়া লও ; কতখানি খুঁড়িয়াছ ?”

খননকারী বলিল, “অনেক। ইহাতেই কাজ চলিবে।”

পুরুষটি বলিলেন, “তবে আমি ও আমার স্ত্রী উপর-ঘরে যাই, মড়াটাকে বহিয়া লইয়া আসি।”

খননকারী বলিল, “গর্ত্তের ভিতরকার ঝুরোমাটী সরাইয়া আমিও যাইতেছি, আপনারা চলুন।”

“উত্তম” বলিয়া পুরুষটি তাঁহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া অট্টালিকার দিকে চলিলেন।

উভয়ে নিঃশব্দে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন, পুরুষটি একটি বাতী জ্বালিলেন, তাহার পর তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিলেন। নির্জ্জন গৃহ, কোন দিকে কোন শব্দ নাই। স্ত্রীলোকটি ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া তাঁহার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন, আর তাঁহার স্বামী বাতী হাতে লইয়া তাঁহার অগ্রগামী হইয়াছেন।

এই বাড়ীখানি তাঁহারা কয়েক মাস পূর্ব্বে সজ্জিত অবস্থায় ভাড়া লইয়াছিলেন ; কিছু দিন বাসের পর বাড়ীখানি কয়েক জন ভৃত্যের জিম্মায় রাখিয়া ইহাঁরা ইউরোপ-খণ্ডে যাত্রা করেন। ভিন্ন দেশে উপস্থিত হইয়া পুরুষটি এই বাড়ীর পরিচারকগণকে পত্র দ্বারা জানান যে, তিনি তাঁহার ঐ সকল ভৃত্যকে চাকরীতে রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। এই পত্র পাইয়া ভৃত্যেরাও বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহারা জানিত না যে, এই গৃহের একটি কক্ষে একটী ভীষণ গুপ্ত-রহস্য রহিয়াছে।

আমাদের বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ হয় ত এ রহস্য কতক কতক বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক, আমরা আপাততঃ মূল ঘটনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।

পুরুষটী তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সোপানশ্রেণী বহিয়া দ্বিতলে আরোহন করিলেন এবং শয়নকক্ষ অতিক্রম করিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে যুবতী ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, পড়িতে পড়িতে প্রাচীরে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিল, তিনি শত বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন ; কিন্তু স্বামীর কঠোরাদেশে আবার তাহাকে চলিতে হইল. উভয়ে স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন।

স্নানাগারে প্রবেশ করিবামাত্র একটি অতি অপ্রীতিকর দুর্গন্ধ তাঁহাদের নাসরন্ধ্রে প্রবেশ করিল ; মৃতদেহ পচিলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয়, এ সেইরূপ গন্ধ। যুবতী এবার অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার স্বামী স্নানাগারের টেবিলের উপর বাতীটি বসাইয়া রাখিয়া জলাশয়ের আবরণ উন্মোচন করিলেন। গন্ধ তৎক্ষণাৎ আরও অধিক উগ্র হইয়া উঠিল। যুবতী আড়ষ্টভাবে প্রাচীরে ভর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পরমেশ্বর, দয়া কর—দয়া কর!" জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি দ্রব্যে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল।

দ্রব্যটি একটি মৃতদেহ ; এই মৃতদেহ যুবতীর উপপতির ; পরম সুন্দর পুরুষের দেহের অবস্থা কি শোচনীয়, কি ভীষণ হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া যুবতী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

একটি রেশমনির্ম্মিত সিঁড়ি স্নানাগারের ভিতর হইতে টানিয়া বাহিরের দিকে ফেলিয়া পুরুষটি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "এসো, ধর, মড়াটাকে এখন বাহির করিতে হইবে।"

যুবতী উভয় হস্ত নিপীড়িত করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "না, না, আমাকে দিয়া কখনই—কোনও মতেই হইবে না, ও কাজটি আমি পারিব না।"

যুবতীর স্বামী তীব্র-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পারিবে না, বটে!—লুকাইয়া লুকাইয়া প্রেম করিবার সময় ত বেশ পারিয়াছিলে! দেখ, আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহাতে নারাজ হও, তাহা হইলে তোমাকেও উহার সঙ্গী করিব।"

যুবতী কাতরভাবে বলিলেন, "তোমার সকল তিরস্কার আমি নতমস্তকে সহ্য করিতেছি, দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেও, যে লোকটা গোর খুঁড়িতে-ছিল, তোমার সাহায্যের জন্য তাহাকে ডাকো।"

যুবতীর স্বামী বলিলেন, "তোমার কোনও আপত্তি আমি শুনিতে চাই না ; তোমার পাপের বোঝা আমি একা বহিব, ইহা কোনমতেই হইবে না ; এখনও আমার কথা শুন।" এই কথা বলিয়া পুরুষটি তাঁহার স্ত্রীকে প্রহারে উদ্যত হইলেন।

যুবতী কাতরভাবে বলিলেন, "আমাকে মারিও না, আমার গায়ে হাত তুলিও না, তুমি যাহা বলিতেছ,তাহাই করিতেছি।"—অনন্তর উভয়ে মৃতদেহটি ধরিয়া স্নানাগারের বাহিরে আনিলেন ; বহিয়া আনিতে আনিতে সেই

মৃত-দেহের দিকে চাহিয়া যুবতীর স্বামীর চক্ষে পৈশাচিক আনন্দ ফুটিয়া উঠিল ; ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত সমাধি-খনক তাঁহাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলে যুবতীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যুবতী শয়নকক্ষ হইতে একখানি বিছানার চাদর আনিয়া তদ্দ্বারা মৃতের আপাদ-মস্তকে আচ্ছাদিত করিলেন। তাহার পর মৃতদেহটি বাগানের মধ্যে লইয়া গিয়া সমাধি-গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইল ; অনন্তর তাহার উপর চারিদিক্ হইতে মাটী চাপা দেওয়া হইল।

সমাধি-গহ্বরে মৃতদেহ প্রোথিত হইলে যুবতীর স্বামী তাঁহার সাহায্যকারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা চলিলাম ; যাইবার সময় তুমি বাগানের ফটক বন্ধ করিতে ভুলিও না।"

সাহায্যকারী বলিল, "নিশ্চয়ই না। ডবুমুখের কাজ শেষ করিয়া আমি চলিয়া যাইব, ইহার পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তখন চাবী পাইবেন।"

অনন্তর যুবতীকে সঙ্গে লইয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই বাগান পরিত্যাগ করিলেন, এবং গলীর পথ বহিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। এতক্ষণ পরে যুবতীর চক্ষু হইতে দরদর-ধারে অশ্রুপ্রবাহ নিঃসারিত হইয়া তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ উল্লাস

রহস্যভেদ !—গোয়েন্দা সর্দ্দার ও মার্‌কুইস।

বেলা দশ ঘটিকার সময় গোয়েন্দা সর্দ্দার মিঃ লরেন্স স্যাম্‌সন্ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মার্‌কুইস্ অব লেভিসনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মার্‌কুইস্ সে সময়ে আহারে বসিয়াছিলেন। গোয়েন্দা সর্দ্দারের উপস্থিতি-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি তাঁহাকে ভোজনকক্ষে আহ্বান করিলেন।

পূর্ব্ব-রাত্রে ভিনিসিয়া মার্‌কুইস্‌কে যেরূপ ভাবে জব্দ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব বড় ভাল ছিল না; কিন্তু আজ সহসা স্যামসনকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া, তাঁহার মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। তিনি স্যাম্‌সন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি মিঃ স্যাম্‌সন্?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "খবর ভাল। সে দিন রাত্রে আপনাদের উপর যাহারা ডাকাতী করিয়াছিল, তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি।"

মার্‌কুইস উৎসাহিতভাবে বলিলেন, "তুমি খুব বড় গোয়েন্দা বলিয়া যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা নিরর্থক নহে। এখন সকল কথা খুলিয়া বল, শুনি। ঐ চেয়ারখানায় বসো।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ শাণওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ হইতে মেরী আওয়েনকে উদ্ধার করা ও তাহার পর দস্যু কর্ত্তৃক তাঁহার নর্দ্দমায় নিক্ষেপ পর্য্যন্ত সকল কথা বলিলেন; অবশেষে তিনি দানিয়েলের অনুচরকে কিরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন এবং দানিয়েলই যে দস্যুদলের সর্দ্দার, তাহা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। ক্রমে ডাকঘরের পিয়ন সাজিয়া 'বিচিমেনর" নামক বাটীতে উপস্থিত হইয়া যে রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে কথাও জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "গত সোমবার রাত্রে আপনি ও যুবরাজ এই গৃহেই কিছু কালের জন্য বন্দী হইয়াছিলেন।"

মার্‌কুইস্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ অতি অদ্ভুত কথা। এই গৃহের অধিস্বামী জেনারেল বিচি এরূপ ষড়্‌যন্ত্রে কখনও যোগদান করিবে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "জেনারেল বিচির সহিত এই ষড়যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই; সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। বোধ হয়, অন্য কোন লোক তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া এরূপ একটা ষড়্‌-যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "এ কথা অসম্ভব নহে। কারণ আমি জানি, জেনারেল বিচি দেনার জ্বালায় ইংলণ্ড ছাড়িয়া ফ্রান্সে গিয়া গা-ঢাকা দিয়াছে। যাহা হউক তুমি সেখানে যে অপরিচিতা স্ত্রীলোকটিকে দেখিলে, সে কি দেখিতে খুব সুন্দরী?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "হাঁ, অতি সুন্দরী। এত সুন্দরী যে, সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাইটস্ ব্রিজ নামক স্থানে একেশিয়া-কটীরে মিস্ ত্রিলনী-নাম্নী একটি যুবতী বাস করে, তুমি তাহাকে কখনও দেখিয়াছ?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি। একদিন তাঁহাকে বাগানে বেড়াইতে দেখিয়াছি।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মিস্ ত্রিলনী বেশী সুন্দরী, কি তুমি যাহার কথা বলিতেছিলে—মিসেস্ ব্রাডস্, সে অধিক সুন্দরী?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন,"মহাশয়, আমি যে সৌন্দর্য্যের একজন ভাল বিচারক, এ কথা আপনাকে বলিতে পারি না; তবে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, এ দুজনের মধ্যেই মিস্ ত্রিলনীই অধিক সুন্দরী।"

মার্‌কুইস্ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "উত্তম। তার পর তোমার আর কি বলিবার আছে, বলিয়া যাও।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবে আমি মিসেস্ ব্রাডসের নিকট হইতে জেনারেল বিচির বর্ত্তমান ঠিকানা কৌশলক্রমে লিখাইয়া আনিয়াছিলাম। সেই হাতের লেখা, আর দানিয়ালের দোকানে যে পত্রখানি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, সে পত্রখানির হস্তাক্ষর অভিন্ন।"

মার্‌কুইস্ উভয় লেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন, মিসেস্ ব্রাডস্‌ই সে দিন তাঁহার রূপজ্যোতিতে যুবরাজের চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়াছিল। এত-ক্ষণ পরে মিসেস্ ব্রাডস্‌কে হস্তগত করিবার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া,

মার্কুইস্ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাহা হইলে সোমবার রাত্রে স্ত্রীলোকটা যে খেলা খেলিয়াছিল. তাহার সহিত তাহার স্বামীর নিশ্চয়ই যোগ আছে।"

মিঃ স্যাম্সন্ বলিলেন, "এ কথা ত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যুবরাজের হাত দিয়া কোন অপরাধীর ক্ষমাপত্র স্বাক্ষর করিয়া লওয়াই এই খেলার প্রধান উদ্দেশ্য। দস্যুবৃত্তিটা উপলক্ষ্য মাত্র। মিসেস্ ব্রাডস্ তাহার স্বামী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "মিঃ স্যাম্সন্, দেখিতেছি, তুমি তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া আমার জ্ঞাতব্য সকল সংবাদই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, ইহাতে তোমার অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও চতুরতা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া যাহাতে কোনও আন্দোলন উপস্থিত না হয়, তাহাই আমার ইচ্ছা। আমি জানি, যুবরাজেরও এইরূপই ইচ্ছা।"

মিঃ স্যাম্সন্ বলিলেন, "ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যাকব আইল্যাণ্ডে দস্যুদিগের আড্ডায় তোমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; এজন্য কি তোমার মামলা করিবার ইচ্ছা আছে?"

স্যাম্সন্ বলিলেন, "না মহাশয়, আমি মামলা করিব না। কারণ মামলা করিলেই আমি যে ছদ্মবেশে সেখানে কেন গিয়াছিলাম, এ কথা আমাকে বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইবে; আর তাহা হইলে যুবরাজের প্রতি অত্যাচারের রহস্য ভেদ করিবার উদ্দেশ্যেই আমি সেখানে গিয়াছিলাম. ইহা বলিতে হইবে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "হাঁ, আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

মিঃ স্যাম্সন্ বলিতে লাগিলেন, "দানিয়েলকে জব্দ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না; তাহার যে অনুচরটিকে আমি হস্তগত করিয়াছি, তাহারই সাহায্যে দস্যুদলটিকে আমি মুঠার মধ্যে আনিতে পারিব। আর এক কথা, আপনার পকেট-বুকখানি কেমন করিয়া আপনার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছেন কি?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "না, এক তিলও নহে। এ বিষয় আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।"

মিঃ স্যাম্সন্ বলিলেন, "আমিও ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আপনার সর্দ্দার খানসামার উপর কি আপনার কোনই সন্দেহ হয় না?"

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "না না, সে সন্দেহর অতীত। কাহাকে যে সন্দেহ করা যায়, তাহা আমি ভাবিয়াই পাইতেছি না। সে দিন আমার সঙ্গে যাঁহারা দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র,—লর্ড এলজারনন্‌ ক্যাভেণ্ডিস, আর এক জন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—লেডী আর্জেণ্টিনা ডিজার্ট; তৃতীয় মিস্‌ বাথার্ষ্ট এবং চতুর্থ শ্রীমতী আওয়েন। আমি শপথ করিয়াই বলিতে পারি, এই চারিজনের কেহই আমার পকেট-বহি সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নহে।"

মিঃ স্যাম্‌সন্‌ বলিলেন, 'আমারও তাহাই বোধ হয়। আমার বিশ্বাস, ঘটনাচক্রে সময়ক্রমে এ রহস্যভেদ হইবে। আপনার আর কোন আদেশ আছে ?"

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "না; আপাততঃ তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। তুমি আমার জন্য বড়ই পরিশ্রম করিয়াছ, জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই। পুরস্কারস্বরূপ এই চেকখানি গ্রহণ কর।"—মার্‌কুইস্‌ মিঃ স্যাম্‌সন্‌কে ৭৫০০৲ টাকার একখানি চেক প্রদান করিলেন। মিঃ স্যাম্‌সন্‌ এই পুরস্কারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মার্‌কুইস্‌কে ধন্যবাদ দিয়া উঠিলেন। তিনি মার্‌কুইসের কক্ষ ত্যাগ করিবার পর মার্‌কুইস্‌ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মিসেস্‌ ব্রাডস্‌কে হস্তগত করিতে না পারিলে আমার সুখ নাই। এই যুবতী সুন্দরী বটে, আর তার স্বামীটাও একটা অপদার্থ। মিস্‌ ত্রিলনী কাল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে সে একরকম হাত-ছাড়া বলিলেই হয়। তা সে যুবরাজের ভাগে গিয়া পড়ে পড়ুক, আমি আর সে দিকে হাত বাড়াইব না। মিসেস্‌ ব্রাডস্‌কে পাইলেই আমার ক্ষোভ মিটে।"

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে মার্‌কুইস্‌ ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহার সর্দ্দার খানসামা ব্রক্‌ম্যান্‌কে আহ্বান করিলেন। ব্রক্‌ম্যান্‌ তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি বলিলেন, "মিসেস্‌ গেলের কাছে গিয়া বলিয়া আয়, আজ এক সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই—যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

ব্রক্‌ম্যান্‌ বলিল, "আমি এখনই যাইতেছি, আপনার নামে একখানা পত্র আসিয়াছে, লইয়া আসিয়াছি।"—ব্রক্‌ম্যান্‌ পত্রখানি টেবিলের উপরিস্থ থালার উপর রাখিয়া দিল।

পত্রের লেফাপার উপর রাজকীয় মোহর অঙ্কিত ছিল। শিরোনামা দেখিয়াই মার্‌কুইস্‌ চিনিলেন, যুবরাজের হস্তাক্ষর। তৎক্ষণাৎ পত্রখানি খুলিয়া তিনি পাঠ করিলেন—

"শনিবার ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮১৪।

প্রিয় লেভিসন,

তোমাকে রাজসরকার হইতে যে গার্টারের উপাধি দান করা হইতেছে, এ কেবল তোমার অসীম গুণের জন্য। তুমি গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছ এবং তোমার দ্বারা দেশেরও বহু উপকার সাধিত হইয়াছে।

প্রিয় লেভিসন্, তুমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভাষণ গ্রহণ কর।

জর্জ্জ পি, আর।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে তাহার ভাঁজের ভিতর হইতে আর এক টুক্‌রা লেস-কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। মার্কুইস্ তাহা কার্পেট হইতে তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

"ওহে প্রবঞ্চক, ভাবিয়াছিলে, আমাকে ফাঁকি দিয়া, আমার ভিনিসিয়াকে হস্তগত করিয়া দিনকতক মজা লুটিবে। তা তুমি আক্ষেপ করিও না, তোমার বহু কামনার গার্টারের উপাধি তোমাকে পাঠাইলাম। আমরা পরস্পর কাহারও উপর যেন কোনও বিরুদ্ধভাব পোষণ না করি। ভিনিসিয়া তোমাকে চাহে না, সে আমাকে চায়, কিন্তু তাহার মন না বুঝিয়া তুমি জোর করিয়া তাহাকে দখল করিতে গিয়াছিলে; তেমনই সে তোমাকে জব্দ করিয়া আসিয়াছে; তুমি তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ করিয়াছ, উত্তম হইয়াছে। আর এক কথা, গত সোমবার রাত্রে দস্যুদলের অনুগ্রহে যে সুন্দরীর ঘরে গিয়া বন্দী হইয়াছিলাম, তাহার কোন সন্ধান পাইলে?"

পত্রখানি পাঠ করিয়া বৃদ্ধ মার্কুইসের মুখ হাস্যানুরঞ্জিত হইল; তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বিপুল সম্ভ্রমের গার্টারের উপাধিটি ত হস্তগত হইয়াছেই সুন্দরী মিসেস্ ব্রাড্‌সও আমার হস্তগত হইতে অধিক বিলম্ব নাই; জিৎ আমারই। যুবরাজ ভিনিসিয়াকে লইয়া সুখী হইতে পারেন, হউন; ও রকম হারামজাদা মেয়েমানুষে আমার আবশ্যক নাই।"

অষ্টত্রিংশ উল্লাস

শনিবারের পালা

শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে ভিনিসিয়া ত্রিলনী একাকিনী তাঁহার ড্রয়িংরুমে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তিনি কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আজ ভিনিসিয়া যে পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন, তাহা মূল্যবান্ হইলেও তাহাতে অধিক আড়ম্বর ছিল না। যেন আজ তিনি রূপের ফাঁদ পাতিয়া কোন পুরুষ-বিহঙ্গকে ধরিবার জন্য আগ্রহবর্ত্তী নহেন। আজ তাঁহার অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার ছিল না; মুখভাব শান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে অন্যের মনোরঞ্জনচেষ্টাবিরহিত।

কয়েক মিনিট পরে সদর-দরজায় ঘা পড়িল; পর-মুহূর্ত্তেই একজন ভৃত্য তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "মিঃ স্যাগভিলে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

মিঃ হোরাস্ স্যাগভিলের সহিত ভিনিসিয়ার পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল, এমন কি, সে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। তাই মিঃ স্যাগভিলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি প্রসন্ন-মুখে বলিলেন, "হোরাস্, আজ তোমার পালা—নয় ?"

মিঃ স্যাগভিলে ভিনিসিয়ার তুষারশুভ্র হাতখানি কম্পিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আজ আমার পালা; আজ শনিবার, আজ আমি তোমার উপাসনা করিতে আসিয়াছি, তোমার গৃহে আজ আমার প্রথম পদক্ষেপণ।"

মিস্ ত্রিলনী বলিলেন, "হাঁ, তুমি আজ আমার বাড়ীতে প্রথম আসিতেছ। বাড়ীটা তোমার কেমন লাগিতেছে ?"

মিঃ স্যাগভিলে বলিলেন, "এ বাড়ীর প্রশংসার কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছিলাম, দেখিয়া বুঝিতেছি, তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। যাহা হউক, তুমি সত্য করিয়া বল, আজ কি তুমি আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলে ? না, তোমার বাড়ী আসিলাম বলিয়া রাগ করিতেছ ?"

ভিনিসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেইছিলাম; তুমি আসিয়াছ, এ জন্য আমি রাগ করিব কেন? রাগ করি নাই।"

মিঃ স্যাগভিলে বলিলেন, "কিন্তু আমরা যে ছয় জন তোমার প্রণয়ের উমেদার আছি,তন্মধ্যে কেবল আমারই এ বিষয়ে উমেদারী করিবার সাহস নাই।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার কি তোমার আগ্রহ নাই?"

মিঃ স্যাগভিলে বলিলেন, "আগ্রহ নাই? ভিনিসিয়া! যে তোমাকে একবার দেখিয়াছে, তোমার মৃদু-মধুর কণ্ঠস্বর যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে, যে তোমাকে জানিবার অবসর পাইয়াছে, সে কি কখনও তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?"

ভিনিসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হোরাস! দেখিতেছি, তুমিও তোমার আর পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মত প্রেমের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছ; কিন্তু তোমার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীগণ প্রণয়াভিনয়ে কে কিরূপ ফল পাইয়াছে, তাহা বোধ হয়, তোমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ স্যাগভিলে ভিনিসিয়ার মুখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ভিনিসিয়া! আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি; যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা না ঘটিয়া যদি অন্য রকম ঘটিত! কিন্তু ভিনিসিয়া! এ প্রণয়-সংগ্রামে তুমিই জয়লাভ করিয়াছ, নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়া অতি গৌরবের সঙ্গে জয়লাভ করিয়াছ, ইংলণ্ডের যুবরাজ এখন তোমার পদতলে পড়িয়া লুটাইতেছেন, আর আমি,—ভিনিসিয়া! আমি অতি হতভাগ্য!"

ভিনিসিয়া কোমল-দৃষ্টিতে মিঃ স্যাগভিলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোরাস! তুমি আপনাকে এত হতভাগ্য মনে করিতেছ কেন?"

হোরাস সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ভিনিসিয়া! তুমি কি আমার কাছে সকল কথা শুনিতে চাও? আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিবার জন্য তুমি প্রস্তুত আছ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তোমার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, অসঙ্কোচে আমার নিকট বলিতে পার।"

মিঃ স্যাগভিলে বলিলেন, "ভিনিসিয়া! আমার কথা অতি সংক্ষিপ্ত। আমার কথা এই যে, তোমার প্রেমের নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আমি তোমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, জানি না, এ জন্য আমি তোমার নিকট কত

অপরাধী। এ জন্য তুমি আমার উপর রাগ কর নাই ত? আজ আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়াই তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এ পাষাণ ভার আর ক্রমাগত বুকে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে পারি না। আজ তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিব। আমি আমার মনের ভাব তোমার নিকট গোপন করিবার জন্য এত দিন কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, প্রেম অগ্নির স্বরূপ, কেহই তাহা লুকাইয়া চাপিয়া রাখিতে পারে না। তোমাকে আমি কোন কথা না বলিলেও হয় ত পূর্ব্বেই তুমি আমার মনের কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছ।—ও কি! হঠাৎ তোমার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল কেন? তুমি কাঁদিতেছ?"

ভিনিসিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "হাঁ, কাঁদিতেছি। কেন কাঁদিতেছি তা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব হোরাস? পবিত্র প্রেমের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।" ক্রন্দনবেগে যুবতীর বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, কষ্টোচ্চারিত-কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীতে পবিত্রতা ও সতীত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, স্বীকার করি সে পবিত্রতা ও সতীত্বের আমি এখনও অধিকারিণী আছি, আজ পর্য্যন্ত আমি আমার সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিই নাই, কিন্তু তথাপি আমার অন্তরাত্মা কি কলুষিত হয় নাই? আমি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য—"

হোরাস আগ্রহের সহিত বলিলেন "ভিনিসিয়া! ও কথায় আর কাজ নাই। আমি এইমাত্র বলি যে, যদি আমার প্রণয় দূষণীয় ও তোমার গ্রহণের অযোগ্য না হয়, তাহা হইলে—"

ভিনিসিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে স্থূল মুক্তাবিন্দুবৎ অশ্রুবিন্দু অপসারিত করিয়া হোরাসের কথায় বাধা দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কিন্তু হোরাস! তুমি জানো—তুমি জানো যে, আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে, আর সেখান হইতে আমার ফিরিবার সামর্থ্য নাই।"

হোরাস বলিলেন, "তবে থাক্, ফিরিয়া কাজ নাই। আমি তোমাকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসি নাই। আমি জানি, তুমি তোমার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছ। কিন্তু আমার প্রেমের প্রতি তুমি উপেক্ষা প্রকাশ করিও না; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, যে পথে চলিতে চাও যাও, কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার মনের এক কোণেও আমি বিন্দুমাত্র স্থানলাভ করিতে পারিব না?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কিন্তু যখন তোমার এই প্রথম প্রেমের দুর্দ্দমনীয় নেশা কাটিয়া যাইবে, তখন তুমি আমাকে ভয়ানক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিবে, এ কথা কি এখন বুঝিতে পারিতেছ না?"

স্যাগভিলে আবেগের সহিত বলিলেন, "না, তাহা কখনই হইবে না, ইহা অসম্ভব। ভিনিসিয়া, আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলি শুন। তুমি যুবরাজের উপপত্নী হইতে যাইতেছ, কিন্তু আমি এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি তোমার চরিত্র আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে তুমি কখনই তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিবে না, তাঁহার প্রতি প্রণয়সঞ্চার হওয়া তোমার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এ অবস্থায় যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে আমি কেন না সুখী হইব? তুমি অন্যের উপপত্নী, ইহা জানিয়াও আমার সুখের অভাব হইবে না; তোমার প্রতি আমার স্নেহের কখনও খর্ব্বতা হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে দেখিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। এই প্রেম ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, তবে এ জন্য তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তথাপি আমি তোমার গোলাম হইয়া থাকিব; তোমার একবিন্দু হাসি দেখিবার আশায় আমি সকলই সহ্য করিব, তোমার ভালবাসা পাইলে কোন প্রকার অপমানই আমি গ্রাহ্য করিব না। তুমি অনুমতি করিলে আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে বিবাহ করিব; ইহাতে তোমারও কলঙ্ক-প্রচারের আশঙ্কা নাই।"

ভিনিসিয়া মিঃ স্যাগভিলের হাতখানি ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হোরাস্! তুমি আমার প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ, এমন গভীর অনুরাগ কোনও রমণী প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না; কিন্তু তুমি আমাকে যে কথা বলিলে, তাহা তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

মিঃ স্যাগভিলে বলিলেন, "এ কথা আমি দিবারাত্রি স্বপ্নে ও জাগরণে সহস্রবার ভাবিয়াছি; তুমি যুবরাজের উপপত্নী হও, ক্ষতি নাই, আমাকে বিবাহ করিলে তোমার হৃদয়ে আমাকে একটু স্থান দান করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "হোরাস্! আমি তোমাকে প্রবঞ্চিত করিব না। এ কথা সত্য যে, আমি এখন পর্য্যন্ত তোমাকে ভালবাসি নাই; কিন্তু আমার মনে হইতেছে, তোমার প্রতি আমার মনে প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নয়।"

মিঃ স্যাগভিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ প্রিয়তমে, তোমার এই কথার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! আজ আমি কত সুখী, তাহা বলিতে পারি না, আমার মনে হইতেছে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। এত দিন পরে কি সত্যই আমি তোমাকে পাইব?"—মিঃ স্যাগভিলে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উভয় হস্তে ভিনিসিয়াকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহার পর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?"

ভিনিসিয়া অবনতমুখী হইয়া বলিলেন, "হাঁ, করিব।"

আনন্দের উচ্ছাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে উভয়ে নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গই প্রধান। ক্রমে বেলা ৬টা বাজিয়া গেল, তখন মিঃ স্যাগভিলে ভিনিসিয়ার নিকট বিদায় লইয়া একেশিয়া-কুটীর পরিত্যাগ করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ উল্লাস

মিসেস্ গেলের দূতীগিরি।

অপরাহ্ন প্রায় চারি ঘটিকার সময়ে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিতা একটি প্রৌঢ়া রমণী মার্‌কুইস্ অব্ লেভিসনের গৃহে উপস্থিত হইল। এই রমণী পরিচারক রক্ষিগণের অপরিচিতা ছিল না ; সে মার্‌কুইসের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র এক-জন ভৃত্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া মার্‌কুইসের নিকট উপস্থিত করিল।

এই স্ত্রীলোকটির নাম গেল্ ; লণ্ডনের সোপ-স্কোয়ার নামক বিলাসপল্লীতে তাহার একখানি সুন্দর বাড়ী ছিল ; এই বাড়ীতে সে অনেক সুন্দরী যুবতীকে ভুলাইয়া আনিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ধনিসন্তানের ইন্দ্রিয়সেবায় তাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া সে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিত। রমণীসমাজে তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠার সংখ্যা অধিক নহে ; অর্থলোভে সে সকল প্রকার পাপ ও দুষ্কর্ম্মই করিতে পারিত ; অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে এই ভাবে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করি-য়াছে এবং অনেক সুন্দরী যুবতীর সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় প্রত্যেক লম্পট তাহাকে চিনিত এবং তাহার সাহায্যে পাপবৃত্তি চরি-তার্থ করিত। মার্‌কুইস্ অব্ লেভিসন আজ এই পিশাচীর সহায়তালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মিসেস্ গেল্ বুঝিয়াছিল, মার্‌কুইস্ হয় ত কোন নূতন প্রলোভনে পড়িয়াছেন, কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিলে তাহার যথেষ্ট অর্থলাভ হইবে, সুতরাং সে হাস্য-প্রফুল্লচিত্তে মার্‌কুইসের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "মিসেস্ গেল্ আসিয়াছ, ঐখানে ব'স, মন দিয়া আমার সকল কথা শুন ; কিন্তু আমি সর্ব্বাগ্রে জানিতে চাই, আমার কোন উপকার করিবার তোমার ইচ্ছা ও অবসর আছে কি না ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "আপনি যে আদেশ করিবেন, তাহাই করিব, কোন বিষয়ে আপনার সাহায্য করিতে পারা ত আমার পক্ষে পরম আনন্দের কথা।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি যে এত সদয়, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। সে কথা যাক্, এখন আমার কথা শোনো, ওয়াণ্ডস্-ওয়ার্থে

জেনারেল বিচির বাড়ীতে ব্রাড্‌স্‌নামক একটা সাহেব সস্ত্রীক বাস করে। পুরুষটির অনেক বয়স হইয়াছে; আমি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি, লোকটি একটা নরপিশাচবিশেষ, সে তাহার স্ত্রীর রূপ বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে তাহা জানিতে পারিয়াছি। তাহার স্ত্রীটি যুবতী, নিরুপম সুন্দরী; সেই সুন্দরীকে আমি হস্তগত করিতে চাই। তোমার সাহায্য না লইয়াও হয় ত আমি এই স্ত্রীলোকটাকে লাভ করিতে পারিতাম, হয় ত অর্থলোভে তাহার স্বামী তাহাকে আমার হস্তে অসঙ্কোচে তুলিয়া দিত, কিন্তু আমি সে পথে যাইতে ইচ্ছুক নহি; কারণ, সে লোকটা ভয়ঙ্কর গোঁয়ার ও লোভী, তাহার কিছুমাত্র মানাপমানের জ্ঞান নাই, সে অর্থলোভে প্রথমে তাহার স্ত্রীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া শেষে অনেক টাকা ড্যামেজের দাবীতে উল্টা আমার নামে নালিশ করিয়া বসিতে পারে। এ রকম ফ্যাঁসাদের মধ্যে যাই-বার আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। তুমি আমার কথা বুঝিয়াছ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "পরিষ্কার বুঝিয়াছি, এ সকল কথা বুঝিতে আমার একটুও বিলম্ব হয় না; তা আমি দূতীগিরী করিতে প্রস্তুত আছি, আপনার নামটি গোপনেই রাখিব। যুবতীটিকে যদি রাজী করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বাড়ীতেই আপনাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে; সে যদি আপনাকে না চেনে, তাহা হইলে আমার বাড়ীতে গিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "না, তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। ব্রাডস্ নামের কোন লোককে আমি চিনি না, আর আমার বোধ হয়, এই ব্রাডস্ নামটাই একটা জাল নাম। তাহা যাহাই হউক, এত কথা ভাবিয়া অগ্রপশ্চাৎ চাহিলে প্রেম করা যায় না। যদি যুবতীর স্বামী এ কথা জানিতে না পারে যে, কোন বড় লোকের দূতী হইয়া তুমি তাহার স্ত্রীর কাছে যাতায়াত করি-তেছ, তাহা হইলে সে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই সংগ্রহ করিতে পারিবে না। তুমি কাহার দূতী, সে কথা জানাইবারই বা দরকার কি?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "না, তাহা আমার প্রকাশ করিবার দরকার নাই। আর দৈবাৎ যদি এ কথা আদালতে গিয়াই উঠে, তাহা হইলে এই বিশ্বসংসারে যত ব্যারিষ্টার আছে, তাহাদের কাহারও সাধ্য হইবে না যে, আমার মুখের না কে হাঁ বলাইতে পারে।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "মিসেস্ গেল্, তুমি যে অতি বুদ্ধিমতী ও হিসাবী

স্ত্রীলোক, তাহা বহুদিন হইতে আমার জানা আছে ; এখন টাকা-কড়ির কথা হোক্। আমি মিঃ ব্রাড্‌স্‌কে পনরহাজার টাকা দিতে রাজী আছি : তাহার স্ত্রী যখনই তোমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সাড়ে সাত হাজার টাকা দিব, আর যুবতী আমার গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র যুবতীকে বাকী সাড়ে সাত হাজার টাকা দিব। তবে মিঃ ব্রাডস্ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির না হন, সে দিকেও তোমায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকন।"

মার্‌কুইস্ একটু থামিয়া বলিলেন, "এখন তোমার পারিশ্রমিকের কথা ; এ সম্বন্ধে আমি আপাততঃ একটি কথাও বলিব না। তুমি ত জানো, এ বিষয়ে আমার উপর নির্ভর করিলে ঠকিতে হয় না।"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "এ বিষয়ের জন্য আপনি কিছুই ভাবিবেন না। আপনার কিছু উপকার করিতে পারা ত আনন্দের কথা : আমি চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না। আপনার আর কোন আদেশ আছে ?"

মার্‌কুইস্ বলিলেন "না, আর কিছুই নাই। মিসেস্ গেল্, তুমি যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ? তোমার হাতে আপাততঃ কি খবর আছে ? নূতন কোন কেলেঙ্কারীর জোগাড় হয় নাই ?"

মিসেস্ গেল্ সংক্ষেপে বলিল "কৈ, না।"

মার্‌কুইস্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মফস্বল হইতে কোন নূতন রূপের জাহাজ আমদানী করিয়াছ ? আমি জানি, দেশের চারিদিকেই তোমার চর ফিরিতেছে, আর লণ্ডনে বসিয়া বসিয়া তুমি জাল টানিতেছ। হ্যাঁ--হ্যাঁ, আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, মাস কতক আগে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে না, গ্রেজ্‌চার্চ্চ ষ্ট্রীটে তুমি একটা পরীর মত সুন্দরীকে কুড়াইয়া পাইয়াছ ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "হাঁ মহাশয়, সে সত্যই পরী। এমন সুন্দরী আর একটিও আমার বাড়ীতে কখনও আসে নাই। ক্যাণ্টারবারী, না কেণ্ট, কোথায় যেন তাহার বাড়ী। গ্রেজ্‌চার্চ্চ ষ্ট্রীটে তাহার পকেট মারা যায়। আহা, বড় সুন্দরী,--সে বড় সুন্দরী।

মার্‌কুইস্ কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "আঃ, তাহা হইলে দেখিতেছি যে, আমার একটা মস্ত সুবিধা হাত-ছাড়া হইয়াছে। যাহা হউক, সে এখন কোথায় ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "আপনি যে তাহাকে লাভ করিতে পারেন নাই, সে অপরাধ আমার নয়। আমি ত ঠিক সময়েই আপনাকে এখানে খবর দিতে আসিয়াছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে আপনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "ঠিক বটে—ঠিক বটে, বড়ই দুঃখের কথা। রোগগুলাও সময় বুঝিয়া ঘাড়ে চাপে। তা—সে রূপসী এখন কোথায় ?"

মিসেস্ গেল বলিল, "আপনার ত তখন ব্যায়রাম ; তা আমার আরও একটি বড় লোক খদ্দের ছিল, আপনার বাড়ী হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে চলিলাম ; তার পর কি হইল, সে কথা আর আমি আপনাকে বলিব না।"

মার্কুইস্ বলিলেন."যাক্, সে কথা আমার শুনিবার দরকার নাই। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এমন সুযোগ হাতছাড়া হইল। যাহা হউক, সে ছুঁড়ীটা এখন কোথায় ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "আপনাকে ত বলিয়াছি, ও সম্বন্ধে আর কিছুই আমি বলিব না। অন্যের সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তবে একটা বদ্‌লোকের কথা আপনাকে বলিতেই হইতেছে, লোকটা আর কেহ নয়, কর্ণেল মাল্‌পাস্। সে আজ মাস দেড়েক হইল আমার কাছে ৭৫০০০ টাকা ধার লইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই শোধ করিল না, আমি কিন্তু তাহাকে জব্দ না করিয়া ছাড়িব না। শুনিয়াছি, লোকটা তাহার স্ত্রীর যথাসর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াছে, তাহার স্ত্রী আবার এক কসাইয়ের কন্যা। টাকাটা যে আদায় হয়,তাহার ত কোন উপায় দেখি না ; সে আর আর্‌ল কর্জ্জন দুই জুয়াচোরে মিলিয়া অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বটে, আর্‌ল কর্জ্জনেরও কি পয়সার টানাটানি ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "সেই রকমই ত শুনা যায়।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "কর্জ্জন তাহার স্ত্রীর অনেক টাকা পাইয়াছে, আর্‌ল কর্জ্জনের স্ত্রীটি চমৎকার মেয়ে-মানুষ। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল "হাঁ, দেখিয়াছি, বেশ সুন্দরী বটে।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিরূপ ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "সে কথা আমি কোন দিন ভাবি নাই। ঐ দেখুন, বেলা ৫টা বাজিয়া গেল, আমি এখন বিদায় হই, একখানা গাড়ী লইয়া আমি

এখনই ওয়াণ্ডস্-ওয়ার্থে যাইব; হয় ত আজ সন্ধ্যাকালেই মিঃ ব্রাডসের সঙ্গে আমার দেখা হইতে পারে; দেখা হইলেই কথাবার্ত্তা সব শেষ করিয়া ফেলিব।”

মার্কুইস্ বলিলেন,“তাহাই করিও; বিলম্ব হইলে হয় ত সে এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।”

মিসেস্ গেল্ মার্কুইসের নিকট বিদায় লইয়া একটা ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডার কাছে আসিল এবং একখানা গাড়ী লইয়া তৎক্ষণাৎ ওয়াণ্ডস-ওয়ার্থে যাত্রা করিল। জেনারেল বিচির বাড়ীর কাছে উপস্থিত হইতে তাহার ৭টা বাজিয়া গেল; সে সন্ধান লইয়া জানিল, ব্রাডস সাহেব তখন নিকটবর্ত্তী হোটেলে বসিয়া ব্রাণ্ডী-পানি খাইতেছেন। সে আরও শুনিল, তিনি একাকীই আছেন, সুতরাং সে সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করাই কর্ত্তব্য মনে করিল; হোটেলওয়ালাকে তাহার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিবারও আদেশ দিল।

মিঃ ব্রাডস্ যে ঘরে বসিয়া মদ টানিতেছিলেন, সেই ঘরের এক কোণে বসিয়া আহার করিতে করিতে মিসেস্ গেল্ এক একবার মিঃ ব্রাডসের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল. দুই একবার দেখিয়াই সে মিঃ ব্রাডস্ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিল; বুঝিল, লোকটা ভয়ঙ্কর মাতাল ও লম্পট; কিন্তু তাহার মনে হইল, মুখখানি তাহার নিতান্ত অপরিচিত নহে; কোথায় দেখিয়াছে, তাহা মনে করিতে পারিল না।

শেষে মিসেস্ গেল্ আলাপ জুড়িয়া দিল;—বলিল, “মহাশয়, আজকার সন্ধ্যাটি বড় চমৎকার।”

মিঃ ব্রাডস্ চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন, “হাঁ, চমৎকার, কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন।”

মিসেস্ গেল্ বলিল, “আমারও ঠিক তাহাই মনে হইতেছে, নিশ্চয়ই আপনাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি।”

মিঃ ব্রাডস্ তাহার দিকে একটু ভাল করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওহো, তুমি সোপ-স্কোয়ারের মিসেস্ গেল্ নও?”

মিসেস গেল্ বলিল, “ঠিক কথা। আপনি বোধ হয় মিঃ ব্রাডস্।”

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন. “তুমি আমায় কেমন করিয়া চিনিলে?”

মিসেস্ গেল্ বলিল, “এই হোটেলের কর্ত্রীর মুখেই আপনার নাম শুনিয়াছি।”

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তাই সম্ভব; অনেক দিন আগে যখন সোপ-স্কোয়ারে তোমার বাড়ীতে আমার যাতায়াত ছিল, তখন আমি কোন দিন তোমার কাছে নিজের পরিচয় দিই নাই; তার পর অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই।"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "সেই জন্যই আপনাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছিলাম না, চেনা চেনা বলিয়া মনে হইতেছিল।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "এখনও কি তুমি সেই সে কালের মত রূপের দালালী করিতেছ?"

মিঃ ব্রাডস্ এবার চুরুটে জোরে কয়েকটা টান দিলেন।

মিসেস্ গেল্ বলিল, "ব্যবসা আর কি করিয়া ছাড়ি? মহাশয় যদি দয়া করিয়া একবার আমার বাড়ীর দিকে যান, তবে বড়ই আহ্লাদিত হই। আমার বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"রাজবাড়ীর মত হইয়াছে?"—মিঃ ব্রাডস্ হাসিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিসেস্ গেল্ সবিনয়ে বলিল, "হাঁ, ভদ্রলোক গিয়া বসিতে পারে, এমন করিয়াছি। আমি যে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা নষ্ট করি না।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "আমি তোমার মত মিতব্যয়ী নই, টাকা আমার হাতে থাকে না; যেমন আসে, অমনি হাতের ফাঁক দিয়া পারার মত গলিয়া যায়।"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "কিরূপে টাকা উড়ান?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তুমি আমার পুরাতন আলাপী, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। বাজীতে ও জুয়ায় আমার যথাসর্ব্বস্ব চলিয়া যায়, আমি জেনারেল বিচির বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য বাস করিতেছি, এখান হইতে আবার শীঘ্রই ফ্রান্সে যাইব; আমার স্ত্রী আমার সঙ্গেই আছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস করা বড় কঠিন, তাই একা এখানে পলাইয়া আসিয়া একটু স্ফূর্ত্তি করিতেছি। যাহা হউক, তুমি এমন অসময়ে এমন বেপোট জায়গায় আসিয়া হাজির হইলে কেন?"

মিসেস্ গেল্ গম্ভীর হইয়া বলিল, "মিঃ ব্রাডস্, আপনি যখন স্বীকারই করিয়াছেন যে, আমাদের অনেক কালের আলাপ, তখন আমিও আপনার সঙ্গে অপরিচিতের মত আলাপ করিব না; আমি একটা কাজের ভার লইয়াছি,

যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে কয়েক হাজার টাকা আমার হাতে আসিবে; আর যে ভাগ্যবতীকে দিয়া কাজটি উদ্ধার করিয়া লইব, তার হাতে যে কত হাজার টাকা আসিবে, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না।"

টাকার কথা শুনিয়া মিঃ ব্রাড্‌সের কৌতূহল উত্তেজিত হইল, তিনি বলিলেন, "হেঁয়ালী ছাড়িয়া কথাটা কি, খুলিয়া বল দেখি?"

মিসেস্ গেল্ চেয়ারখানা মিঃ ব্রাডসের কাছে টানিয়া আনিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি ভারী এক গুরুতর কাজে হাত দিয়াছি, আমার একটি বৃদ্ধ মুরুব্বী আছেন, ঠিক বৃদ্ধও বলা যায় না, তাঁহার বয়স আপনার অপেক্ষা কিছু অধিক হইতে পারে; কিন্তু লোকটি বিষম ক্ষেপা। আজ সকালে তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—এ কাল পর্য্যন্ত তিনি যত সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম করিয়াছেন,তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, কিন্তু ক্লান্তি জন্মিয়া গিয়াছে। বুড়ার কথা শুনিয়া আমি হাসিয়াই খুন; সুপুরুষ বটে, কিন্তু বয়স ত আর কম হয় নাই; পিপাসা আর কিছুতেই মিটিতেছে না। তবে যাদের এত টাকা, তাদের পিপাসাও বড় সহজে মিটে না; লোকটার অগাধ অর্থ, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তদলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বড়লোকের এক জন বলিলেও চলে।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তা তোমাকে সে কি করিতে বলে?"

"আর বলিবে কি? একটি খুব সুন্দরী যুবতী চাই, নতুবা প্রেমের পিপাসা আর মেটে না। কিন্তু সে সুন্দরী সম্ভ্রান্তবংশীয়া হওয়া দরকার; কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে, যেন তার বংশমর্য্যাদা ফুটিয়া বাহির হইবে; আর পরমা সুন্দরী হইবে, তাহার ত কথাই নাই; এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাকে শীকার জুটাইতে হইবে। শুনিলাম, ওয়াণ্ডস্-ওয়াথে এক পরমা সুন্দরীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাই তাহার সন্ধানে আসিয়াছিলাম, হঠাৎ জানিতে পারিলাম, তাহার স্বামীও তাহার সঙ্গে আছে; তাই কি করা যায়, ঠাহর করিতে না পারিয়া বেকুব হইয়া বসিয়া আছি। আহা, যদি এই যুবতী একটুখানি কষ্টস্বীকার করিত, তাহা হইলে অনায়াসে পনর হাজার টাকা বাক্সে তুলিতে পারিত।"

মিঃ ব্রাডস্ উৎসাহে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "পনর হাজার টাকা! বল কি! পনরশ বলিতে ভুলিয়া বুঝি পনর হাজার বলিতেছ?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "না মহাশয়, যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঠিক। সেই নির্ব্বোধ বুড়োটা পনর হাজার টাকা দিতেই রাজী হইয়াছে। তবে তার নিন্দা

করা আমার উচিত নয়, বৃদ্ধ লোকটি বড় সদাশয়। যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহাতে যদি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমিও দুই তিন হাজার টাকা পাইব, সন্দেহ নাই। তা টাকাটা বোধ হয়, হাতছাড়া হইয়া যায়, এমন সুন্দরী কোথায় পাইব?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তুমি বল কি; বুড়োটা কি সত্যই ক্ষেপিয়াছে? টাকাগুলি লইয়া এমন করিয়া ছুড়িয়া ফেলিবে?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "বৎসরে যে ক্রোর টাকা উপায় করে, তাহার পক্ষে এ আর শক্ত কথা কি? তাহার উপর লোকটি অকৃতদার, আমোদের উপরও বিলক্ষণ টান আছে।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "পৃথিবীতে এমন বোকা বোধ করি খুব বেশী নাই। আমি বলিতেছিলাম কি, তুমি যে ধরণের যুবতীর সন্ধান করিতেছ, ঠিক ঐরূপ একটি যুবতীর কথা আমি জানি; এতগুলি টাকা পাইলে সম্ভবতঃ সে সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া—"

মিসেস্ গেল্ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল, "মহাশয়, যদি আপনি দয়া করিয়া এরূপ একটি যুবতীর সন্ধান বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়। এ সম্বন্ধে যে কোন কথা প্রকাশ হইবে না, এ বিষয়ে আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন।"

মিঃ ব্রাডস্ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকাটা আদায় হইবে কি?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "অতি সহজে; মনে করুন, আমি গাড়ী করিয়া সেই যুবতীকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি; তিনি গাড়ীতে উঠিলে আমি নিজের দায়িত্বে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়া ফেলি, আর বাকী টাকা যুবতী আমার গৃহে উপস্থিত হইলে, সেই বড় লোকটির নিকটই পাইবেন; আলাপ-পরিচয় আমার বাড়ীতেই হইবে।"

মিঃ ব্রাডস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুমি এ সম্বন্ধে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি এমন একটি লেডী সংগ্রহ করিয়া দিই, যাহাকে দেখিয়া তোমার সেই বুড়ো বানর আহ্লাদে আটখানা না হইয়া থাকিতে পারিবে না! যেমন সুন্দরী, তেমনই আদবকায়দা দুরস্ত! কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, সহসা তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। যুবতীর বয়সও কম, শরীরটি সুগোল আর বড় সুকোমল।"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "মহাশয়, আপনি এ কাজ করিতে পারেন ত বড় ভাল হয়।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "রাজী আছি; আজ শনিবার, আগামী সোমবারে রাত্রি ৮টা বা ৯টা যখন তোমার সুবিধা হয়, গাড়ী আনিতে পার।"

মিসেস্ গেল্ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গাড়ী আনিতে হইবে?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তবে তোমাকে সব কথা খুলিয়াই বলি। আমি তোমাকে যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিলাম, সে আমার একটি বন্ধুর স্ত্রী, বন্ধুটি এখনও মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন, তবে তিনি এখানে নাই, ফ্রান্সে আছেন। আর তাঁর স্ত্রীটিরও স্বভাবের একটু দোষ আছে, তবে খুব গোপনে—খুব সতর্ক হইয়া তিনি এ সকল কাজ করেন।"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "আমার ও সকল খবর জানিবার কোনও দরকার নাই। যে ভদ্রলোক স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করিতে চান, তিনিও তাহার নাম জানিতে চাহিবেন না; তবে কথা এই, বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করিয়া যদি তাঁর পরিতোষ জন্মে ও পুনর্ব্বার সাক্ষাতের অভিলাষিণী হন, তবে ভদ্রলোকটি তাঁহার নাম-ঠিকানা জানাইতে পারেন। যাহা হউক, সোমবারে কোথায় আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিব?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "যে-গলী দিয়া জেনারেল বিচির বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়, সেই গলীর মোড়ে। তুমি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আসিবে, না ঘরের গাড়ীতে আসিবে?"

মিসেস্ গেল্ বলিল, "ভাড়াটিয়া গাড়ীতে, রাত্রি ঠিক ৮টার সময়ে, গাড়ী গলীর মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইবে।"

মিসেস্ গেল্ বিদায়গ্রহণ করিল; তার পর গাড়ীতে উঠিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিল। তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হইতে কোন বিঘ্ন হইবে না, এই কথা ভাবিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

চত্বারিংশ উল্লাস

বিশ্বাসী চোর।

রবিবার সকালে সাড়ে দশটার সময় মিসেস্ আওয়েন গীর্জ্জায় চলিলেন, প্রতি রবিবার তাঁহার কন্যারা তাঁহার সঙ্গে ভজনা করিতে যাইতেন, কিন্তু আজ তিনি একাকিনী চলিলেন। কিন্তু তিনি গীর্জ্জা পর্য্যন্ত যাইলেন না, অর্দ্ধ-পথেই একটা গলীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিছু দূর গিয়া একজন লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, লোকটি যেন শ্রীমতীরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিসেস্ আওয়েন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি মিঃ লরেন্স স্যাম্‌সন্?"

"হাঁ, আমারই ঐ নাম। আমি বোধ করি, মিসেস্ আওয়েনের সঙ্গে কথা বলিতেছি?"

"কাল আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, আপনার কি বলিবার আছে, বলিতে পারেন।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "পত্রে আরও একটা কথা লিখিয়াছিলাম, আপনার বাড়ীতে চুরি হইবার আশঙ্কা আছে, সে জন্য আপনাকে সাবধান করিতেই আমার এখানে আসা। আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, তাহা আপনার দাসদাসীরা সন্দেহ করিবে না?"

"না, একটুও না। তাহারা জানে, আমি গীর্জ্জায় গিয়াছি।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "ভাল কথা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া আপনি ভয় পাইবেন না, গোলমাল করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আজই আপনার বাড়ীতে চুরি হইবে।"

মিসেস্ আওয়েন বলিলেন, "কতকগুলা রূপার তৈজসপত্র লইয়াই আমি বিব্রত হইয়াছি, এগুলি আমার হাতে আসিবার পর হইতে আর আমার নিদ্রা নাই, আমার দায়িত্ব বড়ই বেশী, বাসনগুলির উপর রাজবাড়ীর মার্কা দেওয়া আছে। যাক্ সে কথা, চোরের কোন সন্ধান পাইয়াছেন?"

মিঃ স্যাম্‌সন্। আপনার নিকট যাহা গচ্ছিত আছে, তাহা চুরি যাইবে না, যদি আপনি আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন।

মিসেস্ আওয়েন। আমি তাহাতে রাজী আছি, কিন্তু চোর কে?

মিঃ স্যাম্‌সন্। চোর কে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আপনার একটি ভৃত্য চোরের সাহায্যকারী।

মিসেস্ আওয়েন। আমার ভৃত্য? সে ত খুব বিশ্বাসী বলিয়াই জানি।

মিঃ স্যাম্‌সন্। আপনার ভুল বিশ্বাস থাকা অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, আপনি জানিয়া রাখুন, রাত্রি বারোটার সময় চুরি হইবে, ঠিক হইয়া গিয়াছে। আপনার যে সিন্দুকে বাসনগুলি আছে, তাহার একটা নকল চাবী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

মিসেস্ আওয়েন ভীতভাবে বলিলেন, "তবে কি আমি আগেই বাসনগুলি স্থানান্তরে সরাইব?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "না না, এমন কাজ কখন করিবেন না। চোর বেটাদের ধরিয়া জেলে দিতে না পারিলে কেহ নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে না। আমি যাহা যাহা বলি, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে।"

মিসেস্ আওয়েন বলিলেন, "তাহা করিতে সম্মত আছি। প্লেটগুলি যুবরাজপত্নীর, তিনি দেশভ্রমণে যাইবার সময় তাঁহার টাকার বড় দরকার হওয়ায় তিনি আমার সখী লেডী গ্রেন রয়ের কাছে তাহা বন্ধক রাখিয়া ত্রিশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন, কিন্তু আমার সখীকে সহসা স্কট্‌লণ্ডে যাইতে হইল, সেই জন্য তিনি প্লেটগুলি আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন। জিনিসগুলি আমার নিজের হইলে এত চিন্তার কথা ছিল না। আপনি এ কথাটা খুব গোপনে রাখিবেন, বড় ঘরের কথা কি না, যাহা হউক, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "আপনার চাকরেরা কত রাত্রে ছুটী পায়?"

"রবিবার রাত্রি সাড়ে দশটা এগারটার সময়।"

"উত্তম। আজ রাত্রে আপনি তাহাদিগকে সাড়ে দশটার সময় ছুটী দিবেন। রাত্রি এগারটার সময় আপনি চুপে চুপে নীচে নামিয়া আসিবেন। তাহার পর খুব সাবধানে বাহিরের দরজা খুলিবেন, যেন চাকরটা টের না পায়। আপনি দরজা খুলিয়া দিলে আমি আমার অনুচরদের সঙ্গে লইয়া

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিব, আপনি আমাদের একটা সুবিধামত স্থানে লুকাইয়া রাখিবেন,আপনার ভাণ্ডার-গৃহের কাছে কোথাও হইলেই ভাল হয়।”

মিসেস্ আওয়েন বলিলেন, “তাহাই হইবে।”

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, “তাহা হইলে আমার আর কিছুই বলিবার নাই।”

তখন উভয়ে বিদায় লইয়া ভিন্ন পথে প্রস্থান করিলেন। গীর্জ্জায় ভজনা শেষ হইলে সকল লোক যখন বাড়ী ফিরিল, মিসেস্ আওয়েনও সেই সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সুতরাং তাঁহার ভৃত্য জনের মনে কোন সন্দেহেরই উদ্রেক হইল না।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মিসেস্ আওয়েন তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি সাধারণতঃ দাসীকে ডাকিতেন, কাজেই জন বুঝিল, আর কাজ নাই। জন তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, “কাল সকালে যেন গাড়ী তৈয়ারী থাকে, আমি বিশেষ কাজে যাইব।” জন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাহার শয়নকক্ষে যাইবার জন্য সে কক্ষ ত্যাগ করিল। দ্বিতলের এক প্রান্তে তাহার শয়নকক্ষ। রাত্রি এগারটা বাজিলে মিসেস্ আওয়েন গায়ে একখানি মোটা চাদর জড়াইয়া, এক হাতে একটা জ্বলন্ত বাতী ও অন্য হস্তে নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া লইয়া অতি মৃদুপদবিক্ষেপে তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন, সদর-দরজা খুলিয়া দেখিলেন, মিঃ স্যাম্‌সন্ সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছেন। মিঃ স্যাম্‌সন্ ছয়জন কন্‌ষ্টেবল লইয়া অতি সাবধানে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দরজা বন্ধ হইল।

মিসেস্ আওয়েন এতক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। রান্নাঘরের পাশে কাঠ রাখিবার ছোট ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি মিঃ স্যাম্‌সন্ ও তাঁহার অনুচরগণকে লুকাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া দ্বিতলে নিজের শয়নকক্ষে গমন করিলেন। তখন ভৃত্য জন নিজের ঘরটিতে বসিয়া সুরাদেবীর উপাসনা করিতেছিল। মিসেস্ আওয়েনের এক বোতল অতি উৎকৃষ্ট মদ্য সে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার রসাস্বাদনে তাহার মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রি বারোটা বাজিলে জন ধীরে ধীরে উঠিল। তাহার এক হাতে নকল চাবী, অন্য হাতে জুতা। সে অতি সাবধানে একবার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, যাইতে যাইতে এক একবার দাঁড়াইল, যদি কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গভীর রাত্রি, কোন দিকে কোন শব্দ নাই। তাহার পর মিসেস্ আওয়েনের ঘরের দরজায় গিয়া একবার দাঁড়াইল, বুঝিল, তিনি ঘোর

নিদ্রায় মগ্ন। তখন সে ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া রান্নাঘরের পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া দানিয়েলকে ইঙ্গিত করিল। দানিয়েল তৎক্ষণাৎ গৃহপ্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ হইল। তখন উভয়ে যে কক্ষে ধনরত্ন ছিল, সেই কক্ষের দিকে ধীরপদে অগ্রসর হইল।

যাইতে যাইতে দানিয়েল তাহার বন্ধু জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ী মাগী কিছু সন্দেহ করে নাই ত?"

"না, একটুও না। আমি ত আর, কাঁচা ছেলে নই যে, আমার কথায় কি কাজে তাহার মনে সন্দেহ জন্মিতে দিব? কাল সকালে উঠিয়া সে কোথায় যাইবে, সকালে গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়া শুইতে গিয়াছে, সকালে উঠিয়া যখন দেখিবে, মালপত্র সব হাতছাড়া, তখন মাগীর বেড়াইতে যাইবার সখ ঘুরিয়া যাইবে, তবে থানায় যাইতেও পারে।"

"প্লেটগুলা খুব দামী, বুড়ী বুঝি রোজ একবার দেখে?"

"হ্যাঁ দেখে। যাক্ ও সব বাজেকথা, আর একটুও সময় নষ্ট করা হইবে না। তুমি থলেটা আনিয়াছ ত?" —জন এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"হাঁ, থলে কি ছাড়িয়া আসি? থলে বোঝাই করিয়া ফিরিব। জেবেদী বুড়ো হাফর জ্বালাইয়া বসিয়া আছে, যেমন সেখানে গিয়া মাল পড়িবে, আর অমনি হাফরে উঠিবে আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ফর্সা!"

লোহার সিন্দুকের তালায় জন চাবী লাগাইল। বলিল, "এত মাল লইয়া হাঁটিয়া যাইবে, গাড়ী একখান ভাড়া করিলেই ত হইত।"

দানিয়েল বলিল, "কি ছেলেমানুষের মত কথা বল? চুরীর মাল গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইব, তার পর পুলিস সন্ধান পাইয়া পিছনে লাগুক, আমার দ্বারা তত কাঁচা কাজ হইবে না। খোলো, এখন সিন্দুক খোলো, কি আছে, দেখা যাক্।"

সিন্দুকের তালা খুলিবার কড়-কড় শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের দিক্ হইতে কতকগুলি মানুষ সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। প্রথমেই মিঃ স্যাম্সন্, তাঁহার পশ্চাতে আধ ডজন কন্‌ষ্টেবল।

বাতীর আলোকে মিঃ স্যাম্সন্‌কে সম্মুখে দেখিয়া দানিয়েল সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ভৃত্য জনের প্রায় মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। কিন্তু দানিয়েল তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া তাহা মিঃ স্যাম্সনের দিকে উদ্যত করিয়া বলিল, "অরে ধূর্ত্ত, আজ

তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন দেখ্।” গুড়ুম করিয়া পিস্তলের গুলী বাহির হইয়া গেল। ধূমে গৃহ পূর্ণ হইল।

কিন্তু গুলি মিঃ গ্রাম্‌সন্‌কে আহত করিতে পারিল না। তিনি গুলী চলিবার পূর্ব্বেই বিদ্যুদ্‌বেগে জনের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গুলী জনের বুকে গিয়া প্রবেশ করিল, সে শূন্যে লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর চীৎকার-শব্দে সটান মেঝেতে পড়িয়া গেল, যেমন পতন, অমনি মৃত্যু!

এক জন কন্‌ষ্টেবল দানিয়েলের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং দুই হস্তে তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল; কিন্তু দানিয়েলের দেহে অসীম বল। সে কন্‌ষ্টেবলটাকে অবলীলাক্রমে দুই হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া রান্নাঘরের দরজার দিকে দৌড় দিল; তাহার পর সদর-রাস্তায় বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিল। কন্‌ষ্টেবলেরা তাহার অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহারা দেখিল, দানিয়েল বড় বুদ্ধির কাজ করিয়াছে; দরজায় চাবী দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কন্‌ষ্টেবলেরা ভিন্ন দ্বার দিয়া বাহির হইতে না হইতে সে অনেক দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু কন্‌ষ্টেবলেরা সংখ্যায় অনেক, তাহারা তাহার অনুসরণে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিল। কেহ কেহ বন্দুকে আওয়াজ করিল।

ছুটিতে ছুটিতে দানিয়েল যখন টেম্‌স্‌ নদীর ধারে আসিয়া পড়িল, সেই সময় কন্‌ষ্টেবলেরা একটা সোজা পথ দিয়া আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। আর পলাইবার উপায় নাই। এক দিকে শত্রু, অন্য দিকে তরঙ্গোচ্ছ্বাসপ্রবলা টেম্‌স্‌। দানিয়েল এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, এখন কর্ত্তব্য কি?

হঠাৎ তাহার মনে হইল, ফাঁসীতে মরিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা জলে লাফ দেওয়াও ভাল—যদি কোন উপায়ে বাঁচিতে পারা যায়।

এক জন কন্‌ষ্টেবল বলিল, “বাছাধনকে আর ঘরে ফিরিতে হইবে না, এবার যাবে কোথায়?”

দানিয়েল বলিল, “আমি জীবিত থাকিতে কে আমাকে ধরে? কাপুরুষেরা, এই দেখ্‌, পারিস্‌ যদি, আমাকে ধরিবার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়।”

দানিয়েল টেম্‌সের জলে লম্ফ প্রদান করিল। এক জন তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। দুম্‌ করিয়া শব্দ হইল। দানিয়েল জলে মাথা ডুবাইল, সে মাথা জলে আর ভাসায় না; ভাসিলেও তাহা আর দেখা গেল না। কন্‌ষ্টেবলেরা কতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল; তাহার

পর বলিল, "জ্যাক কেচ এইবার পটল তুলিলেন। টেম্‌স্ হইতে আর উঠিতে হইবে না।"

এ দিকে গোলমাল ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া মিসেস্ আওয়েন, তাঁহার দাসী, অন্যান্য ভৃত্যগণ শয্যাত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে ভাণ্ডার-গৃহে আসিয়া দেখে, বিশ্বাসী ভৃত্য জন গুলী খাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। দাঁত বাহির করিয়া সে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। মিঃ স্যাম্‌সন্ তখনও সেখানে ছিলেন। কনষ্টেবলেরা যথাকালে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, দানিয়েল ককিন প্রাণরক্ষার জন্য টেম্‌সে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "ডুবিয়া মরিয়াছে কি না, বলা যায় না। ডুবিয়াও অনেকে আবার বাঁচে, তবে এ টেম্‌স্ নদী।" নিজের অদ্ভুত পরিত্রাণের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

একচত্বারিংশ উল্লাস

মিষ্টার ব্রাডসের—অর্থ উপায়ের কথা !

জেনারেল বিচির অট্টালিকার দ্বারে সেই দিন রাত্রি দুইটার সময় কাহার করাঘাত হইল। গৃহকক্ষে মিঃ ব্রাডস্ ও তাঁহার স্ত্রী শয়ন করিয়া ছিলেন।

করাঘাত হইবামাত্র মিঃ ব্রাডস্ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "যা, সর্ব্বনাশ হইল, আমাকে ধরিবার জন্য বুঝি পুলিস আসিল !"

মিসেস্ ব্রাডস্ বলিলেন, "তা তোমার এত ভয় কি, আসুক না পুলিস, সেই কাগজখানি যতক্ষণ আমাদের হাতে আছে, ততক্ষণ ভয় কি ?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "টানাটানি ত করিবে, শেষে যাই হোক্। না—ঐ দেখ, আবার ঘা দেয়, আমাকে দেখি লুকাইতে হইল। ঐ দিকের দরজাটা খুলিয়া আমি আড়ালে যাই। কেহ যদি আমার খোঁজ করে, বলিও, আমি বাড়ীতে নাই। বলিও, গ্রামে গিয়াছে—যাহা খুসী বলিও, কেবল যাহাতে ধরা পড়ি, তাহার উপায় বলিয়া দিও না। তুমি আমাকে বড় ভালবাস কি না।"

মিঃ ব্রাডস্ লুকাইলে শ্রীমতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া মধুর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে তুমি কে গা ?"

অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু একজন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মোটাগলায় বলিল, "আমি আপনাদের স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বন্ধু।" স্বর পরিচিত বোধ হইল, কিন্তু লোকটা কে, তাহা মিসেস্ ব্রাডস্ ঠাহর করিতে পারিলেন না। সে স্বর মিঃ ব্রাডসের কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি গুপ্তস্থান হইতে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, এ ত পুলিসের লোক নয়, এ যে আমাদেরই বন্ধুলোক দেখিতেছি।"—স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি শোও গে যাও। যা করিতে হয়, আমি করিতেছি।"

মিঃ ব্রাডস্ দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া উভয় বন্ধুতে মৃদুস্বরে কি আলাপ হইল, তাহার পর মিঃ ব্রাডস্ পাশের একটা কুঠরী খুলিয়া তাহাতে বন্ধুকে পূরিয়া রাখিলেন। বলা বাহুল্য, এ সকল দৃশ্য ব্রাডস্-পত্নীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, কৌতূহল-প্রবৃত্তিতে স্ত্রীলোককে কে পরাস্ত

করিবে? মিঃ ব্রাডস্ প্রায় আধঘণ্টার পর শয়নকক্ষে প্রত্যাগমন করিলে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে?"

"ও একটি বন্ধু, দেনার দায়ে জেলে যায়, পুলিসের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, একটু মদ খাইবে, বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছে কি না, আলমারীর চাবীটা কোথা, এক বোতল ব্রাণ্ডী বাহির করিয়া লইব।"

শ্রীমতী বলিলেন, "ঐ টেবিলের উপর আছে, নেও গে, কিন্তু তোমার কথার ত কোন মানে বুঝিতে পারিলাম না—বন্ধুটা কে, ও আমাকে বলিয়াছিল, আমাদের দুজনেরই সে বন্ধু। বন্ধু অথচ আমি চিনিলাম না, পরিচিত নয়, কিন্তু পুরুষটা চেনা চেনা, এ কি রহস্য?"

মিঃ ব্রাডস্ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাঁ, ও আমার একজন মস্ত বন্ধু, নাম জোন্স। তোমাকে সব কথা ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছি।"

মিসেস্ ব্রাডস্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, স্বামীর ব্যবহারে তিনি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি মনে মনে বলিলেন, 'আর ত সহ্য করিতে পারি না, কিরূপে এ পাপিষ্ঠের হাত হইতে নিস্তার পাই? আহা, আমার প্রথম যৌবনে এ হতভাগা আমাকে কত ভালবাসা দেখাইয়াছিল, তাহাতেই ত উহার প্রেমে মজিয়াছিলাম, নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম, পিতৃকুলে আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই। এখন উহার অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে। কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাই, যদি কোন ভদ্রলোকের উপপত্নী হইয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলেও এমন রাখালের পত্নী হওয়া অপেক্ষা সে অনেক ভাল ছিল। একটু দয়া নাই, কোমলতা নাই, ভদ্রতা নাই, এমন পিশাচকেও কি কেহ পতিত্বে বরণ করে?"

মিসেস্ ব্রাডস্ এই সকল কথা ভাবিতেছেন, "এমন সময় মিঃ ব্রাডস্ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমতী বলিলেন, "তুমি সকল কথা খুলিয়া বলিবে বলিয়াছ, এখন বল।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "বলিয়াছি, আমার একটি বন্ধু, নাম মিঃ জোন্স, বাড়ী পেলমেল, কি সেণ্ট জেমস্ ষ্ট্রীট, কি ঐ রকম একটি জায়গায়, পুলিসের তাড়ায় আমার আশ্রয় লইয়াছে, বন্ধু মানুষ কি না, কি করি, একটু খাইবার আয়োজন ও শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছে, ঘুম পাইয়া থাকে ত ঘুমাও।"

শ্রীমতী বলিলেন, "না, আমার ঘুম পায় নাই।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তোমার না পাইয়া থাকে ত আমার পাইয়াছে, তোমার সঙ্গে আমি এখন বেশী বকিতে পারি না। মেয়েমানুষের রকমই আলাদা। সকল বিষয়েরই খোঁজ।"

অধিক কথা চলিল না। উভয়েই নিদ্রিত হইলেন। সকালে উঠিয়া স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা কিছু হইল না। উভয়েই গম্ভীর। একটু বেলা হইলে ব্রাডস্ খানা খাইতে বসিলেন, আহারের পর তিনি বসিবার ঘরে আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী সেখানে ছিলেন। একখানি চেয়ারে বসিয়া মিঃ ব্রাডস্ তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "নানা ঝঞ্ঝাটে মেজাজটা বড় বিগড়াইয়া গিয়াছিল। আহারের পর একটু সুস্থ হওয়া গেল। আহারে মানুষের কেবল দেহ নয়, প্রাণটাকেও তাজা করিয়া তোলে।"

শ্রীমতী ব্রাডস্ কিছু বলিলেন না, তিনি স্বামীর চরিত্র উত্তম বুঝিতেন; বুঝিলেন, ইহা একটি কোন নূতন কথা পাড়িবার ভূমিকা মাত্র। স্বামীর মতলবটি কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইয়া থাকিলেও তিনি মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্রাডস্ পুনর্ব্বার বলিলেন, "দেখ, আমাদের ফ্রান্স কি ইটালী কি ইউরোপের অন্য কোন দেশে সরিয়া পড়াই ভাল, এ ভাবে এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না।"

মিসেস্ ব্রাডস্ বলিলেন, "তোমার যেমন ইচ্ছা, আমি এখানে যে খুব সুখে আছি, তা নয়, এমন ভাবে কি দিন কাটান যায়? একটা মনিষ্যির মুখ দেখিবার উপায় নাই, যেন গারদের আসামী, বন্ধুবান্ধবেরা কেহ যদি এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়ীতে আসে!"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "সত্য সত্যই তোমার অবস্থা ভাবিয়া তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। তোমার কষ্ট কত, তাহা আমি বুঝিতে পারি। তোমার মত সুন্দরী যুবতী কি এমন নির্জ্জন স্থানে এমন করিয়া কাল কাটাইতে পারে? তাহা হইলে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়াই উচিত—কি বল?"

মিসেস্ ব্রাডস্ বলিলেন, "এ অপেক্ষা সে ভাল।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "কিন্তু কথা এই যে, আমার হাতে উপযুক্ত পরিমাণে টাকা নাই, যে টাকা আছে, তাহাই সম্বল করিয়া বিদেশে যাওয়া যায় না।"

শ্রীমতী বলিলেন, "কেন, তোমার হাতে ত কম টাকা নাই, অন্ততঃ আমি এটুকু জানি যে, অনেক টাকাই ছিল।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "ষোল সতের হাজার পাউণ্ড (১৫ টাকায় পাউণ্ড) মাত্র আছে, অতএব ত্রিশ হাজার পাউণ্ড হাতে করিয়া এখান হইতে বাহির হইতে হইবে। যদি তত টাকা হাতে না আসে, তাহা হইলে আমি এখান হইতে এক পাও নড়িব না স্থির করিয়াছি।"

শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে টাকা কোথা হইতে আসিবে মনে করিতেছ? আমার বোধ হইতেছে, তোমার মাথায় কোন একটা ফন্দী আসিয়াছে, অধিক ভূমিকার আবশ্যক কি, বলিয়া ফেলো না, কি মতলব করিয়াছ?"

মিঃ ব্রাডস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যদি একটু সাহায্য কর, তাহা হইলে কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি এ বিষয়ে তোমার সহায়তা পাই, তাহা হইলে আমি তোমাকে খুব ভালবাসিব, তোমার আদেশে চলিব, কখন তোমার সঙ্গে বিবাদ করিব না, দেখিবে, আমি কত স্ত্রীভক্ত স্বামী।"

অবিশ্বাসের স্বরে মিসেস্ ব্রাডস্ বলিলেন, "এ কথা ত তুমি কতবার আমাকে বলিয়াছ, কাজ আদায়ের সময় এই রকম কথা বল, তাহার পর আর তা মনে থাকে না।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "না, না, এবার সত্যই মনে থাকিবে।"

শ্রীমতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমাকে চিনিতে ত আর বাকী নাই, যা হোক্, কি ফন্দী আঁটিয়াছ, বল, শুনি।"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে এক দিনেই হাজার পাউণ্ড আনিয়া আমাকে দিতে পার।"

মিসেস্ ব্রাডস্ মুখ রক্তাক্ত করিয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কিরূপে?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "আগে থাকিতেই যে তুমি চমকাইয়া উঠিতেছ, ভয় নাই, আমি তোমাকে কাহারও ঘরে সিঁদ দিতে বলিতেছি না। তবে এত চটিতেছ কেন? তুমি এক জনকে—একজন পরপুরুষকে ভালবাসার খাতিরে যৌবনরত্ন উপহার দিতে পারিলে, আর একজনকে আমার মার্জ্জনাপত্র আদায় করিবার জন্য যৌবন-ধনে পরিতুষ্ট করিলে, আর পনের হাজার পাইবার সুবিধা হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে কি ভজিতে পারিবে না? টাকার যে বিশেষ দরকার।"

মিসেস্ ব্রাডসের মুখ সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা উপার্জ্জনের জন্য এই যুক্তিই তোমার সার যুক্তি বলিয়া মনে হইতেছে?"

মিঃ ব্রাডস্ ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "তাই ত, কিরূপে যে দরকারমত টাকা হাতে আসে, তাহার আর ত কোন ফন্দী মাথায় আসিতেছে না। আর এক পথ আছে—চুরী, তা আমি সে পথের পথিক হইতে চাহি না।"

যুবতী ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝিয়াছি। আচ্ছা, টাকাগুলি যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন আবার টাকা কোথা হইতে আসিবে? তুমি কি মনে করিতেছ, তোমার স্ত্রী এখন হইতে বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা তোমার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিবে?"

মিঃ ব্রাডস্ রাগ করিয়া বলিলেন, "আমি ত আর প্রথমে তোমার সতীত্ব-বিতরণে সাহয্যতা করি নাই। তুমি নিজের সুখের জন্য গোপনে উপপতিতে আসক্ত হইয়াছিলে, এখন হাতে টাকা নাই, একজন লোকের অনুরোধ রক্ষা করিলে কিছু টাকা আসে, আমাদের দুজনেরই সুসার হয়, তা সে কথায় তোমার মন লাগিল না। সতীপনা দেখাইতে আসিলে! যদি আমার এ অনুরোধ রক্ষা কর ত তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ হইবে না, আর যদি না কর, তবে ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হইবে, আমি গোর খুঁড়িয়া তোমার উপপতির মৃতদেহ বাহির করিয়া আনিব, তার পর—"

যুবতী অধীরভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "থামো, থামো, ও কথা আর আমাকে বলিও না, আমি উহা শুনিতে চাহি না।"—মিসেস্ ব্রাডস্ উভয় হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মিসেস্ ব্রাডস্ অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়া চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিলেন; গম্ভীর-স্বরে তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার কাছে যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, তাহা তোমার কাছে কে বলিয়াছে?"

মিঃ ব্রাডস্ বলিলেন, "তবে সরলভাবে তোমার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলি।"—তিনি মিসেস্ গেলের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, স্ত্রীকে অতি-রঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও প্রকাশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, সে অতি সুপুরুষ, বয়সে নবীন, আর অর্থে কুবের তুল্য, অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক; পদগৌরবে ইংলণ্ডে অত্যন্ত উচ্চ এবং অবিবাহিত।

মিসেস্ ব্রাডস্ অতি ধীরভাবে সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই যুবক যদি সত্যই এমন দুর্লভ গুণের ও রূপের অধিকারী হয়, যদি এরূপ

ধনবান্ হয়, তাহা হইলে তাহার উপপত্নী হইয়া থাকাও সার্থক, অন্ততঃ এমন পিশাচ স্বামীর হস্ত হইতে তাহাতে পরিত্রাণের আশা আছে। নিরাশার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও মিসেস্ ব্রাডস্ ক্ষণিক আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাডস্ কিছু টাকা পাইলেই তাহার উপর স্বীয় অধিকার প্রসন্নচিত্তে ত্যাগ করিবে। কিন্তু তিনি মনের ভাব স্বামীকে বুঝিতে দিলেন না।

কিছু কাল চিন্তার পর মিসেস্ ব্রাডস্ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক, তোমার প্রস্তাবেই আমি সম্মত হইলাম। আমি সেই যুবকের নিকট যাইব।"

ব্রাডস্ স্ত্রীর সম্মতি পাইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীকে অনেক প্রণয়গর্ভ আদর-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মিসেস্ ব্রাডস্ নিজের চিন্তাতেই বিভোর। স্বামীর কোন কথায় তিনি মন দিলেন না। দিনটা এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

রাত্রে মিসেস্ গেলের সহিত ব্রাডস্-পত্নীকে যাইতে হইবে। বেশভূষার দিকে মিসেস্ ব্রাডসের দৃষ্টি পড়িল, যাহাতে ভুবনমোহিনীরূপে প্রতিভাত হন, তিনি নিজে বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই ভাবে সাজিতে লাগিলেন।

সাজসজ্জা শেষ করিতে কয়েক ঘণ্টা লাগিল। তাহার পর মিঃ ব্রাডস্ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। গলীর মোড়ে আসিয়া দেখিলেন, একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; মিসেস্ গেল গাড়ীর মধ্যেই ছিল, স্বামী-স্ত্রীকে অদূরে আসিতে দেখিয়া সে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। তখন চন্দ্র উঠিয়াছিল, চন্দ্রালোকে একবার সে মিসেস্ ব্রাডসের মুখের দিকে চাহিল. চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, যুবতী আশ্চর্য্য সুন্দরী বটে! এমন সুন্দরী সে জীবনে আর কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। মিসেস্ গেল আনন্দে অস্ফুট শব্দ করিল; তাহার বিশ্বাস হইল, এই দৌত্যকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সে অনেক টাকা লাভ করিবে।

মিঃ ব্রাডস্ মিসেস্ গেলের কাছে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া তাহাকে চুপি চুপি বলিল, "উহাকে বলিবে, যে ব্যক্তি উহাকে লইয়া যাইতেছেন, তিনি খুব সুপুরুষ, নব্য ছোকরা। তাহার পর যাহা হয় হইবে।" মিসেস্ গেল মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মিসেস্ ব্রাডস্ গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে মিসেস্ গেল উঠিয়া গাড়ীর অপর প্রান্তে বসিল এবং মিঃ ব্রাডস্কে প্রতিশ্রুত টাকার তোড়া প্রদান করিল। তাহার পর গাড়ী চলিতে লাগিল।

মিসেস্ ব্রাডস্ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনবতী রহিলেন। মিসেস্ গেলের প্রতি তাঁহার মনে কেমন একটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব জন্মিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু যাহার জন্ত তিনি অভিসারযাত্রা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার এতই কৌতূহল হইয়াছিল যে, অধিকক্ষণ তিনি স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। মিসেস্ গেলকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে সেই ভদ্রলোক সম্বন্ধে গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া দিল। তবে তাহার যে কত বয়স, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিল না, কারণ, সে জানিত, মিথ্যাকথা বেশীক্ষণ টিঁকিবে না, অল্পক্ষণের মধ্যে মিসেস্ ব্রাডসের চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে। যাহা হউক, মিসেস্ ব্রাডস মিসেস্ গেলের নিকট যে সকল কথা শুনিলেন, তাহাতেই কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, বুঝিলেন, যদি উপপত্নী হইতে হয়, তবে এরূপ লোকের উপপত্নী হওয়া অনেকটা শ্লাঘার কথা।

রাত্রি সাড়ে নটার সময় গাড়ীখানি মিসেস্ গেলের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ব্রাডস্ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন এবং সোপানশ্রেণী দিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। মিসেস্ গেল তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। একটা সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া মিসেস্ ব্রাডস্ পরিচ্ছদাদি সাবধানে স্বস্থানবিন্যস্ত করিলেন, কেশগুলি ভাল করিয়া গুছাইয়া লইলেন। মিসেস্ ব্রাডস্ অপরিচিত ভদ্রলোকটির মনোরঞ্জন করিয়া তাহার সহিত একটা কায়েমী সম্বন্ধ পাতাইয়া লইবেন, এরূপ সংকল্প করিলেন এবং অত্যন্ত প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে মিসেস্ গেল মিসেস্ ব্রাডস্‌কে লইয়া আর একদিকের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিছু দূর গিয়াই সে বলিল, "ঐ কক্ষে আপনি প্রবেশ করুন, আমি এখন চলিলাম।" মিসেস্ গেল চলিয়া গেল। কক্ষদ্বার বন্ধ ছিল, কিন্তু অর্গলবদ্ধ ছিল না। দ্বার ঠেলিতেই সুসজ্জিত আলোকিত কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটিত হইল, মিসেস্ ব্রাডস্ ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহারই পিতৃব্য মার্কুইস্ অব্ লেভিসন!

দ্বিচত্বারিংশ উল্লাস

গোপন কথা!—খুড়া ও ভাইঝি!

মিসেস্ ব্রাউন্‌কে দেখিয়া মার্‌কুইসের মস্তকেও যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কত সুখের কল্পনা করিয়াছিলেন, প্রাণের মধ্যে প্রেমতরঙ্গ ছুটিতেছিল, কন্দর্পের ফুলশর তাঁহার বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সব যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল মুহ্যমান থাকিয়া তাহার পর আত্ম-সংবরণ করিয়া লইলেন; আবেগভরে বলিলেন, "আর্ণেষ্টিনা! পরমেশ্বরের দিব্য, সত্য করিয়া বল, এখানে তুমি কেন আসিয়াছ? আমি ত কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না যে, তুমি এমন কুকর্ম্মে—"

মধ্যপথে কথা বাধিয়া গেল। মার্‌কুইস্ ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাঁহার সংসারের প্রধান বন্ধন, দুহিতার তুল্য আর্ণেষ্টিনা কি অসতী যে, অপরিচিত পুরুষের নিকট সামান্য অর্থলোভে অভিসারে সমাগত হয়? তাঁহার হৃদয়ে বড় বেদনাবোধ হইল, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইল, অতিকষ্টে তিনি হৃদয়ভাব দমন করিলেন।

আর্ণেষ্টিনা দ্বারপ্রান্তে মুহ্যমানভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি জীবিত কি মৃত, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কি লজ্জা, কি ঘৃণা! তিনি লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। মুখ দিয়া অনেকক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারে অশ্রু গড়াইয়া বক্ষের বসন সিক্ত করিতেছিল, পিতৃব্যের কথা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার পদপ্রান্তে জানুদ্বয় অবনত করিয়া বসিয়া পড়িলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

কতক্ষণ পরে মার্‌কুইস্ পুনর্ব্বার বলিলেন, "আর্ণেষ্টিনা, এমন স্থানে আমাদের অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নহে। তুমি রোদন সংবরণ কর। যে স্ত্রী-লোকটির এ বাড়ী, সে যেন কোন ক্রমে বুঝিতে না পারে যে, কোন কারণে তোমার মনে যাতনার উদ্রেক হইয়াছে।"

আর্ণেষ্টিনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মার্‌কুইস্ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মিসেস্ গেলকে আহ্বান করিলেন। মিসেস্ গেল তাঁহার নিকট সেই কক্ষে উপস্থিত হইতে

মার্কুইস্ বলিলেন, "শীঘ্র একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাও, এই যুবতী আমার সঙ্গে যাইবেন।"

গাড়ী আসিলে পিতৃব্যের হাত ধরিয়া আর্ণেষ্টিনা সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল। মিসেস্ গেল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ কি হইল, আধ ঘণ্টামধ্যেই এতখানি! এত গলাগলি ভাব!" পুনর্ব্বার দূতী-গিরী করিয়া দু দিন সে যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইবে, তাহারও পথ রহিল না!

আলবিমারল ষ্ট্রীটে মার্কুইসের অট্টালিকায় উপস্থিত হইতে তাঁহাদের প্রায় পনের মিনিট লাগিল। লাল-কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া উভয়ে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, তখন মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্ণেষ্টিনা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"—মার্কুইস্ আর্ণেষ্টিনার দক্ষিণ-হস্তখানি লইয়া তাহা পীড়ন করিলেন, বুঝাইলেন যে, তিনি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

তাহার পর মার্কুইস্ বলিলেন, "আর্ণেষ্টিনা, আমি তোমার দুঃখ-দৈন্যের বিবরণ কতকটা বুঝিয়াছি; বুঝিয়াছি, তুমি স্বেচ্ছাক্রমে এ পাপে লিপ্ত হইতে আইস নাই। আমি জানিতাম, তোমার স্বামী অতি হতভাগা নরাকার পশু-মাত্র, কিন্তু সে যে পিশাচেরও অধম, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, আমি তোমাকে সাহায্য করিব, সেই নরপ্রেতের হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, এখন তোমার কি বলিবার আছে, বল। তোমার সকল কথা না শুনিলে আমি পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

লেডী আর্ণেষ্টিনা ডিজার্ট এবার সবেগে মাথা তুলিলেন, পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাথামুণ্ড আর কি বলিব কাকা! আমার আর কি কথা বলিবার আছে? আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধী, আমি বড় অভাগিনী, আমার মত দুঃখিনী রমণী জগতে নাই!" আর্ণেষ্টিনার চক্ষু জলে পূরিয়া উঠিল। তিনি ক্ষোভে উভয় হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিলেন।

মার্কুইস্ বলিলেন, "তুমি একটু শান্ত হও, এখন আর এমন বিচলিত—বিহ্বল হইয়া ফল নাই। আজ যে ব্যাপার হইয়া গেল, এ কেবল তোমার নহে, আমার পক্ষেও অতি লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। উঃ! কি কলঙ্কিত, ঘৃণিত স্থানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল! ভাবিলে ঘৃণা ও লজ্জায়,

ক্ষোভে ও অনুতাপে হৃদয় অবসন্ন হয়। আর্ণেষ্টিনা, এ জন্য আমি তোমাকে একা অপরাধী করিতেছি না, কারণ, আমি জানি, আমিও তুল্যরূপে অপরাধী। তোমাকে কোন দণ্ডদান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাকেই দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়। কারণ, আমার কৌশলে, আমার ষড়যন্ত্রে, আমার প্রলোভনেই তোমাকে সেখানে গিয়া পড়িতে হইয়াছিল। আমি কি তখন একবার স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে?"

আর্ণেষ্টিনা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "কাকা, আপনারা পুরুষ, আপনাদের শত খুন মাপ। আপনারা যদি কোন প্রকার চরিত্রগত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন তাহাতে আপনাদের কলঙ্ক হয় না, আপনাদের সামাজিক অধিকার অনেক, কিন্তু আমরা যে অবলা স্ত্রীলোক, আমাদের কলঙ্কভয় বড় বেশী, আগেই আমাদের সুনাম নষ্ট হয়, জীবনে আর তাহা ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই।"

মার্কুইস্ বিমনা হইয়া বলিলেন, "থাক্, ও সকল কথা আলোচনা করিয়া আর কোন লাভ নাই, ইহাতে আমাদের উভয়ের মনেই লজ্জা ও অনুতাপের সঞ্চার হইবে। এখন আমারা মন স্থির করি, কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাহা তোমাকে সর্ব্বাগ্রে খুলিয়া বলিতে হইবে। চিকিৎসা করিতে হইলে আগে রোগ কি, তাহা জানিবার আবশ্যক।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, আমি এখন সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত খুঁটীনাটী করিয়া বলিতে পারিব না, তবে আপনার যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, আপনি একে একে জিজ্ঞাসা করুন, আমি সরলভাবে উত্তর করি।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক। প্রথমে তুমি বল, তোমার স্বামী তোমাকে যুবরাজের হস্তে কিছু দিন পূর্ব্বে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়াছিল কি না?"

"হাঁ কাকা, তাহার তাড়নাতেই আমি সেই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই হতভাগার হাতে আমি দিবারাত্রি যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তা কাকা, আমি আপনাকে বলিয়া সুখী হইতে পারিব না। একমাত্র ঈশ্বরই তাহা জানিতেছেন। এমন অত্যাচার মানুষ মানুষের উপর করে না, স্ত্রীর উপর ত দূরের কথা। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলেই সে আমাকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, ভয় দেখাইয়া তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে আমাকে বাধ্য করে। আমিও ভয় পাই, ভয় পাইয়া তাহার আজ্ঞা পালন করি। আমি জানি, সে অনায়াসেই আমার বুকে ছুরী বসাইয়া দিতে পারে।

কখন কখন আমি তাহার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছি; তাহাতে তাহাকে যে রকম রাগিতে দেখিয়াছি, মানুষের এমন রাগ কখন দেখি নাই। আমার মন ভয়ানক বিদ্রোহী হইয়া উঠে, ঘৃণায় পূর্ণ হয়, কিন্তু উপায় নাই, অগত্যা আমি তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হই।"

"যুবরাজ একখানি কাগজ সহি করিয়াছিলেন, সে কি কাগজ, তুমি অবশ্যই জানো।"—মার্কুইস্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "জানি। গত জুন মাসের প্রথমে আমার হতভাগা স্বামী মাননীয় জর্জ মেক্‌টনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অন্যায় করিয়া গুলী করে, জর্জ মেক্‌টন তাহাতেই হত হন, যদি এই ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে, তাহাতে তাহার কঠোর দণ্ডলাভের আশঙ্কা আছে। ধরা পড়িবার ভয়ে আমার স্বামী কিছু দিন হইতে গা-ঢাকা দিয়া এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কত দিন এ ভাবে চলিবে? ইংলণ্ডে না আসিলে তাহার চলিবে না, তাই যাহাতে ফৌজদারীতে পড়িয়া দণ্ডলাভ না করে, এ জন্য কৌশল করিয়া যুবরাজকে আমাদের বাসায় ধরিয়া লইয়া যায়, সেখানে আমাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করে, আমি তাহার আদেশমত যুবরাজকে সেবায় সন্তুষ্ট করিয়া সেই নিষ্কৃতিপত্রে তাঁহার সহি করিয়া লইয়াছি।"

মার্কুইস্ আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিলাম। ওঃ! লোকটা কি বদমায়েসের ধাড়ী, কি মৎলববাজ, কি দুঃসাহসী! আচ্ছা, যে ডাকাতের দল আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে তোমার সেই পাজী স্বামীটারই দল বুঝি? যত বদলোকের সঙ্গেই তাহার সদ্ভাব। কিন্তু সে বাড়ীটার দেয়াল, জানালা, দুয়ার সব আগাগোড়া কালো পর্দ্দায় ঢাকা কেন?"

"আমরা জেনারেল বিচির বাড়ীতে ছিলাম। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এই বাড়ীতে জেনারেল সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যু হয়, সেই সময় খুব সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছিল। কালো পর্দ্দাগুলাও সেই সময় টাঙ্গান হয়, তাহার পর পর্দ্দাগুলি খুলিয়া এক কোণে জড়াইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা আমার স্বামীর দৃষ্টিপথে পড়ে। আপনি বুঝিয়াছেন, ফেরেব্বাজীতে সে অদ্বিতীয়, পাছে যুবরাজ বাড়ীঘরগুলা চিনিতে পারেন, পাছে কোন গোয়েন্দা তাঁহার উপদেশ অনুসারে কিছু সন্ধান পায়, এই ভয়ে হতভাগাটা ঘর-দরজা ঐ সকল কালো পর্দ্দা দিয়া একেবারে মুড়িয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আপনি যে যুবরাজের গাড়ীতে

থাকিবেন, আমার স্বামী এ কথা একবারও মনে করে নাই। যদি সে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত এ কাজ করিত না। পরে আমি যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন আমার মন ভয় ও অনুতাপে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পরে আমি এ কথাও জানিতে পারিলাম যে, হতভাগা আপনার উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে, আপনার টাকা-কড়ি লুঠ করিয়াছে, আপনার পকেট-বহি পর্য্যন্ত কাড়িয়া রাখিয়াছিল, টাকা আদায়ের চেষ্টাতেই ইহা করিয়াছিল।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আমি তোমার স্বামীকে কখন দেখি নাই, কাজেই সে যখন আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল, তখন তাহাকে চিনিতে পারি নাই। ছি ছি, তোমার স্বামী ডাকাত! যাক্, আক্ষেপ অনর্থক, তুমি তোমার কৃতকর্ম্মের ফলেই ফলভোগ করিয়াছ, তোমাকে আর তিরস্কার করিব না। আমার বোধ হয়, তুমিই আমার কাছে পকেট-বহি দিয়া তাহার মুক্তিপণ লইতে আসিয়াছিলে, এ কার্য্যেও তোমার স্বামীই বোধ করি, তোমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "হাঁ, সে আমাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল, যদি আমি বহি দিয়া নির্দ্দিষ্ট টাকা তাহাকে আনিয়া না দিই, তবে সে আমার বুকে ছুরী বসাইবে, না হয় পিস্তলের গুলী দিয়া আমার মাথার খুলী উড়াইয়া দিবে। পারে সে সব, তাই কাকা, আমি আপনার কাছে বহিখানি লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে বহি দিয়া তাহার চুক্তিমত টাকা আদায় করি, এত সাহস আমার হয় নাই, প্রাণ গেলেও আমি তাহা পারিতাম না। তাই আমি আপনার নিকট কিছু অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আপনি কোন দিনই আমার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই, সে দিনও রাখিলেন না। যত টাকা আমার স্বামীর দরকার, তাহাই চাহিলাম, আপনি যখন তাহা আনিবার জন্য কক্ষ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন, তখনই আমি উঠিয়া পকেট-বহিখানি আপনার ফুলের টবের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আপনি আমাকে যে টাকা দিলেন, তাহা আমার স্বামীর হস্তগত হইলে সে কিছু শান্ত হইল। সাধে কি বলিতেছি, আমার জীবন বড় কষ্টের জীবন?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "ফুলদানীর নীচে টবের মধ্যে আমার পকেট-বহি পাওয়াতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও তোমার উপর আমি সন্দেহ করিতে পারি নাই। আজ পর্য্যন্ত এ ব্যাপার আমার

কাছে ঘোর রহস্তজালে জড়িত ছিল, তোমার কাছে এ সকল কথা না শুনিলে এ রহস্যভেদ হইত না।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "আমি আপনাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে ঘৃণা করুন, আমাকে অপমান করুন, আপনার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দেন। আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধিনী, তাহার উপর মিথ্যাকথা বলিয়া আর সে অপরাধের গুরুত্ব বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। আমি বড়ই হতভাগিনী, আমার জীবনে ঘৃণা হইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে, কোন উপায়ে এ জীবনের ভার নামাইতে পারিলেই আমি বাঁচিতাম!"—আর্ণেষ্টিনা আবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মারকুইস্ সদয়ভাবে বলিলেন, "মা, আর কাঁদিও না। তোমাকে ব্যাকুল দেখিয়া আমার মনও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি আমি তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য—পিতৃব্যের কর্ত্তব্যপালন করিতাম, যদি রাগ না করিয়া তোমাকে ডিজার্টকে ত্যাগ করিয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবার জন্ত বাধ্য করিতাম, তাহা হইলে আজ তোমার এ কষ্টের কথা আমাকে শুনিতে হইত না, দোষ তোমার একার নহে, আমারও যথেষ্ট দোষ আছে। কিন্তু আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, তোমাকে যাহাতে খুসী করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব।"

আর্ণেষ্টিনা অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "কাকা, আমার প্রতি যে আপনার বড় দয়া, বড় অনুগ্রহ, তাহা কি আর জানি না, কিন্তু কি যে আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, আমি সেই হতভাগার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া, নিজেকে ভুলিয়া তাহার মতানুবর্ত্তী হইলাম। তাহার পরও ত কতবার আপনি আমাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আমি এতদিন আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি যে তাহার প্রেমে মুগ্ধ, তাহা নহে, আমার ভয়েরও বিশেষ—" সহসা আর্ণেষ্টিনা শিহরিয়া উঠিয়া চুপ করিলেন।

মারকুইস বুঝিলেন, আর্ণেষ্টিনা কোন কথা গোপন করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার হয় ত আরও কিছু রহস্য গুপ্ত আছে। তাই তিনি তাহা জানিবার জন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন, সস্নেহে বলিলেন, "বল মা, নির্ভয়ে সকল কথা বল, হয় ত আমি তোমার কিছু উপকার করিলেও করিতে পারি। ডিজার্ট কি ভয়ে তোমাকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে, তাহা আমার কাছে প্রকাশ করিতে কিছু বাধা আছে কি?"

"কাকা, সে অতি লজ্জার কথা—অতি কলঙ্কের কথা। আপনাকে সে কথা বলা যায় না, কাহাকেও বলা যায় না, কিন্তু আজ আর আমি আপনার নিকট কোন কথা লুকাইব না। আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আপনি চিকিৎসক, আমি রোগী। সকল কথা না জানিলে আপনি হয় ত প্রতীকার করিতে পারিবেন না, আমার উদ্ধারের সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন না।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর্ণেষ্টিনা চুপ করিলেন, যেন কথা বলি বলি করিয়াও মুখ দিয়া তাহা বাহির হইতেছে না।

মার্কুইস্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যতই কলঙ্কের কথা হউক, লজ্জার কথা হউক, খুলিয়া বল। না জানিলে কিরূপে প্রতীকার করিব? তোমার

লেডি আর্ণেষ্টিনা।

পিশাচ স্বামী কি জন্য তোমাকে ভীত রাখিয়াছে, তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া আমার একান্ত আবশ্যক, তাহা তোমার হিতের জন্যই আবশ্যক। আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।"

আর্ণেষ্টিনা মুখ অবনত করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "কি বলিব কাকা,

আমি আইনের চক্ষে অপরাধী, আমি এক জন পরপুরুষে অনুরক্ত ছিলাম, আমার স্বামী তাহার সহিত আমাকে এক শয্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়াছিল।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "আর্ণেষ্টিনা, আর শুনিতে চাহি না, আমি সব বুঝিয়াছি।"—স্নানের ঘরে যে খুন হইয়াছিল, সে সব কথা আর্ণেষ্টিনা তাঁহার পিতৃব্যকে আর বলিতে পারিলেন না।

কিছু কাল মৌন থাকিয়া মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্ণেষ্টিনা, তুমি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারিবে?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "ইচ্ছা সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু ভয় হয়, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে আমাকে কোন বিপদে ফেলিবে, হয় ত নানা কৌশলে নির্য্যাতন করিবে।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি বলিতে পার, এমন কোন সর্ত্ত তাহার সঙ্গে করা যাইতে পারে, যে সর্ত্তে সে তোমার উপর দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, আপনি তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ত সকল কথাই শুনিলেন, আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন, কি করিলে এ বিষয়ে তাহার সম্মতি পাওয়া যায়।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "হাঁ, বুঝিয়াছি, টাকা! টাকাকেই সে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে। তুমি তাহাকে বলিবে, সে যদি তোমার উপর আর কোন দাবী-দাওয়া না করে, তাহা হইলে সে ঘরে বসিয়া বার্ষিক পনের হাজার টাকা বৃত্তি পাইবে। আর সে ইংলণ্ডেও থাকিবে না, ইউরোপের অন্য কোন দেশে গিয়া বাস করিবে।

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া এ কথা তুলিব। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যদি সে পিশাচের কবল হইতে আমি মুক্তিলাভ করিতে পারি, তবে আপনার দয়াতেই তাহা সম্ভব হইবে, আমার কৃতজ্ঞতা মুখে প্রকাশ করিবার নহে। আজ আমি যাই, কাল-পরশু আবার আপনার সঙ্গে দেখা করিব।"

আর্ণেষ্টিনা সেই রাত্রেই মার্‌কুইস্ লেভিসনের অট্টালিকা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মার্‌কুইস্ সস্নেহে তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন। আজ মার্‌কুইসের হৃদয় এই পিতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীর দুঃখে ও বিপদে সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

সর্পিণী সহধর্ম্মিণী ও খুনে স্বামী !

রাত্রি একটার সময় আর্ণেষ্টিনা একখানি ভাড়াটে গাড়ীতে স্বামীর নিকট ফিরিলেন। মিঃ ব্রাডস্ তখনও বসিয়া বসিয়া তাঁহার পত্নীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি একাকী ছিলেন না, যে বন্ধুটিকে তিনি স্ত্রীর নিকট জোন্স নামে পরিচিত করিয়াছিলেন, সে তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। দরজার কড়া নাড়িবার শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্রাডস্ ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে ত ?"

আর্ণেষ্টিনা ঘৃণাভরে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হতভাগা !"—তাহার পর তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কথাটা ব্রাডসের কর্ণে পৌছে নাই বোধ হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছিলে, স্পষ্ট বল।"

আর্ণেষ্টিনা সে কথার কোন জবাব দিলেন না। স্বামীর হাত হইতে বাতীটা টানিয়া লইয়া ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এক গ্লাস জল ঢালিয়া তদ্দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন, মিঃ ব্রাডস্ 'ডিজার্ট' ভিন্ন আর কেহ নহেন। মিঃ ডিজার্ট স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া কি কি করিলে, আমি তাহার একটা হিসাব চাই।"

আর্ণেষ্টিনা সরোষে বলিলেন, "আর যদি হিসাব না দিই ?"

"না দেও, তুমি কি আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাও ?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "তোমার অনুগ্রহেরও আমি ধার ধারি না, নিগ্রহকেও গ্রাহ্য করি না, যাহা খুসী করিতে পার, আমার আর সহ্য হয় না।"

ডিজার্ট বলিল, "সহ্য যাহাতে হয়, তাহা আমি করিতেছি, মুষ্টিযোগ আমার কাছেই আছে।"—সে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্ত্রীকে প্রহারে উদ্যত হইল।

আর্ণেষ্টিনা টেবিল হইতে একখানা শাণিত ছুরী তুলিয়া লইয়া তাহা বাগা- ইয়া ধরিয়া বলিলেন, "সাবধান ! যদি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর, তবে এই

আমি তোমার বুকে বসাইয়া দিব। এ জন্য যদি কাল সকালে আমার ফাঁসী হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি!"

ডিক্সার্ট ভয়ে কয়েক পদ সরিয়া গিয়া বলিল, "তোমার হইল কি? এত রাগ কেন?"—তাহার পর সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তোমার যাহা বলিবার থাকে, বল। আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "অবশিষ্ট পাঁচ শত পাউণ্ড হস্তগত করিবার জন্য তোমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে,—নয়? কিন্তু সে গুড়ে বালি, আমি একটা টাকাও লইয়া আসি নাই।"

"তাহা হইলে তুমি বলিতে চাও, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাই?"—অবিশ্বাসভরে ডিক্সার্ট এই প্রশ্ন করিল।

ধীরস্বরে আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "হাঁ, দেখা হইয়াছে।"

"তবে কি সে তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলাইয়াছে, না শেষকালে সতীপনা করিয়া সব মাটী করিয়াছ? দেখিতেছি, তুমি সব পার।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "সোহো পল্লীতে সেই কুট্নী বেটীর বাড়ীতে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমার কাকা মার্কুইস্ অব্ লেভিসন।"

ডিক্সার্ট একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল;—বলিল, "বল কি? কি সর্ব্বনাশ, এত আশায় ছাই পড়িল? তা তুমি কি বলিলে? বলিলে না কেন, ভ্রমক্রমে তুমি সেখানে গিয়া পড়িয়াছ, তোমার কোন প্রকার অসাধু অভিপ্রায় ছিল না?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "না, আমি সে রকম কিছুই করি নাই, আমি আমার কাকার সঙ্গে তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম, সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অনেক কথা হইয়াছে; তিনি আমাকে তোমার সঙ্গে একটা রফা-নিষ্পত্তি করিতে বলিয়াছেন।"

"কি রকম, কি রকম?"

"তিনি তোমাকে প্রতি বৎসর পনের হাজার টাকা বৃত্তি দিবেন। তুমি ইংলণ্ড ছাড়িয়া ইউরোপের কোন দেশে গিয়া তাহা ভোগ করিবে।"

"এ ভাল কথা, কিন্তু হঠাৎ তিনি আমার প্রতি এতখানি সদয় হইয়া উঠিলেন কেন? কোন সর্ত্ত আছে?"

"হাঁ আছে। সর্ত্ত এই যে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।"

ডিজার্ট আবেগের সহিত বলিল, "তবে আমি এ চুক্তিতে রাজী নহি। এত অল্প লাভে আমি তোমাকে ছাড়িতে রাজী নই। বুঝিয়াছ প্রাণেশ্বরি?"--ডিজার্টের মুখ হাস্যে বিকশিত হইল।

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কিন্তু আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়া আসিয়াছি। আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আর আমি তোমার সংসারে থাকিব না, তোমার সহবাস আমার সম্পূর্ণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও নাই, এমন কি, আমি পরপুরুষকে পর্য্যন্ত ভজনা করিয়াছি, তাহাও তুমি জানো; কিন্তু এ জন্য তুমি আমাকে অপরাধী করিতে পার না। ভগবান্ জানেন, আমি আমার পাপের জন্য কি গুরুতর দণ্ডভোগ করিয়াছি; কিন্তু এ সকলের কারণ তুমিই। আমি যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম। সেই প্রেমের অনুরোধে আমি আমার বংশমর্য্যাদা, আত্মীয়স্বজন সকলই উপেক্ষা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই হৃদয়-ভরা অগাধ প্রেমের পরিবর্ত্তে পাইয়াছি কি?—তোমার নিদারুণ উপেক্ষা, অবজ্ঞা,তোমার ঘৃণা, তোমার অকথ্য অত্যাচার! তুমি এক দিনও স্নেহের চক্ষে আমার দিকে ফিরিয়া চাহ নাই, আমাকে আদর কর নাই, আমার কোন সাধ পূর্ণ কর নাই; তাই আমার নব-যৌবনের অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা-পরিতৃপ্তির জন্য আমি কুপথে গমন করিয়াছি। আমার হৃদয় দুর্ব্বল, প্রলোভনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। অবশেষে আমার অধঃপতন হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, সে জন্য আর নূতন করিয়া আক্ষেপ করিতে পারি না। তবে জানিয়া রাখো, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ, আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না।"

ডিজার্ট বলিল "বটে! তোমার ত বড় সাহস দেখিতেছি, কিন্তু তোমার এ সকল প্রলাপ আর আমি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিতেছি না। এ সকল কথার আমি কোনই জবাব দিব না। কেবল এইমাত্র বলি, তুচ্ছ পনের হাজার টাকার জন্য আমি তোমাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নই। যদি তুমি আমার অসম্মতিক্রমে তোমার কাকার আশ্রয় গ্রহণ কর, তবে সেই বুড়ার সঙ্গে আমার ভাল রকমই বুঝা-পড়া হইবে, তোমাকেও আমি এমন শাস্তি দিব যে, তোমাকে চিরজীবন পস্তাইতে হইবে। এখন চল, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, শুইতে যাই।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে শয়ন! তাহার শেষ হইয়াছে, সে আশা আর করিও না। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি, তোমায় সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না।"

ডিজার্ট সক্রোধে উঠিয়া বলিল, "দেখিতেছি, তুমি ক্ষেপিয়াছ, যদি ফের গোলমাল করিবে ত গোর খুঁড়িয়া তোমার উপপতির মৃতদেহ এখানে টানিয়া আনিব। তোমার কলঙ্কের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিব।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "আর সে ভয়ে আমি ভীত নই আমার মোহ ছুটিয়া গিয়াছে, তোমার কোন কার্য্যেই আমার সঙ্কল্প টলিবে না।"

ডিজার্ট বলিল, "বটে, এত দূর সাহস! উঠিয়া আমার সঙ্গে এসো, নতুবা তোমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব, আমাকে বুঝি এখনও চিনিতে পার নাই?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "খুব চিনিয়াছি, তুমি আমার কাছে আসিও না, যদি আইস, ভাল হইবে না, এখনই একটা খুনোখুনী হইয়া যাইবে, আমার জ্ঞান নাই।"

ডিজার্ট আবার চেয়ারে বসিল, বসিয়া ধীরভাবে বলিল, "দেখ, আমার কথা শোনো, এ রকম পাগ্‌লামী করিও না। তুমি খুব লম্বা বক্তৃতা দিয়াছ, এখন আমার কাছেও কিছু বক্তৃতা শ্রবণ কর। হে সুন্দরী কুলীনকন্যা! তোমার গুণের কথা কই। সব বোধ করি ভুলিয়া গিয়াছ। গত জুন মাসে হঠাৎ আমরা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইউরোপভ্রমণে যাই; প্যারিসে কিছু দিন বাস করাই আমাদের স্থির হয়। আমাদের ব্লাক-হিথের বাড়ীর সকল চাকর-বাকরকে ডিস্‌মিস্ করিয়া দিই, তাহার পর কার্য্যোপলক্ষে হঠাৎ আমাকে লণ্ডনে আসিতে হয়, তুমি প্যারিসেই বাস করিতে লাগিলে। তুমি আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবার জন্য আমার কতই সাধ্যসাধনা করিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে আমি সম্মত হই নাই,লণ্ডনে আসিয়া আমি আমার ব্লাক-হিথের বাগান-বাড়ীতে যাই। তুমি বলিয়াছিলে, সেখানে আমার যাওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে আমি ধরা পড়িয়া যাইব, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইব ইত্যাদি। তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমার মনে একটা কেমন সন্দেহ হয়, আমি বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সন্ধানের পর স্নানের ঘরে একটি মৃতদেহ আর এক-গাছি রেশমের সিঁড়ি দেখিতে পাই, মৃতদেহটি কার, তাহা বোধ করি, তুমি জানো।"

আর্ণেষ্টিনা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "আমি এ সকল কথা শুনিতে চাহি না, যথেষ্ট হইয়াছে।"

"না, যথেষ্ট হয় নাই, তুমি অঙ্গুরী হারাইয়াছ বলিয়া যে ছলে কৌশলে পুনঃ পুনঃ স্নানের ঘরে ঘুরিতেছিলে সে কথা কি মনে আছে? ভদ্রলোকের ছেলে তোমার প্রেমের দায়ে কি ভাবে মরিয়াছে, তাহা তুমি ভালই জানো। আমি সে কথা তোমার কাছে প্রকাশ করিলে তুমি তখন আমাকে কতই না অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলে, আমার হাত-পা ধরিয়া সাধ্যসাধনা করিয়াছিলে, চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছিলে, বুক চাপড়াইয়াছিলে। আমি কি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার উপপতিকে বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে আর সে দম আট্‌কাইয়া পটল তুলিয়াছে? না, সে রকম আমার স্বভাব নয়, আমি ত তোমাকে অনায়াসে পুলিসের হাতে সঁপিয়া দিতে পারিতাম, সমাজে তোমার কলঙ্ক প্রচার করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা কিছুই করি নাই। তবু তুমি বলিতেছ, আমি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি না? তোমার দোষে তোমার উপপতি মরিল, আর আমি তাহাকে টানিয়া গোর দিলাম, যদি গোর না দিতাম, তাহা হইলে আজ তুমি কোথায় থাকিতে? সব কথাই ত প্রকাশ হইয়া পড়িত। তখন ত তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তুমি আমার সকল আদেশ নতশিরে পালন করিবে। আমি বোকা নই, তখন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, তোমার রূপ আমি বিক্রয় করিব। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমার দারুণ অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ হইবে, সেই সঙ্কল্প অনুসারেই আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এখন রাগ কেন প্রাণেশ্বরি! যদি সম্বন্ধ ছাড়িতে চাও, সেই রকম টাকার যোগাড় কর। শুধু শুধু বার্ষিক পনের হাজার টাকা বৃত্তির যোগাড় করিয়া ছাড়িয়া চলিলে ত চলিবে না। অমন কত পনের হাজার এক রাত্রে তোমাকে দিয়া আমি উপার্জ্জন করিব। এমন রূপবতী মেয়েমানুষ আর এ রাজ্যে কয়টি আছে?"

আর্ণেষ্টিনা কোন কথা বলিলেন না, নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ডিজ্রার্ট বলিল, "কি, কথা কও না যে?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "কথা আর কি বলিব, আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিব না।"

"বটে?"

"হাঁ। যদি তুমি আমাকে খুনও কর, তবু আমার মৎলব পরিবর্ত্তিত হইবে না।"

"কিন্তু আজ রাত্রিটা—"

বাধা দিয়া আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "অগত্যা আমাকে এই বাড়ীতেই মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে। আমি আজ বড় পরিশ্রান্ত, অত্যন্ত কাতর না হইলে আজ এই রাত্রেই আমি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম। এখানে ফিরিয়া না আসিলেই দেখিতেছি ভাল করিতাম।"

ডিজার্ট বলিল, "আচ্ছা, তোমার যদি আপত্তি হয় ত আমি তোমার সঙ্গে এক কক্ষে থাকিতে চাহি না, ভিন্ন কক্ষেই আমি থাকিব; কিন্তু যদি তুমি তোমার সঙ্কল্পত্যাগে সম্মত না হও, কোথাও যাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিব।"

আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "আমিই অন্য কক্ষে চলিলাম। তোমার যাহা খুসী করিও।"—তিনি কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। ডিজার্ট উঠিয়া গিয়া সেই কক্ষের দরজার শিকল বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া মনে মনে বলিল, "বুড়া যদি বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চায়, তাহা হইলে এই সর্পিণীকে আমি ছাড়িয়া দিই। এ ক্রমেই আমার অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। উহাকে দিয়া বিশেষ কিছু উপার্জ্জনের প্রত্যাশাও দেখিতেছি না।"—নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ডিজার্ট ঘুমাইয়া পড়িল। তখন রাত্রি অধিক ছিল না।

রাত্রি তখন দুটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু আর্নেষ্টিনার চক্ষুতে নিদ্রা নাই, তিনি শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিয়া কেবল পরিত্রাণলাভের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প স্থির আছে, এখন উপায় স্থির করিতে পারিলেই হয়। তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে বন্দিনী, আধ ঘণ্টার জন্য সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে না পারিলে কোন উপায়ই করা হইবে না। যেমন করিয়াই হোক্, স্বামীর অজ্ঞাতসারে কক্ষ হইতে বাহির হইতে হইবে।

কক্ষে দীপ জলিতেছিল। আর্নেষ্টিনা উঠিয়া দরজাটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন;—দেখিলেন, দরজার সঙ্গে চৌকাঠ স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ। কি দিয়া স্ক্রু খুলিতে পারা যায়, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তিনি গৃহকক্ষে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার ছুরীখানির দিকে দৃষ্টি পতিত হইল, সেই ছুরী তিনি হাতে লইয়াই এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ছুরীর

ডগা দিয়া দরজার কয়েকটি স্কু খুলিয়া ফেলিলেন; অল্পক্ষণের চেষ্টাতেই দরজা খুলিতে পারিলেন।

দরজা খুলিয়া আর্ণেষ্টিনা আহারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দোয়াত ও কালী-কলম ছিল। সেখানে বসিয়া বাতীর আলোকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন,--

"মাননীয়

প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর--

(বো-ষ্ট্রীট।

মিঃ পল ডিজ্যাট লর্ড হারবার্টের গৃহে মাননীয় জর্জ্জ সেক্‌টনকে গুলী করিয়া মারেন। গত জুন মাসে এই ঘটনা হয়। করোনারের কোর্টে জুরীর বিচারে মিঃ ডিজ্যার্টের অপরাধ প্রতিপন্ন হয়, স্থির হয়,ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি নরহত্যা করিয়াছেন. তাঁহার উপর পুলিসের হুলিয়া বাহির হয়; কিন্তু পুলিস বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, তিনি পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া এখন ওয়াণ্ডস্‌-ওয়ার্থে জেনারেল বিচির বিচিম্যানর নামক কুঠীতে বাস করিতেছেন; 'ব্রাডস্‌' এই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আবশ্যক হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার জন্য কয়েকটি গুপ্তপথ আছে, অগ্রে সেই পথগুলি সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। লোকটি ভয়ানক ধূর্ত্ত। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছেন. এ কথা কিরূপে আপনাদের কর্ণগোচর হইল, ইহা আপনি কোনমতে তাঁহাকে জানিতে দিবেন না। তিনি যেন কদাচ এই পত্র দেখিতে না পান, পত্রখানিতে লেখকের নাম না থাকিলেও জানিবেন, ইহাতে যাহা লিখিত হইল, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।"

টম আণ্ডার-ডাউন নামক একটি বৃদ্ধ ভৃত্য সপরিবারে এখানে চাকরী করিত। পত্রখানি লেখা শেষ হইলে আর্ণেষ্টিনা তাহাদের গৃহদ্বারে আসিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধকে ডাকিয়া উঠাইলেন। বৃদ্ধ বিস্ময় দমন করিবার পূর্ব্বেই আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "দেখ. এই রাত্রেই তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে, এই পত্রখানি লইয়া অতি গোপনে লণ্ডনে যাইতে হইবে, কিন্তু খুব সকালেই আবার ফিরিয়া আসিবে, যেন তোমার মনিব জানিতে না পারেন যে, তুমি রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও গিয়াছিলে। এ কথা যেন কোনরূপে প্রকাশ না হয়।"

ভৃত্য কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন রাত্রি কত ?"

"তিনটা বাজিয়া গিয়াছে—তিনটা বাজিয়া পাঁচ সাত মিনিট হইয়াছে।"

"তাহা হইলে অনেক সময় আছে। তা পত্রখানি লণ্ডনে কোথায় কাহাকে দিতে হইবে ?"

"বো-ষ্ট্রীটের পুলিস-আফিসে যে চিঠির বাক্স আছে, সেই বাক্সের ফাঁক দিয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। কাহারও হাতে দিতে হইবে না।"—আর্ণেষ্টিনা এই উত্তর দিলেন।

"পুলিস-আফিস ?"—বৃদ্ধ যেন কিছু ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এই প্রশ্ন করিল।

"হাঁ, পুলিস-আফিসে। সে জন্য তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমাদের ইহাতে কোনই ক্ষতি হইবে না, বরং কিছু লাভ হইবে। এই দশখানি গিনী বকশীস লও।"

এক সঙ্গে দেড় শত টাকা বকশীস পাইয়া বৃদ্ধের আর কোন আপত্তি হইল না। সে তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়া লণ্ডন-অভিমুখে যাত্রা করিল।

আর্ণেষ্টিনা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরিলেন। তাঁহাদের অতিথিটা তখনও জাগিয়া আছে কি ? সে যে ঘরে ছিল, সে ঘরে তখনও আলো জলিতেছিল, আর্ণেষ্টিনা পর্দ্দার আড়াল হইতে একবার ভাল করিয়া চাহিলেন ;—দেখিলেন, সে বসিয়া বসিয়া মদ গিলিতেছে। হঠাৎ আর্ণেষ্টিনার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এ যে চেনা মুখ ! কি সর্ব্বনাশ ! যে ব্যক্তি তাঁহার মৃত উপপতিকে সমাহিত করিবার জন্য গোর খুঁড়িয়াছিল, এ যে সেই লোক !

চতুশ্চত্বারিংশ উল্লাস

অভিযুক্ত নরঘাতক ডিজার্ট !

উপপতির সমাধি-খননকারীকে চিনিতে পারিয়া আর্ণেষ্টিনা ক্ষণকালের জন্য অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট ভয়সূচক শব্দ উচ্চারিত হইল, কিন্তু পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে তিনি কম্পিত-পদে শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন; দরজায় স্ক্রু আঁটিয়া রুদ্ধ গৃহে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও অল্প-ক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইলেন।

সকালে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন ঘড়ী খুলিয়া আর্ণেষ্টিনা দেখিলেন, বেলা নটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া বাতায়নের কাছে আসিলেন; দেখিলেন, তাঁহার পত্রবাহক বৃদ্ধ অগুার-ডাউন নির্ভীকচিত্তে বাগানে কাজ করিতেছে। আর্ণেষ্টিনা ভাবিলেন, তাঁহার পত্রখানি হয় ত এতক্ষণ ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তগত হইয়াছে, কি ফল হয়, ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

আর্ণেষ্টিনা ভাবিলেন, সরলভাবে কাজ করিলে আর চলিবে না; এখন কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, চাতুর্য্যের সহায়তায় বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার প্রতি স্বামীর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না জন্মে, এমন ভাবে চলিতে হইবে, তাহা কঠিন হইলেও এখন তাহাই কর্ত্তব্য। তিনি স্থির করিলেন, স্বামীর সহিত যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করিবেন, এমন কি, তাহার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করিতে, তাহাকে আদর করিতে, তাহাকে যত্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে আর্ণেষ্টিনা প্রাভাতিক বেশভূষা শেষ করিলেন। ইতিমধ্যে ডিজার্ট কক্ষদ্বারে আসিয়া চাবী খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে আর্ণেষ্টিনার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, তাহার কঠোরতা-প্রদর্শন অনর্থক হয় নাই, আর্ণেষ্টিনা এক রাত্রের মধ্যেই সংশোধিত হইয়াছে; তাঁহার ভাব দেখিয়া বিনয় ও বশ্যতা প্রতীয়মান হইল।

ডিজ্রার্ট পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আর্ণেষ্টিনা, তুমি কি ঠিক করিলে, আমার সঙ্গে বিবাদই করিবে, না মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে?"

আর্ণেষ্টিনা মধুর-স্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বিবাদ করিয়া কয় দিন প্রাণ বাঁচিবে? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তোমার মতাবলম্বী হইয়া চলাই আমার কর্ত্তব্য, আমার সুখশান্তিলাভের তাহাই একমাত্র পথ, আর তোমার সঙ্গে বিবাদ করিব না।"

ডিজ্রার্ট বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া খুসী হইলাম। তোমার রাগ পড়িলে তুমি যে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে, তাহা আমি জানিতাম। আমাদের পরস্পরের সুখ-দুঃখ পরস্পরের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতেছে। কাহাকেও অসুখী করিয়া আমরা কেহ সুখী হইতে পারিব না। আমার কথা তোমার সত্য বলিয়া মনে হয় কি না?"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "হাঁ, তুমি যা বলিতেছ, তা খুব খাঁটি কথা, আমি প্রাণপণে তোমার উপদেশ অনুসারে কাজ করিব। তোমার হিতের জন্য আমার যাহা সাধ্য, তাহা করিতে কখন ত্রুটি করিব না।"

"কি সম্বন্ধে তুমি এ কথা বলিতেছ?"

"সকল সম্বন্ধেই। এই মনে কর, আইনের হস্ত হইতে তোমাকে বাঁচাইবার জন্য যুবরাজের নিকট হইতে আমি যে হুকুমনামা আদায় করিয়াছি, তাহা যদি আমাকেই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করিতে হয়।"

ডিজ্রার্ট খুসী হইয়া বলিল, "তা ঠিক কথা, সেখানি খুব সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।"

আর্ণেষ্টিনা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে বিপদে ফেলিয়া এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারি? কত কষ্টে আমি হুকুমনামাখানি বাহির করিয়াছি, ভাবিয়া দেখ দেখি। না, না, সত্যই আমার মনটা পাজী নয়; তবে কি জানো, আমার মেজাজটা বড়ই কড়া, হঠাৎ আমার রাগ হইয়া পড়ে। কাল রাত্রে আমি সোহো পল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলে যদি তুমি একটু নরমভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতে, তাহা হইলে হঠাৎ আমার এ রকম ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত না। মনে কর দেখি, মার্কুইস্ লেভিসনের কাছে—আমার কাকার কাছে আমি ধরা পড়িয়া কত দূর লজ্জিত হইয়াছি! আমার কি তখন মাথা ঠিক ছিল! আমি প্রায় পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

ডিজার্ট বলিল, "আমি তোমার প্রতি হঠাৎ কঠোর ব্যবহার করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছিলাম, স্বীকার করিতেছি। যাহা হউক, যাহা হইয়া গিয়াছে, সে জন্য দুঃখিত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই, ভবিষ্যতে যাহাতে আর কলহ না হয়, আমরা তাহাই করিব।"

চক্ষু মুছিয়া আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "আমারও তাহাই ইচ্ছা।"

তখন উভয়ে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। আর্ণেষ্টিনা স্বামীর প্রতি বড়ই যত্ন দেখাইতে লাগিলেন। স্বামীর মনের বেদনা তিনি প্রত্যেক কথায় ও কার্য্যে দূর করিয়া দিলেন। ডিজার্ট মনে মনে বড়ই খুসী হইল; ভাবিল, স্ত্রীলোকের উপর মধ্যে মধ্যে জুলুম না করিলে তাহারা সায়েস্তা হয় না।

আহারাদির পর আর্ণেষ্টিনা নীচে বেড়াইতে বেড়াইতে অণ্ডার-ডাউনকে দুই একটা কথা বলিবার সুবিধা করিয়া লইলেন। শুনিলেন, বৃদ্ধের হস্তে যে কার্য্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল, তাহা সে বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করিয়াছে। আর্ণেষ্টিনা তাহাকে বলিলেন, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে যেন কোন প্রকার উদ্বেগের ভাব প্রকাশ না করে। অতঃপর আর্ণেষ্টিনা ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন, তখন বেলা এগারোটা। তাঁহার স্বামী তখন সোফায় বসিয়া একখানি পুস্তকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া ছিল। আর্ণেষ্টিনা সূচিশিল্প আরম্ভ করিলেন এবং হাসিয়া হাসিয়া স্বামীর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন এমন সুখী পরিবার, এমন প্রেমিক-প্রেমিকা ধরাতলে অধিক নাই।

বারোটা বাজিয়াছে, এমন সময় বৃদ্ধ অণ্ডার-ডাউনের স্ত্রী ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ফ্রান্স হইতে এইমাত্র একটি ভদ্রলোক জেনারেল বিচির নিকট হইতে একখানি পত্র আনিয়াছেন। ভদ্রলোকটি মিঃ ব্রাডসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" কথা শুনিয়াই আর্ণেষ্টিনা সূচিকার্য্য বন্ধ করিয়া একবার সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বুঝিলেন, পরীক্ষা-কাল উপস্থিত। তাঁহার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, কষ্টে তিনি মনের ভাব দমন করিলেন। তাঁহার স্বামীকে তাঁহার উদ্বেলিত মনোভাব বুঝিতে দিলেন না।

ডিজার্ট তাহার পরিচারিকার কথা শুনিয়া বড় বিস্মিত হইল, তাহার মনে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল; বুঝিল, কোথাও কিছু গোলমাল বাধিয়াছে; কিন্তু তাহার মনে একবারও এ সন্দেহ হইল না যে, আর্ণেষ্টিনা তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার চক্রান্ত করিয়াছেন। পরিচারিকাকে সে জিজ্ঞাসা

করিল, "কি রকমের লোক? আমি বাড়ী আছি, এ কথা তাহাকে বলিয়াছিস্ না কি?"

পরিচারিকা বলিল, "আমি বলিয়াছি, তিনি বাড়ী আছেন কি না, আমি জানি না; আমি দেখিয়া না আসিলে বলিতে পারি না। লোকটি বেঁটে, দেখিয়া ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইল।"

ডিজার্ট জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল আর্ণেষ্টিনা লোকটার সঙ্গে দেখা করা উচিত কি?"—কথাটা সে ফরাসী ভাষায় বলিল।

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "তাই ত, কি কর্ত্তব্য, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি কি মনে কর?"

ডিজার্ট বলিল, "আমার সঙ্গে ত জেনারেল বিচির এমন কোন কথা থাকিতে পারে না, যে জন্য লোক পাঠাইবার আবশ্যক হয়। তাহার কিছু দরকার থাকিলে সে ত অনায়াসে পত্রেই সে কথা আমাকে লিখিতে পারিত। যাহা হউক, লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করাই যাক্। তুমি এক কাজ কর, যদি এ পুলিসেরই লোক হয়, তাহা হইলে তুমি তাহা বুঝিবামাত্র আমাদের শয়নকক্ষে গিয়া সেই হুকুমনামাখানি নিজের কাছে লইবে। আমাকে সত্যই যদি কেহ ধরিতে আইসে, তাহা হইলে সে যে সহজে ছাড়িবে, তাহা বোধ হয় না, হয় ত আমার ঘর খানাতল্লাসী করিয়া কাগজপত্রগুলিও বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। আবার আর একটা উপসর্গ আসিয়াও জুটিয়াছে।"

আর্ণেষ্টিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ?"

"জোন্স।"

আর্ণেষ্টিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাহার আর ভয় কি? সেও কি ফৌজদারীর আসামী?"

ডিজার্ট কি উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় পরিচারিকা সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ডিজার্ট তাহাকে দেখিয়া কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এ নিশ্চয়ই পুলিসের লোক।

লোকটি গৃহে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীরভাবে বলিল, "মিঃ ডিজার্ট, আমাকে আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইতেছে, সে জন্য আমি দুঃখিত হইতেছি। আপনি যদি বাধাদানের চেষ্টা করেন, তবে আপনার সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আমার অনুচরগণ এই বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিয়াছে।"

আর্ণেষ্টিনা রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীর ন্যায় ভঙ্গী সহকারে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া সরোদনে বলিলেন, "হা পরমেশ্বর! এ কি করিলে?" তিনি উভয় হস্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন।

ডিজার্ট বলিল, "প্রিয়তমে, তুমি কাতর হইও না। তুমি এখন এ কক্ষ হইতে যাও, আর—বুঝিয়াছ?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "হাঁ, লেডীটির এখন এ কক্ষ হইতে অন্যত্র যাওয়াই সঙ্গত।" ডাকহরকরা সাজিয়া তিনি একবার আর্ণেষ্টিনাকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, ছদ্মবেশে তাঁহাকে চিনিতে পারে, কাহার সাধ্য?

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "আপনি আমার স্বামীকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করিব?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তাঁহার যাইবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে, আমি পুলিসের লোক বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ভদ্রতার ক্রটি হইবে না।"

আর্ণেষ্টিনা ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, তাহার পর ডেস্ক খুলিয়া, মুক্তিপত্রখানি বাহির করিয়া নিজের জামার পকেটে রাখিলেন। সহসা তাঁহার বাহ্যিক ক্ষোভ ও উদ্বেগের ভাব অন্তর্হিত হইল, মুখে হাসি দেখা দিল, মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, 'কেমন চাতুরী করিয়াছি! হা, হা! হতভাগাটার মনে কোন সন্দেহই স্থান পায় নাই, তাহার জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় আমার হাতেই আছে, কিন্তু আমি তাহাকে বাচাইব না। যে ডুবিতে বসিয়াছে, সে ডুবুক, তাহা হইলে আমি উদ্ধার পাইব।'

কিয়ৎক্ষণ পরে আর্ণেষ্টিনা ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ স্যাম্‌সন্‌কে ডিজার্ট বলিল, "আমার স্ত্রীকে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই, তাহাতে বোধ করি, আপনার আপত্তি নাই?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "যাহা বলিবার হয়, এখানে বলিতে পারেন।"

ডিজার্ট তাহার স্ত্রীকে এক পাশে লইয়া গিয়া বলিল, "কাগজখানা পাইয়াছ ত?"

"হাঁ।"

ডিজার্ট বলিল, "উহারা বোধ করি, এ বাড়ী খানাতল্লাসী করিবে না। আর কেনই বা করিবে? উহারা আমাকে চায়, তা পাইয়াছে। এই লোকটাই বোধ হয় লরেন্স স্যাম্‌সন্, কেমন করিয়া যে এ আমার সন্ধান পাইল, তা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "হয় ত তোমাকে কোথাও বেড়াইতে দেখিয়া থাকিবে, তাই সন্ধানে সন্ধানে আসিয়াছে। এখন আমি কি করিব?"

"তুমি বোধ করি, একাকী এখানে থাকিতে প্রস্তুত নও?"

"না। ইহারা তোমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, তাহার কাছাকাছি কোথাও থাকিব।"

ডিজার্ট বলিল, "আমাকে লইয়া যাইবে নিউগেটের কারাগারে। ওঃ! সে ভয়ঙ্কর স্থান! তাহার নিকটে তোমার থাকিবার সুবিধা হইবে না। আমি বলি, তুমি আলবিমারল ষ্ট্রীটে তোমার কাকার বাড়ী যাও। এ অবস্থায় তোমার সেখানে যাওয়া ভালই হইবে। বিশেষতঃ তোমার কাকার বাড়ীতে যুবরাজ সর্ব্বদাই আসেন, সেখানে তুমি অনায়াসেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অঙ্গীকারটিকে আরও দৃঢ় করিয়া লওয়াই সঙ্গত. কৌশলে পড়িয়া তিনি যে অঙ্গীকার-পত্রে সই করিয়াছেন, স্পষ্ট তাঁহাকে তাহাতে রাজী করিতে পারিলেই ভাল হয়।"

ডিজার্ট বলিল, "সে ত খুবই ভাল হয়।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "সে জন্য তুমি চিন্তা করিও না, তোমার জন্য আমি সকল কষ্ট স্বীকারেই প্রস্তুত আছি; এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ নই, তোমার জন্য আমি সব করিব।"

"তাহা হইলে তুমি তোমার কাকার বাড়ীতেই যাও। কয়েক সপ্তাহ-মধ্যেই আমি মুক্তিলাভ করিব, তখন তুমি দেখিবে, আমি অকৃতজ্ঞ নই।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "হাঁ, কয়েক সপ্তাহমধ্যেই তুমি নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবে। তাহার কলকাঠী আমার হাতেই।"

"তবে আজই চলিয়া যাও। আর এক কথা, ঐ জোন্স লোকটার সঙ্গে তোমার দেখা করিবার দরকার নাই, অণ্ডার-ডাউনকে দিয়া তাহাকে আমার বিপদের কথা জানাইও।"

আর্ণেষ্টিনা বলিলেন, "তাহাই করিব, আমি একখানা গাড়ী ডাকাইয়া আজই কাকার বাড়ী যাইতেছি। কাল তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

"হাঁ, তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিব। এখন বল, তুমি আমার দোষের জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়াছ ত?"

"তুমি? তুমি ক্ষমা করিয়াছ?"

"নিশ্চয়ই, এসো এখন বিদায় গ্রহণ করি।"—স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া ডিক্সার্ট মিঃ স্যাম্‌সনের সহিত গৃহত্যাগ করিল। দাসদাসীগণকে পুরস্কৃত করিয়া একখানা গাড়ী আনাইয়া আর্ণেষ্টিনা ইহার অল্পকাল পরেই পিতৃব্যের গৃহে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ উল্লাস

রাজকুমারী সোফিয়ার প্রেতাত্মা দর্শন।

পিকাডিলীর একটি সুবিস্তীর্ণ সৌধের একটি সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে তিন জন বসিয়া ছিলেন ;—লর্ড ও লেডী ফ্লোরিমেল এবং লেডীর ভগিনীকন্যা মিস্ ফ্লোরেন্স ইটন।

লর্ড ফ্লোরিমেলের বয়স এখন ৪১।৪২ হইবে। তিনি সুপুরুষ, দেহ ঈষৎ ক্ষীণ ; কিছু খর্ব্বাকৃতি।

লেডী ফ্লোরিমেলের নাম পলিন্, তাঁহার বয়স আটত্রিশের অধিক নহে। তিনি অতি সুন্দরী, চেহারা দেখিয়া নবযুবতী বলিয়াই ভ্রম হয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং তাঁহার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

লেডী ফ্লোরিমেলের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অক্টেভিয়ার সহিত মাননীয় আর্থর ইটনের বিবাহ হইয়াছিল। আর্থর ইটন তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর লর্ড মার্চ্চ-মণ্ট নামে পরিচিত হন। পিতার জমীদারী ও উপাধি পাইয়া তিনি অধিক দিন তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই, যৌবনকালে তিনি দেহের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে অকালে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর উপাধি-ধারণের জন্য বংশে আর কেহ রহিল না, বিষয় এক দূর-জ্ঞাতি লাভ করিল। ব্যাঙ্কে যে টাকাকড়ি ছিল, তাহাতেই লেডী মার্চ্চমণ্টের ব্যয়সংকুলান হইতে লাগিল। তাঁহার সুশীলা সুন্দরী কন্যাই তাঁহার সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মেয়েটিকে সুশিক্ষিতা ও তাঁহার মনোমত পাত্রে সমর্পিতা দেখিয়া সুখী হইবেন ; কিন্তু সে সুখও তাঁহার ভাগ্যে ছিল না. স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহারও মৃত্যু হইল।

ফ্লোরেন্সের বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। অনাথা বালিকা মাসীর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার নিকট মায়ের স্নেহ ও আদর লাভ করিল। মাসীর সন্তানাদি ছিল না, সে তাঁহার কন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল।—এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, ফ্লোরেন্সের বয়স এখন উনিশ বৎসর। ফ্লোরেন্স

বড় সুন্দরী, তাঁহাকে দেখিলেই মনে পবিত্রভাবের সঞ্চার হয়, যেন সে কোন বিখ্যাত চিত্রকরের একখানি সুন্দর চিত্র, কোথাও কোন খুঁত নাই।

প্রথম-যৌবনে লর্ড ফ্লোরিমেলের কিঞ্চিৎ লাম্পট্য-দোষ ঘটিয়াছিল,—কোন্ বড়লোকের ছেলেরই বা না ঘটে, কিন্তু বিবাহের পর তিনি সামলাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমে তাঁহার হৃদয় শীতল হইয়াছিল, পলিনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়াছিল, পলিন্ সাধ্বী, স্বামীকে কেমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার মত গুণবতী রমণী সম্ভ্রান্ত-গৃহে বড় দুর্ল্লভ। এত গুণ ছিল বলিয়াই তিনি স্বামীকে সুখী করিতে ও সৎপথে ফিরাইতে পারিয়াছিলেন। লেডী ফ্লোরিমেল রাজপরিবারে বড় মিশিতেন না, রাজকীয় বলনাচ, পানভোজনেও তাঁহার গতিবিধি ছিল না, তিনি এই সকল ফ্যাসানের দল হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। তাহার একটু কারণও ছিল, বিবাহের পূর্ব্বে পলিনের দিদি অক্টেভিয়া যুবরাজের দৃষ্টিপথে পড়িয়া যান, তাহাতে তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছিল—পলিন্ও একবার যুবরাজের চক্রান্তে পড়েন, কিন্তু অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিয়া দূরে দূরে বাস করিতেছিলেন।

রাজকুমারী সোফিয়ার সঙ্গে পলিনের বড় ভাব ছিল। তাই রাজকুমারী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। মিস্ ফ্লোরেন্সকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন, রাজকুমারী তাঁহার সহোদর যুবরাজের কীর্ত্তি জানিতেন, পলিনের দিদির প্রতি তাঁহার ব্যবহারও তিনি উত্তমরূপ অবগত ছিলেন, তাই ভুলিয়াও তিনি পলিনের সম্মুখে যুবরাজের নাম করিতেন না।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন বেলা চারি ঘটিকার সময় রাজকুমারী সোফিয়া পলিনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাজকুমারী পলিনের সমবয়স্কা, তাঁহার বয়স আটত্রিশের অধিক নহে। তিনিও বড় সুন্দরী, তাহার উপর পরিচ্ছদের অপূর্ব্ব বাহার। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হয়, তিনি বড় কামুকী। বস্তুতঃ তৃতীয় জর্জ্জের পরিবারস্থ অধিকাংশ যুবতীরই এই ভাবটি বড় প্রবল ছিল।

অন্যান্য কথার পর রাজকুমারী লেডী ফ্লোরিমেলকে জানাইলেন, তাঁহার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে। লর্ড ফ্লোরিমেল এই কথা শুনিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমারী তাঁহার সখীকে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই,-আজ

উনিশ বৎসর কি তাহার কিছু অধিকও হইবে, এজওয়ার রোডের যে গৃহে তুমি ও তোমার দিদি বাস করিতে, সেই গৃহে আমার একটি পুত্র জন্মে। পলিন্, তোমার বোধ করি স্মরণ থাকিতে পারে আমার সন্তানকে জন্মমাত্রেই থরষ্টন নামক একজন ডাক্তারকে দেওয়া হয়! সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আমি আমার সন্তানের কোন অনুসন্ধানই করি নাই। ইহাতে মনে করিও না যে আমার হৃদয়ে স্নেহ-মমতা নাই, তাহার কথা ভাবিয়া আমার মনের মধ্যে নিশিদিন যে কি আগুন জ্বলিতেছে, তাহা দেখাইবার হইলে তোমাকে দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু লজ্জা ও কলঙ্কভয়ে আমাকে মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে।"—রাজকন্যা বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

স্বপ্নাবস্থায় রাজকুমারী সোফিয়ার কবরভূমিতে ভ্রমণ।

চক্ষু মুছিয়া রাজকন্যা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "কাল রাত্রে আমি একটা বড় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমার মনে হইল, আমি গীর্জ্জার কাছে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কেন এমন স্বপ্ন দেখিলাম, বলিতে পারি না। তখন রাত্রি অনেক, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ, কেবল মধ্যাকাশ হইতে চন্দ্রের কিরণে

চরাচর তুষারধবলিত বোধ হইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একখানি শিলাখণ্ডের উপর বিশ্রাম করিতে বসিলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল,শুভ্রবেশ-ধারিণী কোন রমণী আমার দিকে চাহিয়া স্থির-দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছে। সেই চাহনীতে আমি শিহরিয়া উঠিলাম! মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে আমার কাছে সরিয়া সরিয়া আসিতে লাগিল। আমার খুব কাছে আসিলে, তাহার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে অপসৃত হইল; মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম;—সে মুখ আমার হতভাগিনী মৃত-ভগিনী কুমারী এমিলিয়ার! পলিন্, তুমি জানো, আমি আমার দিদিকে কত ভালবাসিতাম। আমরা আমাদের গুপ্তকথা কোন দিন পরস্পরের নিকট গোপন করি নাই। দিদি জানিত, আমি কাহার প্রণয়ে মুগ্ধ; আমার শিশুপুত্রের কে পিতা! আমিও জানিতাম, দিদি কাহার নিকট সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিয়াছেন।"

পলিন্ সবিস্ময়ে রাজপুত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। কারণ, তিনি এমিলিয়াকে সাধ্বী বলিয়াই জানিতেন; এমিলিয়াও যে গোপনে উপপতিতে আসক্ত ছিলেন, তাহা এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

রাজকন্যা বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, আমার দিদি তাহার প্রিয়তমকে বড়ই ভালবাসিতেন; সে প্রেম গভীর, তাহা উন্মাদনাপূর্ণ, তাহা উদ্দীপনাময়। প্রিয়তম-সংসর্গে তাহারও গর্ভ হয়, তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন; পুত্রটি জন্মের পরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদের পিতামাতা গুপ্ত কথা জানিতে পারেন; ঘৃণা ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া দিদি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন, সেই পীড়াই তাঁহার কাল হইল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিকারঘোরে দিদি আমার কলঙ্কের কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলেন; আমিও যে পরপুরুষে অনুরাগিণী এবং অসতী, তাহা পিতামাতা তাঁহার মুখেই শুনিতে পান। মা ও বাবা আমাদের বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন, আমরা তাঁহাদের কুলে কালি দিয়াছি, আমরা দুজনেই মদনাহত হইয়া সতীত্ব-ধন বিসর্জ্জন করিয়াছি, তখন তাঁহাদের দুঃখের ও লজ্জার সীমা রহিল না। মৃত্যুশয্যায় দিদির ভয়ঙ্কর বিকারের কথা কোন দিন ভুলিব না।"—রাজকন্যা বস্ত্রাঞ্চলে পুনর্ব্বার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। বাষ্পবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন;—

"কিন্তু আমি আমার শোচনীয় কাহিনী সংক্ষেপে শেষ করি। আমার

দিদির প্রেতাত্মা কিরূপে কাল হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। আমি আমার পুত্রের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি নাই বলিয়া, তিনি আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। যদিও তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে তথাপি সে সকল কথা আমি তোমাকে যথাযথভাবে বলিতে পারিব না। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখো, আমি দিদির প্রেতাত্মার মুখে শুনিয়াছি, আমার সেই পুত্র এখনও জীবিত আছে, সেই পুত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সকল কথা শুনিয়াই আসিতেছিলাম, কতক্ষণ পরে আমি কথা কহিবার শক্তি লাভ করিলাম; কাঁদিয়া দিদির প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তিনি এখন কেমন আছেন, যেথানে গিয়াছেন, সেখানে গিয়া সুখী হইয়াছেন কি না?' দিদি তাঁহার বুকের কাপড় খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, সেখানে নীল বর্ণের অগ্নি জ্বলিতেছে, সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে, তাহা চিরস্থায়ী, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার মুখে কি কাতরতা, কি যন্ত্রণার ভাব পরিব্যক্ত দেখিলাম, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার কথা নহে। তিনি বলিলেন, 'স্বর্গ ধনীদিগের জন্য নহে, ধনিগণের সেখানে প্রবেশের অধিকার নাই, পৃথিবীতে যাহারা অতি দীন—দরিদ্র—হতভাগ্য, তাহাদেরই বিধাতা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন।' আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বড় ভয় পাইলাম, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, নিজের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বড় আকুল হইলাম। এ পৃথিবী কয় দিনের জন্য? তাহার পরই ত সব শেষ হইবে, তখন কি অনন্তকালব্যাপী যন্ত্রণার মধ্যে কালযাপন করিতে হইবে? হায়! আমি পাপিষ্ঠা, বড় হতভাগিনী, সুখ বলিয়া যাহা মনে করিয়াছি, তাহা ছায়ামাত্র। মরীচিকার পশ্চাতে চিরজীবন ধাবিত হইয়াছি। ভাবিতে ভাবিতে বোধ হইল, দিদির প্রেতাত্মা ধীরে ধীরে আমার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সব স্বপ্নের ন্যায় মনে হইতে লাগিল; কিন্তু স্বপ্ন নহে, আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। জাগিয়া দেখি, শয্যা ঘর্ম্মে ভিজিয়া গিয়াছে।"

লেডী ফ্লোরিমেল বলিলেন, "স্বপ্নটি অতি ভয়ানক বটে; কিন্তু তথাপি ইহা স্বপ্নমাত্র। কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি এই স্বপ্ন-বিবরণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবেন।"

রাজকুমারী বলিলেন, "না না, এ স্বপ্ন ভুলিবার নহে, আমি কখনই ইহা

ভুলিতে পারিব না, ইহা আমার চিত্তে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তুমি বোধ হয় জানো, আমার দিদির মৃত্যুর পর হইতে বাবার উন্মাদলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অসতীত্বের পরিচয় পাইয়াই বাবা পাগল হইয়াছেন, তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। আমি সত্যই বড় অপরাধিনী এ পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই, স্বপ্নটি দেখিবার পর হইতে আমার মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। ভগবানের অভিশাপ বুঝি আমার মস্তকে নিপতিত হইয়াছে।"

লেডী ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আপনি ক্ষোভ করিবেন না, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।"

রাজকুমারী বলিলেন, "আমার ছেলেটির এখন সন্ধান করা আবশ্যক, তাহাই আমার প্রথম কর্তব্য, যতক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি না হইতেছে, ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। আমার পুত্রের সন্ধান হইলে, আমি যে তাহার মা, তাহা আমি কোন মতে তাহাকে জানিতে দিব না, কিন্তু গোপনে তাহার সাহায্য করিব। সে বড় হতভাগ্য, হয় ত কত কষ্টে—কত অভাবে সংসারে দিনপাত করিতেছে, আমি তাহার সকল কষ্ট—সকল অভাবের মোচন করিব। তুমি আমার সাহায্যে সম্মত আছ কি?"

লেডী ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আমার যতটুকু সাধ্য, আপনার জন্য তাহা করিব। আপনার পুত্রের জন্মের পর তাহাকে ডাক্তার থবুষ্টনের হাতে সমর্পণ করা হয়, ডাক্তার থবুষ্টন অজ্ঞাত লোক নহেন; মে-ফেয়ারে তিনি বাস করেন, তাহা আমি জানি; চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি; আমার সঙ্গে তাঁহার জানাশুনাও আছে; তবে বহুদিন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নাই। যাহা হউক, যত শীঘ্র সম্ভব, আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

রাজকুমারী সোফিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার গুপ্তকথা যেন তিনি কোন-মতে জানিতে না পারেন। তবে তিনি তাহা জানেন কি না—তাহা আমি জ্ঞাত নহি। হয় ত জানিতেও পারেন, যদি না জানেন, তবে তাহা তাঁহাকে জানাইও না। তিনি আমাকে দেখিয়াছেন, মিসেস্ মরডণ্ট নামে পরিচয় দিয়া আমি তোমাদের এজওয়ার রোডের বাড়ীতে গোপনে আমার অবৈধ-প্রণয়-সম্ভূত সন্তানকে প্রসব করিয়াছিলাম। সে সময় তিনি আমার ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন, তবে আমি রাজকুমারী সোফিয়া, ইহা তিনি জ্ঞাত আছেন কি না, বলিতে পারি না।"

লেডী ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না যদি এ রহস্য তাঁহার অবিদিত থাকে, তবে আমি ঘুণাক্ষরেও সে কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব না; কিন্তু এ কথা একজনমাত্র এ পৃথিবীতে জানেন। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনার প্রণয়-রহস্য তাঁহার নিকট আমি গোপন করিতে পারি নাই, পৃথিবীতে আমার কিছুই তাঁহার নিকট গোপন করিবার নাই। তিনি আমার স্বামী।"

রাজকুমারী বলিলেন, "পলিন্, তুমি পতিসোহাগিনী, স্বামিপ্রেমে তুমি ধন্য হইয়াছ, আমি তোমার ত্রুটি গ্রহণ করিব না। এ জন্য আমি তোমার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই। হায়! দুর্ভাগিনী আমি, আমি যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবসিয়াছিলাম, যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইত, যদি আমি তাঁহাকে স্বামিরূপে পাইতাম, তাহা হইলে আমিও তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিতাম না; কিন্তু তোমার স্বামী অন্য কাহারও নিকট আমার গুপ্তপ্রেমের রহস্যভেদ করেন নাই ত?"

পলিন্ বলিলেন, "না না, তিনি তেমন তরল-প্রকৃতির লোক নহেন, তাঁহার মুখ হইতে এ কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি শুনিতে পায় নাই; কখন পাইবে না, তাহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন।"

রাজকুমারী বলিলেন, "পলিন্, তুমি ভাগ্যবতী এমন গুণবান্ স্বামী লাভ করিয়াছ। আমি কি দুর্ভাগিনী, দুর্ভাগ্যক্রমে রাজপরিবারে জন্মিয়াছি, কেবল ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে,— কেবল বেশভূষায় রূপের ঝলকে লোকের চক্ষু ধাঁধিতেই—আমাদের জন্ম! লোকে আমাদের পূজা করে, আমাদের তোষামোদ করে, আদর করে; কিন্তু তাহাতে কি আমার ক্ষুধিত, অপরিতৃপ্ত নারীহৃদয় পরিতৃপ্ত হয়? না, তাহা হওয়া সম্ভব? আমার চিত্ত নিশি-দিন কেবল অশান্তিভরে হা হা করিতেছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত গর্ব্ব, এত প্রতাপ, সকলই ছায়ার মত মনে হয়। প্রেম ত রমণীর চির-সম্বল—রাজ-মুকুটের ছায়া তাহাকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। তাই রাজকুমারী হইলেও আমাদের পতন হইয়াছে, আমরা প্রেমে মজিয়া সতীত্ব বিক্রয় করিয়াছি। প্রথমে আমার দিদির কথা বলি। হানা লাইটফুট নাম্নী এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নাম শুনিয়া থাকিবে, আমার পিতা ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার ঔরসে হানা লাইট-ফুটের গর্ভে এক সন্তান হয়। ঘটনাক্রমে সেই সন্তানটি জন্মের অব্যবহিত

পরে এক জন ব্যারণের হস্তগত হয়. তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ছেলেটিকে নিজের পুত্র বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করেন। ক্রমে সেই শিশুই উত্তরকালে তাঁহা-দের বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড নামে পরিচিত হয়। এই সার রিচার্ড ষ্টামফোর্ড কিছু দিন পরে আমার দিদি এমিলিয়ার প্রণয়ভাজন হন। দিদি জানিতেন না যে, তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতাই তাঁহার প্রণয়পাত্র। তাই দিদি তাহার হস্তে ধর্ম্ম বিক্রয় করেন, দিদির গর্ভে তাঁহার ঔরসে এক পুত্র জন্মে; জন্মমাত্র পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভগবান্ বুঝি এত পাপ সহ্য করিতে পারিলেন না।"

"ভ্রাতার ঔরসে ভগিনীর গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছিল?" পলিন্ শিহরিয়া উঠিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাটা বোধ হয়, তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

রাজকুমারী বলিলেন, "হাঁ, এ কথা মিথ্যা নহে। হায়! যদি ইহা মিথ্যা হইত!—এ সকল কথা আমি যখন চিন্তা করি, তখন আমি পাগলের মত হইয়া যাই।"

লেডী ক্লোরিমেল বলিলেন, "আপনি অসুখী; কিন্তু আপনি যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছেন। আশা করি, ভগবান্ আপনাকে দয়া করিবেন। আপনি শান্ত হউন, আমি আপনার পুত্রের সন্ধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

"পলিন্! ভগিনি! তুমি আমার দেহে প্রাণ দিলে। কি আর বলিব, পরমেশ্বর তোমাকে চিরসুখী করুন। তুমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া যাহা জানিতে পার, তাহা আমাকে লিখিও।"

লেডী ক্লোরিমেল সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন, তখন রাজকন্যা তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া অপেক্ষাকৃত সংযত ও শান্তচিত্তে লর্ড ক্লোরিমেলের গৃহ ত্যাগ করিলেন। লেডী ক্লোরিমেল রাজকন্যাকে বিদায় দিয়া এই ভীষণ রহস্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভ্রাতার সহিত ভগিনীর ব্যভিচার! কি লজ্জার, কি ঘৃণার কথা! পৃথিবীতে কি ধর্ম্ম নাই!—কেবল পিশাচের প্রেতকীর্ত্তি?

ষট্‌চত্বারিংশ উল্লাস

ঊনবিংশ বর্ষের পূর্ব্বকাহিনী!

পরদিন বেলা প্রায় একটার সময় ডাক্তার থর্‌ষ্টন মে-ফেয়ারস্থ সুবৃহৎ অট্টালিকায় বসিয়া তাঁহার বন্ধু ডাক্তার কোপিয়াসের সহিত গল্প করিতেছিলেন। ডাক্তার-পত্নী কি একটা কাজে তখন বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় ভৃত্য সংবাদ দিল, 'লেডী ফ্লোরিমেল হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।'

ডাক্তার কোপিয়াস কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বিদায় হইলেন। ডাক্তার থর্‌ষ্টন বলিলেন, "লেডী ফ্লোরিমেল, হাঁ হাঁ, মনে পড়িয়াছে, এজওয়ার রোডে তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে বাস করিতেন, আচ্ছা—" ডাক্তার উঠিয়া লেডীর অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। সম্মুখে লেডী ফ্লোরিমেলকে দেখিয়া তিনি প্রসন্ন-হাস্যে বলিলেন, "অনেক দিন পরে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম।" উভয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

লেডী ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ডাক্তার থর্‌ষ্টন, বহুদিন পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। বিশেষ দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, আমার আগমনের সহিত এমন একটি ঘটনার সম্বন্ধ আছে, যে ঘটনার কথা সম্ভবত এত দিনেও আপনি বিস্মৃত হন নাই।

ডাক্তার বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিয়াছি।"—ডাক্তার মস্তক অবনত করিলেন।

পলিন্ বলিলেন, "তবে আর বেশী বলিতে হইবে না। ডাক্তার থর্‌ষ্টন, সে কি এখনও জীবিত আছে?"

ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "লেডী ফ্লোরিমেল, সেই বালক এখনও জীবিত আছে কি না, এ সম্বন্ধে ঠিক সংবাদ আমি আপনাকে দিতে পারিতেছি না, বাঁচিয়া থাকিলে সে এত দিনে অনেক বড় হইয়াছে।"

লেডী ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ বুঝিলাম না। যাহার রক্ষণাবেক্ষণভার আপনার হস্তে সমর্পিত হয়, সে জীবিত আছে তাহা আপনি জানেন না বলিতেছেন, এ কিরূপ কথা হইল?"

ডাক্তার বলিলেন, "তবে সব কথা ধীরভাবে শুনুন, না শুনিয়া আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন কিরূপে? বালকটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি লইয়াছিলাম সত্য, পরমেশ্বর জানেন, কর্ত্তব্যপালনে কোন দিন আমি ক্রটি করি নাই, কিন্তু কিছু দিন পরে শিশুটি চুরী যায়।"

পলিন্ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, সবিস্ময়ে বলিলেন, "চুরী গিয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! সেই শিশুর জননী এখন তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিবার জন্ত বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে, রাজকুমারী সোফিয়া? আমি পরে জানিতে পারিয়াছি, রাজকুমারী সোফিয়াই এই সন্তানের জননী, কারণ মিসেস্ মরডণ্ট ও রাজকুমারী যে একজনই, তাহা যে দিন রাজোত্মানে তাঁহাকে গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে দেখি, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম।"

পলিন্ ধীরস্বরে বলিলেন, "আপনি যে কথা সত্য বলিয়া জানেন, আমি তাহা অস্বীকার করিতে চাহি না। দেখিতেছি, এ গুপ্ত রহস্ত আপনার অজ্ঞাত নহে, আশা করি, আপনার ন্তায় প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তি এ কথা গোপনেই রাখিয়াছেন; আমি আপনার নিকট সকল কথা শুনিতে পাইব বলিয়াই আসিয়াছি,—ছেলেটি কিরূপে চুরী গেল, জানিতে চাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "শিশুটি আমার হস্তে সমর্পিত হইবার কয়েক মাস পরে ধাত্রী তাহাকে লইয়া হাইডপার্কে বেড়াইতে গিয়াছিল, একটা পশুবৎ চেহারার দুর্দ্দান্ত লোক ও একটি বালক তাহাকে সেখান হইতে চুরী করিয়া লইয়া যায়। লোকটি সে সময় বলিয়াছিল এ ছেলেটিকে সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপকর্ম্ম করিতে শিখাইবার জন্তই চুরী করিতেছে। কয়েক বৎসর পাপকর্ম্মে যথারীতি শিক্ষা দেওয়ার পর যখন দেখা যাইবে, সে আর কোন দুষ্কর্ম্মেই পরাঙ্মুখ নহে, তাহার হৃদয় হইতে মনুষ্যত্বের সামান্ত চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন সে তাহাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। সেই দিন হইতে সে বালকের আর কোন সংবাদ পাই নাই।"

লেডী ফ্লোরিমেল ডাক্তারের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; আবেগের সহিত বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়, আপনি অতি অদ্ভুত, অতি ভয়ানক কথা বলিতেছেন যে! যদি শৈশবেই তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইতাম, তাহা হইলেও ত আমি এত ব্যথিত ও চিন্তিত হইতাম না।"

ডাক্তার বলিলেন, "সেই নরপিশাচ শিশুটিকে আমার সন্তান-বিবেচনা

করিয়াই চুরী করিয়াছিল, কারণ, আমার প্রতি কোন বিশেষ কারণে তাহার বড় রাগ ছিল। সে সকল কথা আপনাকে বলিবার কোন আবশ্যক দেখি না। আমি পুলিসে সংবাদ দিয়াছিলাম, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে শিশুটির আকার-প্রকারের পরিচয় দিয়া হাজার হাজার হাণ্ডবিল বিলিও করিয়াছিলাম। বলিতে কি, তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ের ক্রটি করি নাই; কিন্তু সকলই বৃথা হইয়াছে। আমি যে এ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণও আপনাকে দেখাইতে পারি।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার তাঁহার ডেক্সের ভিতর হইতে একখানি পুরাতন হাণ্ডবিল বাহির করিয়া লেডী ফ্লোরিমেলের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া পলিন্ বুঝিলেন, ডাক্তারের কথা সত্য, হাণ্ডবিল ১৭৯৫খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মুদ্রিত হয়।

লেডী ফ্লোরিমেল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ চিন্তার পর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমি করি কি? আমি এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিব? বালকের মাকে ত এই দুঃসংবাদ দেওয়া যায় না; মিথ্যা কথাই বা বলি কি করিয়া? ডাক্তার থর্ষ্টন, আপনি এ বিষয়ে কি পরামর্শ দেন?"

ডাক্তার বিষণ্নভাবে বলিলেন, "আমি আপনাকে যে কি সৎপরামর্শ দিই, তাহা তো ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি ভাবিয়াছি, বালকটির সন্ধানের জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা করিব। এখন সেটা করিলে হয় ত কিছু সুফলও ফলিতে পারে; কারণ, আজকাল লণ্ডন-পুলিসে একজন গোয়েন্দা আসিয়াছেন, তাঁহার মত অসাধারণ বুদ্ধিমান্, কার্য্যতৎপর, গোয়েন্দা-কার্য্যে নিপুণ ব্যক্তি আর কখন লণ্ডন-পুলিসে আসেন নাই। সেই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ স্যাম্সন্। তিনি অতি সজ্জন, পুলিসের লোক হইলেও তাঁহাকে কেহ যে উৎকোচ দিয়া কাজ নষ্ট করিবে, এমন লোক তিনি নহেন; তাঁহার সততার প্রতি আমার অসাধারণ বিশ্বাস। আমার আশা আছে, তাঁহাকে দিয়া কার্য্যোদ্ধার হইলেও হইতে পারে। গুপ্তরহস্যভেদে তিনি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার উপর হয় ত এই কাজের ভার দিব মনে করিয়াছি।"

লেডী ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, সেই অপহৃত শিশুর জননী যে রাজকুমারী সোফিয়া, এ কথা বোধ করি, সেই গোয়েন্দাটির কাছে প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইবে না?"

ডাক্তার বলিলেন, “না, নিশ্চয়ই নয়। আমি তাঁহাকে বলিব, সে ছেলে আমার। যদি সেই ছেলেকে পুনরায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি পনের হাজার টাকা পুরস্কার দিতেও সম্মত হইব।”

পলিন্ বলিলেন, “আপনার এই যুক্তিই আমার কাছে অতিশয় সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। আমি রাজকন্যাকে এ সম্বন্ধে সকল কথা বলিব, কেবল চোর যে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল, সে কথাটা গোপন করিব।”

ডাক্তার বলিলেন, “আমি এখনই বো ষ্ট্রীটে মিঃ স্যাম্সনের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।”

এই কথা শুনিয়া লেডী ফ্লোরিমেল ডাক্তারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ উল্লাস

ভাক্ত ধার্ম্মিক—সোনায় সোহাগা।

পাঠককে এইবার লম্বার্ড ষ্ট্রীটে নিকোলাস লেনে এক কুসীদজীবীর দোকানে উপস্থিত হইতে হইবে। আমাদের এ সমাজ-চিত্র, সমাজের সকল অংশই ইহাতে চিত্রিত দেখিবেন।

কুসীদজীবীর নাম মিঃ এমারসন্। দোকানের সম্মুখে কাষ্ঠফলকে রঙ দিয়া তাহার নাম অঙ্কিত ছিল।

মিঃ এমারসনের আফিস-ঘরটি সুন্দর, সুসজ্জিত, চিত্র-বহুল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেই কক্ষে তিনি একখানি টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট, টেবিলটি কাগজে পূর্ণ। পাশে আর একটা ছোট টেবিলে নানাজাতীয় মদ্য।

মিঃ এমারসনের বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার আড়ম্বর থাকিলেও তিনি সুপুরুষ নহেন।

মিঃ এমারসন্ একে টোরী, তাহার উপর ধনবান্; একে সোনা, তাহার উপর সোহাগা। সুতরাং সমাজে তিনি খুব মান্যগণ্য ব্যক্তি। তিনি যে কত লোকের শোণিত শোষণ করিয়া নিজের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে সমাজে কাহারও মুখে কোন দিন একটা কথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি বড় ধার্ম্মিক, দেশের আইনের তিনি সুখ্যাতি করিতেন, ধর্ম্মের কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইত; কিন্তু অতি বড় সুদখোর ইহুদীও তাঁহার অপেক্ষা অধিক সহৃদয় সন্দেহ নাই। অনিন্দ্যসুন্দর নিরপেক্ষ ব্যবহারে তাঁহার ব্যবসা সুশৃঙ্খলরূপেই চলিতেছিল।

মিঃ এমারসনের আফিসঘরের সম্মুখে দুটি যুবক বসিয়া ছিল;—একটি তাঁহার কেরাণী, অন্যটি ভৃত্য। কেরাণীটির বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ, যুবকের চেহারা সুন্দর; পরিচ্ছদও ভদ্রোচিত। যুবক এখনও বিবাহ করে নাই, গৃহে সপ্তদশবর্ষবয়স্কা সুন্দরী যুবতী ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। ভাই-ভগিনীতে বড় ভাব. ভগিনীর ভ্রাতৃগত প্রাণ, ভাইটিরও ভগিনীর প্রতি বড় স্নেহ। ইহাঁরা দু'জনে বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হয়, একটি গৃহস্থের বাড়ীর দুটি কুঠরী ভাড়া লইয়া ভাই-ভগিনীতে বাস করিত, বাড়ীর সকলে তাহাদিগকে বড়ই স্নেহের চক্ষে

দেখিত, তাহাদের গুণে সকলেই মুগ্ধ হইত। ভ্রাতার বেতনের উপরই উভয়ের জীবিকা নির্ভর ছিল। মিঃ এমার্‌সন সপ্তাহে পনের টাকামাত্র তাঁহার কেরাণীর বেতন দিতেন, লণ্ডনের মত স্থানে সাপ্তাহিক পনের টাকায় দুজন লোকের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে, কাজেই ভগিনীকে সূচিকার্য্য ও শিল্পকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জনে ভ্রাতার সহায়তা করিতে হইত। পরিচ্ছদাদি সে নিজেই নির্ম্মাণ করিত।

বালক ভৃত্যটি মিঃ এমার্‌সনের কাছে সপ্তাহে সাঁপাচ টাকা (সাত সিলিং) বেতন পাইত; কিন্তু তাহাকেও খুব সাজসজ্জা করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-ভাবে থাকিতে হইত, নতুবা মিঃ এমার্‌সনের সম্ভ্রম বজায় থাকিত না। চাকর বেচারার সাঁপাচ টাকা বেতন তাহার পরিচ্ছদেই ব্যয় হইয়া যাইত।

কেরাণীর নাম থিয়োডোর ভেরিয়াল। একদিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় মিঃ এমার্‌সন্ কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "মিঃ ভেরিয়ালকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

কেরাণী ভেরিয়াল কথামত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে মিঃ এমার্‌সন্ বলিলেন, "দরজা বন্ধ করিয়া দাও।"

দরজা বন্ধ হইলে মিঃ এমার্‌সন্ ক্ষুধিত সর্পের ন্যায় তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার কেরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মিঃ ভেরিয়াল, দেখিতেছি, তোমার হিসাবে ভুল রহিয়াছে, ভুল হইবার কারণ কি, আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

ভেরিয়াল কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভুল বাহির হইয়াছে? কি রকম ভুল, দেখি।"

মিঃ এমার্‌সন্ সক্রভঙ্গীতে বলিলেন, "হাঁ, ভুল, একটা ভুল নহে, অনেক গুলি ভুল। অনেক টাকার তহবিল গরমিল হইয়াছে দেখিতেছি। গড়ে সপ্তাহে তিন চারি পাউণ্ড হিসাবে গরমিল। আমি প্রায়ই এইরূপ গরমিল দেখিতেছি।"

ভেরিয়াল বলিল, "মহাশয়, কি রকম করিয়া যে ভুল হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, টাকাগুলির জন্য যদি আপনি আমাকে দায়ী করেন, তাহা হইলে আমি যেমন করিয়া পারি, তাহা শোধ করিব।"

মিঃ এমার্‌সন্ বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। তিন মাস ধরিয়া ক্রমাগত নিয়ম বাঁধিয়া এই ভাবে তহবিল গরমিল হইতেছে দেখিয়া পূর্ব্ব

তিন মাসের কাগজপত্রও আমি পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসেরও পরীক্ষা করিয়াছি—”

কথা শেষ না হইতে হইতেই যুবক হতাশভাবে দুই তিন পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহার পর পড়িতে পড়িতে যেন তাহার প্রভুর চেয়ারে বাধিয়া আট্‌কাইয়া গেল।

মিঃ এমার্‌সন্‌ বলিতে লাগিলেন, “মিঃ ভেরিয়াল, ব্যাপার কি, বল দেখি! এক বৎসর হইতে তোমার ক্রমাগতই তহবিল গরমিল হইতেছে, চব্বিশ পঁচিশ পাউণ্ড গরমিল ধরা পড়িয়াছে। তুমি হয় ত প্রমাণ করিতে চাহিবে, ইহা দৈবক্রমে সংঘটিত ভুল; কিন্তু আমি প্রমাণ করিতে পারি, ইহা ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা, তুমি তহবিল ভাঙ্গিয়াছ। পাঁচ বৎসর তুমি আমার চাকরী করিতেছ, সব হিসাব ভাল করিয়া দেখা হয় নাই; সুতরাং ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, কত টাকার তহবিল তছরুপাত করিয়াছ।”

যুবক অধীরভাবে বলিল, “মহাশয়, মাপ করুন, আমাকে মার্জ্জনা করুন।”

মিঃ এমার্‌সন্‌ বলিলেন, “ওঃ! তাহা হইলে তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ, এ তোমার ভ্রম নহে?”

থিয়োডোর কাতরভাবে বলিল, “মহাশয়, আমি মিথ্যাকথা বলিয়া আমার অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমি সত্যই অপরাধী, আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।”

মিঃ এমার্‌সন্‌ বলিলেন, “স্বীকার করিতেছ, তুমি আমার তহবিল তছরুপ করিয়াছ। উত্তম, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের এ দেশে আইন পরের সম্পত্তিরক্ষা-বিষয়ে বড় কড়া, সুন্দর আইন। চুরী করিয়া আইনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড় কঠিন, বিশেষতঃ যদি চুরী হাতে-কলমে প্রমাণ হইয়া যায়, তবে চোরের দণ্ড অপরিহার্য্য। এমন সুন্দর আইন না হইলে কি চোরের হাতে ভদ্রলোকের ধনসম্পত্তি রক্ষা পাইত? কি বল মিঃ থিয়োডোর ভেরিয়াল?” মিঃ এমার্‌সনের স্বর বিদ্রূপপূর্ণ।

থিয়োডোর অধিকতর কাতরভাবে বলিল, “মহাশয়, আমাকে মারিবেন না, আমাকে কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিবেন না; দোহাই আপনার, আমি অতি গরীব, আমার হাত দিয়া আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে; তন্মধ্যে অল্পটাকাই তহবিলে গরমিল হইয়াছে।”

মিঃ এমার্‌সন্‌ বলিলেন, “কি চমৎকার যুক্তিই বাহির করিয়াছ! চোরকে

আবার বিশ্বাস কি, তাহাকে দয়া করিয়াই বা লাভ কি? যে এক পয়সা চুরী করে, সুবিধা পাইলে সে যে এক টাকা চুরী করিবে না, তাহার কি কোনও প্রমাণ আছে? আমার উপর পরমেশ্বরের বড় দয়া, তাই এত অল্প টাকা চুরী হইতেই তোমার কীর্ত্তি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।"

থিয়োডোর বলিল, "মহাশয়, দয়া করিয়া আমার গুটিকত কথায় কর্ণপাত করুন। আপনি আমার সকল কথা না শুনিয়া এমন নির্দ্দয় হইবেন না। আমি আপনার তহবিল তছরুপ করিয়া থাকিলেও আমি লোভের বশে যে তাহা করিয়াছি, এমন মনে করিবেন না। গত বৎসর শীতকালে আমার ছোট ভগিনীটি হঠাৎ বড় পীড়িত হইয়া পড়ে, তাহার চিকিৎসার জন্য আমার টাকার বড় দরকার হয়, তাই আমি যৎসামান্য কিছু ভাঙ্গিয়াছিলাম, আমি অমিতব্যয়ী নহি, তথাপি আমার ভগিনীর পীড়ার সময় আমার সামান্য আয়ে কিছুতেই আমি ব্যয়সংকুলান করিতে পারি নাই। হায়! আজ যদি আমার ভগিনী আমার এই লজ্জা ও কলঙ্কের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে নিজেকেই অপরাধী বলিয়া মনে করিবে; দুঃখে কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; শতবার সে মৃত্যু প্রার্থনা করিবে। তাহার পীড়ার সময় আমি অনাহারে থাকিয়া তাহার চিকিৎসাব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছি, কিন্তু সে জন্য কোন দিন কাতরতা প্রকাশ করি নাই। কোন দিন এক টুক্‌রা রুটী খাইয়াছি, কোন দিন তাহাও জোটে নাই; ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছি, বন্ধু-গৃহে খাইয়া আসিয়াছি। কত কষ্টে যে দিন গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, বাধ্য হইয়া আমি আপনার অর্থের যৎসামান্য কিছু লইয়াছি। ভয়ে আপনার নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে পারি নাই, আপনি এখন সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন, এই অসহায় দরিদ্র ভৃত্যের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমাকে নষ্ট করিবেন না।"

এমাবৃসন্ বলিলেন, "দয়া করিব? চোরকে দয়া করিলে কি ব্যবসা-বাণিজ্য চলে? আইন আছে কি জন্য? নিশ্চয়ই নহে।"

ভেরিয়াল বলিল, "দয়া করুন, দয়ার অপেক্ষা উচ্চধর্ম্ম আর কিছুই নাই, সভ্যতার ইহা অলঙ্কার।"

এমাবৃসন্ বলিলেন, "কিন্তু সমাজ? সমাজ ত রক্ষা করিতে হইবে, সমাজের কাছে ত আমাদের দায়িত্ব আছে। কর্ত্তব্যপালন করিতেই হইবে। তবে কথা কি না, তুমি কি বলিতেছিলে, তোমার ভগিনীর কথা? সে দিন সে

তোমার কাছে একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল না? তাহার শরীর ত বেশ সারিয়া গিয়াছে।"

ভেরিয়াল বলিল, "হাঁ, শরীর কতকটা সারিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সে তাহার পূর্ব্বলাবণ্য ফিরিয়া পায় নাই, দৌর্ব্বল্য এখনও দূর হয় নাই। আপনি বোধ হয়, তাহাকে দেখিয়াছেন?"

এমাব্‌সন্ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগিনীর নামটি কি?"

"এরিএডনি।"

"ওঃ! এ যে দেখিতেছি পৌরাণিক নাম! দেখিতেও সুন্দরী বটে, স্বভাবটিও বেশ নরম বলিয়াই বোধ হইল।"

থিয়োডোর ভেরিয়ালের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতেছিল, সে বলিল, "আপনি তাহাকে দয়া করুন। আহা! হতভাগিনী পিতৃমাতৃহীনা! আমার উপরই সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, আমার সর্ব্বনাশ করিলে সে অনাথিনী হইবে, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। আমার অপমানের কথা শুনিলে আর সে বাঁচিবে না, তাহাকে আপনি রক্ষা করুন!"

এমাব্‌সন্ বলিলেন, "কিন্তু এ সকল কথা আগে ভাব নাই কেন? তুমি কি জানো না, তুমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছ, তাহার ফল কিরূপ বিষময় হইতে পারে?"

"হাঁ, ভাবিয়াছি; কিন্তু ভাবিয়া এখন আর কোন ফল নাই, আপনার অনুগ্রহই আমার একমাত্র ভরসা।"

এমাব্‌সন্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "তুমি জানো, আমি ইচ্ছা করিলে এখনই কন্‌ষ্টেবল ডাকিতে পারি। কন্‌ষ্টেবল এখনই তোমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহার পর আর কি,—বিচারে জেল! শাস্তি খুব কঠিনই হইবে। সেখানেই শেষ নহে, জেলখানা হইতে বাহির হইয়া তুমি যে আর কোথাও চাকরী পাইবে, সে আশাও নাই, মুটেগিরী ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম জুটিবে না, আর তোমার ভগিনী সুন্দরী এরিএডনিকে হয় পথে দাঁড়াইতে হইবে, না হয়, কোন শ্রমাগারে চাকরীর চেষ্টায় প্রবেশ করিতে হইবে—বড়ই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!"

ভেরিয়াল ক্ষোভে দুঃখে উভয় হস্ত নিপীড়ন করিয়া বলিল, "ক্ষান্ত হউন মহাশয়, আমার কাছে আর এ সকল ভয়ানক কথা বলিবেন না, এ অসহ্য! পরমেশ্বরের দিব্য, আমাকে রক্ষা করুন। আপনার মঙ্গল হইবে, আমি আপনার

পায়ে পরিতেছি!"—ভেরিয়াল তাহার প্রভুর পদতলে জানু নত করিয়া বসিয়া পড়িল।

এমারসন্ বলিলেন, "আঃ! এ রকম ব্যাকুল হইয়া কি ফল? তুমি বলিতেছ, তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে, তা আমি পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে।"

"কি সর্ত্ত, বলুন, আপনার আদেশপালনে আমি ক্রটি করিব না।"

এমারসন্ একটু কাসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, "সর্ত্ত এই যে, তোমার ভগিনীটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, আমি তাহাকে সুখে রাখিব, তুমিও মুক্তি লাভ করিবে।"

ভেরিয়াল একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সক্রোধে বলিল, "নরাধম!"—তাহার পর স্বর খাটো করিয়া বলিল, "না না, আপনি নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন কিংবা আপনি কি বলিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক শুনিতে পাই নাই।"

এমারসন্ সক্রোধে বলিলেন, "চোরের সঙ্গে পরিহাস করা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, আমার যাহা অভিপ্রায়,তাহাই তোমাকে বলিয়াছি, তুমিও ঠিকই শুনি-য়াছ। শোনো, তোমার পক্ষে দুই পথ মুক্ত, হয় তোমার ভগিনীকে আমার ভোগের জন্য দান কর, না হয় জেলে যাও, অন্য কোন পথ নাই।"

ভেরিয়াল অনেকক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল, তাহার পর বলিল, "মহাশয়, জানিতাম, আপনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আপনার মুখে এমন কথা শুনিলাম, এ যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

এমারসন্ বলিলেন, "তোমার প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তিতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি অধার্ম্মিক, তাহা তোমাকে কে বলিল? স্ত্রীলোক ভোগের জন্য, ভোগের সামগ্রী ভোগ করিলে কিছু পাপ হয় না। আমি যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিতেছি, কিন্তু যদি তুমি জেলে যাওয়াই প্রার্থনীয় মনে কর, তবে এ সময়ও পাইবে না।"

ভেরিয়াল বলিল, "আচ্ছা,আমাকে আপাততঃ কিছু সময় দিন,আমি কর্ত্তব্য স্থির করি।"

ভেরিয়াল সেই কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলে কিছুক্ষণ পরে আর্ল কর্জ্জন সুদখোর এমারসনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

আর্ল কর্জ্জন কিছু ভূমিকা করিয়া দুই এক কথার পর বলিলেন, "দেখ মিঃ এমারসন্, আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারিবে?"

এমারসন্ বলিলেন, "টাকা?—টাকার অভাব কি? আমার কাজই ত ঐ,—কেবল ভদ্রলোকের উপকার করা। তা কত টাকার দরকার, বলুন।"

"না, এমন বেশী কি—এই হাজার ত্রিশ টাকা মাত্র।"

এমারসন্ বলিলেন, "ত্রি-শ হা-জা-র! কত দিনের জন্য আর কি বন্দোবস্তে ঐ টাকা লইবেন? কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখিবেন কি?"

আর্‌ল কর্জ্জন বলিলেন, "তা কেন—তা কেন? আমি হ্যাণ্ডনোট দিব। যত শীঘ্র পারি, টাকা পরিশোধ করিব। ছয় মাসের মধ্যেই দেনা পরিশোধ করিব।"

এমারসন্ বলিলেন, "তা হইতে পারে, কিন্তু আপনার হ্যাণ্ডনোটের উপর নির্ভর করিয়া এত টাকা কি করিয়া দিই? আপনি এ পর্য্যন্ত অনেক হ্যাণ্ড-নোটে বহু টাকা ঋণ করিয়াছেন।"

আর্‌ল বলিলেন, "মিথ্যাকথা, হ্যাণ্ডনোট দিয়া আমি টাকা কর্জ্জ করি নাই বলিলেই চলে।"

এমারসন্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়? ঠিক মনে করুন দেখি, আপনি কোন বন্ধুর উপকারের জন্য কয়েকখানি হ্যাণ্ডনোট করিয়াছেন কি না?"

"না, নিশ্চয়ই না।"

"যদি ঐরূপ হ্যাণ্ডনোট দুই চারিখানি বাহির হয়?"

"নিশ্চয়ই বাহির হইবে না; হইলে তাহা জাল।"

এমারসন্ কয়েক মুহূর্ত্ত গুম্ভিতভাবে রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি হ্যাণ্ডনোট লিখুন, আমি আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকার চেক দিতেছি, সুদ কিন্তু পাঁচ হাজার।"

আর্‌ল বলিলেন, "তুমি বল কি? ছয় মাসের জন্য পঁচিশ হাজার টাকায় পাঁচ হাজার সুদ? না, আমি এত উচ্চহারে সুদ দিয়া এই সামান্য টাকা কর্জ্জ করিতে চাই না, অন্যত্র ইহা অপেক্ষা অনেক কম সুদে টাকা পাওয়া যাইবে।"

এমারসন্ বলিলেন, "তবে অন্য স্থানে কম সুদেই টাকা লইবেন।"

আর্‌ল উঠিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, গুডমর্ণিং!"

আর্‌ল চলিয়া যান দেখিয়া এমারসন্ বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি কত সুদ দিয়া এ টাকা লইতে পারেন?"

"ছয় মাসের জন্য ত্রিশ হাজার টাকায় বড় জোর তিন হাজার টাকা দিতে পারি। তাহার অপেক্ষা এক পয়সাও অধিক নহে।"

এমারসন্ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাহাতেই রাজী, কিছু ঠকা হইল, কি করি? আপনার মত এত বড় মানী লোকটাকে অমনি ফিরাইতে কষ্ট হইতেছে। আপনাদের মত মহতের উপকার করিতে পারিলে কি আর মশায় আমি কখন পশ্চাৎপদ হই? বসুন আপনি, দেন, সাতাইশ হাজার টাকারই হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেন।"

হ্যাণ্ডনোট লেখা শেষ হইলে এমারসন্ সেখানি লোহার সিন্দুকে রাখিতে গেলেন, একখান খাতার ভিতর হইতে আরও কয়েকখানি হ্যাণ্ডনোট বাহির করিলেন, তাহার পর ঐখানির সঙ্গে সেগুলি মিশাইয়া দিয়া বলিলেন, "কাউণ্টের কথা ত ঠিকই, এ যে সত্যই জাল। আচ্ছা!"

চেক লইয়া আরূল কর্জ্জন সেই কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র সেখানে কর্ণেল মালপাসের শুভাগমন হইল। কর্ণেল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি এমারসন্?"

এমারসন্ বলিলেন, "বিশেষ খবর কিছু দেখিতেছি না। আপাততঃ খবর এই যে, আরূল কর্জ্জন আসিয়াছিলেন, এইমাত্র গিয়াছেন।"

"আরূল কর্জ্জন কেন আসিয়াছিলেন?"

"যে জন্য আপনি আসেন, সেই জন্য, টাকা,—টাকা,—টাকা! টাকা ভিন্ন আর অন্য কোন্ দরকারে লোক আমার কাছে আসিবে? তবে কেহ কেহ টাকাটা শোধ দেবার চেষ্টায় থাকে, আবার কেহ বা জাল হ্যাণ্ডনোট আনিয়া দাঁও মারিবার চেষ্টায় থাকে।"

কর্ণেল মালপাস বলিলেন, "জাল হ্যাণ্ডনোট? জাল হ্যাণ্ডনোটও কি তোমার হাতে আসিয়া পড়ে না কি? সে ত বড় বিপদের কথা, সে রকম হ্যাণ্ডনোট আসিলে কি কর?"

"যদি সে গরীব হয়, যদি বুঝি, তাহার কাছে এক পয়সাও আদায় হইবার আশা নাই, তাহা হইলে তাহাকে জেলে পাঠাইয়া লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত করি; আর যদি সে ধনবান্ হয়, তাহা হইলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়া ছাড়িয়া দিই, টাকা ফেরত দিলে আর কোন গোলমাল করি না।"

"বাঃ!—তোমার ত বড় দয়া। এ রকম করাই ভাল, অনর্থক ফৌজদারীর হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া বড় ঝকমারির কাজ।"

এমারসন্ বলিলেন, "ঝকমারি বলিয়াই আমি ঐ পথে যাইতে চাহি না।

আপনার বিরুদ্ধেও আমি ফৌজদারী করিতে ইচ্ছুক নহি, টাকাগুলি আপনি দিয়া ফেলুন।”

কর্ণেল বলিলেন, “তুমি বলিতে চাও কি?”

এমারসন্ লাল হইয়া বলিলেন, “আমি বলিতে চাই, আপনি আরল কর্জ্জনের যে হ্যাণ্ডনোটগুলি আমার কাছে বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়াছেন, সেই সকল হ্যাণ্ডনোট জাল। আপনার কাছে পঁচাত্তর হাজার টাকা পাইব, জাল হ্যাণ্ডনোট রাখিয়া এ টাকা আপনার কাছে ফেলিয়া রাখিবার আমার সাধ্য নাই।”

‘জাল হ্যাণ্ডনোট! মিঃ এমারসন্, তুমি মুখ সামাল করিয়া কথা বলিও। আমার কাছে চালাকী করিও না। আরল কর্জ্জন কি বলিতে পারে, সে সকল সহি তাহার নহে?”

এমারসন্ বলিলেন, “আরল কর্জ্জন কেন, যে কেহ বলিতে পারে, এ দুই সহি একজনের হাতের নহে।”

এমারসন্ আরল কর্জ্জনের স্বাক্ষরিত হ্যাণ্ডনোট ও মালপাস-প্রদত্ত হ্যাণ্ড-নোটগুলি সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া কর্ণেলের সম্মুখে রাখিল।

মালপাস স্বাক্ষর মিলাইয়া দেখিলেন, স্বাক্ষরে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাঁহার মুখ চূণ হইয়া গেল, তিনি মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “তাই ত, একটু তফাতই দেখিতেছি বটে, কিন্তু ইহার ত কোন কারণ ঠাহর করিতে পারিতেছি না। তুমি কি কর্জ্জনকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ?”

“না, আমি বলি নাই, তবে আমি তাঁহার মুখে শুনিলাম, কেহ কেহ তাঁহার কাছে টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে আপনিও একজন; কিন্তু কাহাকেও তিনি টাকা দেন নাই।”

কর্ণেল বলিলেন, “তা ঠিক কথা। তবে হ্যাণ্ডনোটের কথা স্বতন্ত্র।”

এমারসন্ বলিলেন, “বুঝিতেছি, হ্যাণ্ডনোটও তিনি দেন নাই, আপনি কি করিয়া এই জাল হ্যাণ্ডনোট সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে বুঝিবারও বিশেষ দরকার নাই। আমি এখনই লর্ড মেয়রের কাছে গিয়া এগুলি ফেলিয়া দিয়া আসি। তিনি আছেন, আইন আছে, উকীল-ব্যারিষ্টার আছে এবং নিউগেটের জেলখানাও আছে, কাজ চুকিতে গোল হইবে না।”

কর্ণেল বলিলেন, “এমারসন্, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি

তোমাকে জাল হ্যাণ্ডনোট দিয়াছি? অ্যাঁ, তাহা কি সম্ভব? আমি প্রতারিত হইয়াছি,—না, না!"

এমারসন্ বলিলেন, "আদালতে উপস্থিত না হইলে আর এ সমস্যার বিচার হইবে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এই আসল হ্যাণ্ডনোটখানির স্বাক্ষরের সঙ্গে এই স্বাক্ষরগুলি মিলাইলে কিছু তফাৎ দেখা যায় কি না?"

"হাঁ, অনেকখানি তফাৎ! কি বলিব আমার যে বুদ্ধিলোপের উপক্রম হইল!"

এমারসন্ বলিলেন, "আপনার এখন হঠাৎ বুদ্ধিলোপ পাইলে ত চলিতেছে না। হয় টাকা আনিয়া এই জাল হ্যাণ্ডনোটগুলি লইয়া যান, না হয় আদালতে জালের আসামী হউন।—আপনি এ সকল হ্যাণ্ডনোট নিশ্চয়ই আবুল কর্জ্জনের কাছে পান নাই, তবে কোথায় পাইলেন, আমি জানিতে চাই।"

"মিঃ এমারসন্, আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছে; হায়, আমি প্রতারিত, এখন আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। আগে একটি লোকের সঙ্গে আমাকে দেখা করিতে হইবে।"

এমারসন্ বলিলেন, "একটি লোকের সঙ্গে দেখা করিবার নাম করিয়া আপনি যে একবারে সাগর ডিঙ্গাইবেন, সে কিছুতেই হইবে না। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িতেছি না। আপনার কাছে আমার পঁচাত্তর হাজার টাকা আছে, সে ত বড় কম টাকা নয়। এ টাকা আদায়ের একটি ফন্দী না করিয়া সে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব, তাহা ভাবিবেন না। আপনি এখনই আমাকে এই টাকার জন্য উপযুক্ত জামীন দিন, যদি তাহা দিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি এখনই পুলিস ডাকিব।"

কর্ণেল কাতরভাবে বলিলেন, "মিঃ এমারসন্, তুমি মুখে যে ভয় দেখাইতেছ, কাজে তাহা করিলে আমি একেবারেই মরিয়া যাইব, আমার মান-সম্ভ্রম সব মাটী হইবে, জনসমাজে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না, মহিলা-সমাজে আমার যাইবার পথ থাকিবে না; এমারসন্, আমাকে মারিও না। আমাকে চব্বিশ ঘণ্টার সময় দেও।"

এমারসন্ বলিলেন, "আমি মারিবার বা রাখিবার মালিক নহি। যে যেমন কাজ করিবে, সে সেই রকম ফলভোগ করিবে, ইহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম, আমি কি করিব? সেই পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করিবারই বা আমার অধিকার কি? আর আপনি চব্বিশ ঘণ্টার সময় চাহিতেছেন, চব্বিশ

ঘণ্টায় আজকাল চেষ্টা করিলে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়া পৌছিতে পারা যায়, আমি আপনাকে এক মিনিটও সময় দিব না। হয় টাকা, না হয় পুলিস ডাকা, এই দুই পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই।"

কর্ণেল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তুমি অন্ধভাবে কাজ করিয়া একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নষ্ট করিও না, তাহাতে তোমার কোন হিতসাধন হইবে না। আমি বলিতেছি, এই হ্যাণ্ডনোটগুলি সম্বন্ধে কোন গুরুতর গুপ্ত-রহস্য আছে, আমি তোমার কাছে অন্য লোকের দ্বারাই প্রমাণ করাইব যে, এই সকল হ্যাণ্ডনোট যদি জাল হইয়া থাকে, তবে জালের জন্য আমি দায়ী নহি, আমি তাহা জানিই না।"

"সে কথা জানিয়া আমার লাভ কি? আমার কাছে ত এ সকল হ্যাণ্ডনোট বাজে কাগজের মত থাকে না।"

"আমি যেমন করিয়া পারি, তোমাকে টাকা দিব। কিন্তু আমি যে নিরপরাধ, তাহা তোমার কাছে প্রতিপন্ন করাও আবশ্যক। কাল রাত্রি আটটার সময় তুমি যদি দয়া করিয়া আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাও, ও আমার সঙ্গে অন্য লোকের কথা গোপনে থাকিয়া শোনো, তবে সব বুঝিতে পারিবে।"

এমারসনের কৌতূহলোদ্রেক হইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রি আটটার সময়? আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হইবে?"

"আমার বাড়ীতে মালবারো ষ্ট্রীটে।" কর্ণেল বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ উল্লাস

বিবাহ না বিদ্রূপ-রঙ্গ !

মিঃ হোরাস স্যাক্‌ভিলের সহিত আজ মিস্ ভিনিসিয়া ত্রিলনীর বিবাহ। গীর্জ্জায় আজ মহাসমারোহ। আর্ল কর্জ্জন, সার ডগলাস হন্‌টিংডন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ অনেক পূর্ব্ব হইতেই বিবাহ-সভায় আসিয়া বসিয়াছেন।

ক্রমে কন্যাযাত্রীরা গীর্জ্জায় উপস্থিত হইলেন, দলে ছিলেন ভিনিসিয়া ত্রিলনী, হোরাস্ স্যাক্‌ভিলে (স্বয়ং বর,) শ্রীমতী আরবথনট, তাঁহার কন্যা পেনিলোপ, মিস্ বার্থাষ্ট প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ। মিস্ বার্থাষ্ট বরের মাসী, তিনিই বরকর্ত্তা বা বরকর্ত্রী।

ভিনিসিয়ার সাজ-সজ্জার আজ কিছু অতিরিক্ত বাহার খুলিয়াছিল, একেই ত পূর্ণযৌবনা যুবতী, যেখানে যত রূপ ধরে, বিধাতা তাহা দিয়াছিলেন; তাহার উপর পরিচ্ছদাদির কৃত্রিম উপায়ে খোদার উপর কারসাজি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল।

হোরাসের মন আজ আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছিল, চোখ-মুখ দিয়া হর্ষ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। হোরাস সুপুরুষ, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভিনিসিয়ার যোগ্য বর বটে! বরযাত্রী কন্যাযাত্রী পুরুষ ও রমণীগণ সাজসজ্জায় কেহই কাহাকে জিতিতে দিবেন না ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পোষাকের বাহার দেখাইতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে।

যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। ভিনিসিয়া হোরাস স্যাক্‌ভিলের বৈধপত্নীরূপে পরিগণিত হইলেন। নব-দম্পতি কন্যাযাত্রীদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন, সার ডগলাস ও আর্ল কর্জ্জনও স্বস্তিবচন প্রয়োগ করিলেন। আর্ল কর্জ্জন ভিনিসিয়াকে বলিলেন, "মিসেস্ স্যাক্‌ভিলে, আমি আপনার এই সুখে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।" তাহার পর স্যাক্‌ভিলেকে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে বিদ্রূপ-পূর্ণ-স্বরে বলিলেন, "মার্কুইস্ লেভিসন ও যুবরাজের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া খুব খুসী হইয়াছ দেখিতেছি, তোমার আনন্দে আমিও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তোমার প্রিয়তমা এক রাত্রেই দুই কাপ্তেনের প্রেমের পিপাসা দূর করিয়া আসিয়াছেন।"

আবুল কর্জ্জন প্রস্থান করিলেন। স্যাক্‌ভিলে তাঁহার কথা শুনিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মাথার মধ্যে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু তিনি শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলেন, তাহার পর বিবাহ-রেজেষ্ট্রী শেষ করিয়া, স্ত্রীকে লইয়া সানন্দমনে গীর্জ্জা ত্যাগ করিলেন।

বিবাহের পর স্যাকভিলে-দম্পতি কয়েক দিন ব্রাইটনে বাস করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বস্তুতঃ নব-দম্পতির বাসের জন্য ব্রাইটন অতি সুন্দর স্থান।

গাড়ী লণ্ডন ছাড়াইয়াছে, এমন সময় ভিনিসিয়া তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্জ্জন তোমার কানে কানে কি বলিতেছিল ?"

স্যাক্‌ভিলে কি উত্তর দিবেন ? তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "বল, সে কি বলিতেছিল, সে তোমাকে একটা কথা বলিতে পারিল, আর আমি তোমার স্ত্রী, সে কথা আমি শুনিতে পারি না ?"

স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "কর্জ্জন বলিতেছিল, তুমি লর্ড লেভিসন্ ও যুবরাজের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে, তাহা সে জানে।"

ভিনিসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে কথা ত তুমিও জানো। তুমি আরও জানো, এই সাক্ষাতের কি পরিণাম ঘটিয়াছে।"

স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "তা জানি, তথাপি আমি না চম্‌কাইয়া থাকিতে পারি নাই। কর্জ্জন কথাটা কোথা হইতে শুনিল, তাহা আমি কোনমতে ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "সে আমার পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগাইয়াছিল, গোয়েন্দার মুখেই সব শুনিয়াছে। এ ব্যাপার আমি কাল জানিতে পারিয়াছি, এমন কি, ইহাও জানিয়াছি যে, তাহার গোয়েন্দা গীর্জ্জাতে আমাদের বিবাহস্থলে পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। যা হোক্, এখন এ সকল কথা ছাড়িয়া দেও, আর কোন কথা হোক্, ও সকল কথার আলোচনা অবসরমত হইবে।"

স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হোক্।"

ব্রাইটনে উপস্থিত হইয়া দম্পতি একটি সুন্দর হোটেলে বাসা লইলেন, সেখানে তাঁহাদের সুখের সীমা রহিল না, নব-দম্পতির দিন নব নব আনন্দে কাটিতে লাগিল, তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে যে কোন অপ্রীতিকর ভাব আছে, তাহা তাঁহারা উভয়েই বিস্মৃত হইলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম উল্লাস

অপূর্ব্ব প্রেমাভিনয়ে অপূর্ব্ব দম্পতী !

স্যাকৃভিলের সহিত ভিনিসিয়ার যে দিন বিবাহ হয়,সেই দিন মধ্যাহ্নকালে বেলা একটার সময় গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীটের একটি সুন্দর অট্টালিকায় একটি সুন্দরী যুবতী সোফায় বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। যুবতী বড়ই সুন্দরী, তাঁহার বয়স ছাব্বিশের অধিক নহে, যুবতী নাতিদীর্ঘা নাতিপর্ব্বাঙ্গী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত। পরিচ্ছদ পারিপাট্যপূর্ণ।

এই যুবতীর নাম এডিথ। পাঠক পূর্ব্বে আবুল কর্জ্জনের পরিচয় পাইয়াছেন, এডিথ তাঁহারই স্ত্রী—কাউণ্টেস্ কর্জ্জন।

এডিথ বড়ঘরের মেয়ে, সুতরাং পাপ ও ব্যভিচারের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল; চরিত্রহীনতা পুরুষানুক্রমে তাঁহার ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এডিথেরা ছয় ভগিনী, ছয়টিরই বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সকলেরই স্বামী রাজসম্মানপ্রাপ্ত, সকলেই সম্ভ্রান্ত-সমাজভুক্ত; কিন্তু বড় হইলে কি হইবে, এক এডিথ ব্যতীত আর কোন ভগিনীই স্বামি-গৃহে ছিল না, সকলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিল। তাহারা কেহ পুনর্ব্বার দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ বা আর বিবাহ না করিয়া উপপতির সহিত প্রকাশ্যভাবে বাস করিতেছিল; কিন্তু এডিথের বিরুদ্ধে কাহারও এ সকল কথা বলিবার যো ছিল না। এডিথের পিতৃবংশে কেবল এডিথই ছাব্বিশ বৎসর বয়স হইলেও কোন দিন পরপুরুষের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া ধরা পড়েন নাই, কিংবা বিবাহচ্ছেদের জন্য তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হয় নাই।

এডিথ সোফার উপর বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেই কক্ষে তাঁহার স্বামী আবুল কর্জ্জন প্রবেশ করিলেন; স্ত্রীকে বলিলেন, "এডিথ, একা বসিয়া আছ? কৈ, সাজসজ্জা এখনও কর নাই?"

"না। এখনও লোকজনের দেখা করিতে আসিবার ত সময় হয় নাই। আজ আমার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা নাই।"—এডিথ এই উত্তর করিলেন, স্বর উদ্বেগ জড়িত।

কর্জ্জন বলিলেন, "কাল তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চাহিয়াছিলে নয়?

আজ আমি দিব বলিয়াছিলাম, এই লও তিন হাজার টাকা, আমি এই সহরের এমারসন্ নামক একটা মহাজনের কাছে টাকাগুলি কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছি।"

"এমারসন্? হাঁ, নামটা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে। তুমি তিন হাজার টাকা দিতেছ, এ টাকায় কি হইবে, দেনা যে অনেক, পোষাকের দেনারই ত অর্দ্ধেক ইহাতে শোধ হইবে না, জহরতের কথা ছাড়িয়াই দিলাম।"—এডিথ বিরক্তিভরে এই কথা বলিলেন।

আরূল বলিলেন, "তা ঐ টাকাতেই একরকম করিয়া এখনকার মত ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া ফেলো, আপাততঃ বেশী টাকা সংগ্রহের সম্ভাবনা দেখি না। আমার নিজেরও আবার টাকার কিছু দরকার আছে।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই একটি ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি রৌপ্য-নির্ম্মিত থালার উপর একখানি পত্র আনিয়া লেডী কর্জ্জনের হস্তে প্রদান করিল। পত্রখানির শিরোনামা রমণী হস্ত-লিখিত; পত্রখানি তুলিয়া লইতেই শ্রীমতীর হাত একটু কাঁপিয়া উঠিল, বুকের মধ্যেও বোধ হয় অল্প কাঁপিয়াছিল, তিনি সে ভাব তাঁহার স্বামীকে বুঝিতে দিলেন না; কিন্তু আরূল কর্জ্জন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখেরদিকে চাহিয়াছিলেন,তাঁহার গণ্ডদ্বয়ের সদ্যো বিকশিত রক্তিমাভা পর্য্যন্ত কর্জ্জন দেখিতে পাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কাহার পত্র?"

এডিথ পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "এ একখান বাজে চিঠি।"—পত্রপাঠ শেষ করিয়া তিনি নিজের বুকের পকেটে উহা ফেলিলেন।

আরূল কর্জ্জন এডিথের কথার আর কোন উত্তর দিলেন না, স্বামী-স্ত্রী কাহারও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। উভয়েরই বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা ডুব দিয়া জল খান; সুতরাং পত্রের বিষয় জানিবার জন্য আরূল আর পীড়াপীড়ি করিলেন না; কিন্তু তাঁহার মন কিছু অপ্রসন্ন হইল। এদিকে এডিথ পত্রখানি পাইবার পর এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, মানসিক স্ফূর্ত্তি তাঁহার প্রত্যেক কথায় প্রকাশিত হইতেছিল।

কিন্তু আরূল কর্জ্জন আজ ভুলিলেন না। পত্রখানি কি বিষয়ের, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল; তিনি স্থির করিলেন, আজ আর কোন কাজ না করিয়া তাঁহার স্ত্রীর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন।

জলযোগ শেষ হইয়া গেল। লেডী কর্জ্জন তাঁহার কক্ষে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতে চলিলেন। আর্ল কর্জ্জন বন্ধু-গৃহে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার প্রকৃতির বড় পরিবর্ত্তন দেখিলেন, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন, সেখানে অধিকক্ষণ থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, তাই সন্ধ্যা ছয়টার পূর্ব্বেই তিনি বাড়ী ফিরিলেন।

সন্ধ্যার পর স্বামী-স্ত্রীতে একত্র বসিয়া আহারাদি শেষ করিলেন, টেবিলে সে দিন বাহিরের লোক কেহই ছিল না। অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন আর্ল বেশী করিয়া মদ খাইলেন এবং স্ত্রীকে দেখাইবার জন্য খুব প্রফুল্লতার ভাণ করিলেন।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় আর্ল কর্জ্জন অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এডিথ, আজ সন্ধ্যার সময় কি তোমার কোথাও যাইবার সম্ভাবনা আছে?"

এডিথ বলিলেন, "হাঁ, মনে করিতেছি আমি একবার লেডী লেকমেয়ারের কাছে গিয়া ঘণ্টা দুই কাটাইয়া আসিব।"

আর্ল বলিলেন, "দুপুরের সময় তুমি বলিয়াছিলে না, আজ তোমার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা নাই?"

"হাঁ, বায়ু-সেবনে বাহির হইব না, এই রকমই অভিপ্রায় ছিল, তা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে না, যাই, একবার ঘুরিয়া আসি।"

"ঘুরিয়াই আসিবে? তা বেশ ত, আমিও তোমার সঙ্গে লেডী লেক-মেয়ারের বাড়ী যাই।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"—সবিস্ময়ে লেডী কর্জ্জন স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু লর্ড কর্জ্জন খুব সংযতভাবে কথা কহিয়েছিলেন, তাঁহার চোখে মুখে কোনই ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। তাই ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে, তাহা হইলে লোকে ভাবিবে কি? বলিবে, আর্ল কর্জ্জন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, স্ত্রীকে পাহারা দিয়া বেড়ায়। না, না, তুমি অমন কর্ম্ম করিও না, লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। আরও দেখ, লেডী লেকমেয়ার আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে ত করেন নাই, কি করিয়া তুমি সেখানে যাইবে? আজ তখন যে পত্রখানি দেখিয়াছিলে, উহাই সেই নিমন্ত্রণপত্র।"

আরূল বলিলেন, "আচ্ছা, তা হইলে আর আমি সেখানে যাইতে চাহি না। তবে বলিতেছিলাম কি না, আজ তোমাতে আমাতে প্রেমটা যেন কিছু ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এ ভাবটা যদি কায়েমী হয় ত বড়ই সুখের বিষয়।"

লেডী কর্জ্জন স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও ভাবটা যে কায়েমী হয় না, সে কাহার অপরাধ? প্রণয়বন্ধন কে প্রথমে আলগা করিয়াছে, ভাবিয়া দেখ দেখি।"

আরূল কর্জ্জন বলিলেন, "স্বীকার করি, আমি স্বামীর আদর্শ নই, কিন্তু বেশী টানাটানি করাটাও ত ভাল নয়; আমরা যে সমাজে বাস করি, তাহার অবস্থা দেখিয়াছ ত, চারিদিকে কত শত প্রলোভন, সেই সকল প্রলোভনের হাত হইতে যদি একেবারে নিষ্কৃতি লাভ না করিতে পারি, সে জন্য কি—"

এডিথ হাসিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্ ও সকল কথা লইয়া তোমার সঙ্গে আমার তর্কযুদ্ধে আপাততঃ প্রবৃত্ত হইবার সময় নাই, আমাকে এখনি বাহির হইতে হইবে। সাতটা বাজিয়াছে, আমি নর্থ অড্‌লে ষ্ট্রীটে চলিলাম।"—লেডী লেকমেয়ার ঐ স্থানে বাস করিতেন।

আরূল কর্জ্জন বলিলেন, "আমি আর একা ঘরে বসিয়া কি করিব, যাই, মারকুইস লেভিসনের সঙ্গে একটু গল্প গুজব করিয়া আসি। মারকুইস যদি বাড়ী না থাকে তাহা হইলে হন্‌টিংডনের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইব।"

আরূল কর্জ্জন উঠিয়া টুপী মাথায় দিয়া আগেই বাহির হইলেন, স্বামী চলিয়া গেলে এডিথ উঠিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু আরূল কর্জ্জন মারকুইসের বাড়ী না গিয়া রাস্তার মোড় ঘুরিয়া একটা ভাড়াটীয়া গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; সেখানে একখানি

আরূল ভাড়াটে গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইয়া তাঁহার বাড়ীর অদূরে গিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। গাড়োয়ান তাহাই করিল।

এ দিকে লেডী কর্জ্জন একটি সুন্দর আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া একখানি শকটারোহণে গৃহত্যাগ করিলেন।

লর্ড কর্জ্জন তাঁহার গাড়ীর গাড়োয়ানকে বলিলেন, "ঐ গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে চল্, একটু দূরে দূরে থাকিস্।"—কিয়ৎক্ষণ পরে কর্জ্জন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর গাড়ী নর্থ অড্‌লে ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার মন হইতে সন্দেহের একটা গুরুভার নামিয়া গেল। তিনি তাঁহার

স্ত্রীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছেন ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু মনে যখন সন্দেহ একবার প্রবেশ করে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়া সহজ নহে। লেডী কর্জ্জনকে তাঁহার বান্ধবী গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আবুল কর্জ্জন সেখান হইতে ফিরিলেন। প্রথমে তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি তাঁহার বন্ধু লর্ড লেভিসনের গৃহে গিয়া একটু আমোদ-প্রমোদ করিবেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল বাড়ীতে তাহার স্ত্রীর দাসীটি একাকিনী আছে—'জার-ট্রড' নবীনা যুবতী, দেখিতেও সুন্দরী, তাহার চক্ষুদুটি ঢল-ঢল এবং চলন বাঁকা, মধ্যে মধ্যে সে দুই একটি চোরা চাহনীতে তাঁহার বুকের মধ্যে কামের আগুন জ্বালিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে তিনি তাহাকে কোন দিন কিছু বলিতে পারেন নাই, এমন কি, প্রাণ খুলিয়া তাহাকে মনের কথা বলিতেও সাহস করেন নাই। তিনি ভাবিলেন, আজ কার্য্যসিদ্ধি করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত, আজ আর কেহ তাহার প্রেমাভিনয়ে বাধা দিবে না; তিনি যেমন সুপুরুষ, যেমন বিলাসী ও ধনী, তাহাতে এই দাসীটা যে সামান্য প্রলোভনেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে আত্মবিক্রয় করিবে, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না, আবুল কর্জ্জন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ীর দরজায় আসিতেই আবুল কর্জ্জন দেখিলেন, একটি যুবতী সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তিনি বুঝিলেন, এ তাঁহার পত্নীর প্রিয় পরিচারিকা জার-ট্রুড। পথে কেহ নাই দেখিয়া তিনি একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মধুর-স্বরে বলিলেন, "জার-ট্রুড, তুমি একাকিনী কোথায় যাইতেছ?"

যুবতী আবুলের পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল, কোন উত্তর করিল না। আবুল তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিলেন, তাহার নিকটে গিয়া আবার বলিলেন, "জার-ট্রুড, তুমি এত নিদয় কেন, তুমি কি জানো না, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? হাঁ, সত্যই আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি। তুমি কি আমার সঙ্গে দুটো কথাও বলিবে না? তুমি আমার উপর রাগ করিও না,—ও কি, চলিয়া যাও যে? তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না? প্রিয়তমে, প্রেমময়ী জার-ট্রুড!"

যুবতী তথাপি কোন কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল। আবুল আবার তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতী দেখিল, লম্পটের হস্তে তাহার অব্যাহতি নাই, সে পথের একটা বাড়ীর প্রাচীর ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল,

তাহার নিশ্বাসরোধের উপক্রম হইল, সর্ব্বশরীর ঘামিয়া উঠিল, সে যেন পড়িয়া যায় যায় এমনই হইল।

আবুল তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু ভীত হইলেন, রাজপথে তিনি এমন ঢলাঢলি আরম্ভ করিয়াছেন, যদি কেহ হঠাৎ তাহা দেখিতে পায়! অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "জার-ট্রুড, তুমি কি সত্যই রাগ করিলে? রাগ কেন সুন্দরি, আমার হাত ধর, এসো আমরা বাড়ী যাই, আজ আমি তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিব।"

জার-ট্রুড্ তথাপি নিরুত্তর। ঠিক এই সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক সেই পথে আসিতেছিলেন, জার-ট্রুড তাহা দেখিয়া সেই দিকে ছুটিয়া গেল। আবুল আর তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলেন না, ভদ্রলোক কয়টি তখন তাঁহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলেন। আবুল ভগ্ন-মনোরথ হইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বাড়ী আসিয়া কর্জ্জনের মনে হইল, এখন ত এডিথ বাড়ী নাই, হয় ত রাত্রি এগারটা কি বারোটার পূর্ব্বে তিনি গৃহে ফিরিবেন না; এ সময় তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়, আজ তিনি সকালে যে পত্রখানি পাইয়াছেন, তাহা কোথা হইতে আসিয়াছে। যদি আর কোন গুপ্ত-পত্র পাওয়া যায়, তাহাও দেখিতে হইবে।

যেমন এই কথা মনে হইল, অমনি আবুল তাঁহার আসন ছাড়িয়া উঠিলেন; তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এডিথের লিখিবার ডেক্‌সটা একটা টেবিলের উপর ছিল, কিন্তু ডেক্‌স চাবী-বন্ধ করা। আবুল একগোছা চাবী বাহির করিয়া এক একটা চাবী ডেক্‌সে লাগাইবার চেষ্টা করিলেন, শেষে একটা চাবীতে ডেক্‌স খুলিয়া গেল।

ডেক্‌সের ভিতর অনেকগুলি পত্র ছিল, প্রত্যেক পত্র তিনি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলেন, অধিকাংশ পত্রই নিমন্ত্রণপত্র, কোন পত্র এডিথার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, কোন পত্র তাঁহার ভগিনীরা লিখিয়াছেন,—এইরূপ! একখানি পত্র পাঠ করিয়া আবুল কিছু ধাঁধায় পড়িলেন, এই পত্রখানি লেডী লকমেয়ারের হস্তলিখিত। পত্রখানির তারিখ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তিন মাস পূর্ব্বে তাহা লিখিত হইয়াছে। পত্রখানি এইরূপ,—

"প্রিয় এডিথ, তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা পাইয়াছি, জারট্রুড্ মারফৎ তাহার উত্তর পাঠাইতেছি। হাঁ, সন্ধ্যাকালে আমি বাড়ীতেই

থাকিব—তুমি যে রকম সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছ, তাহাই করিব। সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। কাউণ্টেস্ কর্জ্জন ভিন্ন আর কেহ যাহাতে বাড়ীতে সে সময় প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য চাকর-বাকরদের বিশেষসাবধান করিয়া দিব। কিন্তু কথা এই যে, তুমি তোমার দাসীকে বিশ্বাস কর ত ?

তোমার প্রিয় বন্ধু

ক্যাথেরাইন লেকমেয়ার।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আবুল কোন রহস্যই ভেদ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্তে সন্দেহ-তিমির আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন,লেডী লেকমেয়ারের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। পত্রে যে সাবধানতা অবলম্বনের কথা লেখা আছে, তাহার কারণ কি ? জারট্রুড্‌কে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিবার কথাই বা উঠে কেন ? এডিথ কি লেডী লেকমেয়ারের বাড়ীতে কোন গুপ্ত-প্রণয়ীর সহিত মিলিত হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে ? তাহাই যদি হয়, তবে বাড়ীতে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, ভৃত্যগণের প্রতি এরূপ আদেশদানের কি কারণ থাকিতে পারে ? লেডী লেকমেয়ার ত বিধবা, তাঁহার গৃহে কোন পুরুষ আত্মীয়ই থাকে না, সুতরাং লেডি লেকমেয়ারের বাড়ীর কোন লোক যে এডিথার প্রণয়ী তাহা নহে, অথচ ভাবে বোধ হইতেছে, এডিথ সেখানে কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাতের জন্যই যাইতে চায়। কর্জ্জন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, নানারকম অসম্ভব ও অনন্বয়-বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইতে লাগিলেন।

ডেক্‌সর কাগজপত্রের সর্ব্বনিম্ন অংশে কর্জ্জন এক টুকরা কাগজ দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন, তাহাতে 'কর্জ্জন' এই কথাটি বার বার লিখিত হইয়াছে। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই লেখা মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলেন, সেই হস্তাক্ষরের সহিত তাঁহার হস্তাক্ষরের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সে লেখা ত তাঁহার হাতের নহে! এ লেখা কার ? এডিথের কি ? এডিথ কেন তাঁহার নাম জাল করিবার চেষ্টা করিলেন ?

আবুল কর্জ্জন কোন রহস্যেরই কারণ-নির্ণয় করিতে না পারিয়া ভগ্নোদ্যমে ডেক্‌স বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর অনেকক্ষণ চঞ্চলভাবে পাদচারণা করিয়া ভোজন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম উল্লাস

অভিসারিণী অবগুণ্ঠনবতী এদিথ।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় মালপাস ও মিঃ এমার্‌সন্‌ লণ্ডনের সোহো পল্লীতে উপস্থিত হইয়া মিসেস্‌ গেলের আড্ডা-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মিসেস্‌ গেল পূর্ব্বেই মালপাসের নিকট সংবাদ পাইয়াছিল ; সে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্ম প্রস্তুত ছিল। মিসেস্‌ গেলের মালপাসের নিকট পাঁচ শত মোহর পাওনা ছিল, টাকাগুলি না পাওয়াতে গেল তাঁহার উপর খুব চটিয়াই ছিল, কিন্তু আজ সকালে আসিয়া মালপাস টাকা দিয়া মিসেস্‌ গেলকে খুসী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টাকা পাইলে মিসেস্‌ গেলের কোন কাজই আট্‌কাইত না।

মালপাস এমার্‌সন্‌কে লইয়া মিসেস্‌ গেলের গৃহে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাদিগকে একটি কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল। মালপাস তখন বড় এক অদ্ভুত কর্ম্ম করিলেন, তিনি এমার্‌সন্‌কে সেই কক্ষের একপ্রান্তে অবস্থিত একটা গুপ্তকক্ষে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, এমার্‌সন্‌ সেই কুঠরীটার ভিতরের দিক্‌ হইতে চাবী বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মিসেস্‌ গেল একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে সঙ্গে লইয়া মালপাসের কক্ষে প্রবেশ করিল। এই অবগুণ্ঠনবতী আর কেহ নহেন, আর্ল কর্জ্জনের ধর্ম্মপত্নী- সুন্দরী এডিথ। মিসেস্‌ গেল মালপাসের নিকট হইতে প্রস্থান করিতে না করিতে এডিথ একেবারে মালপাসের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর এক পশলা চুম্বনবৃষ্টি হইয়া গেল।

চুম্বনের জোয়ারে একটু ভাটা পড়িলে এডিথ বলিলেন, "প্রিয়তম পার্শি, আজ তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিতে আমাকে বিলক্ষণ একটু বেগ পাইতে হইয়াছে ; আজ কর্জ্জনের মাথায় এক খেয়াল চাপিয়াছিল। সে বলে, আমার সঙ্গে লেডী লেকমেয়ারের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইবে ; কিন্তু আমি তাহাকে নানা কথায় ভুলাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

মালপাস সস্নেহদৃষ্টিতে এডিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ তোমাকে কিছু উদ্বিগ্ন দেখাইতেছে, কারণ কি, বল ত।"

"না না, উদ্বেগের বিশেষ কোন কারণ ঘটে নাই।"—এই বলিয়া যুবতী তাঁহার পাশে একখানি সোফায় বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর বলিলেন, "সে সব কথা যাক্, তুমি আজ আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া পাঠাইয়াছ কেন, বল দেখি? আজ সন্ধ্যার সময়ই তোমার সঙ্গে দেখা করা চাই-ই—চাই লিখিয়াছিলে, এমন কি দরকার? তোমার পত্রখানি যখন পাইলাম, তখন আবুল আমার কাছেই বসিয়া ছিল।"

মালপাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সন্দেহ করে নাই ত?"

এডিথ বলিলেন, কিছু না, কিছু না। সন্দেহ করিবার কি পথ রাখিয়াছি? এত সাবধান, তাতেও সন্দেহ করিবে?—যাক্ সে কথা, এখন তোমার দরকার কি, তাই বল।"

"দরকার?—দরকার ছাড়া কি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে নাই? প্রিয়তমে এডিথ, তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ, আমার নয়নের মণি, আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবী, তোমাকে না দেখিয়া যে আমি একদণ্ড থাকিতে পারি না; কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতার বিধানে তাহাও থাকিতে হয়, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণ কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করি, সে আনন্দে কি বঞ্চিত থাকিতে ইচ্ছা হয়?—তাই তোমাকে ডাকিয়াছিলাম, কয় দিন তোমাকে দেখি নাই—তাই তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল—

(সুরে) আমি যে প্রাণ তোমারে বাসি ভাল!"

এডিথ বলিলেন, "এ ত গেল কাব্য। এখন আসল কথা বল, আজ সন্ধ্যাতেই দেখা না হইলে চলিবে না, এমন কি কাজ?"

মালপাস বলিলেন, "সেই হ্যাণ্ডনোটগুলার কথা বলিতে ডাকিয়াছি।"

এডিথ চম্‌কাইয়া বলিলেন, "হ্যাণ্ডনোট ত তুমি অনেকগুলি লইয়া গিয়াছ, আরও চাও না কি?"

কর্ণেল বলিলেন, "যাহা লইয়াছি, তাহার কথাই আগে শোনো। আমি সেগুলি বাঁধা রাখিয়া এমারসন্ নামক একটি ভদ্রলোকের কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়াছি।"

এডিথ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, এমারসন্ নামে একজন সুদখোর আছে বটে, আজ শুনিতেছিলাম, আমার স্বামীও তাহার কাছ হইতে কিছু টাকা ধার

করিয়া আনিয়াছে, তা সেই সুদখোরটা যে তোমার মহাজন, তা বোধ করি, আরল্ জানে না।"

কর্ণেল বলিলেন, "আঃ! সুদখোর বল কেন, মিঃ এমারসন্ অতি সজ্জন, খুব সম্রান্ত ব্যক্তি, বড় বড় সমাজে তাঁহার গতিবিধি, পরের হিতের জন্যই তিনি বিপন্ন; বড় লোকদের টাকা কর্জ্জ দেন, সুদের বড় প্রত্যাশা করেন না। মিঃ এমারসন্ আমারও মহাজন, কর্জ্জন জানেন না, সে ভালই।"

এডিথ বলিলেন, "সে আমাদের দুজনের পক্ষেই মঙ্গলের বিষয়। যদি সে জানিত, আমি তাহার হ্যাণ্ডনোট তোমাকে দিই, তাহা হইলে আমাদের গুপ্ত-প্রেম তাহার কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। তুমি টাকার অভাবে কাতর হইয়া যে দিন আমাকে জানাইলে, আরল্ তোমাকে অর্থ-সাহায্য করিতে অসম্মত, সে দিন আমি তোমার দুঃখে কষ্ট অনুভব করিয়া তোমার জন্য তাহার নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট আদায় করি, তাহাকে বলি; 'আমি কিছু টাকা ধার করিব—আমার পোষাক ও জহরতের দেনা শোধ করিতে হইবে, তা তুমি ত নগদ টাকা দিবে না, হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দাও, তাহাই বন্ধক রাখিয়া আমি টাকা লইব। আমার স্বামী তাহাতেও যখন অসম্মত হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার এক ভগিনীর নিকট আমি মাসখানেক পরে অনেক টাকা পাইব, পাইলে তোমাকে টাকা দিব, হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া আপাততঃ কিছু টাকার যোগাড় করিয়া দাও।"

মালপাস বলিলেন, "হাঁ, তুমি হ্যাণ্ডনোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিলে বটে, তাহা বন্ধক রাখিয়া আমি টাকাও পাইয়াছি, কিন্তু অদৃষ্টের ফের, এখন বুঝি তাহাতেই আমার হাতে বন্ধন পড়ে।"

এডিথ তাঁহার উপপতির মুখের দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কেন প্রিয়তম, এমন কথা বলিতেছ কেন,—কি হইয়াছে?"

মালপাস বলিলেন, "তুমি হ্যাণ্ডনোট আমাকে দিয়াছ বটে এবং তাহাতে তোমার স্বামীর স্বাক্ষর আছে—এ কথাও ঠিক; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই স্বাক্ষর তোমার স্বামীর স্বহস্তলিখিত নহে, তিনি তাহাতে সহি করেন নাই!"

এডিথ চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "সে সহি করে নাই, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

মালপাস বলিলেন, "আমার মহাজন মিঃ এমারসনের এইরূপই বিশ্বাস। আরল্ যে বিলে সহি করিয়া দিয়াছেন, সেই বিল আর তুমি যে বিল আমাকে

দিয়াছিলে, সেই বিল—উভয় বিলের সহিত মিলাইয়া মিঃ এমারসন্ দেখিয়াছেন—উভয় সহিতে সাদৃশ্য নাই!"

এডিথ বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!—তবে ত সত্যই সব প্রকাশ হইয়াছে, হায়, হায়! এত দিনে বুঝি ধরা পড়িলাম!"

কর্ণেল বলিলেন, "চুপ কর, অত ব্যস্ত হইও না। এ কথা লইয়া এখনও জানাজানি হয় নাই, মিঃ এমারসন্ বড়ই ভদ্রলোক, তিনি সন্দেহ করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা করিও না। এখন ব্যাপারটা সব খুলিয়া বল দেখি। ঠিক রোগের ঠিক ঔষধ পড়া চাই।"

এডিথ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "কি করিব? কি করিলে মান বাঁচিবে?"

মালপাস বলিলেন, "এখন ত সময় আছে—এডিথ, মান বাঁচাইবার সময় আছে। মিঃ এমারসন্ খুব ভদ্রলোক। তিনি এখনই নালিশ করিতে যাইতেছেন না, টাকা পাইলে তিনি এ সম্বন্ধে কোন রকম উচ্চবাচ্য করিবেন না। কিন্তু ব্যাপারখানা কি, সত্য করিয়া বল। সব কথা খুলিয়া বল।"

এডিথ বলিলেন, "খুলিয়া আর কি বলিব, তোমার মন যোগাইবার জন্য আমি আমার স্বামীর নাম জাল করিয়াছিলাম। আমার অপরাধ হইয়াছে—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

মালপাস বলিলেন, "প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরি, তুমি আমার হিতের জন্যই আপনাকে বিপন্ন করিয়াছ এ জন্য তোমার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক নাই। তোমার সহস্র অপরাধও আমার নিকট ক্ষমার যোগ্য। ব্যাপার খুব গুরুতর বটে; কিন্তু সে জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, মিঃ এমারসন্ এতই ভাল লোক যে, তিনি এ ব্যাপার লইয়া একটুও গোলমাল করিবেন না।" মালপাসের প্রত্যেক কথা যে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষস্থিত এমারসনের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এডিথ তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না।

এডিথ বলিলেন, "বিলগুলি যে ভাল লোকের হাতে পড়িয়াছে, সে ভালই হইয়াছে, কিন্তু কথা এই, তুমি সেগুলি যে আমার কাছে পাইয়াছ, তাহা কি তাহাকে বলিয়াছ?"

মালপাস বলিলেন, "হাঁ, অগত্যা বলিতে হইয়াছে বৈ কি! সত্যকথা না বলিলে ত বাঁচিবার কোন উপায় ছিল না। না বলিলে এতক্ষণ আমি জালের মামলার আসামী হইয়া কারাগারে যাইতাম। আমার মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হইত।"

এডিথ সহসা সোফা হইতে উঠিয়া রক্তবর্ণমুখে ক্রন্দনস্বরে বলিলেন, "তুমি নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া আমার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছ—ইহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ হইল না?"

মালপাস জড়িতস্বরে বলিলেন, "এডিথ, আমাকে মার্জ্জনা কর, স্বীকার করা ভিন্ন আমার আর কি উপায় ছিল?"

ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া এডিথ বলিলেন, উপায় ছিল না! না ছিল, জেলে যাইতে, খুব বেশী হইলে বড় জোর ফাঁসীতে মরিতে; বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা ত তাহা প্রার্থনীয় ছিল। স্ত্রীলোকের নিকট তুমি বিশ্বাসঘাতক হইলে! আমি তোমার মঙ্গলের জন্য—তোমার অভাব দূর করিবার জন্য একটা অন্যায় কার্য্য করিলাম, আর তুমিই আমাকে এ ভাবে বিড়ম্বিত করিলে, আমার সুনাম নষ্ট করিলে—কাল জগৎ জানিবে, আরল্ কর্জ্জনের স্ত্রী একটা সামান্য কুলটা, কেবল কুলটা নহে—জালিয়াৎ; উপপতির অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য সে তাহার স্বামীর নাম জাল করে! ছি ছি! কি ঘৃণা! একটা সুদ-খোরের কাছে শেষটা তুমি আমার সমস্ত সম্ভ্রম বাঁধা দিলে!"

মালপাস সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন;—বলিলেন, "ঈশ্বরের দোহাই, মিঃ এমার-সনের বিরুদ্ধে কোন কঠিন কথা প্রয়োগ করিও না। তিনি বড় ভাল লোক, তাঁহার উপর তুমি নির্ভর করিতে পার।"

কাউণ্টেস্ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "হতভাগা! এক মিনিট পূর্ব্বেও আমি তোকে ভালবাসিয়াছি; কিন্তু আর নয়, তুই আমার ভাল-বাসার অযোগ্য, আমার প্রেমের সম্মান রাখিবার শক্তি তোর নাই, তুই কুকুরের অধম। আমি এখন তোকে নরকের কীটের ন্যায় ঘৃণা করিব! আজ এই মুহূর্ত্তে তাহার আরম্ভ।"

মালপাস কাতরভাবে বলিলেন, "এডিথ, প্রিয়তমে, তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমাকে ক্ষমা কর।"

কাউণ্টেস্ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ক্ষমা? ধিক্! ক্ষমা চাহিতে লজ্জা হয় না? এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে অপমান ও কলঙ্কের মধ্যে ডুবাইয়া—ক্ষমা? তোকে পদাঘাত করিতেও আমার ঘৃণা হইতেছে। কপটাচারী কামুক! নরকের কীট! আর যদি আমার হৃদয়ের এক কোণে তোর প্রতি দয়ার অঙ্কুর দেখা দেয়, তবে আমি সবলে তাহা উৎপাটিত করিব—না পারি, আমি স্বহস্তে নিজের হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিব। এখন একটা কথা জানিতে চাই,

তুমি বিলগুলির টাকা নিজে দিবে, না তাহা তোমার মহাজন আমার স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া আমার উদ্ধারের সকল দ্বার রুদ্ধ করিবে ?"

মালপাস বলিলেন, "টাকা আমিই দিব, আমি নিজে টাকা দিব ;—কিন্তু যাও যে ! শোনো শোনো।"

"যথেষ্ট হইয়াছে, আর দরকার নাই। তোমার সঙ্গে এই শেষ"—বলিয়া সুন্দরী এডিথ গর্ গর্ করিতে করিতে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কাচময় দ্বারপথে এমারসন্ লেডী কর্জ্জনকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অন্তরালে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতেছিলেন। এমারসনের বোধ হইল, তিনি এমন সুন্দরী জীবনে দেখেন নাই।

এডিথ গৃহত্যাগ করিলে এমারসন্ সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। মালপাস তাঁহাকে বলিলেন, "কেমন মিঃ এমারসন্, এখন তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে ত ?"

এমারসন্ বলিলেন, "হাঁ, এ রমণীর জন্য প্রাণ দেওয়া যায় বটে, এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখি নাই। তবে কর্ণেল সাহেব, বিচ্ছেদ ত ঘটিল, এখন করিবে কি ?"

মালপাস বলিলেন, "এতটা গোলমাল কেবল তোমার জন্যই করিতে হইল, কি করি, তুমি যে কোনমতে আমার কথা বিশ্বাস করিতে চাও না। এখন সকল কথা ত শুনিলে, কি করিবে মনে করিতেছ ?"

"কি করিব, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না,—তবে তুমি স্থির জানিও যে, কাউণ্টেস্ অব কর্জ্জন যাহাতে অপদস্থ হন, এমন কোন কাজই আমি করিব না, আমি তোমার মত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি কাল আমার আফিসে গিয়া তোমার নিজের হ্যাণ্ডনোট দিয়া—তোমার নিজের হ্যাণ্ডনোট বুঝিয়াছ ?—যে টাকা ধার লইয়াছ, তাহা পরিশোধ করিবে।"

মালপাস বলিলেন, "কাল বেলা দশটার সময় আমি নিশ্চয়ই যাইব।"—এমারসন্ তাঁহাকে যেটুকু ভরসা দিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি মনে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করিলেন। অনন্তর উভয়ে মৌনভাবে মিসেস্ গেলের আড্ডা হইতে বাহির হইলেন, তখন অনেক রাত্রি।

রাত্রি এগারটার সময় এডিথ গৃহে ফিরিলেন। আর্ল্ কর্জ্জন তাঁহার ভোজনগৃহে সোফার উপর এতক্ষণ বসিয়াই ছিলেন, তাঁহার মনে নিদারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, পত্নীকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া তিনি যতদূর

পারিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আজ বেশ আনন্দে কাটিয়াছে ত?" —কিন্তু এডিথ কোন কথার উত্তর না করিয়া, তীব্র-দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় দাসী জারট্রাড এডিথের কাছে যাইবার জন্য সেই দিকে আসিল; আরল্ উঠিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, নিম্নস্বরে বলিলেন,"জারট্রাড, তুমি লেডী কর্জ্জনের কাছে কোন কথা প্রকাশ করিয়া দিও না, তোমার প্রতি আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা যেন তিনি জানিতে না পারেন।"

কিন্তু জারট্রাডও তাঁহাকে কোন কথা বলিল না, হাত ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

আরল্ ব্যাকুলভাবে দশ মিনিট কাল গৃহকক্ষে পাদচারণ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়াই তাঁহার কাছে আসিবেন, কিন্তু লেডী কর্জ্জন তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না। আরল্ তখন স্বয়ং তাঁহার কক্ষে চলিলেন।

পথে আবার জারট্রাডের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আরল্ জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেমন, তোমার মনিবের কাছে কোন কথা প্রকাশ কর নাই ত?"

জারট্রাড বলিল, "না মহাশয়, কিছু বলি নাই।—কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ক্ষমা না করাই উচিত।"

আরল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার মনিবের কাছে যাইবার সময় আমার সঙ্গে কথা বলিলে না কেন?"

"আমি বাহিরে গিয়াছিলাম, ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল, পাছে তিনি কিছু মনে করেন, তাই আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, কথা বলিবার অবসর পাই নাই।"

আরল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে?"

"আমি লেডী মহাশয়ার অনুমতি লইয়া আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

আরল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা আমাকে এ কথা বলিলে ত আর দোষ ছিল না। যাক্, তুমি আমার ব্যবহারে রাগ কর নাই ত?"

"এখন যাই, পরে আপনাকে সকল বলিব,"—বলিয়া দাসী আরলের মুখের উপর একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর আরল্ ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন, স্ত্রীর অপেক্ষায় এখনও

তিনি ভোজন করেন নাই, একজন ভৃত্যকে দিয়া আহারের জন্ম স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ভৃত্য আসিয়া বলিল, "তিনি লেডী লেকসেয়ারের বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছেন, রাত্রে আর কিছু খাইবেন না, তিনি আসিতেছেন বলিলেন।" —আহারে উপবেশন করিলে তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

এডিথ আরলের পাশে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া তাঁহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "চার্লস, আমি বাড়ী ফিরিয়া তোমার সঙ্গে কথা না বলিয়াই একেবারে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ জন্ম হয় ত তুমি আমাকে বড় হৃদয়হীনা বলিয়া মনে করিতেছিলে, সত্যই তখন আমার মনটা ভাল ছিল না। আমি লেকসেয়ারের ওখানে গুজব শুনিলাম, তুমি আজ রাত্রে হে-মার্কেট থিয়েটারে একটা অতি মন্দচরিত্রা স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিলে। এ কথা শুনিয়া আমি তোমার উপর বড়ই চটিয়াছিলাম; কিন্তু বাড়ী আসিয়া আমি শুনিলাম, তুমি আজ রাত্রে কোথাও বাহির হও নাই; তখন আমার ভ্রম দূর হইল, মনটা এতক্ষণে সুস্থ হইল।"

আরল্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন গাঁজাখুরী কথা তোমাকে কে বলিল?"

এডিথ বলিলেন, "না, না, তুমি যে এই তুচ্ছ কথাটা লইয়া অন্ত লোকের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না, আমি তোমাকে কাহারও নাম বলিতেছি না। এ কথা যে মিথ্যা, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দের বিষয়।"

"কিন্তু মনে কর, যদি আমি লেভিসনকে তাঁহার বাড়ীতে দেখিতে যাইতাম, আর সেখানে ঘণ্টা দুই কাটাইয়া আসিতাম, তাহা হইলে তুমি হে-মার্কেট থিয়েটারের এই আজগুবী গল্পটা অনায়াসে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে!"—কাউণ্ট এই কথা বলিলেন।

এডিথ বলিলেন, "বিশ্বাস করি না করি—ব্যাপারটা তাহা হইলে সন্দেহজনক হইয়াই থাকিত। যাহা হউক, আমরা যেন পরস্পরের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা মন্দ সন্দেহ করিয়া না বসি।"

আরল্ এক গ্লাস মদ এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকট কথা গোপন করিবে, ইহা বড়ই অন্যায়। ইহাতে প্রণয় চিরকালের জন্ম নষ্ট হয়; মনঃকষ্টেরও সীমা থাকে না।"

এডিথ বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি নিজের দোষসংশোধনে সংকল্প করিয়াছ, তোমার কথা শুনিয়া ত তাহাই অনুমান হয়।"

আরল্ বলিলেন,"আমি কোন কথা তোমার নিকট গোপন করি না করি—তুমি কি কর না ?"

"না, প্রকৃত গোপন রাখিবার যোগ্য এমন কোন বিষয় নাই, যাহা তোমার নিকট গোপন করিয়াছি।"

আরল্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম।"—মনে মনে ভাবিলেন, 'এডিথ বুঝিয়াছে, তাহার উপর আমি সন্দেহ করিয়াছি,—কাজটা আমার অন্যায় হইয়াছে, হঠাৎ একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা ঠিক নয় ; এডিথ ঠিকই বলিয়াছে।'

একপঞ্চাশত্তম উল্লাস

স্যাম্‌সনের আর এক চাল।

মটনহিল নামক দরিদ্র-পল্লীতে একখান মুদীখানা দোকানে বসিয়া দানিয়েল একদিন রাত্রে দোকানদার উইলিয়াম ট্যাগার্টির সঙ্গে গল্প করিতেছিল। কেমন করিয়া সে পলাইয়া টেমস্ নদীর গর্ভে গিয়া পড়িয়াছিল কিরূপেই বা উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, সেই কথার আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় দোকানের সদর-দরজায় একটি ঘা পড়িল, কেহ যেন করাঘাত করিতেছে।

দানিয়েল অধীরভাবে বলিল, "ঐ বুঝি কে আসিতেছে, আমি ফেরারী আসামী, এখানে কেহ আমাকে দেখিতে পাইলে বিপদ্ ঘটিবে। আমি কোথায় লুকাইব ?"

দোকানদার ট্যাগার্টি বলিল, "দোতালার কুঠুরীতে গিয়া লুকাও, সেখানে সাল ও ডিককে সঙ্গে লইয়া যাও, কে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করিতেছে দেখি।"

দানিয়েল টুপী লইয়া সাল ও ডিকের সঙ্গে দোতালায় চলিয়া গেল। ট্যাগার্টি একটা বাতী হাতে লইয়া সদর-দরজায় আসিল; দরজা খুলিয়া বাতীর আলোকে দেখিল, একজন লোক দেখিয়াই চিনিতে পারিল, আগন্তুক সুবিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ লরেন্স স্যাম্‌সন্।

স্যাম্‌সন্ টুপী খুলিয়া বলিলেন, "গুডমর্ণিং মিঃ ট্যাগার্টি, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে। তোমার এখন অবসর আছে ত ?"

ট্যাগার্টি প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে কথা ?"

"বিশেষ কাজের কথা।"

ট্যাগার্টির বুকের মধ্যে ঢুব্ ঢুব্ করিয়া উঠিল, কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "আসুন, ভিতরে আসুন ; ঐ চেয়ারে বসুন, আপনার টুপীটা দেন, সরাইয়া রাখি। তবে কি আনিবার হুকুম হয়,—জিন, না রম, না ব্রাণ্ডী ?"

মিঃ স্যাম্‌সন্ হাসিয়া বলিলেন, "কিছুই আনিতে হইবে না। আমি তোমার কাজের ব্যাঘাত করিতেছি না ত ? তুমি বাড়ীতে একাই ছিলে ?"

ট্যাগার্ট ঢোক গিলিয়া বলিল,"আজ্ঞে হাঁ, একা—সম্পূর্ণ একা।"—স্যাম্‌সন্‌ বুঝিলেন, ট্যাগার্ট তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই একা ছিল না, তাহার সঙ্গী যেই হউক, কোথায় লুকাইয়াছে, কিন্তু তিনি মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "আমি তোমার কাছে একটা বড় কাজের কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, যদি ঠিক খবর তুমি আমাকে দিতে পার, তবে তোমার হাজার দেড়েক টাকা লাভ হইতে পারে।"

দেড় হাজার টাকার প্রলোভন বড় কম নয়, ট্যাগার্টের চক্ষু একবার লোভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল, দানিয়েলকে ধরিয়া দিবার জন্য বুঝি মিঃ স্যাম্‌সন্‌ অনুরোধ করিবেন। সর্ব্বনাশ! দেড় হাজার টাকার লোভ করিতে গিয়া তাহা হইলে যে প্রাণের মায়াই ত্যাগ করিতে হইবে, দানিয়েলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার দলের লোক তাহাকে যে ছিঁড়িয়া খাইবে। তাই সে কিছু ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "মিঃ স্যাম্‌সন্‌, যদি কোন নোঙরা কাজে আপনি আমার সাহায্য চান, তবে আমি টাকার লোভেও তাহা করিব না, আমি স্বভাব-পরিবর্ত্তন করিয়াছি, মন্দ-সংসর্গে আর বড় একটা থাকিব না।"

মিঃ স্যাম্‌সন্‌ বলিলেন, "তুমি জানো, আমি পুলিসের লোক, মন্দ কাজে কি আমি তোমাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে পারি? আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিব, সে নোঙরা কাজ নয়, অনায়াসেই তুমি তাহা করিতে পারিবে, কোন কষ্ট নাই, অথচ দেড় হাজার টাকা লাভ, টাকাগুলি তুমি যেন পড়িয়াই পাইতেছ।"

ট্যাগার্ট বলিল, "আচ্ছা, আপনার কথা কি, আগে শুনি। আমি ত কিছু ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

মিঃ স্যাম্‌সন্‌ বলিলেন, "আগে বল, আমাদের কথা গাঁটা দিয়া শুনিবার কাহারও সম্ভাবনা আছে কি না?"

ট্যাগার্ট বলিল, "আমার একটা দাসী দোতালার ঘরে সংসারের কাজ করিতেছে, সে যদি গাঁটা দেয় ত বলিতে পারি না।"

মিঃ স্যাম্‌সন্‌ বলিলেন, "তবে এখানে কাজ নাই, চল, নিকটে কোন আড্ডায় গিয়া বসা যাক্‌।"

ট্যাগার্ট বলিল, "তাহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু কথা এই যে, শীঘ্রই আমার একটি বন্ধুর এখানে আসিবার কথা আছে, দোকান

ছাড়িয়া তাই বাহিরে যাইতে পারিতেছি না। সে কথাটা কি আমার কাছে চুপি চুপি বলুন না।"

ট্যাগার্টির মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ স্মাম্‌সন্ বলিলেন, "আমি জ্যাক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

ট্যাগার্টি জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানিতে চান?"

"তাহার শৈশব সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য কথা তুমি জানো, সকলই বল, যদি তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি দেড় হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

ট্যাগার্টির চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "দেড় হাজার টাকা! এত টাকা উপার্জ্জন করিতে আমার অনেক সময় লাগে। আচ্ছা, আপনার এ সম্বন্ধে কি জানা আছে?"

মিঃ স্মাম্‌সন্ বলিলেন, "এইমাত্র জানি যে, তাহার বাল্যজীবন রহস্যাবৃত, তাহাকে কেহ চুরী করিয়া প্রতিপালন করিয়াছে। সে দানিয়েলের আড্ডায় চাকরী করে। সে কোন্ তারিখে চুরী যায়, তাহা তোমার মনে আছে?"

"আছে। ১৭৯৫ অব্দের ১লা জুন।"

"কোথায় চুরী যায়, বলিতে পার?"

"হাইডপার্কে।"

"কাহার ছেলে সে, জানো?"

"না।"

"চোর কে?"

"জেমস্ মেল্‌মথের বাপ, সে আত্মহত্যা করিয়াছে।"

"মেল্‌মথ এই বালককে চুরী করিয়াছিল কেন জানো?"

"ছেলেটার পিতা-মাতার উপর তাহার খুব রাগ ছিল, সেই জন্য।"

"তুমি ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার?"

ট্যাগার্টি বলিল, "আমি প্রমাণ উপস্থিত করি, আর চোরের সাহায্যকারী বলিয়া জেলে দিউন, আপনারা পুলিসের লোক, আপনাদের বিশ্বাস কি?"

মিঃ স্মাম্‌সন্ বলিলেন, "অবিশ্বাস করিও না বাপু, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

ট্যাগার্টি কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তাহার পর সে উপরতালায় গেল।

ট্যাগার্টির মুখে দানিয়েল, ডিক প্রভৃতি যখন শুনিল, মিঃ স্যাম্‌সন্ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদের ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কি জন্য তিনি সেখানে আসিয়াছিলেন, ট্যাগার্টি সে কথাটা বলিল বটে, কিন্তু পুরস্কারের কথা চাপিয়া গেল, পাছে পুরস্কারের ভাগ দিতে হয়।"

ট্যাগার্টি একটা ডেস্ক খুলিয়া, পুলিন্দা বাহির করিয়া নীচে আসিবে, এমন সময় দানিয়েল তাহার হাত চাপিয়া ধরিল;—নিম্নস্বরে বলিল, "উইলিয়ম, তুমি আমার জন্য একটা কাজ করিবে ভাই?"

ট্যাগার্টি বলিল, "কি কাজ, বল।"

দানিয়েল বলিল, "স্যাম্‌সন্ এখনও নীচে আছে, সে বাহির হইয়া গিয়াছে কি না, তাহার কেহ সাক্ষী নাই, এমন সুবিধায় তাহাকে ভবনদীর পারে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে পার না?"

ট্যাগার্টি ভীতভাবে বলিল, "সে আমি পারিব না, মাপ কর ভাই।"

দানিয়েল বলিল, "তুই ভারী কাপুরুষ!"

ট্যাগার্টি বলিল, "সাবধান, এমন কথা আর বলিও না, এবার আমি তোমাকে মাপ করিলাম। তুমি এখানে আছ, আমি স্যাম্‌সন্‌কে বলিতেছি না, তোমার কোন ভয় নাই।"

দানিয়েল বলিল, "আচ্ছা, যদি আমি নিজেই সেই হতভাগাকে—"

বাধা দিয়া ট্যাগার্টি বলিল, "যদি নিকাশ কর, আমি তাহার মধ্যে নাই, এ বিষয়ে আমি তোমার কোনই সাহায্য করিব না।"

ট্যাগার্টি নীচে যাইতেই মিঃ স্যাম্‌সন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাতে ও কি?"

"জ্যাক্ যখন চুরী যায়, তখন তাহার যে পোষাক ছিল, আমি তাহা যত্নে রাখিয়াছিলাম। এই দেখুন তাহার টুপী, এই ফ্রক, এই ষ্টকিং, এই জুতা, সবই আছে, রঙ্ ময়লা হইয়া গিয়াছে, অনেক দিনের কথা কি না।"

"তুমি এগুলি কেন রাখিয়াছিলে?"

"না রাখিলে কি আমি আপনার কাছে দেড় হাজার টাকা পাইতাম? জানিতাম, এগুলি একদিন না একদিন কাজে লাগিবে।"

স্যাম্‌সন্ বলিলেন, "তুমি খুব বুদ্ধিমান্। এই লও তোমার দেড় হাজার টাকা, এ জিনিসগুলি আমি লইয়া যাইব।"

"অনায়াসে।"—ট্যাগার্টি ব্যগ্রভাবে টাকাগুলি গণিতে লাগিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, একটু মদ খাবেন কি?"

"না, বিদায়" বলিয়া মিঃ স্মামসন্ উঠিলেন।

ট্যাগার্টি স্মামসনের জন্য সদর-দরজা খুলিয়া দিল, তিনি চলিয়া গেলে সে টাকাগুলি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিল, তাহার পর তাহার বন্ধুকে সংবাদ দিল, মিঃ স্মামসন্ চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু মিঃ স্মামসন্ তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চল পরিত্যাগ করিলেন না, ট্যাগার্টির উপর-ঘরে কে আছে জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল. তিনি নিকট-বর্ত্তী একজন পুরাতন পোষাক-বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিলেন, মিনিট পাঁচেক সেই দোকানে থাকিয়া যখন তিনি বাহির হইলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর ছদ্মবেশে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ট্যাগার্টির বাড়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া পথিকগণের নিকট ক্ষীণস্বরে ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিল। ভিক্ষাগ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায় নাই, ভিক্ষা না নিলে লোকে তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারে।

এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা চলিয়া গেল, ক্রমে মধ্যরাত্রি উপস্থিত। কিন্তু ট্যাগার্টির বাড়ী হইতে কেহ বাহির হইল না। মিঃ স্মামসন্ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রায় একটার সময় ট্যাগার্টি আলো হাতে লইয়া বাহিরে আসিল, ছদ্মবেশী স্মামসন্ কপটস্বরে তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন. সে কোন উত্তর দিল না; সে এ দিকে ও দিকে চাহিয়া আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর একজন স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতেও একটা বাতী। তাহাকে দেখিয়াই স্মামসন্ চিনিলেন, সে দানিয়েলের উপপত্নী স্মালী মেল্‌মথ।

অনেকক্ষণ পরে একজন লোক আপাদমস্তক ঢাকিয়া ট্যাগার্টির বাড়ী হইতে বাহির হইল। লোকটাকে চিনিতে না পারিয়া ছদ্মবেশী স্মামসন্ কাতরস্বরে তাহাকে বলিলেন, "পরমেশ্বরের দোহাই, ওগো এই অনাথা ভিখারিণীকে কিছু ভিক্ষা দিয়া যাও।"

"দূর হ হারামজাদী' বলিয়া লোকটা বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ স্মামসন্ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন, সে কণ্ঠস্বর তাঁহার অপরিচিত নহে, তিনি বুঝিলেন, টেমস্‌গর্ভ হইতে দানিয়েল উঠিয়া আসিয়াছে, তাহার মৃত্যু হয় নাই।

দ্বিপঞ্চাশত্তম উল্লাস

আওয়েনের কন্যাগণ—আগাথা, এমা, জুলিয়া।

এবার আমাদিগকে মিসেস্ আওয়েনের কন্যাগণের কাছে যাইতে হইবে। বলিয়াছি, তাহারা ফ্রান্সে যাত্রা করিয়াছিল, ছোট মেয়েটি পথ হইতেই সরিয়া পড়ে, অবশিষ্ট তিন কন্যা আগাথা, এমা ও জুলিয়ার অভিভাবিকাস্বরূপ একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাদের সঙ্গে যাইতেছিল, এই স্ত্রীলোকটির নাম রেঞ্জার। সে বিধবা, মিসেস্ আওয়েনের সহিত তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল ছিল না, টাকার লোভে সে সকল দুষ্কর্ম্মই করিতে পারিত। আওয়েন-কন্যাগণ কি জন্য ফ্রান্সে যাত্রা করিয়াছে, তাহাও তাহার বিদিত ছিল, তাহার বয়স পঞ্চান্ন পার হইলেও সে যুবতীজনোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিত, পরচুলা পরিত, দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছিল, কৃত্রিম দাঁত ধারণ করিত, বিলাসের অনুষ্ঠানে তাহার কোনই ত্রুটি ছিল না। গবর্ণমেণ্টের একখানি জাহাজে তাহারা ক্যালে নগর পর্য্যন্ত যাইতেছিল।

উল-উইচ হইতে ক্যালে যাইতে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা লাগিল। এ সময় সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল, কিন্তু বায়ুর গতি বড় অনুকূল ছিল না। সমুদ্র শান্ত থাকিলেও মিসেস্ রেঞ্জার সমুদ্র-পীড়ায় বড় কষ্ট পাইতে লাগিল। ডেকের ভিতর হইতে তাহার বাহির হইবার সামর্থ্য রহিল না, কিন্তু যুবতীত্রয় কোন কষ্ট অনুভব করে নাই, তাহারা সারাদিন ডেকের উপর বসিয়া কখন গল্প, কখন বা গানে সময় কাটাইয়া দিত, জাহাজের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাহারা বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল।

বুধবার অপরাহ্ণে উল-উইচ হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাকালে সকলে ক্যালে নগরে উপস্থিত হইল। স্থির হইল, রবিবার প্রভাতে তাহারা পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিবে। পাঠকগণের বোধ করি মনে আছে, তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য মিঃ জোস্‌লিন লকতস্ শুক্রবারে লুইসার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। শনিবারে তিনি ডোভার পার হইয়া ক্যালে নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং যে হোটেলে মিস্ আওয়েনত্রয় বাসা লইয়াছিল, সেই হোটেলে তিনিও বাসা লইলেন। এই হোটেলটির নাম 'দেসিনের হোটেল।'

হোটেলের পরিচারকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লকৃতস্ জানিতে পারিলেন, তিনটি যুবতী এক বুড়ীর সঙ্গে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা পরদিন ডাকগাড়ীতে প্যারিস যাত্রা করিবে। এ সংবাদে লকৃতস্ খুব খুসী হইলেন, তিনি পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন গাড়ীতে সেই দিনই প্যারিস যাত্রা করিতে পারেন কি না? কিন্তু ভৃত্য তাঁহাকে জানাইল, সে সময়ে ইংরাজ ভ্রমণকারীরা অনেকে ফ্রান্স-ভ্রমণে আসাতে গাড়ী অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সে দিন গাড়ী পাওয়া দুর্ঘট,ঐ ডাক-গাড়ীই ছিল, তাহাতে চারিজনের ভাড়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং প্যারিস হইতে অন্য গাড়ী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার হোটেলে অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই।

জোসেলিন ভৃত্যকে জানাইলেন যে, পরদিন সকালে প্যারিসযাত্রা না করিলেই তাঁহার চলিবে না, বড় জরুরী কাজ। তিনি ডাক-গাড়ীতে একটু স্থান পাইতে পারেন কি না, তাহাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য বলিল, "তাই ত, সে গাড়ীতে ভদ্রলোকের মেয়েরা যাইবেন, ভাড়া ঠিক হইয়া গিয়াছে, সে গাড়ীতে কি করিয়া স্থান হয়?"

জোসেলিন লকৃতস্ ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি যদি ঐ ডাক-গাড়ীতেই একটু স্থান ঠিক করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি দশ টাকা বক্‌শীস দিব।"

ভৃত্য তাঁহাকে আর কোন কথা বলিল না, সে তাহার কক্ষ ত্যাগ করিয়া যুবতীদের খানার যোগাড় করিতে গেল। তখন সান্ধ্য-ভোজনের সময় হইয়াছিল। টেবিলে সে খানা সাজাইয়া দিলে মিসেস্ রেঞ্জার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকালে ঠিক নটার সময় গাড়ী ছাড়িবে, এ কথা তাহার মনে আছে কি না? তাহার পর সে পথের কথা, পথে কোন বিপদ্-আপদের সম্ভাবনা আছে কি না, কোথায় কোথায় আডডা মিলিতে পারে ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভৃত্য সকল প্রশ্নের উত্তর দিল, কেবল বিপদ্-আপদের সম্ভাবনা আছে কি না, সে কথার কোন জবাব করিল না। ইহাতে বৃদ্ধা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "পথে কোন ডাকাতের ভয় আছে কি না, সে কথা ত কিছু বলিলে না?" ভৃত্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সে ভয় যে নাই, তা ঠিক বলিতে পারি না. দিনের বেলাতেও স্থানে স্থানে রাহাজানী হইয়া গিয়াছে শুনিয়াছি, আপনারা চারিজন স্ত্রীলোক যাইবেন, আমার মনে হয়, সঙ্গে একজন পুরুষ রক্ষক থাকিলে ভাল হয়।"

বলা বাহুল্য, ভৃত্য এই ভাবে কথা বলায় সে যাহা চায়, তাহা হইল। যুবতীত্রয় এ সংবাদে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য কোন বিশ্বাসী পুরুষ রক্ষকের সাহায্য পাওয়া কি সেখানে সম্ভব?

ভৃত্য বলিল, "তেমন বিশ্বাসী লোক কৈ? তবে আজ সন্ধ্যাকালে একটি ইংরাজ ভদ্রলোক সেই হোটেলে আসিয়াছেন, তিনি কাল সকালে প্যারিস পর্য্যন্ত যাইবেন, গাড়ী খুঁজিতেছিলেন, গাড়ী পাওয়া যায় না, সব গাড়ী বাহির হইয়া গিয়াছে, আপনাদের জন্য ডাক গাড়ীই অবশিষ্ট আছে, অথচ সকালে প্যারিস যাত্রার জন্য বড়ই তিনি ব্যস্ত। লোকটি খুব ভদ্রলোক ও খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বলিয়াই বোধ হইল, যেমন মিষ্ট কথা, তেমনই মোলায়েম চেহারা, এমন সুশ্রী যুবক আমাদের চোখে বড় একটা পড়ে না।"

এই কথা শুনিয়া যুবতীগণের কৌতূহলবৃদ্ধি হইল, জুলিয়া মনে করিল, এমন এক জন যুবককে সঙ্গী করিয়া লইয়া যাওয়াতে কোন হানি নাই। এমা ভাবিল, এমন সুবিধা কখনই ছাড়া যায় না। আগাথা স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল, "এই যুবক যাহাতে তাহাদের রক্ষী হইয়া যায়, সে জন্য তাহাদের চেষ্টা করা উচিত।" মিসেস্ রেঞ্জার চোর-ডাকাতকে বেশী ভয় করিত, সে বলিল, "তা আমারও কোন আপত্তি নাই, তবে তোমাদের কি না কাঁচা বয়স, লোকটি ভদ্রলোক কি না, আগে জানা দরকার।" ভৃত্য দেখিল, মাছে টোপ গিলিয়াছে। সে বলিল, "বলেন কি মেমসাহেব, এমন বড় লোকের ছেলে, এমন সুপুরুষ, এমন মিষ্টভাষী লোক, তিনি যদি ভদ্রলোক না হন ত কি কুলী-মজুরে ভদ্রলোক হইবে?" তখন স্থির হইল, ভৃত্য সেই ভদ্রলোকটিকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে, যদি সে কাজ উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে সে উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিবে।

ভৃত্য মনে মনে ভারী খুসী হইয়া জোসলিনের কক্ষে উপস্থিত হইল, সে কোন কথা না বলিতেই তাহার চোখ-মুখ দেখিয়া জোসলিন বুঝিলেন, কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছে। ভৃত্য সকল কথা তাঁহার গোচর করিল, তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে দশটি টাকা দিলেন।

অতঃপর জোসলিন তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, শয্যায় শয়নমাত্র নিদ্রিত হইলেন। এ দিকে আহারাদি শেষ করিয়া তিন যুবতী বৃদ্ধা সহচরীর সহিত শয়নমন্দিরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল,

যুবতীত্রয়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রভাতে যে যুবক তাহাদের সঙ্গী হইয়া যাইবে, সে কেমন লোক ?

পরদিন প্রভাতে মিঃ লক্‌তস্‌ যুবতীদের নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন,—তাহাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া তাঁহাকে খাইতে হইবে। ইহা ঘনিষ্ঠতার পূর্ব্বসূচনা।

যথাসময়ে ভৃত্য তাঁহাকে যুবতীদের ভোজনাগারে লইয়া গেল। মিঃ লক্‌তস্‌ তাহাদিগের প্রতি চাহিয়াই ক্ষোভে ও ঘৃণায় যেন আচ্ছন্ন হইলেন। আহা! এমন সুন্দরী যুবতী, তাহাদের এমন শোচনীয় পরিণাম! তাহারা তাহাদের নারী-হৃদয়কে সয়তানের চরণে এমন করিয়া বাঁধা দিয়াছে! তাহাদের সরল হৃদয় দেখিয়া একবারও মনে হয় না, তাহাদের হৃদয় গরলে পূর্ণ! তিনি স্থির করিলেন, এই সকল যুবতী নিশ্চয়ই মোহাচ্ছন্ন হইয়া পাপের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের কিরূপ শোচনীয় অধঃপতন অনিবার্য্য, তাহা তাহাদের কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই, দিলে তাহারা নিশ্চয়ই সে পথে অগ্রসর হইত না। তিনি তাহাদের উদ্ধারসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

মিস্‌ আওয়েনদের সহিত আলাপ করিয়া জোসেলিন সুখী হইলেন, কথা-বার্ত্তায় তাহাদের তুলনা মিলে না,কিন্তু মিসেস্‌ রেঙ্গারের সঙ্গে দুই তিন মিনিট কথা কহিয়াই তাঁহার হৃদয় ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, এ একটা মানবীবেশে রাক্ষসী! কিন্তু তিনি তাঁহার এই দুর্দ্দমনীয় ঘৃণা বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই একটা শত্রু সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। যতক্ষণ টেবিলে বসিয়া রহিলেন, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে বেশ অসঙ্কোচে গল্প চলিতে লাগিল। জহুরী রতন চেনে; আওয়েন-দুহিতাত্রয় অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, এ যুবক খাঁটী হীরা; ইহাকে সঙ্গে লইলে খুব আরামে সময় কাটিবে।

তাহার পরই জিনিসপত্র টানাটানি ও হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। গাড়ীতে সকল জিনিস উঠিল। ফরাসী ডাকগাড়ীগুলি বিস্তৃত, ভিতরে অনেক স্থান, মিসেস্‌ রেঙ্গার ও জুলিয়া গাড়ীর বিপরীতদিকের আসনে বসিল, সোজা দিকে বসিল আগাথা ও এমা, তাহাদের মধ্যে বসিলেন জোস্‌লিন, অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীদ্বয়ের মধ্যে বসিয়া তিনি যেন কিছু অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন; ইহাতে কিছুমাত্র আরাম অনুভব করিলেন না!

ঠিক নটার সময় ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়িতেই গাড়ী ছুটিয়া বাহির হইল। দুই জোড়া হাতীর মত ঘোড়া রাজপথ দিয়া গাড়ী টানিয়া বর্লোনের পথে অগ্রসর হইল। প্রথমেই বৃদ্ধা কথা কহিল, সে বলিল, "আমরা কোথায় যাইব, তা শুনিলে আপনি বড় আশ্চর্য্য হইবেন। এই যে মেয়ে তিনটি আমার সঙ্গে যাইতেছে, এরা বড় সাধারণ নয়। ইংলণ্ডের যুবরাজ-মহিষী এখন ইতালীতে আছেন, ইহাঁরা তাঁহারই সখী হইবার জন্য যাইতেছে। প্যারিস হইয়া আমরা ইতালী পর্য্যন্ত যাইব। আপনি কতদূর যাইবেন, প্যারিসেই থাকিবেন কি ?"

জোসেলিন বলিলেন, "আমার দেশভ্রমণ উদ্দেশ্য, প্যারিস হইতে আমিও ইতালী দেখিতে যাইব, এইরূপ ইচ্ছা আছে, ইতালী বড় সুন্দর দেশ, তাহা দেখিবার জন্য আমি বড় ব্যগ্র হইয়াছি।"

মিঃ লকভস্ ইতালী পর্য্যন্ত যাইবেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীত্রয়ের আনন্দের সীমা রহিল না; তাহাদের চক্ষুতে সে আনন্দ-লহরী প্রতিবিম্বিত হইল। মিসেস্ রেপ্পার লকতস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তিনি দুই দিন মাত্র ফরাসী রাজধানীতে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার সেখানে যে কাজ আছে, তাহা দুই দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে।

এই কথা শুনিয়া আগাথা বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, আমাদেরও প্যারিসের কর্ম্ম দুই দিনের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে।"

জোসেলিন বলিলেন, "তাহা হইলে ত আমি আপনাদের সঙ্গে ইতালী পর্য্যন্ত যাইতে পারি।"

তিন জন যুবতীই এ প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হইল ও একবাক্যে তাহার সমর্থন করিল, আগাথা একটু বেশী আনন্দ প্রকাশ করিল এবং প্রেমপূর্ণ-দৃষ্টিতে জোসেলিনের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিল। এ চাহনী জোসেলিনের বড়ই অপ্রীতিকর হইল। তিনি একবার আগাথার দিকে চাহিতেই সে তাহার মুখ নামাইয়া লইল, একটু লজ্জায় তাহার সুন্দর গণ্ডস্থল লোহিতাভা ধারণ করিল। তাহার পর নানা কথায় এ ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল।

বেলা প্রায় দুইটার সময় বলোনে উপস্থিত হইয়া একটা আড্ডায় তাঁহারা আহারাদি শেষ করিলেন, তাহার পর আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী যখন বার্ণের রাস্তায় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহাদের নৈশ-ভোজনের আয়োজন করিতে হইল। এই একদিনের মধ্যে যুবতীগণের মনে হইতে লাগিল, তাহাদের সঙ্গী যুবকের সঙ্গে যেন তাহাদের কত দিনের পরিচয়!

নৈশ-ভোজনের পর আবার গাড়ী ছাড়িল। এবার ভিলের অভিমুখে গাড়ী চলিতে লাগিল। রাজপথ অন্ধকারপূর্ণ, পথে জনসমাগম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; মিসেস্ রেঞ্জার চোর ডাকাতের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল, সে জাগিয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার গল্প বলিতে লাগিল; কিন্তু তাহার কথা কাহারও প্রীতিকর হইল না। জুলিয়া তাহার পাশে বসিয়া ঢুলিতে লাগিল; আগাথা নির্ব্বাক্, জোসেলিন ও এমা মধ্যে মধ্যে বুড়ীর দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

গাড়ীর মধ্যে ঘোর অন্ধকার, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিয়ৎকাল পরে জোসেলিন দেখিলেন, তাঁহার এক বিপদ্ উপস্থিত। বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তিনি অনুভব করিলেন, আগাথার মাথাটি ধীরে ধীরে তাঁহার স্কন্ধদেশে নত হইয়া পড়িতেছে, জোসেলিন মনে করিলেন, আগাথার ঘুম আসিয়াছে তাই ঢুলিতেছে, তিনি আগাথার মস্তকস্পর্শে কিছু অস্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন ভদ্রতা ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে কিন্তু তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন না।

কিছু কাল এই ভাবে গেল। তাহার পর আগাথার মাথাটি জোসেলিনের কাঁধে এমনভাবে ঢলিয়া পড়িল যে, তাহার প্রফুল্ল-পদ্মের ন্যায় কোমলগণ্ডস্থল ধীরে ধীরে তাঁহার গণ্ড স্পর্শ করিল। জোসেলিন চমকিত হইয়া মাথা সরাইয়া লইলেন, কিন্তু আগাথার মাথা তাঁহার কাঁধেই রহিল; এই সময়ে বুড়ীরও বোধ করি ঢুলুনি আসিয়াছিল, সে আর কোন কথাই বলিতেছিল না, সুতরাং আগাথা ঘুমাইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য জোসেলিন একবার তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহার নিশ্বাসের গতি ত ঘুমন্ত মানুষের মত নহে। এ কি আগাথার কপট নিদ্রা? তাঁহার বিস্ময় বিরক্তিতে পরিণত হইল। তিনি খানিকটা সরিয়া গিয়া বসিলেন, অমনি আগাথা মাথা তুলিয়া একটা বিস্ময়জনক শব্দ করিল—যেন সে সত্যই ঘুমাইতেছিল; যেন হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

মি লকৃতস্ সরিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আর এক বিপদ্ হইল, তিনি সরিতে সরিতে একেবারে এমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এমা যে তাঁহার আর এক পাশে বসিয়া আছে, তাহার দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। আগাথার কাছ হইতে সরিয়া বসিতে যাইয়া এমার গায়ে ধাক্কা লাগিল, এমা ভাবিল, এ ধাক্কাটা ইচ্ছাকৃত ধাক্কা!—ইহা তাহার প্রতি জোসেলিনের প্রেমেরই ইঙ্গিত। সে ঘুমায় নাই, প্রেমজ্ঞাপনের সুযোগ পাইয়া সে খুব উৎসাহিত

হইয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল, জোসেলিন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, এমন সময় গাড়ীর চাকায় কি একটা শক্ত জিনিস বাধায় গাড়ীর স্প্রীং তুলিয়া উঠিল, আর একবার এমার অঙ্গে জোসেলিনের অঙ্গস্পর্শ হইল। এমার মুখে চক্ষে রক্তস্রোত যেন দ্রুতবাহিত হইয়া উঠিল। জোসেলিনের বামহস্তের কণুই এমার স্তনের অগ্রভাগে ঈষৎ স্পর্শ করিল, এমা শিহরিয়া উঠিল। যুবতী লালসাপূর্ণহৃদয়ে তাহার যৌবনান্নত পীবর বক্ষঃস্থল জোসেলিনের দেহের সংস্পর্শে আনিল।

এমা কল্পনা করিল, তাহার দুষ্প্রবৃত্তিতে তাহার যুবক সঙ্গী নিশ্চয়ই উৎসাহ দান করিবেন, তাই সে প্রতীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল, লক্‌তস্ তাহাকে কোন প্রকার ইঙ্গিত করেন কি না! কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না, বরং আগাথা এক কোণে একটু সরিয়া বসায় লক্‌তসের আর স্থানাভাব না হওয়াতে তিনিও একটু সরিয়া বসিলেন, এমার অঙ্গে আর তাঁহার অঙ্গস্পর্শ হইল না।

কিন্তু এমা হাল ছাড়িল না। লক্‌তস্ সরিয়া বসিলেন দেখিয়া সে ধীরে ধীরে তাঁহার গায়ের উপর চাপিয়া আসিল, আবার তাহার উন্নত বক্ষঃস্থল তাঁহার বাহুমূল স্পর্শ করিল। লক্‌তস্ আবার একটু সরিয়া বসিলেন, কিন্তু এমার কু-অভিপ্রায়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না, তিনি মনে মনে বলিলেন, "ভগবন্! এ কঠোর পরীক্ষা হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

কিছু কালের মধ্যেই গাড়ী এবে-ভিলের একটা হোটেলে উপস্থিত হইল। সে রাত্রে সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন এবং শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে যুবতীত্রয়ের সহিত ভোজনাগারে লক্‌তসের সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু আগাথা বা এমা কেহই পূর্ব্বরাত্রির প্রগল্‌ভতার জন্য তাঁহার নিকট কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না; বরং তাহারা লক্‌তসের প্রতি অধিকমাত্রায় স্নেহের ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এখানে আহারাদির পর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা গাড়ীতে যে যে স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, এবারও তাঁহারা ঠিক সেই সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। পথে আবার পূর্ব্ব-অভিনয় চলিতে লাগিল, কিন্তু লক্‌তস্ কিছুতেই টলিলেন না, কোন প্রকার উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না, তিনি মনে মনে বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলেন, কিন্তু কোন

প্রকার বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। যুবতীত্রয়ের অসংযত-প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন ;—বুঝিলেন, ইহাদের পতন অনিবার্য্য। তিনি এখন কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, এ পাপিনীদের দল ছাড়িয়া তাঁহার ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ; আবার ভাবিলেন, মেরীকে তিনি বলিয়া আসিয়াছেন, তিনি তাহার ভগিনীদিগকে তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে শেষ চেষ্টা দেখাই তাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার অদৃষ্টে যে লাঞ্ছনা, যে অপমান ঘটুক, তাহাতে তিনি কাতর হইবেন না। সুযোগ হইলেই তিন ভগিনীর সহিত স্বতন্ত্রভাবে এ সম্বন্ধে আলাপ করিবেন স্থির করিয়াই ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন।

এ দিকে পথেরও শেষ হইয়া আসিয়াছিল, গাড়ী ফরাসী রাজধানী প্যারিস নগরে প্রবেশ করিল, গাড়ী মরিস হোটেলে আসিয়া দাঁড়াইল। মিসেস রেঞ্জার যুবতীত্রয়ের সঙ্গে হোটেলের একটি সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষে প্রবেশ করিল, জোসেলিন একটা টেবিলের কাছে বসিয়া তাঁহার প্রিয়তমা লুইসাকে একখানি দীর্ঘপত্র লিখিলেন, পত্রে মনের ভার অনেকটা লাঘব করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম উল্লাস।

প্রেমিকের অত্যাচার না আদর।

মরিস হোটেলে মিসেস্ ব্রেঙ্গার ও জুলিয়া একটি শয়নকক্ষ অধিকার করিয়াছিল, আগাথা ও এমা আর একটা কক্ষে রাত্রিবাস করিল।

পরদিন বেলা নয়টার সময় সুখসুপ্তির অবসানে শয্যা ত্যাগ করিয়া এমা ও আগাথা বেশবিন্যাসে রত হইল। আগাথা জিজ্ঞাসা করিল, "এমা, আমাদের সঙ্গী জোসেলিন লকৃতস্‌কে তোমার কেমন মনে হইল?"

এমা আর একখানি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিটোল যৌবনের পরিপূর্ণ রূপরাশি উদ্ঘাটিত করিয়া নিজের অতুলনীয় রূপের প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমার ত মনে হয়, এমন রূপবান্ যুবা পুরুষ আমি আর দেখি নাই।"

আগাথা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দর্পণ হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কি মনে হয় এমা?"

এমা একটু ঢোক টিপিয়া আধ হাসি হাসিয়া বলিল, "আবার কি মনে হইবে?"

"এই যুবক যদি তোমার প্রণয়ী হয়?"

এমা সঙ্কুচিত না হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা বেশ হয়, ভালবাসিবার মত জিনিস বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, উহাকে আমি বিবাহ করিতে কখন রাজী হইব না"

আগাথা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমা, বিবাহ করিতে রাজী হও না কেন?"

এমা হাসিয়া বলিল, "লোকটা ভারী নীতিবাগীশ, একটুও রসিক নয়, এমন অরসিক বোকা লোককে কি বিবাহ করা যায়?"

আগাথা হাসিয়া বলিল, "বলিস্ কি এমা! নীতিবাগীশ, অরসিক, এ কথা তুই কেমন করিয়া জানিলি? তুই ভারী ধূর্ত্ত। পরীক্ষা করিয়াছিস্ বুঝি?"

এমা বলিল, "তুমিও বুঝি পরীক্ষা করিয়াছ; দেখ দিদি, তোমার কাছে আমার গোপন করিবার কিছু নাই, তুমিও ত আমার কাছে কোন কথা গোপন কর না, খোলাখুলি সব কথা বলিয়া ফেলো।"

আগাথা বলিল, "তোর কাছে আর কি কথা গোপন করিব বোন্, সত্য বলিতে কি, জোসেলিনের অঙ্গে আমার অঙ্গস্পর্শ হওয়াতে আমার মনের মধ্যে ভাই ভারী আন্‌চান করিতেছিল, মনের ভাবগুলা সব গুলিয়া গিয়াছিল, কি যে করি, কিছুই ঠিক পাইতেছিলাম না। আমার মনে হইতেছিল, আহা! যদি এই যুবককে একবার আমার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিতে পারি! কিন্তু সে কথা ত আর মুখে বলা যায় না, তাই আমি আমার মনের ভাব ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। এমন কি, আমি ঘুমাইয়া পড়িবার ভাণ করিয়া তাঁহার কাঁধের উপর আমার মাথাটি রাখিয়াছিলাম, অধিক কি, দুই একবার তাঁহার গালেও আমার গালস্পর্শ হইয়াছিল।"

এমার প্রবৃত্তিস্রোত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল, তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার কি ফল হইল? জোসেলিন সেই অন্ধকারের মধ্যে দুই হাতে তোমার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে একটি চুম্বন করিলেন—কেমন কি না?"

"দূর ছুঁড়ী"—আগাথা বলিল, "লোকটা বেহদ্দ বেরসিক, আমার মতলব সে বুঝিতেই পারিল না, কি হয় ত বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিল, হয় ত ভয় করিল, আমি তার প্রগল্‌ভতায় কি কোন রকম অপমান বোধ করিতে পারি? সে ধীরে ধীরে আমার কাছে হইতে সরিয়া গেল, অগত্যা আমি মাথা তুলিয়া লইলাম।"

এমা বলিল, "তোমার কাছ হইতে সরিয়া যাওয়াতেই বুঝি সে আমার উপর চাপিয়া আসিয়াছিল? আঃ! আমি কি ভুলই করিয়াছি, আমি ভাবিলাম, লক্‌তস্ যখন আমার উপর এমন করিয়া চাপিয়া পড়িতেছে তখন ইহা অনুরাগের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে, সে ইচ্ছা করিয়াই এ রকম করিতেছে।"

আগাথা বলিল, "বটে! তা তুই কি করিলি?"

এমা বলিল, "যাহা করা উচিত, তাহাই করিলাম। আমিও তাহার গায়ে চাপিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, তখনই সে কম্পিতবক্ষে আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখচুম্বন করিবে।"

"কি ফল হইল?"

"কচু হইল! তোমার চেষ্টার যেমন ফল হইয়াছে, আমার চেষ্টারও তেমনই ফল হইল।"

আগাথা বলিল, "কেবল একদিন নয়, কাল রাত্রেও গাড়ীতে বসিয়া আমি লোকটাকে জয় করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার কোন পরীক্ষাই সফল হইল না। তাহার পর হোটেলে নামিয়া আলোকের সম্মুখে তাহার সঙ্গে চোখোচোখি করিতে আমার এমন লজ্জা হইল যে, তোকে আর সে কথা কি বলিব? লোকটা বড়ই বদ্‌রসিক। গোঁফ ত লতাইয়া পড়িয়াছে, ও সকল কিছু বোঝে-সোঝে না না কি? এমন অদ্ভুত বেটাছেলে ত কখন দেখিনি।"

এমা বলিল, "আমার সকল পরীক্ষাই নিষ্ফল হইয়াছে দিদি, ও যে যোগী-সন্ন্যাসী, তা ত আমার মনে হয় না, আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয়।"

"কি?"– আগাথা রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সন্দেহ?"

এমা বলিল, "জুলিয়া আমাদের সকলের ছোট। বোধ করি, আমাদের অপেক্ষা তার রূপের ঠাট কিছু বেশী, আমাদের চেয়ে তাহার বয়সও অল্প, তাই বুঝি লক্‌তস্ তাহারই প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে, আমাদের আর তাহার মনে ধরে নাই। বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে মানুষ যে এতটা জিতেন্দ্রিয় হয়, ইহা আমি কখন শুনি নাই, দেখিও নাই।"

আগাথা বলিল, "আরও একটা কারণ থাকিতে পারে, আমরা তিনটি নিরাশ্রিত বালিকা যাহার আশ্রয়ে বিদেশে যাইতেছি, সে আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে কি করিয়া? ভদ্রলোকমাত্রকেই ত তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার কথা।"

এমা হাসিয়া বলিল, "অত্যাচার, না আদর? ভারী ভদ্রলোক! আমরা স্ত্রীলোক হইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, তাহাকে যাচিয়া প্রেম দিতে গেলাম আর তিনি এত বড় ধার্ম্মিক যে, আমাদের মনের ভাব বুঝিতেই পারিলেন না? না দিদি, ছোঁড়াটা জুলিয়ার রূপেই মজিয়াছে।"

আগাথা বলিল, "আমার দিবারাত্রি লক্‌তসের কথাই মনে পড়িতেছে, আহা, কিবা তাঁহার চক্ষু, কিবা সুন্দর কেশ, রঙটিই বা কেমন, মনে হয়, সর্ব্বদা তাহাকে বুকে লইয়া মনের আনন্দে প্রেমের ক্ষুধা মিটাই! লক্‌তস্‌কে দেখিয়া সহজেই যুবরাজের রূপের কথা মনে পড়ে, পরমেশ্বর যুবরাজকে টাকাই দিয়াছেন, রূপ ত দেন নাই; যৌবন ত নাই, অমানান চেহারা, আর পিট্‌পিটে চোখ, জালার মত পেটা, দাঁতগুলো দেখিয়া গায়ে জ্বর আসে, কটা চুলেরই বা বাহার কত! কেবল টাকার লোভে সেই তিনকেলে বুড়োটার সঙ্গে মজিয়া থাকিতে হইয়াছে!"

এমা বলিল, তোমারও যেমন অদৃষ্ট, যা হোক, রাজপুত্র ত আমাদের রাজা বটে, একটু আশা-ভরসা রাখ, পেটে খেলে পিঠে সয়। কিন্তু আমার কি? ডিউক অব ইয়র্ককে মনে পড়িলে গা বমি-বমি করে। এমন উপপতির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। যা হোক, জুলিয়ার ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ড তবু পদে আছে! আমরা তিন ভগিনী তিন রাজপুত্রের উপপত্নী, এমন ঘটনা আর পৃথিবীতে কোথায় ঘটিয়াছে দিদি?"

আগাথা উদ্বেগের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল. "হাঁ, পৃথিবীর ইতিহাসে এ খুব অদ্ভুত ঘটনা বটে, কিন্তু ভাই, আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে।"

এমা আগাথার মুখের দিকে একবার চাহিল, দেখিল, তাহার মুখ ব্রীড়া ও সঙ্কোচে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। বুদ্ধিমতী এমা বলিল, "কিসের ভয় দিদি! ওঃ, আমি বুঝিয়াছি! কিন্তু সত্যই কি তাই? তুই কি কিছু বুঝিতে পারিতেছিস?"

আগাথা বিষণ্ণভাবে বলিল, "না বুঝিতে পারিলে কি ভয় করিতাম?—কিন্তু তুই জোরে কথা বলিস্ না, খুব আস্তে, জুলিয়া ছুঁড়ী যেন টের না পায়, কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে, পারিলে লজ্জা ঢাকিবার আর পথ থাকিবে না।"

এমা বলিল, "বড় বিষম কথা যে, কি করিবে দিদি!"

আগাথা বলিল, "বেশী দিন হয় ত গোপন করা চলিবে না, কিন্তু উপায় ত করিতেই হইবে, ভাগ্যে ইংলণ্ড ছাড়িয়া আসিয়াছি, এখানে এ সকল বিষয় সহজেই চাপা দিতে পারা যায়, ফরাসী দেশে কি ইতালীতে ইংলণ্ডের চেয়েও ভাল ধাই আছে, কিছু টাকা খরচ করিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যায়।"

এমা বলিল, "তা ত বুঝিলাম, কিন্তু—"

আগাথা বলিল, "কিন্তুতে আর কাজ নাই বোন্। এ সব কথা এখন থাক্। যদি ছেলেই হয়, তবে যুবরাজ তাঁহার সন্তানের ভরণপোষণের ভার লইবেন, আমার গর্ভের ছেলে যে তাঁর নয়, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে সাহস করিবেন? এমা, সত্যকথা বলিতে কি, আমি যুবরাজ ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমার সতীত্বধন অর্পণ করি নাই।"

এমা বলিল, "যুবরাজও বোধ করি তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু ডিউক অব ইয়র্কের অত্যাচারে আমাকেও দিদি যদি তোমার মত অবস্থায় পড়িতে হয়, তবে কি হইবে? আমি ত কিছুতেই বাঁচিব না।"

আগাথা হাসিয়া বলিল, "ভাবিস্‌নে বোন্। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা হইবেই, প্রেম করিতে গেলে অনেক যাতনা সহ্য করিতে হয়।"

এমা বলিল, "প্রেমের কপালে আগুন! ইহার নাম কি প্রেম? এ যে টাকার জন্য মান খোয়ানো, ইহার নাম রূপবিক্রয়! প্রেম যদি করিতে হয়, তবে লক্‌তস্ জোসেলিনের সঙ্গে তাহা করা চলে। আচ্ছা দিদি, লক্‌তস্‌কে হস্তগত করিবার জন্য একবার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্ না, যদি কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবে কিছু দিন সুখভোগ করা যাইবে। কিন্তু সে হইল একা, আমরা দু জন তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, দুজনেরই যে জিনিবার আশা আছে, তা ত বোধ হয় না। আর তাহা সুখেরও হইবে না, এক জনের তাহাকে পাওয়া চাই।"

আগাথা হাসিয়া বলিল, "সেই কথাই ঠিক, এক জনের তাহাকে পাওয়া চাই। তা আমিই আগে তাহার হৃদয়-দুর্গ জয়ের চেষ্টা করি, যদি দেখি আমি তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলাম, তখন তুই সেনাপতি সাজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিস্,—কি বলিস্?"

"বেশ তাহাতেই রাজী। আমাদের যে কোন বড়লোকের ছেলে বিবাহ করিতে আসিবে, তাহা ত মনে হয় না; আর দু দিন পরে তুমি ত ছেলের মা হইবে। আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম, রাজপুত্রদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামিশি করায় আমাদের নামে খুব কলঙ্ক রটিয়াছে, সে কলঙ্ক চাপিয়া রাখিবার আর উপায় নাই। আর কোন দিকে না চাহিয়া যাহাতে সুখভোগ ভালরকম হয়, দিনকতক তাহারই চেষ্টা দেখা যাক্।"

আগাথা বলিল, "হাঁ, ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন আর আমরা কিছুই বুঝি নাই, কিছু শিখি নাই, তাহাই পূর্ণরূপে সম্ভোগ করিতে হইবে, সংসার রসাতলে যায়, যাক্।"

এমা বলিল, "আগাথা, তুমি যাহা বলিতেছ, এ বিষয়ে আমারও মতভেদ নাই;—নাই বলিয়াই ত তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলি, আমার পেটে একখান, মুখে একখান নাই। যাহা হউক, জোসেলিনকে সহজে ছাড়া হইবে না, শীকার যখন ফাঁদে পা দিয়াছে, তখন একবার তাহাকে হস্তগত করা দরকার, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য মনে করিতেছ?"

আগাথা বলিল, "বুদ্ধি থাকিলে ফন্দীর অভাব হয় না। আজ বৈকালে জুলিয়াকে মিসেস্ রেঞ্জারের সঙ্গে বাজারে পাঠাইব, অবশ্য তুমিও তাহাদের সঙ্গে যাইবে। আমি একা আমার ঘরে থাকিব, জোসেলিনও সম্ভবতঃ কোথাও যাইবে না।"

"বেশ কথা, আমি আহারাদির পরই বাজারে যাইব, আচ্ছা মিসেস্ রেঞ্জার আমাদের ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় কিছু টের পাইবে না ত ?"

আগাথা বলিল, "টের পাইলেই বা কি ? আমি উহাকে বেশ ভাল করিয়াই চিনিয়াছি, উহার হাতে দুই একটা গিনী গুঁজিয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে ; ও ভার আমার উপর থাকিবে।

ইতিমধ্যে সেই কক্ষে জুলিয়া প্রবেশ করিল। সে আসিয়াই বলিল, "কি, তোমরা যে ভারী গল্পগুজব আরম্ভ করিয়াছ, এখনও পোষাকটোষাক পরিয়া লও নাই যে! আঃ! এই মাগী রেঞ্জারটাকে লইয়া যে কি বিপদেই পড়া গিয়াছে; সে কেবলই বকিবে আর তার সব কথা সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনিতে হইবে। এ বয়সে এতটা সহিষ্ণুতা আসে কোথা হইতে বল দেখি ? আচ্ছা দিদি, আমাদের এই যুবক সঙ্গীটি সম্বন্ধে তোমাদের কেমন ধারণা, সে কথা ত তোমরা আমাকে কিছু বল নাই।"

আগাথা হাসিয়া বলিল, "জুলিয়া, এতক্ষণ আমরা তাহারই কথার আলোচনা করিতেছিলাম। লোকটি চমৎকার, যেমন সুপুরুষ, তেমনই বিনয়ী। যুবরাজ অপেক্ষা এমন লোকের প্রণয়িনী হওয়া আমি অনেক ভাল মনে করি, কি বলিস্ এমা ?"

এমা হাসিয়া বলিল, "সম্ভবতঃ আমার ডিউক অব ইয়র্কের চেয়ে সে হাজার-গুণে ভাল। এমন লোক পাইলে ত দিবারাত্রি বুকে রাখিতে ইচ্ছা হয়।"

জুলিয়া বলিল, "ইহার তুলনায় আমার ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ডটি একটা মুখপোড়া বানর। এমন সুপুরুষ জীবনে আর দেখি নাই।"

আগাথা জিজ্ঞাসা করিল, "জোসেলিন তোর উপর কিছু ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছে না কি লো ?"

জুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এ কথা হঠাৎ বলিতেছ কেন ? আমার উপর প্রেম প্রকাশ করিবে কেন ?"

আগাথা বলিল, "আমরা তাহার সঙ্গে একটু রসিকতা করিতে গিয়াছিলাম, তা সে আমাদের রসিকতাটুকু আমোলেই আনিল না, কাজেই মনে হইতেছে, তোর নবযৌবন দেখিয়া সে বুঝি ভুলিয়া গিয়াছে, আমাদের আর তাহার মনে ধরিতেছে না।"

জুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "বল কি ? এমন সুন্দর যুবক, তার মনে ইন্দ্রিয়

লালসা নাই? আমরা ত কেহই কম সুন্দরী নই, আমরা তাহার মন টলাইতে পারিলাম না; বড়ই অসম্ভব কথা।"

আগাথা বলিল, "আমাদের ত অসম্ভবই মনে হইতেছে, কিন্তু একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া ছাড়া হইতেছে না। আমরা তিন জনে ক্রমে তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিব, প্রথমে আমি; আমি অকৃতকার্য্য হইলে এমা; এমাও যদি কিছু করিতে না পারে, তখন জুলিয়া, তোর পালা।"

জুলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহাতে রাজী আছি।"

যথাসময়ে মিসেস্ রেঞ্জার জুলিয়া ও এমাকে লইয়া বাজারে বাহির হইয়া গেল। আগাথাকেও সে ডাকিয়াছিল, কিন্তু আগাথা বলিল, "আমার মাথা ধরিয়াছে—আজ আর বাহির হইব না।"—জোসেলিনও বাহির হইলেন না; তিনি বুঝিলেন, আগাথা একাকিনী আছে, আজ তাহাকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য—ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত না থাকিবার জন্য—দুই চারি কথা বলিবার সুবিধা হইবে, ভাবিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

তিন জন চলিয়া গেলে আগাথা বাছিয়া বাছিয়া পোষাক পরিল, নিজেকে যেমন করিয়া সাজাইলে অন্যের মনোরঞ্জন করা যাইতে পারে, সে সেই ভাবেই সাজিল। তাহার পর যে ঘরে জোসেলিন বসিয়া ছিলেন, হাসিতে হাসিতে মৃদুমন্দ পদক্ষেপে সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই জোসেলিন বুঝিলেন, পাপিষ্ঠা কামশরে জর্জ্জরিতা! তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা। তিনি কিছু বিরক্ত হইলেন, মনে কষ্ট অনুভব করিলেন। আগাথা জোসেলিনের মুখের উপর আবেগচঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়া একখানা সোফা টানিয়া লইয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িল।

জোসেলিন ধীরস্বরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিস্ আওয়েন, আমি আপনার সঙ্গে একবার গোপনে দেখা করিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম, সুখের বিষয় তাহার সুবিধা হইয়াছে।"

আগাথার বুকের মধ্যে দুরদুর্ করিয়া উঠিল। গোপনে দেখা কেন?—আগাথা স্নেহপূর্ণ ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিল, "আমি আপনার কাছে আসিয়াছি, যাহা আপনার বলিবার আছে, অসঙ্কোচে বলুন। জানিবেন, আপনার কোন প্রস্তাবই আমার অপ্রীতিকর হইবে না।"—আগাথা ঢলঢল-দৃষ্টিতে লালসা-বিহ্বলভাবে জোসেলিনের দিকে চাহিয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

জোসেলিন বিরক্তি গোপন করিতে পারিলেন না, তিনি গম্ভীরস্বরে

বলিলেন,"মিস্ আওয়েন দয়া করিয়া আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি বিশেষ কাজের কথা বলিবার জন্যই আপনার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমার ভিন্ন অভিপ্রায় কিছুই ছিল না।"

আগাথা বিদ্রূপপূর্ণ-স্বরে বলিল, "আমিও ত কাজের কথা বলিতেই এখানে আসিয়াছি। আচ্ছা, আপনার কি বলিবার আছে— আগে বলুন, শুনি।"

জোসেলিন বলিলেন, "হাঁ, আমার কথাটা আগে শুনুন। আপনার ছোট ভগিনী মেরীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

আগাথা সবিস্ময়ে বলিল, "বটে!—পরিচয়টা কোথায় হইল?"

জোসেলিন যেন সে কথা শুনিতে পাইলেন না, বলিলেন,"হাঁ,পরিচয় আছে; তাঁহার কাছে আমি আপনাদের বিদেশযাত্রার অভিসন্ধির কথা সব শুনিয়াছি, আমি যে আপনাদের সঙ্গীরূপে ক্যালে বন্দর হইতে প্যারিসে আসিতেছি, এ দৈবাৎ নহে, মতলব করিয়াই আসিতেছি। আপনাদের সম্মুখে যে ঘোর বিপদ্ ও কলঙ্ক বর্ত্তমান, আপনারা যে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইলে আপনাদের মঙ্গল নাই, ইহা আপনাদের বুঝাইয়া দিবার জন্যই আসিয়াছি। যে মহিলা আপনাদের কোন ক্ষতি করে নাই, আপনাদের সঙ্গে যাঁহার পরিচয় নাই, তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট করিবার জন্য— তাঁহার জীবনে কলঙ্করোপণ করিবার জন্য—আপনাদের কেন এত উৎসাহ হইল?—আমি যুবরাজ-মহিষীর কথা বলিতেছি।"

আগাথা ভীত হইয়া বলিল, "কি? সেই বিশ্বাসঘাতিনী মেরী আপনার কাছে সব কথা বলিয়াছে;—কোথায় সে দুষ্টা?"

মিঃ লক্তস্ কোন কথা গোপন না করিয়া আগাথাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। আগাথা দেখিল, কোন কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, গোপন করিয়াও কোন ফল নাই, সুতরাং সে ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ লক্তস্, আপনি এখন আমাদিগকে কি করিতে বলেন? আপনার অভিপ্রায় কি? আমরা যদি যুবরাজ-বধূর প্রতি সদ্ব্যবহার করি?"

"আপনারা তাহার সখীত্ব করিবেন না, ইহাই আমি দেখিতে চাই।"

আগাথা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বুঝা গেছে, আমাদের কথা আপনার বিশ্বাস হইতেছে না; কিন্তু দেখুন, আর এখন আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই, ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া মাকে আমরা কি বলিয়া বুঝাইব? আমাদের কি গতি হইবে? মা কি আমাদিগকে ঘরে উঠিতে দিবেন? লোকে

ভাবিবে, ইহাদের চরিত্রে কোন দোষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে,তাই রাজবাড়ীতে চাকরী পাইল না, তাহারা তাড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে, কোন পথই ত আর মুক্ত নাই।"

মিঃ লকৃতস্ বলিলেন, "কিন্তু আপনারা যে পথে যাইতেছেন, তাহাতে আপনাদের অধিকতর সর্ব্বনাশের আশঙ্কা আছে, সে পতন হইতে আপনারা আর উঠিতে পারিবেন না। মনে করুন, আমার অনুরোধ না শুনিয়া আপনারা চাকরী করিতেই চলিলেন, কিন্তু যুবরাজ-মহিষী যদি পূর্ব্বেই আপনাদের বিরুদ্ধে এ সকল কথা শুনিতে পান, তাহা হইলেও কি আপনারা চাকরী পাইবেন মনে করেন ?"

আগাথা নিরাশ ভাবে বলিল, "মহাশয়, আমরা আপনার কোন কথার মধ্যে নাই, আপনি তিনটি নিরীহ অবলার সর্ব্বনাশ করিবেন না।"

"আপনাদের সর্ব্বনাশ করা আমার অভিপ্রেত নহে, কেবল যে আপনারা তিনটি নিরীহ অবলায় মিলিয়া সেই নিরপরাধা সাধ্বী রাজকুলবধূর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই নহে, আপনাদের উত্তেজক ইংলণ্ডের এক-দল অতি উচ্চপদস্থ কুলীন, আমি আপনাদের কাজে বাধা দিব সঙ্কল্প করিয়া এত দূর আসিয়াছি।"

আগাথা অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল, "আহা, আজ যদি মা এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কাছে সৎপরামর্শ পাইতাম।"

মিঃ লকৃতস্ বলিলেন,"মেয়ের কাছে মায়ের নিন্দা করা সঙ্গত নয়, কিন্তু না বলিলেও চলে না , আপনার মা আপনাদের স্নেহময়ী জননী নহেন, ভীষণ রাক্ষসী ! আজ যে আপনারা মায়ের পরামর্শ পাইতেছেন না, ইহা আপনাদের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে।"

আগাথা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "মনে করুন, আমরা এই চাকরী লইলাম না, এখান হইতে ফিরিলাম, কিন্তু তার পর ? ফিরিয়া কোথায় যাইব ?—কি করিব ?"

মিঃ লকৃতস্ বলিলেন "ফিরিয়া ইংলণ্ডে যাইবেন, সেখানে থাকিয়া আপনাদের মায়ের সঙ্গে দেখা করিবেন, তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন। আমি যুবরাজ-মহিষীকে রক্ষা করিবার জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, কোন কারণেই আমার সে প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবার নহে, তাহাও আপনি আপনার জননীকে জানাইতে পারেন।"

আগাথা বলিল, "কিন্তু হঠাৎ আমি আপনাকে ত কোন কথা দিতে পারিতেছি না। ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর, আমরা এ জন্য একটু প্রস্তুত হই নাই, মিসেস্ রেঞ্জার কি বলেন, আমার আর দুই ভগিনীর এ সম্বন্ধে কি মত, তাহা তো জানিতে হইবে।"

লকৃতস্ বলিলেন, "তা বেশ ত, জানুন না, আপনাকে এখনই একটা প্রতিকারে বাধ্য করিতেছি না; দরকারমত সময় লউন, চিন্তা করুন, আপনার সঙ্গিনীদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আমি বরং একটু তফাতে গিয়া আড্ডা করি, আর একটা হোটেলে উঠিয়া যাই।"

আগাথা তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, আপনি তাহা করিবেন না, তাহা করা আপনার পক্ষে সঙ্গতই হইবে না, তাহাতে আমাদের বিরুদ্ধে একটা অপবাদ রটিতে পারে; সামান্য কারণে—কত সময় অকারণেই স্ত্রীলোকের নামে কলঙ্ক রটে।"

লকৃতস্ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে এখান হইতে যাইব না, কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তার পর আপনারা যে আমাকে বন্ধুভাবে দেখিতে পারিবেন—সে আশা আমি করি না। আপনারা সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ করুন, এখন আমি আপনার নিকট বিদায় লইব। আহারের সময় আবার আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন আশা করি, আমার প্রতি আপনাদের বিরাগের কোন চিহ্ন আপনাদের কোন ব্যবহারে, কি কথায় প্রকাশ পাইবে না।"

জোসেলিন উঠিলেন এবং মর্ম্মাহত আগাথাকে নমস্কার করিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আগাথা স্পন্দহীনভাবে সেইখানেই কিছু কাল বসিয়া রহিল।

যথাসময়ে মিসেস্ রেঞ্জার, এমা ও জুলিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিল। আগাথা তাহাদিগকে সকল কথা বলিল, কথাগুলি শুনিয়া তিন জনের ভয়ের সীমা রহিল না।

মিসেস্ রেঞ্জার বলিল, "ছয়টার সময় আমরা খাইতে যাইব, এখন পাঁচটা বাজিয়াছে, এখনও একঘণ্টা বিলম্ব আছে, এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা অনেক কাজ করিয়া ফেলিতে পারি?"

ভগিনীত্রয় সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কি করিব?"

আগাথা বলিল, "এ অবস্থাতে যদি আমরা যুবরাজ-বধূর কাছে যাইবার জন্য ইতালী যাই, তাহা হইলে লকৃতস্ আমাদের আগেই সেখানে চলিয়া

যাইবে, আমাদের সব পরামর্শ ভণ্ডুল করিয়া দিবে, আমরা সেখানে গিয়া আশ্রয় পাইব না। ইংলণ্ডে আমাদিগকে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে, আমাদের সব আশা—সকল মতলব ব্যর্থ হইবে।"

মিসেস্ রেঞ্জার বলিল, "আগাথা, আমাদের কার্য্যসিদ্ধির কোন পথই কি মুক্ত নাই? তুমি বলিতেছ কি? হায়, হায়, আমার আর সে বয়স নাই, থাকিলে এই হতভাগা নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরেটাকে থামাইয়া দিতে কি কিছু বিলম্ব হইত? তোমাদের এমন রূপ, এমন যৌবন, এ সকল কি বৃথা? এ সকল থাকিতেও যে তোমরা তাহাকে ভুলাইতে পারিলে না, ইহা আমার কাছে বড় অদ্ভুত—বড় অসম্ভব কথা বলিয়া মনে হয়।"

আগাথা মুখ লাল করিয়া বলিল, "কিন্তু লোকটাকে কোন প্রলোভনেই মুগ্ধ করা যায় না।"

মিসেস্ রেঞ্জার বলিল, "বুঝিয়াছি, তুমি সে চেষ্টাও করিয়াছ। আচ্ছা, তাহা হইলে আমাদিগকে আর একটা পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তুমি এখনই তোমার মাকে একখানি পত্র লেখ, পত্রে তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিবে। তিনি কি কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা যেন অবিলম্বে জানাইয়া পাঠান, তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষায় আমরা এখানে অপেক্ষা করিব। পত্রখানি ডাকে পাঠাইতে অনেক বিলম্ব হইবে, আমি এই হোটেলওয়ালার কাছে একজন লোক চাহিয়া লইব, সে পত্র লইয়া চলিয়া যাইবে।"

আগাথা বলিল, "কিন্তু লকৃতস্‌কে এ কথা জানিতে দেওয়া হইবে না।"

মিসেস্ রেঞ্জার বলিল, "সে চিন্তা তোমাকে করিতে হইবে না, লকৃতস্ তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিবে না; যাহা করিতে হয়, আমি করিব, তুমি আর দেরী করিও না, পত্রখানি শীঘ্র লিখিয়া ফেল। আধঘণ্টার মধ্যে লেখা শেষ হওয়া চাই।"

মিসেস্ রেঞ্জার সে কক্ষ হইতে উঠিয়া গেল। তখন এমা ও জুলিয়া আগাথাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লকৃতসকে তুমি বশীভূত করিতে পারিলে না? তোমার সকল চাতুরী কি বিফল হইয়াছে?"

আগাথা বলিল, "উহার হৃদয় লোহার অপেক্ষাও কঠিন। অন্ততঃ আমাদের পক্ষে বটে। শুনিলাম, উহার একটা প্রণয়িনী আছে: আমাদের ভালবাসিলে না কি তাহার নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে হয়, এমন অরসিক পুরুষ কি কখনও দেখিয়াছিস্? না ভাই, আমার আর কোন আশা-ভরসা নাই,

এখন দেখ্, যদি তোরা দন্তস্ফুট করিতে পারিস্। লোকটাকে কিছুতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।"

এমা আশ্বস্তভাবে বলিল, "তাহা হইলে এবার আমার পালা? তাহার হৃদয়-দুর্গ জয় করা কি এতই কঠিন হইবে? দেখা যাক।"—এমার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল।

তাহার পর আগাথা তাহার মাকে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। কুড়ি মিনিটে পত্র লেখা শেষ হইল। মিসেস্ রেগ্গার একজন ফরাসী পত্র-বাহককে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল, তাহাকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া পত্রসহ বিদায় করা হইল।

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় সকলে ভোজনে বসিল। জোসেলিন তাহাদের সঙ্গে খানায় যোগ দিলেন। তাঁহার মনে যে কিছু অপ্রসন্নতার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

দুই দিন এইরকমে কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিন ইংলণ্ড হইতে পত্রাদি আসিল। জোসেলিন লুইসার নিকট হইতেও পত্র পাইলেন। পত্রখানি প্রেমগাঢ় নানা কথায় পূর্ণ। জোসেলিন পুনঃ পুনঃ তাহা পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না।

শনিবারে আগাথা ভগিনীদ্বয়ের সহিত থিয়েটার দেখিতে চলিল, জোসেলিনও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। রাত্রি এগারটার সময় থিয়েটার দেখিয়া সকলে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জোসেলিন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতেই টেবিলের উপর একখানি পত্র দেখিলেন; পত্রখানি খুলিয়া জোসেলিন পাঠ করিলেন, "মহাশয়, আমার ও আগাথার কিছু কাল আপনার সঙ্গে গোপনে কথা কহিবার আবশ্যক, আমরা একাকী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমরা স্থির করিয়াছি, আপনার পরামর্শ গ্রহণ করাই আমাদের সঙ্গত; কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে আমাদের মঙ্গল নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা আর যুবরাজ-পত্নীর সহচরী হইবার ইচ্ছা করি না। আমি ও আগাথা একমত, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে জুলিয়াকে সম্মত করাইতে পারি নাই, তদ্ভিন্ন মিসেস্ রেগ্গারের ইহাতে কিছুতেই মত হইতেছে না। কাল সকালে জলযোগের পর আপনার সঙ্গে আমরা পরামর্শ আঁটিতে বসিব। কাল বেলা আটটার সময় দয়া করিয়া আপনি আমার সঙ্গে এলিসিসের উপবনে গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন কি?

এমা আওয়েন।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম উল্লাস

নাটকীয় প্রেম ও ধূম্রলোচন ফরাসী জোয়ান।

পরদিন রবিবার। প্রকৃতির মুখ প্রভাতেই আজ সমুজ্জ্বল, জোসেলিন লকৃতস্ হোটেল হইতে বাহির হইয়া এলিসিস-উপবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপবনের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলেন, এমা পূর্ব্ব হইতেই সেখানে তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে।

জোসেলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ভগিনী কোথায়?"—তাঁহার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া উঠিল, এই যুবতীর অভিপ্রায় কি?"

এমা বলিল, "সে সাজপোষাক করিতেছিল, আমি কতক্ষণ তাহার জন্ম বসিয়া থাকি? পাছে দেরী হইয়া যাইবে ভাবিয়া আমি আগেই চলিয়া আসিয়াছি।"

জোসেলিন এমার হাত ধরিয়া কুঞ্জপথে অগ্রসর হইলেন;—বলিলেন, "এখানে ত অধিক বিলম্ব করা চলিবে না, কাজের কথার আলোচনাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক্।"

আজ রবিবার, বাগানের মধ্যে দলে দলে লোক বেড়াইতে আসিয়াছে, বিশ্রামবার বলিয়া কাহারও আজ তাড়াতাড়ি নাই; চারিদিকে লোকজন ঘুরিতেছে দেখিয়াই জোসেলিন এমাকে সঙ্গে লইয়া উপবনের একটু নিভৃত অংশে উপস্থিত হইলেন, কারণ, তাঁহাদের পরামর্শ অন্য লোক লক্ষ্য করে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

এমা আজ বড় সুন্দর পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল, সে বেশে তাহাকে বড়ই মনোমোহিনী দেখাইতেছিল, তাহার চক্ষু দুটি যেন আনন্দে ভাসিতেছিল, গণ্ডস্থল লোহিত হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাকে দেখিলে যোগীজনেরও মন টলিত, সে লোভ সংবরণ করা সাধারণের সাধ্য নহে। কিন্তু জোসেলিনের হৃদয়-দুর্গ জয় করা সাধারণ কার্য্য নহে।

জোসেলিন বলিলেন, "মিস্ আওয়েন, আপনার পত্রখানিতে আপনার সুমতির পরিচয় পাইয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনি ও আপনার দিদি যে পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বড়ই সন্তোষের কথা,

জুলিয়ার ইহাতে মত নাই লিখিয়াছেন, বোধ হয়, মিসেস্ রেণ্ডার তাহাকে মতপরিবর্ত্তন করিতে দেয় নাই, আপনি কি বলেন ?”

এমা সতৃষ্ণ-নয়নে জোসেলিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল “হাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। মিঃ জোসেলিন, আপনি যে দিন আমাদের সঙ্গ লইয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনার জয় আরম্ভ হইয়াছে।”

জোসেলিন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিস আওয়েন, আপনার এ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি ?”

এমা বলিল, “মিঃ লকৃতস্, দয়া করিয়া আমার সকল কথা শুনুন, তাহা হইলেই আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আপনার আর কোন সন্দেহই থাকিবে না। আপনি কেন ঐ মধুর মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন ? আমাতে যে আর আমি নাই, আমি পৃথিবীর সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি যখন বাড়ীর বাহির হই, তখন ভাবিয়াছিলাম, যুবরাজ-পত্নীর সাথী হইয়া কত সুখ, গৌরব ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব—আমার সুখের স্বপ্ন আপনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। হাঁ, আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া আপনি আমার হৃদয়ে আপনার ঐ দেব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ও কি ? আপনি হঠাৎ এমন চমকিয়া উঠিতে-ছেন কেন ? আপনি আমার হাত হইতে আপনার হাত টানিয়া লইবেন না। আমার কথা আপনাকে শুনিতে হইবে। আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না, আপনার প্রতি আমি এতই অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছি, কন্দর্পশরাঘাতে আমি এতই জর্জ্জরিত হইয়াছি যে, যদি আপনি আমাকে রক্ষা না করেন, তবে—”

জোসেলিন বাধা দিয়া বলিলেন, “মিস্ আওয়েন, আপনার কথা অধিক শুনিবার আমার সাহস নাই, মনুষ্য-হৃদয় বড় দুর্ব্বল, অল্পেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী ; আপনি জানিবেন, আমি একটি সরলা বালিকাকে প্রাণতুল্য ভালবাসি।”

যুবতী দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া ব্যথিতস্বরে বলিল, “ওঃ! কি শুনিলাম ! আমি কি হতভাগিনী ! আমার সকল সুখের আশা আজ শেষ হইল ! আমার জীবনে আর ফল কি ? আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি—”

জোসেলিন বলিলেন, “না না, আপনাকে শপথ করিতে হইবে না, আপনি স্থির হউন, অত অধীর হইবেন না। আপনার নিকট আমি অপরিচিত বলি-লেও অত্যুক্তি হয় না, এ অবস্থায় আপনি আমার কাছে যে প্রকার

হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কখনই শিষ্টাচারসম্মত নয়, ভদ্রমহিলার পক্ষে নিতান্তই নিন্দনীয়।”

এমা দুই হস্তে জোসেলিনের উভয় বাহু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “কি বলিলে হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রাণসখা! তুমি আমার অপরিচিত? না না, তুমি আমার নিকট চির-পরিচিত, আত্মীয় হইতেও তুমি পরমাত্মীয়। সমস্ত জীবন ধরিয়া জানিলেও কি তুমি ইহা অপেক্ষা আমার অধিক পরিচিত হইতে পারিতে?—কখনই নয়। তোমার মত রূপ-গুণ কার? যে তোমাকে দেখিয়াছে—প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছে, সে কি না মজিয়া থাকিতে পারিয়াছে? সে তোমাকে নিজের হৃদয়সর্ব্বস্ব দান করিয়া কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? আমি যাহা করিতেছি, যাহা বলিতেছি, সে জন্য আজ তুমি আমাকে অপরাধী করিতেছ, কিন্তু আমার অপরাধ কি? কেন তুমি তোমার ঐ ভুবনমোহন রূপমাধুরী লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিলে? আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কেন এতদূর ভ্রমণ করিয়া আমার মন প্রলুব্ধ করিলে? তুমি নিজে চেষ্টা করিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছ, আর চেষ্টা না করিয়াই আমার হৃদয় হরণ করিয়াছ, আমার কি দোষ? ধীরে ধীরে—হে আমার অন্তরের ধন, আমার অন্তরে প্রবেশ কর নাই, বিদ্যুৎশিখার ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে তুমি আমার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহা অধিকার করিয়াছ। আমি তোমার প্রেমে উন্মাদিনী, এ প্রেমের গতিরোধের আমার শক্তি নাই, তোমার ঐ আকৃতি, তোমার মধুর ব্যবহার, তোমার কণ্ঠস্বর সকলে মিলিয়া আমাকে তোমার প্রেমফাঁদে বন্দিনী করিয়াছে, আমি নিতান্তই তোমার আশ্রিতা, আমাকে দোষী করিও না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকেই অপরাধী মনে করিতেছ। তুমি কি নির্দ্দয়!”

এক নিশ্বাসে এমা এত কথা বলিয়া গেল; তাহার মনে লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইল না; কারণ, তাহার হৃদয়ে কামানল তখন প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উভয় হস্ত—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। হঠাৎ এমা বেঞ্চির উপর হইতে উঠিয়া দুই হস্তে জোসেলিনকে জড়াইয়া ধরিল, আবেগে কম্পিতস্বরে বলিল, “প্রিয়তম, আমাকে ত্যাগ করিও না, আমাকে গ্রহণ কর, আমার জীবনস্বপ্ন সফল কর। তোমাকে ছাড়িয়া আমি একদণ্ডও বাঁচিব না।”

জোসেলিন বিব্রতভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন, এমার কথা শুনিয়া

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না,স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইল, অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "মিস্ আও-য়েন, আপনার আর এখানে থাকা উচিত নহে,আপনি আমার সঙ্গে হোটেলে চলুন। আপনি সহসা নিজের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন। আপনার এখন আত্মসংযম না করিলে মঙ্গল নাই।"

এমা হতাশচিত্তে উভয় হস্ত নিপীড়িত করিয়া বলিল, "আত্মসংযম?— অস-ম্ভব, অসম্ভব। কাহাকে তুমি আত্মসংযমের পরামর্শ দিতেছ? তোমার ঐ দিব্য সুন্দর রূপের স্রোতে যে আমার সব সংযম—সব দৃঢ়তা ভাসিয়া গিয়াছে, আমি উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছি, আমাকে এখন সুপরামর্শ দিয়া ফল কি? তুমি বলিতেছ, অন্য একটি যুবতীকে তুমি ভালবাস। সে তোমার প্রেমে সুখী হইয়াছে, তোমাকে নিজের উত্তপ্ত বক্ষঃস্থলে ধরিয়া প্রাণ শীতল করিয়াছে, আমি তাহার সুখের হিংসা করিতেছি না, আমি তাহার প্রেমের প্রতিবাদী হইতে চাহি না। তুমি চিরজীবন তাহাকে ভালবাস, ভালবাসিয়া সুখী হও; কিন্তু তুমি যে আমার মন চুরী করিয়াছ, আমি কি তোমার নিকট কিছুই আশা করিতে পারি না? আমাকে তুমি কি একদিনের জন্যও সুখী করিতে পার না? আমি লজ্জার মাথা খাইয়া স্বীকার করিতেছি যে, এক দিনের জন্য, অন্ততঃ একবারের জন্যও তোমাকে আমার হৃদয়েশ্বররূপে না পাইলে আমি কোন ক্রমেই মন স্থির করিতে পারি না, কোনমতেই আমি শান্ত হইতে পারিব না, আমি মরিয়া যাইব, আমি আত্মহত্যা করিব! চাই,—তোমাকে আমি অন্ততঃ একবারের জন্যও চাই! তোমাকে অন্যে ভালবাসে বলিয়াছ। কেমন তাহার ভালবাসা, জানি না, কিন্তু আমার মত এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া তোমাকে আর কেহ ভালবাসিতে পারিবে না! এক দিনের জন্য তুমি আমাকে ভালবাস, আমার হও, তাহা হইলে আমি সেই সুখস্মৃতিকে চিরদিনের জন্য আমি আমার জীবনপথের পাথেয় করিয়া রাখিব; তাহাতেই আমি অবশিষ্ট জীবন আনন্দে কাটাইতে পারিব। কিন্তু জোসেলিন, যদি তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই জানিও, ঐ অদূরবর্ত্তী সীননদীর গর্ভে আমি আমার এই নিরাশাদগ্ধ জীবন বিসর্জ্জন করিব, নদীজলে আত্ম-হত্যা করিয়া আমি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব।"

জোসেলিন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এঃ—এ যে একেবারে প্রেমোন্মাদ দেখিতেছি। ধর্ম্মভয়—কাণ্ডজ্ঞান সব ভুলিলে! মিস্ এমা, তুমি

অনেক প্রলাপ বকিয়াছ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমার প্রলাপে কর্ণপাত করিয়াছি, এখন ফিরিয়া চল।"

এমা শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, ফিরিয়াই যাইব, তোমার নিকট বিদায় লইয়া চিরজীবনের জন্য ফিরিয়া যাইব; কিন্তু হোটেলে আর নয়, জনসমাজে আর নয়!"—যুবতী উঠিয়া ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় লঘুপদবিক্ষেপে সীন নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

জোসেলিন ভাবিলেন, 'এত দেখিতেছি ছলনামাত্র নয়, এ যে সত্য সত্যই নদীতে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছে।' জোসেলিন এমাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন; কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এমাকে তিনি উভয় হাতে জড়াইয়া ধরিবামাত্র সে তাঁহার বাহুপাশের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

জোসেলিন মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া একখানি বেঞ্চির উপর তাহাকে রাখিয়া তাঁহার ক্রোড়ে তাহার মাথাটি স্থাপন করিলেন এবং মাথায় রুমালের বাতাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যুবতীর পাণ্ডুর মুখের উপর।

কিয়ৎকাল পরে এমা চক্ষু খুলিল, নয়নপদ্ম উন্মীলিত করিয়া সে একবার স্থিরদৃষ্টিতে জোসেলিনের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আহা! এখন যদি মরিতাম, তবে কি সুখের মৃত্যু হইত! তুমি কেন আমাকে ফিরাইলে? যদি তুমি আমার হইবে না, তবে কেন আমাকে জলে ডুবিয়া মরিতে দিলে না? আর দুই এক মিনিটের মধ্যেই ত আমার দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বেদনা সকলই শেষ হইয়া যাইত, নদীতরঙ্গের মধ্যে সকলেরই অবসান হইত। জীবনের সুখে তুমি আমার প্রতিবাদী আমার মরণের সুখেও তুমি বাধা দিতে চাও?"

জোসেলিন গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "মিস্ আওয়েন, তুমি আর এখন কোন কথা বলিও না, আমি তোমার কোন কথায় কর্ণপাত করি না; তুমি যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহাতে আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে, তোমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি; আমি তোমাকে কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছি, চল, হোটেলে ফিরিয়া চল।"

এমা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিল, "কি করিয়া ফিরিয়া যাইব? কি লইয়া ফিরিয়া যাইব। আমার সর্ব্বস্ব যে তুমি কাড়িয়া লইয়াছ প্রিয়তম, আমাকে

যে একেবারে তুমি পথের ভিখারিণী করিয়াছ, প্রেম ভিন্ন নারীর আর কি ধন আছে? আমি আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়া শূন্য-হস্তে শূন্য-মনে ফিরিয়া কোথায় যাইব? আমি যাইব না, উঠিবও না, তোমার কোলে এমনই করিয়া মাথা রাখিয়া আমি মরিয়া পড়িয়া থাকিব।"

জোসেলিন বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ওঠো গো ওঠো! এখনি কে এ দিকে আসিয়া পড়িবে; লোকে দেখিলে বলিবে কি?"

এমা বলিল, "বলিবে, ইহারা এই নিভৃত কুঞ্জকাননে মনের সাধ মিটাইয়া প্রেমালাপ করিতেছে, ইহারা কতই সুখী! আমি কিছুতেই উঠিব না, বল একবার, তুমি আমাকে তোমার প্রেমদান করিবে?"

জোসেলিন উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, "না, কখনই নয়, আমি যে সরলা প্রেমিকা সুন্দরীকে ভালবাসি, যাহাকে আমি গৃহে রাখিয়া তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় এতদূর আসিয়াছি, তাহাকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিব না, তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারিব না। লাম্পট্য আমার স্বভাব নহে। তুমি এখনই যদি উঠিয়া না যাও, তবে আমি হোটেলে ফিরিয়া গিয়া তোমার দিদিকে খবর দিব।"

এমা নিরুপায়-চিত্তে কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিল; তাহার পর কুঞ্জপথ দিয়া জোসেলিনের সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের দিকে অগ্রসর হইল। জোসেলিনের সঙ্গে তাহার আর কোন কথা হইল না, উভয়েই নির্ব্বাক্। সকল চাতুরী ব্যর্থ হইল দেখিয়া এমার গর্ব্বোন্নত মস্তক যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

হোটেলের দরজায় আসিয়া জোসেলিন ক্ষণকালের জন্য থামিয়া বলিলেন, "মিস্ আওয়েন, আপনি যে সকল কাজ করিয়াছিলেন, সে জন্য আপনাকে আমি কোন কথাই আর বলিব না, কাহারও নিকট সে সকল কথা প্রকাশও করিব না, প্রকাশ করিলে আপনার লজ্জা ও অপমানের সীমা রহিবে না; কেবল আমি স্থির করিয়াছি, আপনাদের সঙ্গে আমি আর কোথাও যাইব না। আপনাদের সঙ্গে একত্র বাস করা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে; আপনাদের ইতালীযাত্রার অভিপ্রায়-ত্যাগ সম্বন্ধে আমি যে পরামর্শ দিয়াছি, তদনুসারে কাজ করিতে ইচ্ছা হইলে পত্রে আমাকে সে কথা জ্ঞাপন করিবেন। যদি আপনারা এ সম্বন্ধে শেষ কথা আমাকে আজিই না জানান, তাহা হইলে প্রত্যূষে একাকীই আমি ইতালী যাত্রা করিব—যুবরাজ-পত্নীর বিরুদ্ধে কি ঘোর ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত, তাহা তাঁহাকে শীঘ্রই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।"

এমা নির্জ্জনে সকল কথা শুনিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সেখানে শয্যায় পড়িয়া তাহার অশ্রুপ্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল।

জোসেলিন হোটেলের খাইবার ঘরের দিকে যাইতেছেন, পথিমধ্যে একজন ধূম্রলোচন ফরাসী জোয়ানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ। ফরাসী মহাশয় এক মুহূর্ত্তকাল জোসেলিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়,—আপনার সঙ্গে আমার দুই একটি কাজের কথা আছে।"

জোসেলিন বলিলেন, "যদি কোন গোপনীয় কথা থাকে, তবে চলুন, একটা নির্জ্জন কক্ষে যাই।"

আগন্তুক বলিল, "তাহার কোন আবশ্যক নাই, আমার বক্তব্য আমি এখানেই বলিতে পারি; আমি একজন পুলিসম্যান আর ঐ লোক কয়টি আমার অনুচর। আমার আদেশপালনের জন্য আমার সঙ্গে অসিয়া উহারা দূরে অপেক্ষা করিতেছে। আমার সঙ্গে আপনাকে একবার থানায় যাইতে হইবে।"

জোসেলিন বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "থানায় যাইতে হইবে! কেন মহাশয়?"

পুলিস-কর্ম্মচারীটি বলিল, "কোতোয়াল সাহেবের নিকট আপনাকে দুই একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। ব্যাপার কিছু গুরুতর নয়, তবে আপনার সেখানে যাওয়া চাই।"

জোসেলিন বলিলেন, "তবে আমি একবার আমার ঘর হইতে আসি। আমার কাগজপত্রগুলি সঙ্গে লওয়া দরকার; আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এ সকল কথা হয় ত থানায় প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইতে পারে।"

পুলিস-কর্ম্মচারী বলিল, "কোন চিন্তা নাই মহাশয়, আপনি কিছু মনে করিবেন না, আপনার অনুপস্থিতিকালে আপনার কাগজপত্র সমস্তই আমি হস্তগত করিয়াছি।"

জোসেলিন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, আমার অজ্ঞাতসারে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার ডেস্কবাক্সগুলি—কাগজপত্রগুলি হস্তগত করিয়াছেন, অসঙ্কোচে আবার সেই কথা বলিতেছেন, আপনি ত খুব ভদ্রলোক মশায়?"

পুলিস-কর্ম্মচারী বলিলেন, "আমার কোন দোষ নাই, আমি উপরওয়ালার আদেশে এ কাজ করিয়াছি, উপরওয়ালার আদেশে আমাদিগকে সকল কাজই করিতে হয়; আমরা পুলিসের লোক।"

জোসেলিন দেখিলেন, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অথবা অবাধ্য হইয়া কোন ফল নাই, তিনি বলিলেন, "চলুন কোথায় যাইতে হইবে, যাই।"

অনন্তর হোটেল হইতে বাহির হইয়া একখান ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পুলিস-কর্ম্মচারীদের সঙ্গে জোসেলিন থানায় চলিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গাড়ী থানার দরজায় উপস্থিত হইল। জোসেলিন একটি বৃদ্ধ পুলিস-কর্ম্মচারীর সম্মুখে নীত হইলেন, ইনিই কোতোয়াল। কোতোয়াল একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া জোসেলিনকে বলিলেন, "বসুন মহাশয়!"

জোসেলিন উপবেশন করিলে কোতোয়াল সাহেব একখানি কাগজ বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কাগজখানি চেনেন কি?"

জোসেলিন দেখিলেন, ইহা তাঁহার বিদেশ-ভ্রমণের ছাড়-পত্র। বলিলেন, "হাঁ, চিনি, উহা আমার ছাড়-পত্র।"

কোতোয়াল বলিলেন, "কিন্তু এই ছাড়-পত্রে আপনি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন; আপনি কি একথা অস্বীকার করেন?"

"না, অস্বীকার করি না। তবে ইহাতে যে কোন ছদ্মনাম ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ন্যায়সঙ্গত কারণ বলিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে,—"

কোতোয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, "না, তাহা আমার বুঝিবার আবশ্যক নাই। আমরা পুলিসের লোক, আইন অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হয়। আপনি কি অভিপ্রায়ে ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন,—আপনার সে অভিপ্রায় কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে আপাততঃ আমাদের হস্তে বন্দী থাকিতে হইবে। ঐ কর্ম্মচারীটির সঙ্গে আপনি যান।"

জোসেলিন বলিলেন, "কিন্তু মহাশয় এই অভদ্র ব্যবহার।"

কোতোয়াল বিরক্তিভাবে বলিলেন, "আপনি আর কোন কথা বলিবেন না; আমার আদেশ পালন করুন।"

জোসেলিন অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "আপনি বলেন কি মহাশয়? অন্যায়ের প্রতিবাদ করিব না? আমি বৃটিশ প্রজা, এখানে আমাদের দেশের যে রাজদূত আছেন, তাঁহার নিকট আমি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিব।"

"যখন সুবিধা, পাইবেন তখন করিবেন"—বলিয়া কোতোয়াল সেখান হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। একজন পুলিস-কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনার আর এখানে থাকিবার হুকুম নাই, আমার সঙ্গে আসুন।"

অগত্যা জোসেলিনকে সেখান হইতে উঠিতে হইল। একটি অন্ধকারময় কারাপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলে পুলিস-কর্ম্মচারী তাঁহাকে সেই কক্ষে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। জোসেলিন সেই কারাপ্রকোষ্ঠে থাকিয়া এই নূতন বিপদের কথা ভাবিতে লাগিলেন, সকলই তাঁহার নিকট রহস্যময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এ বিপদ্ হইতে কত দিনে কিরূপে তিনি উদ্ধার লাভ করিবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম উল্লাস

অদ্ভুত বাজী খেলায় ছয় বন্ধুর পুনর্মিলন।

ভিনিসিয়া ত্রিলনীর সহিত হোরাস্ স্যাকৃভিলের বিবাহের পর এক পক্ষ অতীত হইয়াছে। ১০ই অক্টোবর তারিখে রাত্রে কর্ণেল মালপাসের গৃহে খুব গোলমাল। এ গোলমালের কারণ আছে। আজ সেখানে খানার আয়োজন হইয়াছে, ভোজন-গৃহ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, টেবিলে ছয় জনের আহারের আয়োজন হইয়াছে। আয়োজন গুরুতর; রন্ধনশালায় ডিসে ডিসে খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত হইতেছিল, সৌরভে গৃহ আমোদিত। সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় কর্ণেল মালপাস মূল্যবান্ সান্ধ্যপরিচ্ছদ পরিধান করিলেন; তাহার পর ভোজনাগারে সমাগত হইয়া দেখিলেন, আয়োজন শেষ হইয়াছে; যাহা যেখানে যেমন রাখা আবশ্যক, তাহা তেমনই ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি সর্দ্দার খানসামাকে ডাকিয়া প্রথমতঃ খুব প্রশংসা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "দেখিতেছি তুমি বড় কাজের লোক, আজ আমি তোমার উপর ভারী সুখী হইয়াছি; আমার কাছে তুমি কত টাকা পাইবে?"

সর্দ্দার খানসামা বলিল, "মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন হিসাবে কেবল আড়াই বৎসরের বেতন পাইব, মোট পনের শত টাকা।"

কর্ণেল বলিলেন, "অর্থাৎ এক শত গিনী; এ আর বেশী কি, আচ্ছা, কালই আমি তোমার প্রাপ্য বেতন শোধ করিয়া দিব। তুমি খুব কাজের লোক।"

সর্দ্দার খানসামা নিম্নস্বরে বলিল, "আশা করি, আপনার এ কথা মনে থাকিবে।" --সে কথা লক্ষ্য না করিয়া কর্ণেল সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সর্দ্দার খানসামা বিড় বিড় করিয়া বলিল, "তুমি ভারী নচ্ছার, আড়াই বৎসরের মাহিনা ফেলিয়া রাখিয়া খালি আজকাল করিয়া ভাঁড়াইতেছ, আচ্ছা, দেখা যাবে কে কতখানি চতুর। আজ সকালে যে লোকটা কর্ণেলের খোঁজ করিতেছিল, সে বোধ হয় আদালতের নাজীর। প্রভুর আর কাহারও কাছে দেনা করিতে বাকী রাখেন নাই, দেনার দায়ে চুল পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইবে। টাকাগুলা দেখিতেছি, মাঠে মারা যায়।"

এ দিকে কর্ণেল ড্রয়িং-রুমে আসিয়া একখানি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া-চুল

ফিরাইতে ও গোঁফে তা দিতে লাগিলেন, নিজের রূপ দেখিয়া দেখিয়া আর তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি কি ভিনিসিয়া ত্রিলনীর এতই অযোগ্য? এ রূপে একটা মেয়েমানুষ ভোলে না? দেখা যাক, যে জাল ফেলিয়াছি, তাহা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারি কি না।'

বস্তুতঃ কর্ণেল মালপাসের মন চিন্তাশূন্য ছিল না। আজ তিনি বড়ই অস্থির। আজ তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ছুটী দিয়াছিলেন, সে তাহার পিতা সেই কসাইটার সঙ্গে দেখা করিতে বোনের বাড়ী গিয়াছিল। কর্ণেল বিশেষ কারণ ভিন্ন স্ত্রীকে এমন অনুগ্রহ দেখাইতেন না। কর্ণেল কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আজিকার নৈশ-ভোজের উপযুক্ত টাকাগুলি কোনও উপায়ে তিনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার ষড়যন্ত্র অতি কৌশলময়—অতি বিচিত্র, তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্থির থাকিতে পারেন না।

তদ্ভিন্ন উদ্বেগের অন্য কারণও ছিল। এমারসন সেই জাল হ্যাণ্ডনোটের জন্য তাঁহাকে একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে, টাকা চাহিলেই তাহার প্রাপ্য টাকা শোধ করিতে হইবে। এমারসন তাঁহার নিকট টাকা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল এবং টাকা দিতে বিলম্ব করিলে তাঁহাকে আদালতের ফেরে পড়িতে হইবে, তাহাও জানাইয়াছিল। কর্ণেল অনুনয়-বিনয় করিয়া এক সপ্তাহের সময় লইয়াছিলেন, সে সপ্তাহটি শেষ হইয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যে টাকা দিতে না পারিলে তাঁহাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, সে কথা তিনি কোনমতে ভুলিতে পারিতেছিলেন না।

ছয়টা বাজিলে একখানি গাড়ী আসিয়া কর্ণেলের দ্বারে থামিল। দ্বারবান্ উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল, "সার্ ডগলাস্ হন্‌টিংডন।"

কর্ণেল দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অতিথির সংবর্দ্ধনা করিলেন, সার ডগ-লাস সহাস্যে তাঁহার করকম্পন করিয়া বলিলেন, "মালপাস! খবর কি, বল দেখি! আজ তোমার বাড়ী নিমন্ত্রণ! এমন অদ্ভুত ব্যাপার ত জীবনে আর কখন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

কর্ণেল সহাস্যে বলিলেন, "আশা করি, আমার গৃহে এই শেষ খানা নয়। ইহা আরম্ভ মাত্র, ইহাও তুমি বলিতে পার।"

সার ডগ্‌লাস চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "ভাল ভাল, বড় সুখের কথা; কিন্তু আমার অন্যান্য স্থানেও নিমন্ত্রণ ছিল, তাহা আমি ছাড়িয়া আসিলাম, এক

বিশেষ প্রলোভনে পড়িয়াই আসিলাম। তুমি নিমন্ত্রণপত্রে লিখিয়াছিলে লেভিসনের গৃহে মাসখানেক পূর্ব্বে আমাদের যে বন্দোবস্ত হয়, সেই বন্দোবস্ত অনুসারেই এই নিমন্ত্রণ। তুমি ভিনিসিয়ার—সুন্দরী ভিনিসিয়ার প্রেমপ্রার্থী ছিলে জানিতাম—কিন্তু তাহার প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়াছ, তাহা জানিতাম না। দেখিতেছি তুমি ভাগ্যবান্ পুরুষ। ব্যাপারখানা কি, খুলিয়া বল ত।"

"সকল কথা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, আগে আহারাদি হোক্, তাহার পর কাজের কথা।"

সার ডগলাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু হঠাৎ স্যাক্‌ভিলে কেমন করিয়া ভিনিসিয়াকে বিবাহ করিল? তুমি ভিনিসিয়ার প্রণয় লাভ করিয়াছ, তাহাকে প্রেমফাঁদে বন্দী করিয়াছ, এ কথা স্যাক্‌ভিলে কি জানে না? আজ রাত্রে যদি স্যাক্‌ভিলে এখানে আসে, তবে সে সকল কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আজিকার এই ভোজন ব্যাপার তাহার পক্ষে সুখকর হইবে না। সে জানিতে পারিবে, যে যুবতীকে সে বিবাহ করিয়াছে, সে যতই সুন্দরী হউক, চরিত্রের হিসাবে সে আর একজনের—"

কথা শেষ না হইতেই দরজা খুলিয়া আবুল কর্জ্জন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়াই আবুল কর্জ্জন রুদ্ধ-নিশ্বাসে বলিলেন, "কর্ণেল মালপাস, এ সত্য কথা, না কেবল চালাকী? তুমি আজ যে জন্য খানা দিতেছ, তাহা শুনিয়াছি, হঠাৎ তোমার মত বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়িয়াছে। কথাটা ভাই আমার বিশ্বাস করা কঠিন হইতেছিল।"

সার ডগলাস বলিলেন, "আমারও ঠিক ঐ কথা। আমিও সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, ভিনিসিয়া বাছিয়া বাছিয়া এমন জীবে আত্মসমর্পণ করিল! আজ স্যাক্‌ভিলে যদি আমাদের এ খানায় যোগ দিতে আসে, তাহা হইলে লোকটার লজ্জা ও অপমানের সীমা থাকিবে না।"

আবুল কর্জ্জন বলিলেন, সে যে আসিবে, তাহা ত আমার মনে হয় না। অন্ততঃ তার আসা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে সে কি করিয়া মুখ দেখাইবে বল? লোকটা বিবাহ করিয়া নিশ্চয়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ভিনিসিয়া যে এত ভ্রষ্টা, তা কে জানিত?—মালপাস, তুমি স্যাক্‌ভিলেকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছ?"

"অবশ্যই পাঠাইয়াছি। লেভিসন-গৃহে যে চুক্তিনামা হয়, তদনুসারে আমরা সকলেই এ নিমন্ত্রণে উপস্থিত থাকিব, এই রকমই কথা ছিল, তোমার মনে নাই?"

এবার মার্কুইস্ লেভিসন ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন. কর্জ্জন ও সার ডগলাসের করকম্পন করিয়া তিনি কর্ণেলকে এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "কাজটা দেখিতেছি কিছু অপ্রীতিকর হইয়া উঠিবে।"

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তোমার সঙ্গে স্যাক্‌ভিলের হাতাহাতি আরম্ভ না হয়।"

কর্ণেল বলিলেন, "না, তা কেন হইবে? আর যদি কিছু হয়ই, তবে সে জন্য কি আমি দায়ী? যে স্ত্রীলোক আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—তাহাকে সে কোন্ হিসাবে বিবাহ করিল? ভুলটা ত সেই করিয়াছে।"

লর্ড লেভিসন বলিলেন, "তোমার কথা ঠিক বটে, কিন্তু এ কথা লইয়া যদি তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সব গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

"কি হয় না হয়, তা আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব।" —কর্ণেল কার্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আর্ল কর্জ্জন সার ডগলাস হন্‌টিংডনকে ড্রয়িং-রুমের এক প্রান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, কর্ণেল মালপাসের কথাটা কি তুমি বিশ্বাসযোগ্য মনে কর? আমার সন্দেহ ছিল, ভিনিসিয়া মার্কুইস্ লেভিসন ও যুবরাজের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে।"

সার ডগলাস বলিলেন, "আমার মনেও ঐ সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু তুমি এ কথা কিরূপে জানিলে?"

আর্ল কর্জ্জন বলিলেন, "আমি ভিনিসিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলাম, ট্যাস ও রবিন আমার গোয়েন্দা।"

সার ডগলাস বলিলেন, "বল কি, আমিও যে উহাদিগকেই গোয়েন্দা নিযুক্ত করি।"

আর্ল কর্জ্জন বলিলেন, "উত্তম করিয়াছ। আমি জানিতে পারিয়াছি, এক রাত্রেই ভিনিসিয়া প্রথমে লেভিসনের বাড়ী যায়, তাহার পর কার্লটন-প্রাসাদে যুবরাজের কাছে যায়।"

সার ডগলাস বলিলেন, "আমি গোয়েন্দাদের মুখে শুনিয়াছি। কিউতে লেডী ওয়েন্‌লকের বাড়ী কুঞ্জকাননের মধ্যে কর্ণেলের সঙ্গে ভিনিসিয়ার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে সাক্ষাতে যে কর্ণেলের কোন সুফল লাভ হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ আমি পাই নাই, তবে কর্ণেল এতটা স্ফূর্ত্তি করিতেছে কোন্ সাহসে?"

সার ডগলাস বলিলেন, "ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যপূর্ণ মনে হয়। মালপাস লোকটা ভাল নয়, একটা কিছু ষড়যন্ত্র করিয়া বসে নাই ত?"

আর্ল কর্জ্জন বলিলেন, "উহার সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র উচ্চ ধারণা নাই. লোকটা পাজীর অগ্রগণ্য। তুমি জানো, আমাদের মধ্যে ছয় হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ নব্বুই হাজার টাকার বাজী রাখা হইয়াছে। টাকাগুলি লেভিসনের কাছে জমা আছে। কর্ণেল মালপাস যতক্ষণ না প্রমাণ করিতে পারিতেছে যে, সে সর্ব্বপ্রথম ভিনিসিয়ার প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়াছে, ততক্ষণ যেন লেভিসন সে টাকা উহাকে না দেন। তবে ভিনিসিয়াকে যে সে অগ্রে হস্তগত করিয়া থাকিলেও আমি বিস্মিত হইব না; যে লেভিসন ও প্রিন্স অব্ ওয়েলেসের হস্তে একই রাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে পারে—তাহাদের কামতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সে সব করিতে পারে।"

সার ডগলাস বলিলেন, "তবে শ্রীমতী তোমার আমার কাছে এত সতী-পণা ফলাইলেন কেন? আমাদের অপরাধ কি? রূপ ও অর্থ কোন্‌টা আমাদের নাই? আমরা ঐ ছটো বুড়োর চেয়ে বয়সেও অনেক কম, যুবক বলিলেই হয়, তবু আমাদের মনে ধরিল না!"

কথা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় যুবরাজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালপাসের সঙ্গে আর তিনি কথা কহিবেন না, তাহার বাড়ীতে কখন পদার্পণ করিবেন না, যুবরাজ যদিও ভিনিসিয়ার নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি আজিকার নিমন্ত্রণের প্রলোভন তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কর্ণেলের সহিত দুই একটা সময়োচিত কথা বলিয়া যুবরাজ মার্কুইস্ লেভিসনকে বলিলেন, "মার্কুইস্, তোমার সঙ্গে আমার দুই একটা রাজনীতি-ঘটিত কথা আছে, কথাটা তোমাকে গোপনে বলিতে হইতেছে—আমার এ অশিষ্টাচার, আশা করি, কর্ণেল সাহেব ক্ষমা করিবেন।"

কর্ণেল বলিলেন, "আপনার স্বাধীনতা কেবল আমার বাড়ী বলিয়া নহে, সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ।"—গোঁফে তা দিতে দিতে তিনি সার ডগলাস ও কর্জ্জনের সহিত আলাপ করিতে চলিলেন।

যুবরাজ লেভিসনের হাত ধরিয়া কক্ষের এক প্রান্তে আসিলেন, তাহার পর নিম্নস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব ধুমধামের অর্থ কি?"

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "আমি কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মালপাস প্রেমের সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে, ইহাই ত সে জানাইতে চায়। কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য না হইতে পারে। ভিনিসিয়ার সঙ্গে যখন আমার বাড়ীতে দেখা হয়, তখন আমি তাহার মুখেই শুনিয়াছি, সে মালপাসের কাছে আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়াছে।"

যুবরাজ বলিলেন, "ভিনিসিয়া আমার কাছেও সে কথা প্রকাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু দেখিলাম; মালপাসের প্রতি তাহার অসাধারণ ঘৃণা ও ক্রোধ।"

লর্ড লেভিসন বলিলেন, "সে ঘৃণা ও ক্রোধ কপটতামাত্র কি না কে বলিবে? মালপাস আমাকে বলিয়াছে, সে যে ভিনিসিয়ার প্রণয়লাভে সর্ব্বপ্রথমে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার অব্যর্থ প্রমাণ সে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। কিন্তু সেই প্রমাণ কি, তাহা সে পূর্ব্বে বলিতে প্রস্তুত নহে। আমার ত বোধ হয়, ভিনিসিয়া যেমন সুন্দরী,—তেমনি কলঙ্কিনী, প্রেম-বিতরণে তাহার কুণ্ঠা নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "অসম্ভব কি? আমার ইচ্ছা ছিল, মালপাসটার সঙ্গে আর কখন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিব না, তাহার বাড়ীতে আসা ত দূরের কথা! কিন্তু তাহার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমি এতই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি যে, বিস্ময় দমন করিতে না পারায় আমাকে নিমন্ত্রণরক্ষায় আসিতে হইল। আমার আশঙ্কা হয়, স্যাকভিলে ছোকরা হয় ত মধ্য হইতে বিপন্ন হইয়া পড়িবে, না বুঝিয়া সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া কুলটাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, হয় ত ছুঁড়ীটা দেনায় ডুবিয়া আছে,—দেনাশোধের উপায় না দেখিয়া শেষে একটি নির্ব্বোধ যুবকের স্কন্ধে ভর করিয়াছে, তাহার সমস্ত দেনা লইয়া স্যাক্‌ভিলেকে ডুবিয়া মরিতে হইবে।"

মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "হাঁ, সেই রকমই সন্দেহ হয় বটে।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "সেই যে আমাদের ডাকাতী করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সুন্দরী যুবতীর কোন সন্ধান পাইলে?"

মুখখানি অন্ধকার করিয়া মার্‌কুইস্‌ বলিলেন, "না মহাশয়।" মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্যাকভিলে তাহার স্ত্রী লইয়া সহরে ফিরিয়াছে কি—কিছু জানেন?"

যুবরাজ বলিলেন, "কাল রাত্রে তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। স্যাক্‌ভিলে কি আমাদের খানায় যোগ দান করিবে?"

কর্ণেল বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কোন জবাব পাই নাই।"

কর্জ্জন বলিলেন, "বোধ হয়, সে আসিবে না।"

সার ডগলাস বলিলেন, "না আসাই ভাল। লজ্জা পাইবার জন্য আসিয়া সে কি করিবে?"

লেভিসন বলিলেন, "সে আমাদিগকে মুখ দেখাইতে সাহস করিবে না।"

যুবরাজ বলিলেন, "বেচারা ভাবিতেছে, বিদ্রূপের হুলে তাহাকে বিঁধিয়া মরিতে হইবে।"

কর্ণেল ঘড়ী খুলিয়া বলিলেন, "সাড়ে ছটা বাজে, সাড়ে ছটাতে খানা বসিবে, নিমন্ত্রণপত্রে ইহাই লিখিত হইয়াছে, দস্তুরমাফিক কাজ করা চাই, আপনাদের অভিপ্রায় হয় ত বাবুর্চ্চীরা টেবিলে খানা আনে।"

যুবরাজ উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময় দ্বার উন্মুক্ত হইল, সকলে আগন্তুকের দিকে চাহিলেন, তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, আগন্তুক মিঃ হোরাস্ স্যাক্‌ভিলে!"

ষট্‌পঞ্চাশত্তম উল্লাস

রণরঙ্গিণী বেশে—চতুরা ভিনিসিয়া

হোরাস্ স্যাক্‌ভিলে গৃহপ্রবেশ করিলে প্রথমটা বন্ধুগণের সঙ্গে তাঁহার কর-কম্পনের ধূম পড়িয়া গেল ; কেবল আবুল কর্জ্জন একটু কুণ্ঠা—একটু বিরাগের ভাব প্রকাশ করিলেন।

আহারের আয়োজন হইয়াছে শুনিয়া নিমন্ত্রিতের দল ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন।

আহার-সামগ্রী যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আহারের সময় কেহ এই অনুষ্ঠানের কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই আলোচনা করিলেন না,কিন্তু সকলের মনেই কথাটা তোলাপাড়া হইতে লাগিল। আহার সাঙ্গ হইলে ভৃত্যেরা পর্দ্দা টানিয়া দিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন রাত্রি আটটা। কর্ণেলের সর্দ্দার খানসামা প্লথষ্টেড সদর-দরজা খুলিয়া রাস্তার দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল, যেন সে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কয়েক মিনিট পরে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী হইতে তিন জন লোক অদূরে নামিল, গাড়ীখানাকে অদূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, লোক তিন জন সর্দ্দার খানসামার সহিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

এই তিন জনের এক জন ভিনিসিয়া, অপর ব্যক্তি গোয়েন্দা কাপ্তেন ট্যাস্ ও অন্য জন তাহার অনুচর রবিন্। সকলেরই খুব জমকালো পরিচ্ছদ।

একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া খানসামাজী জিজ্ঞাসা করিল, "মাডাম, এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন, মিঃ স্যাক্‌ভিলের নিকট আমি বড় কৃতজ্ঞ।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তিনি তোমাকে চাকরী দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ?"

"হাঁ, আপনাকে আমি এখন হইতেই মনিব মনে করিতেছি। এ হত-ভাগার চাকরী করিতে আছে কি ? বছর দুই তিন বেতন দেয় না, চাহিলে বেত দিতে আসে।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তুমি ভোজনাগারের দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া

বসিয়া থাকিতে পার? তাহা হইলে ভিতরে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, আমি বাহির হইতে শুনিতে পারি।"

খান্‌সামা বলিল, "এ আর শক্ত কথা কি,—আপনি ঐখানে দাঁড়ান, আমি কাজ শেষ করিয়া আসি। কেহ আপনাকে দেখিলেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। কর্ত্তারাও এ দিকে আসিতেছেন না, তাঁহারা এখন বোতল ও গল্প লইয়া মত্ত।"

খান্‌সামা এক গ্লাস জল লইয়া টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কর্ণেল মালপাস বলিলেন, "জলের দরকার নাই, আমি ঘণ্টা না বাজাইলে তুমি বা অন্য কেহ এ ঘরে আসিও না।"

"যো হুকুম" বলিয়া খান্‌সামা ঘরের বাহিরে আসিল; দরজা পূর্ব্বে বন্ধ ছিল, এবার অল্প ফাঁক করিয়া রাখিয়া আসিল; পর্দ্দাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। ভিনিসিয়া, ট্যাস্ ও রবিন্ ঘরের কথা শুনিবার জন্য পর্দ্দার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ণেল মালপাস বলিলেন, "এখন আমাদের সভার কার্য্য আরম্ভ হউক। সভার উদ্দেশ্যেই আজ এই ভোজ, তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি, আমাদের ধনাধ্যক্ষ মার্‌কুইস্ লেভিসন আমাদের সভাপতি হউন।"

যুবরাজ বলিলেন, "উত্তম প্রস্তাব, উত্তম প্রস্তাব, আমরা সকলেই এ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। লেভিসন, সভাপতির আসনে বসো। এ দস্তুরমত সভা, বেদস্তুর কাজ হইলে চলিবে না।"

লর্ড লেভিসন আসন হইতে উঠিয়া, পকেট হইতে এক তোড়া ব্যাঙ্ক-নোট ও কতকগুলি মোহরপূর্ণ মুদ্রাধার বাহির করিয়া তাহা টেবিলে রাখিলেন; তাহার পর বলিলেন, "এই নব্বই হাজার টাকা আছে, আমি এই টাকার এত দিন রক্ষক ছিলাম, আমাদের পূর্ব্ব-অঙ্গীকার অনুসারে যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহার দাবীদার, তিনি তাঁহার অধিকার প্রতিপন্ন করিয়া এ টাকা পাইতে পারেন; কিন্তু এই সভার সভাপতিরূপে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এ সভায় শিষ্টাচারের সম্মান রক্ষিত হইবে। হঠাৎ কেহ কোন কারণে চঞ্চল হইয়া সভার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবেন না।"

মদের গ্লাস টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া গেল, ইহাই সভার দস্তুর। মদ্য-পানের পর সভাপতি বলিলেন, 'মিঃ স্ম্যাকৃভিলের নিকট আমার এক নিবেদন আছে, আমরা যে বিষয় লইয়া পণ করিয়াছিলাম, সে বিষয়ের সহিত তাঁহার

স্ত্রী বিজড়িত, সুতরাং আমরা যে সকল প্রশ্ন করিব, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে চান কি ?"

মিঃ স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "হাঁ, আমার ইচ্ছা, আপনারা হাঁ বা না বলিয়া কথা শেষ করেন, লম্বা চোওড়া বাক্য পূর্ণ করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলেই আমি সুখী হইব।"

মার্‌কুইস বলিলেন, "এ অতি সঙ্গত কথা, তাহাই হইবে। এখন আমাদের পালা কিরূপ ছিল, দেখা যাক্। সোমবার—আরূল অব কর্জ্জন। মঙ্গলবার—সার ডগলাস্ হন্‌টিংডন। বুধবার—কর্ণেল মালপাস। বৃহস্পতি-বার—যুবরাজ। শুক্রবার—মার্‌কুইস্ লেভিসন। শনিবার—মিঃ স্যাক্‌ভিলে। মিঃ আরূল কর্জ্জন, সোমবারের পালা আপনার, আপনিই প্রথমে আপনার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করুন।"

আরূল কর্জ্জন বলিলেন, "আমি সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, আলোচ্য ব্যাপারে আমি কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করি নাই।"

"সার ডগলাস হন্‌টিংডন ?"

সার ডগলাস বলিলেন, "আমিও সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, আমিও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, আমি 'ফেল' হইয়াছি।"

মার্‌কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ণেল মালপাস ?"

"আমি সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে বাধ্য—অবশ্য, আমার অভিপ্রায় প্রকাশে কোন বন্ধুর মনঃকষ্টের কারণ হইবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বন্ধুগণের মধ্যে আমিই প্রথমে পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হইয়াছি। পরীক্ষায় আমি পাশ করিয়াছি এবং তাহার উপযুক্ত প্রমাণও আপনাদের সম্মুখে দাখিল করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

স্যাক্‌ভিলে মুখখানি মলিন করিয়া বলিলেন, "একে একে সকলকে উত্তরদানের অধিকার আগে দেওয়া হউক, তাহার পর আপনার সুখের কাহিনী আপনি বিবৃত করিয়া বলিবেন।"

মার্‌কুইস্ লেভিসন বলিলেন, "এ অতি সঙ্গত কথা। যুবরাজ, আপনার কি উত্তর ?"

যুবরাজ বলিলেন, "আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সাধারণ মানুষের কথা বলিয়া মনে রাখিবেন। সে হিসাবে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, আমি পরী-ক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছি, সুন্দরীকে প্রেমের অভিনয়ে ভুলাইতে পারি নাই।"

আর্ল কর্জ্জন ও সার ডগলাস হন্‌টিংডন একবার পরস্পরের মুখের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন, "এ তো অবিশ্বাস করিবার কথা নয়। তবে কি ট্যাস্ তাঁহাদিগের গোয়েন্দা হইয়া কেবল প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে?"

লর্ড লেভিসন বলিলেন, "এবার আমার পালা, আমার চেষ্টা সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলি যে, যুবরাজ যাহা বলিয়াছেন, আমার বক্তব্যও তাহাই, আমি অভীষ্টসাধন করিতে পারি নাই।"

"মিঃ স্যাক্‌ভিলে, আপনার কিছু বক্তব্য আছে?"

স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "আমি ভিনিসিয়ার সহিত প্রণয়স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে, তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি আমার স্ত্রী। কর্ণেল মালপাস বলিতেছেন, আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে তিনি আমার স্ত্রীর প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা এখানে মজা করিতে আসি নাই, স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করিতে আসিয়াছি। কর্ণেল আমার স্ত্রীর উপর যে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রমাণ করিতে বাধ্য। আপনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাকেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে।"

তখন কর্ণেল মালপাস গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সর্ব্বপ্রথমে এই যুবতীর প্রেমলাভে সমর্থ হইয়াছি, তাহার অব্যর্থ প্রমাণ উপস্থিত করিব। আপনারা সকলেই জানেন, আমার প্রণয়-পরীক্ষার পালা বুধবারে পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিন লেডী ওয়েনলকের সঙ্গে আমার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেন, পরদিন সন্ধ্যাকালে সুন্দরী ভিনিসিয়া ত্রিলনীকে তিনি একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন। আমিও লেডী ওয়েনলক কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, সুতরাং পরদিন সন্ধ্যাকালে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াই স্থির করিলাম। বুধবার সকালে হঠাৎ মিঃ স্যাক্‌ভিলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি তাঁহাকে বলি, আমি সন্ধ্যাকালে নিমন্ত্রণরক্ষায় যাইব, সেখানে সুন্দরী ভিনিসিয়ার সহিত আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা হইতে পারে। আমার সে কথা বোধ করি মিঃ স্যাক্‌ভিলের স্মরণ আছে।"

হোরাস্ স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "হাঁ, তা স্মরণ আছে।"

কর্ণেল বলিতে লাগিলেন, "আমি ভোজে যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। মিস্ ত্রিলনীর সঙ্গে সেখানে আমার পরিচয় হইল। তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই,

এই কথা বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, আমরা ডুজনে আলাপ করিতে করিতে লেডী ওয়েনলকের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ আরবথনট ও তাঁহার কন্যা ছিলেন,তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। আমি সুন্দরীর নিকট আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম, আমি যে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনিও আমার প্রতি প্রেমাসক্ত, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলাম, তাহার পর স্থির হইল, শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমাদের একটা আড্ডায় তাঁহার সঙ্গে আমার মিলন হইবে।"

"শুক্রবার সন্ধ্যাকালে?"—সবিস্ময়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মার্কুইস্ লেভিসন একবার যুবরাজের মুখের প্রতি চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মালপাস বলিলেন, "হাঁ, শুক্রবার সন্ধ্যাকালে। তাহার পর বুধবার যুবতীর সহিত মিঃ স্যাক্ভিলের বিবাহ হয়, সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই আমি শ্রীমতী ভিবিসিয়ার প্রণয়-স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছি। কোন্ আড্ডায় তাঁহার সঙ্গে আমার মিলন হয়, তাহা বোধ হয় জানিবার জন্য আপনাদের আগ্রহ হইয়াছে। সোহো স্কোয়ারের মিসেস্ গেলের বাড়ীতে শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গে আমার মিলন হইয়াছিল, সাক্ষী আছে।"

মার্কুইস্ লেভিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন রাত্রি কত?"

মালপাস বলিলেন, "রাত্রি নটা।"

"মিসেস্ গেলের বাড়ী তিনি কতক্ষণ আপনার সহবাসে কাটাইয়াছিলেন?"—লেভিসন যুবরাজের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্ণেলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কর্ণেল মালপাস বলিলেন, "শুক্রবার রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মিস্ ত্রিলনী মিসেস্ গেলের আড্ডায় আমার সঙ্গে ছিলেন।"

মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কোন প্রমাণ আছে?"

কর্ণেল বলিলেন, "অবশ্যই আছে। প্রমাণ ভিন্ন এ কথা আপনারা কেন বিশ্বাস করিবেন, এই জন্যই আমি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি। এই দেখুন, মিসেস্ গেলের স্বহস্তলিখিত প্রমাণ, আমার অধিক কিছু বলিবার নাই।"—কর্ণেল একখানি কাগজ মার্কুইসের হাতে দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মার্কুইস্ লেভিসন কাগজখানি খুলিলেন। মিসেস্ গেলের হস্তাক্ষর তাঁহার পরিচিত ছিল, সেই হস্তাক্ষরে তিনি কর্ণেলের কথার সমর্থন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কথাটা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, আবার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল, দুই তিনবার তিনি কাগজখানি পাঠ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহা মিসেস্ গেলের হস্তাক্ষর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমি এ হস্তাক্ষর চিনি।"

অনন্তর মার্কুইস্ পত্রখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

"কর্ণেল মালপাস ও মিস্ ভিনিসিয়া ত্রিলনী অর্থাৎ মিসেস্ স্যাক্‌ভিলে দুজনে একত্রে তাহার গৃহের এক নির্জ্জন কক্ষে দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়াছেন; সে দিন ১৮১৪ অব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার; রাত্রি নটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহারা সেখানে ছিলেন।"

মালপাস মনে করিলেন, এবার তাঁহার বিজয়লাভের আর কোন বাধা উপস্থিত হইবে না, তাঁহার কৌশল ঠিক লাগিয়াছে। হোরাস্ স্যাক্‌ভিলে সকল কথা শুনিয়া একদৃষ্টে টেবিলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

সার ডগ্‌লাস্ হন্‌টিংডন আর্ল কর্জ্জনের কানে কানে বলিলেন, "দেখিয়াছ, আমাদের বেতনভোগী গোয়েন্দা ট্যাস্ আমাদের সঙ্গে কি রকম প্রতারণা করিয়াছে?"

কিন্তু হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দরজাটা সবেগে খুলিয়া গেল, পর্দ্দাটা সরাইয়া ভিনিসিয়া কাপ্তেন ট্যাস্‌কে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রবিন্ তাঁহাদের সঙ্গে সে কক্ষে প্রবেশ না করিয়া কি একটা কাজে পথের দিকে চলিয়া গেল।

সুন্দরী ভিনিসিয়ার তখন রণরঙ্গিণীবেশ। ক্রোধে ও ঘৃণায় সুন্দর মুখ সুরঞ্জিত, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল, তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপে তেজস্বিতা সুপরিস্ফুট হইতেছিল। তাঁহাকে সেই অবস্থায় সেই ভোজনাগারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার স্বামী স্যাক্‌ভিলে ভিন্ন সকলেই বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কর্ণেল মালপাসের মুখ চূণ হইয়া গেল, তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিলেন, কিন্তু স্যাক্‌ভিলের মুখে তখন মৃদু মৃদু হাস্যরেখা।

ভিনিসিয়া বীণাবিনিন্দিত-স্বরে বলিলেন, "যুবরাজ ও উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণ, আমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর কলঙ্কের আরোপ করা হইয়াছে, তাহা আপনারা এতক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন, এখন আমি আত্মসমর্থন করিব, অনুগ্রহ করিয়া আমার কথায় কর্ণপাত করুন, আমার প্রতি সুবিচার করিবেন।"

যুবরাজ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই, সভাপতি মহাশয়, আমরা এই রমণীর ব্যবহারে হয় ত একদিন মর্ম্মাহত হইয়াছি, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়া আজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা মানুষের কাজ নহে। উহার অভিযোগের সুবিচার করিতে হইবে। আপনি আজ আমাদের এই সভার সভাপতি; আমার বিশ্বাস আছে, আপনি কর্ত্তব্যসাধনে শিথিলতা প্রকাশ করিবেন না।"

মার্‌কুইস্ যুবতীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন, পূর্ব্বে তিনি তাঁহার হস্তে যে প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, সে সকল বিস্মৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, "মিঃ স্যাক্‌ভিলে, আপনার স্ত্রীকে বসিতে দিউন।—আর মিঃ ট্যাস্, তুমিও এক পাশে বসো।"

"কাপ্তেন ট্যাস্ তৎক্ষণাৎ চেয়ারে বসিয়া ফলমূল ও মিষ্টান্ন যাহা কিছু ভোজনাবশিষ্ট ছিল, ব্যগ্রভাবে তাহা উদর-গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, দুই এক গ্লাস মদ্য পান করিয়া প্রাণটা সজীব করিয়া লইল, তাহার পর প্রফুল্লভাবে বলিল, "মহাশয়েরা বিচার আরম্ভ করুন।"

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "মিসেস্ স্যাক্‌ভিলে, আপনার অভিযোগ কি বলুন, আমরা তাহা মনোযোগের সহিত শুনিব।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "এই সভায় কর্ণেল মালপাস নামক এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, আমি ঘৃণার সহিত তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি—তাহার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও আমার সম্মানের ক্ষতিকর। এই মিথ্যা কলঙ্ক হইতে আমি মুক্তি লাভ করিতে চাই, আমার স্বামী আমার পক্ষে মামলা চালাইবেন।"

স্যাক্‌ভিলে বলিলেন, "আমি আমার স্ত্রীর প্রধান সাক্ষী; কাপ্তেন ট্যাস্‌কে অনুরোধ করিতেছি, লেডী ওয়েনলকের বাগানে আমার স্ত্রীর সহিত কর্ণেল মালপাসের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সে শুনিয়া থাকিলে এই সভায় তাহা প্রকাশ করুক।"

এক নিশ্বাসে এক গেলাস পোর্ট উদরস্থ করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ প্রফুল্লচিত্তে বলিল, "আলবৎ, আমি সকল কথা বলিব। কর্ণেল মালপাস যে বুধবারের কথা বলিতেছেন, সেই বুধবার রাত্রে আমি আমার অনুচর রবীনের সহিত লেডী-ওয়েনলকের বাগানে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম। আমরা যে কেন সেখানে লুকাইয়া ছিলাম, সে কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একবার লর্ড কর্জ্জন ও সার ডগলাসের দিকে বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। তাহার পর বলিতে লাগিল, "আমরা সেখানে ছিলাম, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, কারণ,—আমরা ছিলাম। এ কথা সত্য যে, মিসেস্ আরবথনট ও তাঁহার কন্যা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ভিনিসিয়া যে কর্ণেল সাহেবের প্রতি অতি ঘৃণার সহিত কথা কহিতেছিলেন, এ কথা মিথ্যা নহে। কর্ণেল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ সুন্দরী ভিনিসিয়াকে হস্তগত করিবার জন্য এক অতি জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যদি ভিনিসিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসম্প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সেই ষড়যন্ত্রজাল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, এবং ভিনিসিয়াকে লইয়া যে বাজী রাখা হইয়াছে, সে কথাও তিনি প্রকাশ করিলেন। এই সকল কথা বলিবার সময় ঝোপের মধ্যে কি যেন নড়িয়া উঠে, তাহাতে কর্ণেল সাহেব চমকিয়া উঠেন; তিনি কি করিয়া তখন বুঝিবেন যে, ঝোপের মধ্যে যে সামগ্রীটি নড়াচড়া করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছিল, তাহা আর কিছুই নহে,—কাপ্তেন ট্যাসের এই বীরবপু! আমি তখন সেই ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম—কি ভাবে জানেন, দিনের বেলা প্যাঁচা অন্ধকার বৃক্ষকোটরে যে ভাবে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকে, ঠিক সেই ভাবে—ঠিক সেই ভাবে! কাপ্তেন ট্যাস্ ও প্যাঁচা একই জাতীয় জীব অর্থাৎ নিশাচর।" আর এক গ্লাস সুরা লইয়া কাপ্তেন শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া দিল।

মদ্যপানের পর কাপ্তেন ট্যাস্ পুনরায় বলিতে লাগিল, "কর্ণেল মালপাস মিসেস্ স্তাক্‌ভিলে অর্থাৎ মিস্ ত্রিলনী অর্থাৎ কুমারী ভিনিসিয়াকে ভুলাইবার জন্য অনেক বাগাড়ম্বর করিলেন; কিন্তু সুন্দরী ভুলিলেন না, তখন কর্ণেল তাঁহাকে নানা রকম ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সে সকল কথা শুনিয়া রাগে আমার কেশ কদম্ব-কেশরের মত কাঁটা দিয়া উঠিল, ভদ্রলোকের মেয়েকে ভুলাইয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গিয়া বে-ইজ্জতের চেষ্টা! কি পেজোমী! কর্ণেল বলিলেন, যদি মিস্ ত্রিলনী তাঁহাকে প্রেমদান না করেন

তাহা হইলে তিনি যুবতীকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইবেন, তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে এত কথা রটাইয়া দিবেন যে, তাঁহার ইহকাল পরকাল সব মাটী হইবে। এমন কি, মিস্ ত্রিলনী তাঁহার উপপত্নী হইয়াছেন, তাহাও প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং সে জন্য তাঁহার নাম জাল করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না, মিস্ ত্রিলনীর জাল প্রেমপত্র বন্ধুমহলে প্রচার করিবেন।— অনন্তর কর্ণেল ভিনিসিয়াকে দুই সপ্তাহের সময় দিলেন।"

লর্ড লেভিসন বলিলেন, "কাপ্তেন ট্যাস্ যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমাকে বলিতে হইবে না, আমার আশঙ্কা হয়, আর বেশী কিছু বলিলে মিঃ স্নাক্ভিলে মনে বড় আঘাত পাইবেন, কর্ণেলের সঙ্গে তাঁহার হাতাহাতি বাধিয়া যাইবে; তাহার আর আবশ্যক নাই।"

যুবরাজ বলিলেন, "ঠিক কথা, তাঁহার আর আবশ্যক নাই, কাপ্তেন ট্যাস্, তুমি উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছ, এখন বসিয়া বসিয়া মদ খাও।"

ট্যাস্ মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলে রবিন্ মিসেস্ গেলকে লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। মিসেস্ গেলকে দেখিয়াই কর্ণেল ঝালপাসের আক্কেল গুড়ুম! তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ নির্গত হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পরিত্রাণের আর উপায় নাই। হতভাগ্য কর্ণেল হতাশভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। মিসেস্ গেল এত লোকের মধ্যে এমন একটা সৌখীন আড্ডায় আসিয়া প্রথমটা কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রবিন্ কাপ্তেন ট্যাস্কে বলিল, "একটা কন্‌ষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ভয় না দেখাইলে এই মাগী কিছুতেই তাহার কাছে আসিত না।" মিসেস্ গেল ভয়ে থর থর করিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া মারকুইস্ তাহাকে বলিলেন যে, "যদি সে সত্য কথা বলে, তাহা হইলে তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু মিথ্যা বলিলে তাহার অতি কঠিন দণ্ড হইবে।" মিসেস্ গেল স্বীকার করিল টাকা পাইয়া সে কর্ণেলের কথামত সার্টিফিকেটখানি লিখিয়াছে, কর্ণেলের কাছে তাহার অনেক টাকা প্রাপ্য ছিল—সে টাকা আদায়ের জন্য সে এ কুকর্ম্ম করিয়াছে; সে আরও স্বীকার করিল, ভিনিসিয়া কোন দিন তাহার আড্ডায় যান নাই।—এই সকল কথার পর মিসেস্ গেলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মিসেস্ গেল ভোজনাগার ত্যাগ করিলে একজন দ্বারবান্ আসিয়া কর্ণেলকে বলিল, "আপনি একবার বাহিরে আসিবেন, বিশেষ দরকার।"

কর্ণেল উঠিলেন। সভাপতি মার্কুইস্ লেভিসন বলিলেন, "তুমি এখনই ফিরিয়া আসিতে চাও।"

"আচ্ছা" বলিয়া কর্ণেল বাহিরে চলিলেন। বাহিরে আসিয়াই কর্ণেল দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার পাওনাদার মিঃ এমার্সন্ আর আদালতের একজন নাজীর। এমার্সন্ একখানি ক্রোকী পরোয়াণা বাহির করিয়া কর্ণেলের সম্মুখে ধরিল। নাজীর বলিল, "কর্ণেল, পাঁচ হাজার গিনীর জন্ম আমি আপনার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিতে আসিয়াছি। টম্!"

এক জন পেয়াদা নাজীরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হুজুর!"

"বাড়ী ঘেরাও কর।"

কর্ণেল অগত্যা পলায়নে উদ্যত হইলেন, রক্ষার উপায় নাই, চতুর্দ্দিকে তিনি নরকাগ্নিরাশি প্রজ্বলিত দেখিলেন, তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অসংখ্য প্রেত তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল।

কাপ্তেন ট্যাস দরজার কাছে আসিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "আসামী পলায়, ধর ধর; ছোটলোক, পাজী, নচ্ছার, জোচ্চোরকে ধর ধর" বলিয়াই সে এক লম্ফে কর্ণেলের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল, তাঁহার নাক ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিল। একবার নাক ও একবার কান ধরিয়া কর্ণেলকে সে সেই ঘরের মধ্যে শত পাক খাওয়াইল। কর্ণেল যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিলেন; যুবরাজ ও তাঁহার বন্ধুগণ এই দৃশ্য দেখিবার জন্য বারান্দায় ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ট্যাসের আনন্দ ও উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল, সে কর্ণেলকে পদাঘাত করিল।

এইরূপে কর্ণেলের প্রতারণার প্রতিফল হইল, নাজীর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। সভাভঙ্গ হইল, ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মিঃ স্যাক্ভিলেকে পুরস্কার প্রদান করা হইল, মোহরের তোড়াটা মিঃ স্যাকভিলে কাপ্তেন ট্যাস্কে তাহার গোয়েন্দাগিরীর পুরস্কার দান করিলেন।---এইরূপে রঙ্গনাট্যের উপর যবনিকা পতিত হইল।

পঞ্চম-খণ্ড সমাপ্ত।